

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় ।

অথর্ববেদীয়-

প্রশ্নোপনিষৎ।

(ঋতি, শাকরভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ-সম্মেত ।)

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সাক্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্বেদান্তগত “স্রষ্টোত্তরশতোপনিষৎ” “বেদান্তসার”
“পঞ্চদশী” এবং “দর্শনশাস্ত্রাদি” প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

(ঘোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা ।

ঘোড়াসাঁকো ; শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭ নং ভবনে জ্যোতিষপ্রকাশ-বক্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-কর্তৃক মুদ্রিত ।

শকাব্দাঃ ১৮০৬, চৈত্র ।

(All rights reserved.)



R M I C LIBRARY	
Acc. No.	26463
Class No.	294'1422 UPA
Date	
Ex. Card	
Class.	CDH
Cat.	CDH
Bk. Card	✓
Checked	CDH

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

অথর্ববেদীয়- প্রশ্নোপনিষৎ ।

অথ প্রথমঃ প্রশ্নঃ ।

॥ ওঁ ॥ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

ওঁ ॥ অকেশা চ ভরদ্বাজঃ শৈব্যাশ্চ সত্যকামঃ
সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ কৌশল্যশ্চান্বলায়নোভার্গবোবৈদর্ভিঃ

অথর্ববেদীয়প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্যম্ ।

ওঁ ॥ নমঃ পরমাত্মনে নমঃ ॥ মন্ত্রোক্তার্থস্তু বিস্তরাভূবাদীদং ব্রাহ্মণ-
মারভ্যতে । ঋষিপ্রশ্নপ্রতিবচনাখ্যানিকা তু বিদ্যাস্ততয়ে এবং সম্বৎসর-
ব্রহ্মচর্য্যসংবাসাদিযুক্তৈস্তপোযুক্তৈর্গ্ৰাহ্য পিপ্লবাদিবিৎ সর্বজ্ঞকন্মৈ-
রাচার্য্যৈর্কলব্যো চ । ন সা যেন কেনচিদিতি বিদ্যাং জ্ঞোতি । ব্রহ্মচর্য্যা-
সাধনস্থচনাচ্চ তৎ কর্তব্যতা জ্ঞাৎ ॥

অকেশা চ নামতঃ ভরদ্বাজপ্রাপত্যং ভরদ্বাজঃ । শৈব্যাশ্চ শিবেরপত্যং
শৈব্যাঃ সত্যকামো নামতঃ । সৌর্যায়ণী স্বর্য্যপ্রাপত্যং সৌর্য্যস্তপ্রাপত্যং
সৌর্যায়ণিশ্চান্দসঃ সৌর্যায়ণীতি গার্গ্যঃ গর্গগোত্রোৎপন্নঃ । কৌশল্যশ্চ

ভরদ্বাজের পুত্র অকেশা, শিবির পুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যের
পুত্র গার্গ্য, অন্বলের পুত্র কৌশল্য, ভৃগুর পুত্র বৈদর্ভী ও

কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মা-
 স্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎসৰ্বং বক্ষ্যতীতি তে হ সমিৎ-
 পাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১ ॥

তান্ হ স ঋষিরুবাচ ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া ।

নামতঃ অখলভ্যাপত্যমাখলায়নঃ । ভার্গবো ভৃগোর্গোত্রাপত্যং ভার্গবঃ
 বৈদর্ভির্বিদর্ভে প্রভবঃ । কবন্ধী নামতঃ কত্যাভ্যাপত্যং কাত্যায়নঃ । বিদ্যা-
 মানপ্রাপিতমহো যন্ত সঃ । স্বার্থপ্রত্যয়ঃ তে হৈতে ব্রহ্মপরা অপরাং ব্রহ্মপর-
 স্তেন গতাস্তদলুষ্ঠাননিষ্ঠাশ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মাস্বেষমাণাঃ কিন্তুৎ । যন্নিতাং
 বিজ্ঞেয়মিতি তৎ প্রাপ্ত্যর্থং যথাকামং যতিযাম ইত্যেবং তদবেষণং কুর্যন্ত-
 স্তদধিগমায় এষ হ বৈ তৎসৰ্বং বক্ষ্যতীত্য্যচার্য্যামুপজগ্মুঃ । কথম্ তে হ
 সমিৎপাণয়ঃ সমিভারগৃহীতহস্তাঃ সন্তো ভগবন্তং পূজাবন্তং পিপ্পলাদ-
 মাচার্য্যামুপসন্না উপজগ্মুঃ ॥ ১ ॥

তানেবমুপগতান্ হ স কিল ঋষিরুবাচ ভূয়ঃ পুনরেব যদ্যপি পূর্বে
 তপস্বিন এব তপসেন্দ্রিয়সংযমেন তথাপীহ বিশেষতো ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া

কত্যোর পুত্র কবন্ধী, ইহার। সকলেই ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন ।
 কিন্তু একদা সকলে ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া “ইনি
 আমাদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিবেন” এইরূপ স্থির করিয়া
 ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভার্থ সমিভারগ্রহণপূর্ব্বক আচার্য্যপ্রবর ভগ-
 বান্ পিপ্পলাদ ঋষির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি
 সন্মানপুরঃসর ব্রহ্মবিজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

তখন ঋষিবর পিপ্পলাদ ভারদ্বাজ-শুকেশাপ্রভৃতি শিষ্য-
 বর্গকে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভে সমুৎসুক দেখিয়া কহিলেন, হে শিষ্য-
 গণ ! তোমরা পূর্বে তপস্বী ছিলে বটে, কিন্তু পুনর্বার তোমা-
 দিগকে তপস্শাচরণ করিতে হইবে, অতএব একবৎসরকাল
 সবিশেষ যত্নসহকারে শ্রদ্ধাসম্বিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-

সংবৎসরং সংবৎস্র্থ যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ যদি বিজ্ঞা-
স্ত্রামঃ সর্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২ ॥

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ । ভগবন্ কুতো
হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ৩ ॥

চান্তিক্যবুদ্ধাদরবন্তঃ সংবৎসরং কালং সংবৎস্র্থ সমগুণ্ডরুগুজ্ঞাপরাঃ
সস্তো বৎস্র্থ । ততো যথাকামং যো যস্ত কামস্তম্ননতিক্রম্য যদ্বিষয়ে
যস্ত জিজ্ঞাসা তদ্বিষয়ান্ প্রশ্নান্ পৃচ্ছথ । যদি তদ্যুহ্যংপৃষ্টং বিজ্ঞাস্ত্রামঃ ।
অমুক্ততত্ত্বপ্রদর্শনার্থো যদিশব্দো নাজ্ঞানসংশয়ার্থঃ । প্রশ্ননির্ণয়াদবসীয়েতে
সর্বং হ বো বঃ পৃষ্টং বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২ ॥

অথ সংবৎসরাদূর্দ্ধং কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্যাগত্য পপ্রচ্ছ পৃষ্টবান্ ।
হে ভগবন্ কুতঃ কস্মাক্ বৈ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে উৎপদ্যন্তে ।
অপরবিদ্যাকর্মণোঃ সমুচ্চিতাসমুচ্চিতবোধ্যং কার্যং যা গতিস্তত্ত্বজ্ঞব্যমিতি
তদর্থোহিহ প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥

পূর্বক গুরুশুশ্রূষাতৎপর হইয়া থাক, পরে আমার নিকট
আগমন করিয়া যাহার যে জিজ্ঞাস্ত্র থাকে, তাহা প্রশ্ন করিও ।
যদি তোমাদিগের প্রশ্নের উত্তর আমার অবিদিত থাকে,
তাহাহইলে অবশ্যই আমি তোমাদিগের সেই সকল প্রশ্নের
যথার্থ উত্তর প্রদান করিব ॥ ২ ॥

অনন্তর কাত্যায়ন-কবন্ধী পিপ্পলাদ ঋষির উপদেশানুসারে
একবৎসরকাল গুরুশুশ্রূষণাপূর্বক ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া পুন-
র্বার আচার্য্যপ্রবর পিপ্পলাদমুনির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং
গুরুদেবকে যথাবিধি সৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগ-
বন্ ! কিরূপে এই ব্রাহ্মণাদি প্রজা উৎপন্ন হইতেছে, তাহা
আমাদিগের নিকট সবিশেষ বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

তস্মৈ স হোবাচ প্রজ্ঞাকামো বৈ প্রজ্ঞাপতিঃ স তপো-
হতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে । রয়িঞ্চ প্রাণ-
ক্ষেতোর্তো মে বহুধা প্রজ্ঞাঃ করিস্যত ইতি ॥ ৫ ॥

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্বা এতৎ
সর্বং যন্মূর্ত্ত্বা মূর্ত্ত্বা তস্মান্মূর্ত্ত্বিরেব রয়িঃ ॥ ৫ ॥

তস্মা এবং পৃষ্টবতে স হোবাচ । তদপাকরণায়াহ । প্রজ্ঞাকামঃ প্রজ্ঞা
আত্মনঃ সিস্কুর্কৈ প্রজ্ঞাপতিঃ সর্বায়া সন্ জগৎ স্রক্ষ্যামীত্যেবং বিজ্ঞান-
বান্ যথোক্তকারী তদ্ভাবভাবিতঃ কল্পাদৌ নির্কৃতৌ হিরণ্যগর্ভসৃজ্য-
মানানাং প্রজ্ঞানাং স্বাবরজঙ্গমানাং পতিঃ সন্ জন্মান্তরভাবিতং জ্ঞানং
শ্রুতিপ্রকাশিতার্থবিষয়ং তপোহ্যালোচয়দতপ্যত । অথ তু স এবং তপ-
স্তপ্ত্বা শ্রোতং জ্ঞানমহ্যালোচ্য সৃষ্টিসাধনভূতং মৈথুনমুৎপাদয়তে মিথুনং
হৃদমুৎপাদিতবান্ । রয়িঞ্চ সোমমুগ্ধং প্রাণঞ্চাগ্নিমন্তারমেতাবগ্নীসোমাব-
গ্নীমাদ্যভূতৌ মে মম বহুধাহ্নৈকধা প্রজ্ঞাঃ করিস্যত ইত্যেবং সঙ্কিস্ত্যাণ্ডোৎ-
পত্তিক্রমেণ সূর্য্যচন্দ্রমসাবকরয়ৎ ॥ ৪ ॥

তত্রাদিত্যো হ বৈ প্রাণোহস্তা অগ্নিঃ । রয়িরেব চন্দ্রমাঃ । রয়িরেবান্নং

মহর্ষি পিপ্ললাদ কাত্যায়ন-কবক্ষীর প্রাশ্ন শ্রবণ করিয়া কহি-
লেন, কল্পাদিসময়ে প্রজ্ঞাপতি প্রজ্ঞাসৃষ্টিকামনায় শ্রোতজ্ঞানা-
লোচনারূপ তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন । অনস্তর শ্রোত-
জ্ঞান আলোচনা করিয়া সৃষ্টির সাধনীভূত মিথুন, অর্থাৎ রয়ি
ও প্রাণ, (চন্দ্রসূর্য্য) উৎপাদন করিয়া সেই চন্দ্রাদিত্যাদ্যাধ্য,
সংবৎসর, অয়ন, মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি প্রভৃতি এবং বৎ-
সরাদিকালসাধ্য ত্রীহিপ্রভৃতি অন্ন, অন্নসাধ্য রেতঃ ও রেতঃ
সাধ্য প্রজ্ঞা সৃষ্টি হইবে, এইরূপে চন্দ্র সূর্য্য ইহারা বহুবিধ
প্রজ্ঞা সৃষ্টি করিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রথমে চন্দ্র ও সূর্য্য
উৎপাদন করিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রুতি স্বয়ংই রয়ি ও প্রাণশব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন ।—

অথাদিত্য উদয়দয়ং প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন
প্রাচ্যান্ প্রাণানুশ্মিষু সন্নিধন্তে । যদক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং

সোম এব । তদেতদেকমন্তা চান্নঞ্চ প্রজাপতিরেকং তু মিথুনম্ । গুণ-
প্রধানুকূতো ভেদঃ কথম্ । রয়িরৈকৈ অন্নং বৈ এতৎ সর্কং কিস্তদ্যম্মূর্তঞ্চ
স্থূলঞ্চ অমূর্তঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ মূর্ত্যমূর্তে অভিন্নরূপে রয়িরেব । তস্মাৎ প্রবিভক্তা-
দমূর্তাদ্যদত্তম্মূর্তরূপং মূর্তিঃ সৈব রয়িরমূর্তং অনাদ্যমানস্যাং ॥ ৫ ॥

তথাহমূর্তৌহপি প্রাণোহন্তা সর্কমেব যচ্চাদ্যম্ । কথং অথ আদিত্য
উদয়ন উদগচ্ছন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন তৎ প্রাচীং দিশং স্বপ্র-
কাশেন প্রবিশতি ব্যাপ্নোতি । তেন স্বাত্মব্যাপ্ত্যা সর্কাস্তৎস্থান্ প্রাণান্
প্রাচ্যানন্তুতান্ রশ্মিষু স্বাত্মাবভাসরূপেযু ব্যাপ্তিমৎস্থ ব্যাপ্তস্বাৎ প্রাণিনঃ
সন্নিধন্তে সন্নিবেশয়তি আত্মভূতান্ করোতীত্যর্থঃ । তথৈব যৎ প্রবিশতি

আদিত্যই প্রাণ, এই প্রাণই ভোক্তা অগ্নি । রয়িগন্ধের অর্থ
চন্দ্রমাঃ, ইহাই অন্ন । অতএব রয়ি ও প্রাণ ইহাদিগের একের
অর্থ অন্ন ও অপরের অর্থ ভোক্তা । সুতরাং মূর্ত, অমূর্ত, স্থূল
ও সূক্ষ্ম সমুদায়ই রয়ি । প্রজাপতি প্রথমে রয়ি ও প্রাণ এই মিথুন
সৃষ্টি করিয়া পরে মূর্ত্যামূর্তাদি বিভাগ করিয়া সমুদায় প্রজা সৃষ্টি
করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

যদিও প্রাণ অমূর্ত, তথাপি সেই প্রাণই সর্কময় । পূর্ক-
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণই আদিত্য, এই আদিত্য
উদিত হইয়া পূর্কদিকে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ স্বকীয় দীপ্তিদ্বারা
সেই পূর্কদিগকে ব্যাপ্ত করেন এবং তদ্রূপে সকল প্রাণিকে
স্বীয় রশ্মিমধ্যে ধারণ করিয়া আত্মরূপে প্রকাশ করেন ।
এইরূপে যখন দক্ষিণদিকে প্রবেশ করেন, তখন দক্ষিণদিক
প্রকাশ করিয়া তত্রস্থ প্রাণী সকলকে, যখন পশ্চিমদিকে প্রবেশ
করেন, তখন পশ্চিমদিককে প্রকাশ করিয়া পশ্চিমদিগবর্তী

যহুদীচীং যদধো যদূর্দ্ধং যদন্তরা দিশো যৎ সর্বং প্রকাশয়তি
তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধতে ॥ ৬ ॥

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোহগ্নিরুদয়তে । তদে-
তদৃচাভ্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥

দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যহুদীচীমধ উর্দ্ধং যৎ প্রবিশতি যচ্চান্তরা দিশঃ
কোণদিশোহবাস্তরদিশো যচ্চান্ত্রং সর্বং প্রকাশয়তি তেন স্বপ্রকাশব্যাপ্তা
সর্বান্ সর্বদিক্স্থান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধতে ॥ ৬ ॥

স এষোহস্তা প্রাণো বৈশ্বানরঃ সর্বাঙ্গা বিশ্বরূপো বিশ্বাঙ্গত্বাচ্চ প্রাণো-
হগ্নিস্ স এবাত্তোদয়তে উদগচ্ছতি প্রত্যহং সর্বা দিশ আয়সাৎ কূর্বন ।
তদেতদুক্তং বস্তু ঋচা মন্ত্রেণাপ্যভ্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥

প্রাণীদিগকে, যখন উত্তরদিকে প্রবেশ করেন, তখন সেই
দিককে প্রকাশ করিয়া উত্তরস্থিত প্রাণী সকলকে, যখন উর্দ্ধ-
দিকে প্রবেশ করেন, তখন উর্দ্ধদিককে প্রকাশ করিয়া তত্রস্থ
প্রাণীসকলকে এবং যখন অধোদিকে প্রবেশ করেন, তখন
অধোদিককে প্রকাশ করিয়া অধোবর্তী প্রাণীকে আত্মভূত
করিয়া থাকেন । আর যখন অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশান
এই কোণচতুষ্টয়ে প্রবেশ করেন, তখন সেই সকল কোণকে
প্রকাশ করিয়া তত্বে কোণবর্তী প্রাণীগণকে আত্মস্বরূপ
করেন ; সুতরাং আদিত্যস্বরূপ প্রাণই যে সর্বময়, তাহা প্রতি-
পন্ন হইল ॥ ৬ ॥

এই প্রাণই বৈশ্বানর অর্থাৎ সমস্ত জীবস্বরূপ এবং সকল
নর, অর্থাৎ জীবই ইহার অন্তর্গত । ইনি বিশ্বরূপী, এই প্রপঞ্চ
বিশ্বই সেই প্রাণস্বরূপ, অর্থাৎ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই প্রাণরূপী
আদিত্যের মাহাত্ম্য সন্দেহ নাই । এই বৈশ্বানর প্রাণময়

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং
তপন্তম্ । সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়-
তোষ সূর্য্যঃ ॥ ৮ ॥

• সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিস্তৃত্বায়ানে দক্ষিণকোত্তরঞ্চ ।
তদ্থে হ বৈ তদিষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিত্যুপাসতে । তে চান্দ্র-

বিশ্বরূপং সৰ্ব্বরূপং হরিণং রশ্মিমন্তং জাতবেদ সং জাতপ্রজ্ঞানং পরায়ণং
সৰ্ব্বপ্রাণাশ্রয়ং জ্যোতিরেকং সৰ্ব্বপ্রাণিনাং চক্ষুর্ভূতমদ্বিতীয়ং তপন্তং তাপ-
ক্রিয়াং কূর্স্রাণং স্বায়ানং সূর্য্যং সুরয়ো বিজ্ঞাতবন্তো ব্রহ্ম বিদঃ । কোহসৌ য
বিজ্ঞাতবন্তঃ । সহস্ররশ্মিরনেকরশ্মিঃ শতধা অনেকধা প্রাণিভেদেন বর্ত-
মানঃ প্রজানামুদয়তোষ সূর্য্যঃ ॥ ৮ ॥

যশাসৌ চন্দ্রমা মূর্ত্তিরন্নমমূর্ত্তিষ্ঠ প্রাণোহন্তাদিত্যস্তদেতদেকমেতন্নিখুণং
কথং সৰ্ব্বং প্রজাঃ করিষ্যত ইতি । উচ্যতে তদেব । কালঃ সংবৎসরো বৈ
প্রজাপতিস্তদ্বিকর্ত্তব্যং সংবৎসরস্ত । চন্দ্রাদিত্যনির্কর্ত্তব্যতিথ্যাহোরাত্রসমু-
দায়ো হি সংবৎসরস্তদনন্তত্বাদয়িপ্রাণস্তন্নিখুণাস্থক এবেতুচ্যতে তৎ কথং

সৰ্ব্বভোক্তা অগ্নিই আদিত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন । ইনিই
প্রতিদিন আত্মপ্রভাধারা সকলদিক প্রকাশ করিতেছেন ।
পরন্তু ইহাই উক্ত ক্ষতিতে উক্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

এই যে সূর্য্য উদিত হইতেছেন, ইনি বিশ্বরূপী ও রশ্মিজালে
পরিবৃত । ইহার রশ্মিই সৰ্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । ইনি সৰ্ব্ব-
জ্ঞানময় ও সকলের আশ্রয়, জ্যোতির্ময় অর্থাৎ সৰ্ব্বপ্রাণীর
চক্ষুঃস্বরূপ ও অদ্বিতীয় । এই সূর্য্য জগতের সৰ্ব্বত্র তাপক্রিয়া
সাধন করিতেছেন । ইনি অসংখ্যরশ্মিযুক্ত এবং অনন্ত প্রাণি-
রূপে বর্ত্তমান আছেন এবং এই সূর্য্যই সকলের প্রাণভূত ॥ ৮ ॥

চন্দ্র ও সূর্য্য ইহারাই সংবৎসরাদিধারা সমস্ত প্রজা সৃষ্টি
করিতেছেন । সংবৎসরাস্থক কালও প্রজাপতি, যেহেতু চন্দ্র

মসমেব লোকমভিজয়ন্তে । ত এব পুনরাবর্তন্তে তস্মা-
দেতে ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে । এষ হ বৈ
রয়ির্যঃ পিতৃযাগঃ ॥ ৯ ॥

তস্ত্র সংবৎসরস্ত্র প্রজাপতেরয়নে মার্গো দ্বৌ দক্ষিণং চোত্তরঞ্চ । দে এসিদ্ধে
হয়নে যথাসলক্ষণে যাভ্যাং দক্ষিণেনোত্তরেণ চ যাতি সবিতা কেবল-
কর্ষিণাং জ্ঞানসংযুক্তকর্মবতাম্ লোকান্ বিদধৎ । কথং তত্র চ ব্রাহ্ম-
ণাদিষু যে বৈ তত্পাসত ইতি ক্রিয়াবিশেষণো দ্বিতীয়স্তচ্ছব্দঃ । ইষ্টঞ্চ
পূর্তঞ্চ ইষ্টাপূর্তে ইত্যাদি কৃতমেবোপাসতে নাকৃতং নিত্যং তে চান্দ্রমসং
চন্দ্রমসি ভবং প্রজাপতের্নিখুনান্নকস্মাৎশং রয়িমন্নভূতং লোকমভিজয়ন্তে
কৃতরূপত্বাচ্চান্দ্রমসস্ত্র । তএব চ কৃতক্ষয়াং পুনরাবর্তন্তে ইমং লোকং হীন-
তরং বা বিশস্তীতি হ্যক্তম্ । যস্মাদেবং প্রজাপতিমন্মায়কং ফলধ্বেনাভি-
নির্কর্তয়ন্তি চন্দ্রমিষ্টাপূর্তকর্মণা ঋষয়ঃ স্বর্গদ্রষ্টারঃ প্রজাকামাঃ প্রজার্হিনো
গৃহস্থাঃ । তস্মাৎ স্বকৃতমেব দক্ষিণং দক্ষিণায়নোপলক্ষিতং চন্দ্রং প্রতি-
পদ্যন্তে । এষ হ বৈ রয়িমন্নং যঃ পিতৃযাগঃ পিতৃযাগোপলক্ষিতশ্চন্দ্রঃ ॥ ৯ ॥

ও সূর্য্য ইহারাই সম্বৎসরকে সম্পাদিত করিয়াছেন । তিথি,
দিন, রাত্রি, উদয় ও অস্ত্র সমুদায়ই সম্বৎসরের অন্তর্নিবিষ্ট ।
দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ এই দুইটি তাহার মার্গ । সূর্য্যদেব এই
মার্গদ্বয়ে গমনাগমন করিয়া লোক সকল সৃষ্টি করিতেছেন ।
যাঁহারা অগ্নিহোত্র, তপস্বী, সত্য, বেদানুষ্ঠান, অতিথিসেবা,
বৈশ্বদেবার্চন প্রভৃতি ইষ্টাখ্য কর্ম ও বাপী, কূপ, তড়াগাদি
পূর্ত্যযাগের উপাসনা করেন, তাঁহারা দক্ষিণমার্গোপলক্ষিত
চন্দ্রলোক জয় করিতে পারেন, পুনর্বার কৃতপুণ্যের ক্ষয় হইলে
সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন, অথবা ইতোহধিক হীনতর
লোকেও প্রবেশ করিয়া থাকেন । যেহেতু এইরূপে অন্নান্নক
প্রজাপতিস্বরূপ চন্দ্র ইষ্টাপূর্তাদি কর্মদ্বারা প্রতিনিবর্তিত

অথোক্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যায়াশ্চান-
মন্নিষ্যাদিত্যমতিজয়ন্তে এতদৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃত-

অথোক্তরেণায়নেন । প্রাজাপত্যং প্রাণমন্তারমাদিত্যমতিজয়ন্তে । কেন
'তপসা ইন্দ্রিয়জয়েন বিশেষতো ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যায়া চ প্রজাপত্যাশ্চ-
বিষয়ীয়ানং প্রাণং সূর্য্যং জগতন্তুষ্ণুষ্ণাষ্মিষ্যাহমস্মিতি বিদিত্বাদিত্যমতি-
জয়ন্তেহতিপ্রাপ্নুবন্তি এতদৈ আয়তনং সৰ্ব্বপ্রাণানাং সামান্ত্রমায়তনমাশ্রয়ঃ
এতদমৃতমবিনাশি অভয়ং অতএব ভয়বর্জিতং ন চন্দ্রবৎ ক্ষয়বৃদ্ধিভয়-
বদেতৎ পরায়ণং পরাগতির্নিদ্যাবতাং কর্ম্মিণাঞ্চ জ্ঞানবতামেতস্মায়
পুনরাবর্তন্তে যথেষ্টে কেবলকর্ম্মিণ ইতি যস্মাদেযোহবিদুষ্যং নিরোধ-

হয়েন, অতএব ঋষিরা স্বর্গ দর্শনকরিয়াও প্রজাকামনায় গৃহস্থ
হইয়াছেন ; ইত্যাদিরূপে প্রজাসৃষ্টিই রয়িশব্দের অর্থ এবং
ইহাকেই পিতৃযোগ বলা যায় ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়সংযমনাদিরূপ তপস্যা, বিশেষরূপ ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা
অর্থাৎ ঈশ্বরে দৃঢ় অনুরাগ ও বিজ্ঞানদ্বারা জগতের স্থাপনকর্তা
ভোক্তা প্রাণাত্মক সূর্য্যকে “অহমস্মি” এইরূপে জানিয়া আদি-
ত্যকে প্রাপ্ত হয় । এই আদিত্যই সৰ্ব্বপ্রাণের আশ্রয়, অবি-
নাশী ও ভয়বর্জিত । চন্দ্রমার স্তায় ইহার ক্ষয় ও বৃদ্ধি নাই ।
এই আদিত্যই জ্ঞানী ও কর্ম্মদিগের একমাত্র আশ্রয় ।
জ্ঞানীরা ইহাইহিতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, কেবল কর্ম্মমার্গীরাই
নিবৃত্ত হইয়া থাকে । অতএব এই আদিত্য অজ্ঞানী কর্ম্ম-
দিগের নিরোধস্বরূপ । এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,
সংবৎসরই প্রজাপতি, চন্দ্র দক্ষিণায়ন ও সূর্য্য উত্তরায়ণ, অর্থাৎ
সংসার ও মোক্ষধাম । দক্ষিণায়নে (সংসারে) বাহারা আবদ্ধ
থাকে, তাহারা চন্দ্রের স্তায় ক্ষয় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আর বাহারা
উত্তরায়নে (মোক্ষমার্গে) অনুরণ করে, তাহারা মুক্তিপদ

মভয়মেতৎ পরায়ণমেতন্মাম পুনরাবর্তন্ত ইত্যেব নিরোধ-
স্তদেব শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আত্মঃ পরে অর্দ্ধে

আদিত্যাদিনিরুদ্ধা অবিহাংসো নৈতে সংবৎসরমাদিত্যমাত্মানং প্রাণমভি-
প্রাপ্নুবন্তি । স হি সংবৎসরঃ কালাত্মাহবিহুবাং নিরোধঃ । তত্তত্রাশ্মিন্মর্থ
এষ শ্লোকো মন্তঃ ॥ ১০ ॥

পঞ্চপাদং পঞ্চভবঃ পাদা ইবাশ্র সংবৎসরাত্মন আদিত্যশ্র তৈরসৌ
পাদৈরিবর্ত্তুভির্ষততে । হেমন্তশিশিরাবেকীকৃত্যেয়ং করুনা । পিতরং
সর্বশ্র জনয়িতৃভ্যাং পিতৃভ্যং তশ্র দ্বাদশমাসা ঋতবোহবয়বা আকরণং বা
অবয়বিকরণমশ্র দ্বাদশমাসৈস্তং দ্বাদশকৃতিং দিবঃ ক লোকাং পরে উর্দ্ধে
উর্দ্ধস্থানে তৃতীয়স্তাং দিবীত্যর্থঃ । পুরীষিণং পুরীষবন্তমুদকবন্তমাত্মঃ ।
কালবিদঃ । বিচক্ষণং নিপুণং সর্বজ্ঞং সপ্তচক্রে সপ্তহয়রূপে চক্রে সততং

পায় । কৰ্ম্মীরা কৰ্ম্মদ্বারা নানাপ্রকার লোক প্রাপ্ত হয় এবং
জ্ঞানানুসন্ধান করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব জানিতে পারে । অতএব
‘ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, কৰ্ম্মদ্বারাই প্রজাসৃষ্টি হইয়া
 থাকে ॥ ১০ ॥

সম্বৎসরাত্মক আদিত্যদেব পঞ্চপাদ, অর্থাৎ পঞ্চঋতু ❀ ইহার
পঞ্চপাদস্বরূপ । ইনি সর্বলোকের জনক, অতএব এই আদিত্য
জগৎপিতা । দ্বাদশমাস ইহার অবয়ব, অর্থাৎ দ্বাদশমাসদ্বারা
দ্বাদশাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন । ইনি আকাশলোকের
উর্দ্ধে অবস্থান করেন । কালবিৎ ঋষিগণ ইহাকে উদকবানু
বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন । অশ্রাত্ম ঋষিরা বলিয়া থাকেন,
ইনি বিচক্ষণ, অর্থাৎ সর্বকার্য্যে কুশল ও সর্বজ্ঞ । ইনি সপ্তাশ্র-
চক্রে সতত পরিভ্রমণ করিতেছেন, ছয় ঋতু এই চক্রের অর্গল ।

• বৈদান্তিকেরা হেমন্ত ও শিশির এই ঋতুদ্বয়কে এক ঋতু বলিয়া গণ্য করেন, সুতরাং
ঋতুদ্বিগের মতে ঋতুসংখ্যা পাঁচ ।

পুরীষিণম্ । অথেমে অত্র উপরে বিচক্ষণঃ সপ্তচক্রে
ষড়্‌র আত্মরপিতমিতি ॥ ১১ ॥

মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িশুক্রঃ প্রাণ-
• স্তস্মাদেতে ঋষয়ঃ শুক্র ইষ্টিং কুর্ক্বন্তীতর ইতরস্মিন্ ॥ ১২ ॥

গতিকালান্ননি ষড়্‌রে ষড়্‌তুমতি আত্মঃ সৰ্ব্বমিদং জগৎ কথরস্তু । অর্পিত-
মরা ইব রথনানৌ নিবিষ্টমিতি । যদি পঞ্চপাদো দ্বাদশাকৃতির্যদি সপ্ত-
চক্রঃ ষড়্‌রঃ সৰ্ব্বথাপি সংবৎসরঃ কালান্না প্রজাপতিশ্চন্দ্রাদিত্যলক্ষণেহপি
জগতঃ কারণম্ ॥ ১১ ॥

যস্মিন্মিদং ত্রিতং বিশ্বং স এব প্রজাপতিঃ সংবৎসরাখ্যঃ স্বাবয়বে মাসে
কৃৎনঃ পরিসমাপ্যতে । মাসো বৈ প্রজাপতির্যথোক্তলক্ষণ এব । মিথুনাৎ-
মকস্তত্ত্ব মাসান্ননিঃ প্রজাপতেরেকো ভাগঃ কৃষ্ণপক্ষো রয়িরন্নং চন্দ্রমা
অপরো ভাগঃ । শুক্রঃ শুক্রপক্ষঃ প্রাণ আদিত্যোহন্তাশ্বির্ষম্বাদীচ্ছুরূপক্ষান্নানং

যেমন রথচক্রের নাভিতে অর্গল নিবিষ্ট আছে, সেইরূপ ছয়
ঋতু সেই সপ্তাশ্বচক্রের নাভিতে অর্পিত রহিয়াছে । যদিও
পঞ্চপাদ, দ্বাদশাকৃতি, সপ্তচক্র ও ষড়্‌র্গলবিগিষ্ট এই সম্বৎসর
কালান্নক এবং প্রজাপতি ও চন্দ্রাদিত্যস্বরূপ বটে, তথাপি উক্ত-
রূপ সম্বৎসর ও চন্দ্রাদিত্যলক্ষণ প্রজাপতি, ইহারাই জগৎকারণ
তাহার সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥

যাহাতে এই বিশ্ব সমাশ্রিত আছে, সেই সম্বৎসরাখ্য
প্রজাপতির অবয়বে মাস সকল পরিসমাপ্ত হইয়াছে । সম্বৎ-
সরের অবয়বীভূত মাস সকলও প্রজাপতি । এই মাসান্নক
প্রজাপতি মিথুনাশ্বক, অর্থাৎ উভয়পক্ষাশ্বক । ইহার এক ভাগ
কৃষ্ণপক্ষ অর্থাৎ অন্ন ও অপর ভাগ শুক্রপক্ষই প্রাণ-অত্তা । এই
কৃষ্ণপক্ষই অন্নস্বরূপ চন্দ্রমাঃ এবং অপর ভাগ শুক্রপক্ষ প্রাণস্বরূপ
আদিত্য, ইহাই ভোক্তা অগ্নি । যেহেতু শুক্রপক্ষাশ্বক প্রাণকে

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব

প্রাণং সর্বমেব পশুস্তি তস্মাৎ প্রাণদর্শিন এতে ঋষয়ঃ কৃষ্ণপক্ষেহপীঠং যাগং কুর্ষন্তঃ শুক্লপক্ষ এব কুর্ষন্তি প্রাণব্যতিরেকেণ কৃষ্ণপক্ষস্তৈর্ন দৃশ্যতে যন্মাদিতরে তু প্রাণং ন পশুস্তীত্যদর্শনলক্ষণং কৃষ্ণাঙ্গানমেব পশুস্তি । ইতরদির-মিন্ কৃষ্ণপক্ষ এব কুর্ষন্তি শুক্রে কুর্ষন্তোহপি ॥ ১২ ॥

সোহপি মাসাত্মা প্রজাপতিঃ স্বাবয়বেহোরাত্রো পরিসমাপ্যতে । পূর্ববৎ । তত্ৰাপ্যাহরেব প্রাণোহভ্যধীরাত্রিরেব রয়িঃ পূর্ববৎ প্রাণমহ-রাঙ্গানং বৈ এতে প্রকল্পন্তি নির্গময়ন্তি শোষয়ন্তি বা স্বাঙ্গানো বিচ্ছিন্দ্যাহ-পনয়ন্তি । কে যে দিবাহনি রত্যা রতিকারণভূতয়া সহ স্ত্রিয়া সংযজ্যন্তে মিথুনমৈথুমাচরন্তি মৃতাঃ । যত এবং তস্মান্তন্ন কর্তব্যমিতি প্রতিষেধঃ

সর্বময় দর্শন করে, অতএব সেই প্রাণদর্শী ঋষিগণ কৃষ্ণপক্ষে ইষ্টেয়াগ করিয়াও শুক্লপক্ষে কর্তৃত্বলাভ করিয়া থাকে । প্রাণ ব্যতিরেকে কখনও দর্শন সম্ভব হয় না, অতএব কৃষ্ণপক্ষও শুক্লপক্ষস্বরূপ, স্মতরাং কৃষ্ণপক্ষের কৃত কার্য্যও শুক্লপক্ষের কৃতরূপে পরিণত হয় । যাহারা প্রাণকে সর্বময় বলিয়া জানে না, সেই সকল অজ্ঞানীরা কৃষ্ণপক্ষত্ৰ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানপরাঙ্কুখ ব্যক্তিরা সর্বদা সংসারে অবরুদ্ধ থাকে ॥ ১২ ॥

পূর্বশ্রুতিতে যে মানাত্মকপ্রজাপতি উক্ত হইয়াছে, তাহাও দিবারাত্রিরূপ মিথুনাত্মক ও অবয়ববিশিষ্ট । ইহার এক অব-য়ব দিবা ও অন্য অবয়ব রাত্রি । দিবাই ইহার প্রাণ এবং ভোক্তা অগ্নিস্বরূপ । আর রাত্রি অন্নময় চন্দ্রমাস্বরূপ । এই দিবা ও রাত্রি উভয়ই আত্মা হইতে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপনীত করে । যাহারা দিবাতে রতিনস্তোগের সুখাভিলাষে স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া মৈথুন আচরণ করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ়, কারণ তাহারা স্বীয় প্রাণকে ক্ষয় করে । অতএব

রয়িঃ প্রাণং বা এতে প্রাক্কন্দন্তি । যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে
ব্রহ্মচর্যামেব তদ্বদ্যাত্তৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩ ॥

অন্নং বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতস্তস্মাদিমাঃ
প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥ ১৪ ॥

তদয়ে হ তং প্রজাপতিরতং চবন্তি তে মিথুনমুৎপাদ-
প্রাসঙ্গিকঃ । যদ্যাত্তৌ সংযুজ্যন্তে রত্যা ঋতৌ ব্রহ্মচর্যামেব তদিতি প্রশস্ত-
ত্বাদ্যতৌ ভাৰ্য্যাগমনং কর্তব্যমিতি । অয়মপি প্রাসঙ্গিকো বিধিঃ । প্রকৃত-
স্তূচ্যতে সোহহোরাত্রায়ুকঃ প্রজাপতিত্রীহিষবাদ্যান্নান্যাব্যবস্থিতঃ ॥ ১৩ ॥

এবং ক্রমেণোহোরাত্রঃ প্রজাপতিরনে বিপরিণম্যতে অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ ।
কথম্ । ততস্তস্মাদ্ভবৈ রেতো নুবীজং তং প্রজাকারণং তস্মাদ্যোষিতি
সিদ্ধাদিমা মনুষ্যাদিলক্ষণাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে যৎপৃষ্টং কুতো হ বৈ প্রজাঃ
প্রজায়ন্ত ইতি । তদেবং চন্দ্রাদিত্যমিথুনাদিক্রমেণোহোরাত্রাস্তেনাম্নরেতো-
দ্বারেণেমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি নির্ণীতম্ ॥ ১৪ ॥

তত্ত্বত্রৈবং সতি যে গৃহস্থা হ বৈ ইতি প্রসিদ্ধস্বরণার্থো নিপাতৌ ।
দিবাতে রমণীসহযোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয়
করিবে । আর ঋতুকালে রাত্রিতে স্ত্রীসম্ভোগও ব্রহ্মচর্য্য তুল্য ।
এইরূপ দোষাদোষ বিবেচনা করিয়া দিবারাত্রির কর্তব্যকার্য্য
যথানিয়মে সাধন করিলেই প্রজা উৎপন্ন হয় ; সুতরাং দিবা
ও রাত্রি উভয়ই প্রজাসৃষ্টির কারণ ॥ ১৩ ॥

পূৰ্ব্বপূৰ্ব্ব ঋতিতে সম্বৎসরাদি কালের প্রজাপতিত্ব প্রতি-
পাদিত হইয়াছে, এইক্ষণে ত্রীহিপ্রভৃতি অগ্নেরও প্রজাপতিত্ব
প্রতিপাদন করিতেছেন ।—অগ্নই প্রজাপতি, যেহেতু ত্রীহি-
প্রভৃতি অগ্ন হইতেই রেতঃ সমুৎপন্ন হয় এবং সেই রেতঃ হই-
তেই প্রজার উৎপত্তি হইয়াছে । অতএব জানা যাইতেছে যে,
চন্দ্র, আদিত্য, সম্বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র এই
সকলই প্রজাসৃষ্টির কারণ ॥ ১৪ ॥

য়ন্তে । তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং
যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ন যেষু জিহ্মম্নতং
ন মায়া চেতি ॥ ১৬ ॥

ইতি প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১ ॥

তৎপ্রজাপতেব্রতম্ । ঋতৌ ভার্য্যাগমনং চরন্তি কুরুন্তি তেবাং দৃষ্টফল-
মিদম্ । কিম্ । তে মিথুনং পুত্রং ছহিতরঞ্চোৎপাদয়ন্তে । অদৃষ্টঞ্চ ফল-
মিষ্টাপূর্ত্তদত্তকারিণাং তেষামেব । এষ যশ্চান্দ্রমসৌ ব্রহ্মলোকঃ পিতৃবাণ-
লক্ষণে যেষাং তপঃ স্নাতকব্রতাদীনি ব্রহ্মচর্য্যম্ । ঋতাবত্বত্র মৈথুনাসমা-
চরণং ব্রহ্মচর্য্যম্ । যেষু চ সত্যম্নতবর্জ্জনং প্রতিষ্ঠিতমব্যভিচারিতয়া
বর্ত্ততে ॥ ১৫ ॥

যন্ত পুনরাদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণঃ প্রাণাস্থ্যভাবো বিরজঃ শুদ্ধো
ন চন্দ্রব্রহ্মলোকবদ্ভজস্বলো বুদ্ধিক্ষয়াদিয়ুক্তোহসৌ । কেবাং তেষামিত্যু-
চ্যতে । যথা গৃহস্থানামনেকবিরুদ্ধসংব্যবহারপ্রয়োজনবহাজ্জিহ্মং কোটিল্যং
বক্রভাবোহবশ্তস্তাষি । তথা ন যেষু জিহ্মম্ । যথা চ গৃহস্থানাং ক্রীড়াদি-

যে সকল গৃহস্থ প্রজাপতিব্রত, অর্থাৎ ঋতুকালে ভার্য্যা-
গমনাদি আচরণ করেন, তাঁহারা মিথুন অর্থাৎ পুত্রকন্যা
উৎপাদন করিতে পারেন ; ইহা প্রাজাপত্যব্রতের দৃষ্ট ফল ।
যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি অদৃষ্টফলজনক প্রজাপতিব্রত করেন,
তাঁহারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন । আর যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য
ও স্নাতকব্রতাদি তপস্ব্যচরণ করেন এবং যে সকল ব্যক্তিতে
সর্বদা সত্যপ্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহারাও ব্রহ্মলোকে গমন
করেন ॥ ১৫ ॥

যাহাদিগের কোটিল্য, মিথ্যা ও মায়া বিद्यমান নাই, তাহা-
দিগের পক্ষেই এই বিরজ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।

নিমিত্তমনুতমবর্জনীয়ং তথা ন যেষু তত্ত্বা মায়া গৃহস্থানামিব ন যেষু
বিদ্যতে । মায়ানাং বহিরন্তথাত্মনাং প্রকাশ্যাত্মৈব কার্য্যং কৰোতি সা
মায়া মিথ্যাচাররূপা । মায়েত্যেবমাদয়ো দোষা যেষধিকারিষু ব্রহ্মচারিবান-
প্রস্থভিক্ষুষু নিমিত্তাভাবান্ন বিদ্যন্তে তৎসাধনামুরূপেণৈব তেষামসৌ
বিরজো ব্রহ্মলোক ইত্যেযা জ্ঞানযুক্তকর্ম্মবতাং গতিঃ । পূর্ব্বোক্তস্ত ব্রহ্ম-
লোকঃ কেবলকর্ম্মিণাং চন্দ্রলোক ইতি ॥ ১৬ ॥

ইতি প্রথমঃ প্রশ্নভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ১ ॥

যাহা আদিত্যোপলক্ষিত প্রাণময়, তাহা বিরজ ও বিশুদ্ধ ।
চন্দ্রোপলক্ষিত লোকের আয় উর্জ্জ্বল ও বুদ্ধিক্ষয়াদিযুক্ত নহে ।
যেমন গ্রহস্বদিগের বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রয়োজনপ্রযুক্ত কোটিল্য-
ভাব থাকে, সেইরূপ কোটিল্যভাব যাহাদিগের নাই এবং
গ্রহস্বদিগের আয় যাহারা ক্রীড়াদি নিমিত্ত মিথ্যাবর্জিত, গ্রহস্ব-
গণ যেরূপ মায়াবদ্ধ, যাহারা সেইরূপ মায়াবদ্ধ নহে, সেই সকল
ব্যক্তিরাই ব্রহ্মলোকের অধিকারী ॥ ১৬ ॥

ইতি প্রথমপ্রশ্ন সমাপ্ত ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদৰ্ভিঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্! কতোব
দেবা প্রজাং বিধারয়ন্তে কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে কঃ
পুনরেবাং বরিষ্ঠ ইতি ॥ ১ ॥

অথ দ্বিতীয়প্রশ্নভাষ্যং ।

প্রাগোক্তা প্রজাপতিরিত্যুক্তম্ । তন্ম প্রজাপতিত্বমত্বঞ্চাশ্বিনীহরী-
বধারয়িতব্যমিত্যয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে । অতানন্তরং হ কিলৈনং ভার্গবো
বৈদৰ্ভিঃ পপ্রচ্ছ । হে ভগবন্! কতোব দেবাঃ প্রজাং শরীরলক্ষণাং বিধার-
য়ন্তে বিশেষেণ ধারয়ন্তে । কতরে বুদ্ধীন্দ্রিয়কৰ্ম্মেন্দ্রিয়বিভক্তানামেতৎ
প্রকাশনং স্বমাহাশ্ব্যপ্রখ্যাপনং প্রকাশয়ন্তে । কোহসৌ পুনরেবাং বরিষ্ঠঃ
প্রধানঃ কার্য্যকারণলক্ষণানামিতি ॥ ১ ॥

প্রথম প্রশ্নে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণই ভোক্তা ও প্রজাপতি ।
এক্ষণে এই শরীরেই সেই প্রাণের প্রজাপতিত্ব ও ভোক্তৃত্ব
অবধারণ করিতে হইবে । ইহাই এই দ্বিতীয় প্রশ্নে বিবৃত
হইবে ।—অনন্তর ভৃগুতনয় বৈদৰ্ভি ঋষিপ্রবর পিণ্ডলাদকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই জগতে কোন্ কোন্ দেবতা
শরীরী প্রজা ধারণকরিতেছেন এবং কোন্ দেবতাই বা
বাক্ পাণি প্রভৃতি কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের
প্রকাশ করিতেছেন; আর যে সকল দেবতার। উক্ত কার্য্য
সকল সাধন করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন দেবতাই
বা সৰ্ব্বপ্রধান? তাহা আমাদিগের নিকট সবিস্তর বর্ণন করিয়া
আমাদিগের সমুৎসুক চিত্তের অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচাকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ
পৃথিবী বায়ানশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ । তে প্রকাশ্যাবিবদন্তি
বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ ॥ ২ ॥

এবং পৃষ্ঠবতে তস্মৈ স হোবাচ । আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নি-
রাপঃ পৃথিবীত্যেতানি পঞ্চমহাভূতানি শরীররন্তকাণি বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-
শ্রোত্রমিত্যাদীনি কর্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ শরীরং ধারয়ন্তে । তন্মধ্যে
কর্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শরীরে স্বমাহাশ্রয়স্থাপনং প্রকাশয়ন্তে । কার্যলক্ষণাঃ
করণলক্ষণাশ্চ তে দেবা আয়ানো মাহাশ্রয়ং প্রকাশ্যাবিবদন্তি স্পর্দ্ধমানাঃ
শ্রেষ্ঠতায়ৈ । কথং বদন্তি । বয়মেতদ্বাণং শরীরং কার্যকারণসজ্জাতমবষ্টভ্য
প্রাসাদমিব স্তম্ভাদয়োহবিশিখিলীকৃত্য বিধারয়ামো বিস্পষ্টং ধারয়ামঃ ।
ময়ৈবৈকেনাযং সজ্জাতো প্রিয়ত ইত্যেকৈকস্তাভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

এইরূপে ভৃগুনন্দন বৈদর্ভি পিপ্পলাদমুনির নিকট প্রশ্ন
করিলে, তখন ঋষিবর পিপ্পলাদ তাহাকে কহিলেন, আকাশ,
বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ (দেবতা) মহাভূতই শরীরের
উৎপত্তিতে কারণ । বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই সকল
কর্মেন্দ্রিয় ও চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ এই
সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় এই সমুদায়ই উক্ত পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন
হয় এবং তাহাতেই শরীর জন্মিয়া থাকে । এই জগতে আকা-
শাদি পঞ্চ মহাভূত কারণ এবং বাক্পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও
শরীর ইহারা কার্য্য । আকাশপ্রভৃতি দেবতারার শরীরোৎ-
পাদনরূপ স্বস্ব মাহাশ্রয়প্রকাশ করিয়া আপন আপন প্রাধান্ত
স্থাপনার্থ পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধাপুরঃসর প্রত্যেকেই বলিয়া
থাকেন, আমিই এই কার্য্যকারণ সংযোজন করিয়া অতিকুৎ-
সিত দেশান্তরগমনক্ষম বিনাশশীল এই সমস্ত শরীর ধারণ
করিতেছি ॥ ২ ॥

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ । মা মোহমাপদ্যথাহ-
মেবৈতৎ পঞ্চধাঙ্গানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবচ্ছিত্য বিধারয়া-
মীতি ॥ ৩ ॥

তেহশ্রদ্ধাধান বভূবুঃ সোহভিমানাদূর্দ্ধমুৎক্রামত ইব
তস্মিন্মুৎক্রামত্যেতরে সৰ্ব্ব এবোৎক্রামন্তে তস্মিন্মুৎক্রামত

তান্বেমভিমানবতো বরিষ্ঠঃ প্রাণো মুখ্য উবাচোক্তবান্ । মা মৈবং
মোহমাপদ্যথ অবিবেকতয়াহভিমানং মা কুরুত । যস্মাদহমেবৈতদ্ বাণমব-
চ্ছিত্য বিধারয়ামি পঞ্চধাঙ্গানং প্রবিভজ্য প্রাণাদিবৃদ্ধিতেদং স্বস্ত কৃষ্ণা
বিধারয়ামীতি ॥ ৩ ॥

ইত্যুক্তবতি চান্বিস্তেহশ্রদ্ধাধান অপ্রত্যয়বস্তো বভূবুঃ কথমেতদেব-
মিতি । স চ প্রাণঃ তেষামশ্রদ্ধাধানতামালক্ষ্য্যভিমানাদূর্দ্ধমুৎক্রামত ইবোৎ-
ক্রামতি ইবেদমুৎক্রান্তবানিব সরোষান্নিরপেক্ষতস্মিন্মুৎক্রামতি যদ্বতং
তদৃষ্টান্তেন প্রত্যক্ষীকরোতি । তস্মিন্মুৎক্রামতি সতি অখানন্তরমেবেতরে

সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ অভিমানী ইন্দ্ৰিয়দিগকে কহিলেন, তোমরা
অবিবেকের বশীভূত হইয়া রথা অভিমান করিও না । তোমা-
দিগের মধ্যে কেহই কিছু করিতে পারে না, আমিই এই শরীর
ধারণ করিতেছি । তোমরা কেন “আমি কর্তা, আমি কর্তা”
বলিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া মুগ্ধের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে বাধিতগুণ
করিতেছ ? কেবল আমিই আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত
করিয়া শরীরধারণ করিতেছি ॥ ৩ ॥

প্রাণ ইন্দ্ৰিয়গণকে এইরূপ বলিলে তাহারা সকলেই নিতান্ত
বিরক্ত হইয়া উঠিল, কেহই প্রাণের কথায় প্রত্যয় করিল না ।
প্রাণও ইন্দ্ৰিয়গণকে অবিবক্ষিত দেখিয়া অভিমান প্রকাশপূর্বক
নিরপেক্ষ হইয়া সরোষে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিয়া আপন উক্ত
বিষয়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণ দর্শাইতে লাগিলেন । অনন্তর ইন্দ্ৰিয়-

প্রতিষ্ঠমানে সৰ্ব্বএব প্রাতিষ্ঠন্তে । তদ্বথা মক্ষিকা মধু-
কররাজানমুৎক্রামন্তঃ সৰ্ব্বাএবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ
প্রতিষ্ঠমানে সৰ্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ
তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তবন্তি ॥ ৪ ॥

সৰ্ব্ব এব প্রাণাশ্চক্ষুরাদয় উৎক্রামন্তে উৎক্রামন্তি উচ্চক্রমুঃ । তস্মিংশ্চ প্রাণে
প্রতিষ্ঠমানে তুক্ষীং ভবতানুৎক্রামন্তি সতি সৰ্ব্ব এব প্রতিষ্ঠন্তে তুক্ষীং ব্যব-
হিতা অভুবন্ । তদ্বথা লোকে মক্ষিকা মধুকরাঃ স্বরাজানং মধুকর-
রাজানমুৎক্রামন্তঃ প্রতি সৰ্ব্বা এবোৎক্রামন্তে তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সৰ্ব্বা
এব প্রতিষ্ঠন্তে প্রতিষ্ঠন্তি । যথাহয়ং দৃষ্টান্ত এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঞ্চৈত্যা-
দয়ন্ত উৎসৃজ্যাদ্রদধানতাং বুদ্ধা প্রাণমাহাশ্রয়ং প্রীতাঃ প্রাণং স্তবন্তি ॥ ৪ ॥

গণ প্রাণের সগৰ্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া চক্ষুরাদি সকলেই আপন
আপন ক্ষমতা প্রকাশের উপক্রমে প্ররত্ত হইলেন । প্রাণ
তাহাদিগের উপক্রম দেখিয়া স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হইলেন । কিন্তু প্রাণ
নিশ্চেষ্ট হইলে পর, আর কোন ইন্দ্রিয়ও কোন ব্যাপার সাধন
করিতে সমর্থ হইলেন না । প্রাণ নিশ্চেষ্টতা আশ্রয় করিলে
সকলেই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন । যেমন মধুমক্ষিকা সকল
আপনাদিগের রাজ্য, অর্থাৎ প্রধান মক্ষিকাকে কোন ব্যাপারের
উপক্রম করিতে দেখিলে, সকল মক্ষিকাই সেই ব্যাপারে
প্ররত্ত হয় এবং যখন মধুকররাজ স্বৈর্য্য অবলম্বন করেন, তখন
সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া থাকে ; সেইরূপ প্রাণের ব্যাপারেই
সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্য করে এবং প্রাণ স্থির হইলে
সকল ইন্দ্রিয়কেই স্বৈর্য্য আশ্রয় করিতে হয় । এই সকল
দেখিয়া বাক্য, মনঃ, চক্ষুঃ, কর্ণপ্রভৃতি সকলেই প্রাণের প্রতি
সন্তুষ্ট হইয়া সেই প্রাণকেই স্তব করিতে লাগিলেন । আর
তাহারা তখন ইহাও জানিতে পারিলেন যে, জ্ঞানাদিগের কোন

এষোহগ্নিস্তপত্যেয সূর্য্য এষ পর্জন্তো মঘবানেষ বায়ু-
রেষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতঞ্চ যৎ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ । ঋচো
যজুংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ৬ ॥

কথমেব প্রাণোহগ্নিঃ স্তপত্যতি জগতি । তথৈষ সূর্য্যঃ সন্ প্রকাশতে ।
তথৈষ পর্জন্তঃ সন্ বর্ষতি । কিঞ্চ মঘবানিन्द्रঃ সন্ প্রজাঃ পালয়তি জিঘাং-
সত্যসুররক্ষাসি । এষ বায়ুরাবহপ্রবাহাদিভেদঃ । কিংকেষ পৃথিবী রয়ি-
র্দেবঃ সর্বন্ত জগতঃ সন্ মূর্ত্তমসদমূর্ত্তঞ্চামৃতঞ্চ যদেবানাং স্থিতিকারণং
কিঞ্চ বহন ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ শুদ্ধাদিনামাস্তং সর্বং শরীরং স্থিতিকালে প্রাণে
প্রতিষ্ঠিতম্ । তথা ঋচো যজুংষি সামানীতি ত্রিবিধা মন্ত্রান্তংসাধ্যশ্চ যজ্ঞঃ

ক্ষমতাই নাই । প্রাণই আমাদের কৰ্ত্তা, প্রাণের মাহাত্ম্য
আশ্রয় করিয়াই আমরা স্ব স্ব শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি,
অতএব আমাদের গৰ্ব্ব রখা ॥ ৩ ॥

এই প্রাণই অগ্নিরূপে পাকক্রিয়া সাধন করিতেছেন, এই
প্রাণই সূর্য্য হইয়া জগতে তাপপ্রদান করিতেছেন, ইনিই
মেঘরূপ ধারণ করিয়া বারিবর্ষণ করেন, এই প্রাণই ইন্দ্ররূপী
হইয়া প্রজাপালন করিতেছেন, ইনিই বায়ুরূপগ্রহণ করিয়া
মেঘ ও জ্যোতির্মণ্ডল বহন করিতেছেন, ইনিই পৃথিবীরূপে
স্থাবরজঙ্গম অনন্তপদার্থ ধারণ করিতেছেন, ইনিই চন্দ্ররূপ
পরিগ্রহ করিয়া জগতের পোষণক্রিয়াসাধন করিতেছেন ।
আর অধিক কি, এই প্রাণই সৎ, অসৎ, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, স্থূল ও
সূক্ষ্মস্বরূপ । এই প্রাণই জগতের ও দেবতাদিগেরও স্থিতির
কারণ ॥ ৫ ॥

যেমন রথচক্ৰের নাভিমধ্যে অর্গল প্রবিষ্ট হইয়া সেই

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে হুম্বেব প্রতিজায়সে । তুভ্যং
প্রাণঃ প্রজাস্থিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥৭॥

ক্ষত্রঞ্চ সর্বশ্চ পালয়িতৃ ব্রহ্ম চ যজ্ঞাদিকর্মকর্তৃৎসেধিকৃতকৈবৈষ প্রাণঃ
সর্বম্ ॥ ৬ ॥

ক্ষিপ্র যঃ প্রজাপতিরপি স হুম্বেব গর্ভে চরসি পিতৃমাতৃশ্চ প্রতি প্রতি-
রূপঃ সন্ প্রতিজায়সে প্রজাপতিত্বাদেব প্রাণেব সিদ্ধং তব মাতৃপিতৃশ্চ
সর্বদেহদেহাকৃতিচ্ছিন্ন একঃ প্রাণঃ সর্বাঙ্গাসীত্যর্থঃ । তুভ্যং স্বদর্শায় ইমা
মনুষ্যাদ্যাঃ প্রজাহেতুঃ প্রাণশ্চক্ষুরাদিদ্বারৈর্কলিং হরন্তি । যন্তং প্রাণৈ-
শ্চক্ষুরাদিভিঃ সহ প্রতিতিষ্ঠসি সর্বশরীরেধতন্তুভাং বলিং হরন্তীতি
যুক্তম্ । ভোক্তা হি যন্তং তবৈবাণ্ডং সর্বং ভোজ্যম্ ॥ ৭ ॥

চক্রেক প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে, সেইরূপ স্থিতিকালে এই
প্রাণেতেই সর্বশরীর অবস্থিত থাকে এবং ঋক্, যজুঃ ও সাম
এই ত্রিবিধ মন্ত্র, সেই মন্ত্রত্রয়সাধ্য যজ্ঞ, পৃথিবীস্থ প্রজাবর্গের
পালনকর্তা ক্ষত্রিয় ও যজ্ঞাদিসম্পাদনকারী ব্রাহ্মণ সকলই
প্রাণস্বরূপ ; সুতরাং সমুদায় পদার্থই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে,
ইহা প্রতিপন্ন হইল । এইরূপে ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের স্তব করি-
তেছেন ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়গণ পুনর্বার প্রাণের স্তব করিতে লাগিলেন ।
তুমিই প্রজাপতিরূপে গর্ভে প্রবেশ কর, অর্থাৎ পিতার রেতঃ-
স্বরূপ ধারণ করিয়া মাতৃগর্ভে লঙ্ঘন করিয়া থাক এবং
তুমিই পিতৃমাতৃস্বরূপ । সকল দেহ ও দেহী তোমারই আকৃতি-
বিশেষ, তুমিই পিতৃমাতৃরূপে উৎপন্ন হইয়া পুনর্বার সেই
পিতামাতা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 'হে প্রাণ । তোমার
কার্যসাধনের নিমিত্ত এই সকল প্রজা রহিয়াছে । চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয় তোমারই কার্যসাধন করিয়া থাকে এবং তুমিই প্রাণ-
রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বকার্য সাধন করিতেছ ॥ ৭ ॥

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা । স্বধীণা-
 ঞ্চরিতং সত্যমথর্বাদ্গিরসামসি ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোহসি পরিরক্ষিতা । ত্বমন্ত-
 রিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ দেবানামিন্দ্রাদীনামসি ভবসি স্বং বহ্নিতমঃ হবিষাং প্রাপয়িতৃতমঃ
 পিতৃণাং নান্দীমুখে প্রাক্কে যা পিতৃত্যো দীয়তে স্বধাহ্নঃ সা দেবপ্রদান-
 মপেক্ষ্য প্রথমা ভবতি । তস্তা অপি পিতৃত্যঃ প্রাপয়িতা ত্বমেবেত্যর্থঃ ।
 কিঞ্চ স্বধীণাং চক্ষুরাদীনাম্ প্রাণানামগ্নিরসামগ্নিরসভূতানামথর্কণাং তেবা-
 মেব প্রাণো বাহধর্কী ইতি ক্রতেঃ । চরিতং চেষ্টিতং সত্যমবিতথং দেহ-
 ধারণাদ্যপকারলক্ষণং ত্বমেবাসি ॥ ৮ ॥

কিঞ্চেন্দ্রঃ পরমেশ্বরস্ত্বং হে প্রাণ তেজসা বীৰ্য্যেণ । রুদ্রোহসি হরন্
 জগৎ । স্থিতৌ চ পরি সমস্তাদ্রক্ষিতা পালয়িতা পরিরক্ষিতা ত্বমেকো

পুনর্বার ইন্দ্রিয়গণ প্রাণকে বলিতেছেন, হে প্রাণ ! তুমি
 ইন্দ্রাদিদেবগণের সম্বন্ধে বহ্নিস্বরূপ, অর্থাৎ প্রজাবর্গ দেবতা-
 দিগের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিলে তুমি সেই হোমীয় যুত
 বহন করিয়া দেবগণের তৃপ্তিসাধন কর এবং পিতৃগণের পক্ষে
 তুমি স্বধাস্বরূপ, অর্থাৎ প্রাক্কালে পিতৃলোককে উদ্দেশ করিয়া
 স্বধাশব্দ উল্লেখে যে অন্নপ্রদান করে, তুমি সেই অন্ন পিতৃ-
 লোকদিগকে অর্পণ করিয়া থাক । তুমি চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়
 ও অন্ত্রান্দ্ৰ অঙ্গসকলের কার্য্যসাধন কর, তোমার অভাবে
 চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং অন্ত্রান্দ্ৰ অঙ্গ-
 সকলও শুষ্ক হইয়া যায় । অতএব তুমিই প্রধান ॥ ৮ ॥

হে প্রাণ ! তুমিই পরমেশ্বর এবং তেজোতে ইন্দ্রস্বরূপ, তুমি
 স্বীয় বীৰ্য্যপ্রভাটবে রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া অবসানকালে এই

যদা হ্রস্বভিবর্ষস্তথেনাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ । আনন্দ-
রূপান্তিষ্ঠন্তি কামায়ামং ভবিষ্যতীতি ॥ ১০ ॥

জগতঃ সৌম্যেন রূপেণ । হ্রস্বস্তরিক্ষেহজস্রং চরসি উদয়াস্তময়াভ্যাং সূর্য্য-
স্বমেব চ সর্বেষাং জ্যোতিষাম্পতিঃ ॥ ৯ ॥

যদা পর্জন্তো ভূষাভিবর্ষসি হং অথ তদান্নং প্রাপ্যোমাঃ প্রজাঃ প্রাণ তে
প্রাণচেষ্ঠাং কুর্কন্তীত্যর্থঃ । অথবা প্রাণ তে তবেমাঃ প্রজাঃ স্বায়ত্ত্বাত্তদম্ন-
সংবদ্ধিতাত্তদভিবর্ষণদর্শনমাত্রেন চানন্দরূপাঃ সূত্রং প্রাপ্তা ইব সত্যন্তিষ্ঠন্তি ।
কামায় ইচ্ছাতোহন্নং ভবিষ্যতীত্যেবমভিপ্রায়ঃ ॥ ১০ ॥

অনন্ত জগতের সংহার করিতেছ, তুমিই বিস্মুরূপ পরিগ্রহ
করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগতের সর্বত্র স্বাবর, জঙ্গম, স্থূল,
সূক্ষ্ম মূর্ত, অমূর্ত সকল পদার্থ পান করিয়া থাক, তুমি ভিন্ন
পরিরক্ষণকর্তা আর নাই । হে প্রাণ ! তুমিই নিয়ত আকাশ-
মার্গে সঞ্চরণ করিতেছ, তুমিই উদয়াস্তগামী সূর্য্য এবং তুমিই
অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অধীশ্বর । তোমার প্রভা গ্রহণ করি-
য়াই জ্যোতিষ্কগণ তেজস্বী হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

হে প্রাণ ! যখন তুমি মেঘরূপ ধারণ করিয়া বারিবর্ষণ
করিতে থাক, তখনই প্রজাবর্গ আপন আপন আহারীয় অন্ন-
লাভ করিয়া প্রাণযাত্রা নির্বাহ করে । তোমার মেঘরূপ হইতে
ক্ষিতিতলে বারিবর্ষণ হইলেই পৃথিবীতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং
সেই অন্নদ্বারা প্রজাগণ জীবিত থাকে । হে প্রাণ ! তোমার
এই সকল প্রজা তোমার প্রদত্ত অন্নদ্বারা সংবদ্ধিত হইয়া
তোমার বারিবর্ষণ দর্শনে আনন্দ অনুভব করে এবং সেই
আনন্দে আনন্দিত হইয়াই বর্তমান আছে ॥ ১০ ॥

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরভা বিশ্বস্য সৎপতিঃ । বরমাদ্যস্ত
দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিখনঃ ॥ ১১ ॥

যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি ।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চ প্রথমজ্জ্বাদ্যস্ত্বং সংস্কর্তু রভাবাদসংস্কৃতো ব্রাত্যস্ত্বং স্বভাবত এব
শুদ্ধ ইত্যভিপ্রায়ঃ । হে প্রাণ এক ঋষিষ্মাথর্কগণানাং প্রসিদ্ধ একর্ষি-
নামাহুগ্নিঃ সন্ততা সর্কহবিবাম্ । ত্বমেব বিশ্বস্ত্বং সর্কস্ত্বং সতো বিদ্যমানস্ত্বং
পতিঃ সৎপতিঃ সাধুর্বাচি পতিঃ সৎপতিঃ । বয়ং পুনরাদ্যস্ত্বং তবাদনীয়স্ত্বং
হবিষো দাতারঃ । ত্বং পিতা মাতরিখনোহস্মাকম্ । অথবা মাতরিখনো
বায়োহস্ম । অতশ্চ সর্কশ্চৈব জগতঃ পিতৃত্বং সিদ্ধম্ ॥ ১১ ॥

কিং বহ্না যা তে ত্বদীয়া তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা বজ্রত্বেন বদনচেষ্ঠাং
কুরুতী । যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি যা মনসি সঙ্কল্লাদিব্যাপারেণ সন্ততা

হে প্রাণ ! তুমি সকলের আদিত্যে উৎপন্ন হইয়াছ,
সুতরাং তোমার সংস্কারকর্তা আর কেহ নাই, তথাপি তুমি
সংস্কারাভাবদোষে দূষিত না হইয়া স্বভাবতই শুদ্ধভাবে বিজ্ঞ-
মান আছ । হে প্রাণ ! তুমিই অথর্কবেদপ্রসিদ্ধ একঋষিনামা
অগ্নির স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া সর্কপ্রকার হোমীয়দ্রব্য ভক্ষণ
করিয়া থাক । তুমিই এই বিজ্ঞমান পদার্থসকলের অধিপতি
এবং সাধুগণের অদ্বিতীয় অধীশ্বর । আমরা কেবল তোমাকে
হোমীয়দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকি, তন্নিম্ন আমাদের অস্ত্র
কোন ক্ষমতাই নাই । তুমিই জগৎপ্রাণভূত বায়ুরও পিতা ;
সুতরাং আমাদেরই সকলেরও পিতা তুমি ॥ ১১ ॥

হে প্রাণ ! তোমার যে অপানরূপা তনু বাক্যেতে, ব্যান-
রূপা তনু কর্ণেতে, প্রাণরূপা তনু চক্ষুতে এবং সমানরূপা তনু
মনেতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তুমি সেই সকল তনুর কল্যাণসাধন

প্রাণশ্চেদং বশে সৰ্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব ত্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥১৩॥

ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নঃ ॥ ২ ॥

সমুগতা তনুস্তাং শিবাং শাস্তাং কুরু মোৎক্রমীকৃতক্রমণেনাশিবাং মাকার্ষী-
রিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কিং বহুনা অস্মিংশ্লোকে প্রাণশ্চৈব বশে সৰ্বমিদং যৎকিঞ্চিদুপভোগ-
জাতং ত্রিদিবে তৃতীয়স্তাং দিবি চ যৎ প্রতিষ্ঠিতং দেবাহ্যুপভোগলক্ষণং
তস্তাপি প্রাণ এব ঈশিতা রক্ষিতা । অতো মাতেব পুত্রানস্মানৃক্ষস্ব পাল-
য়স্ব । হ্রস্বমিত্তা হি ব্রাহ্ম্যুঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ শ্রিয়স্তাস্ত্ব ত্রীশ্চ প্রজ্ঞা চ ত্বংস্থিতি-

কর । তোমার অপানরূপ শরীর বাক্যেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া
বাক্যকখনশক্তি, ব্যানরূপ শরীর কর্ণেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া
শ্রবণশক্তি, প্রাণরূপ শরীর চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দর্শন-
শক্তি এবং সমানরূপ শরীর মনেতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানসিক
শক্তিপ্রদান করিতেছে, অতএব সেই সকল শরীরকে কার্য্যক্ষম
করিয়া রাখ ॥ ১২ ॥

হে প্রাণ ! তোমার মাহাত্ম্য আর অধিক কি বর্ণন করিব ?
এই পৃথিবীতে সমুদায় পদার্থই প্রাণের বশীভূত হইয়া আছে
এবং উপভোগযোগ্য যে সকল পদার্থ, তাহাও প্রাণের অধীন ।
কেবল পৃথিবীস্থ কেন ? স্বীয় সমুদায় দ্রব্যেরও অধীশ্বর প্রাণ ।
স্বর্গপুরে দেবগণ যে সকল বস্তু উপভোগ করেন, তাহাও
প্রাণের বশীভূত । অতএব হে প্রাণ ! তুমিই সকলের কর্ত্তা ।
যেমন মাতা পুত্রগণকে পালন করেন, সেইরূপ তুমিও প্রজ্ঞা-
বর্গ রক্ষা কর । ব্রাহ্মণগণ ও ক্ষত্রিয়গণ যে সকল সম্পদলাভ

নিমিত্তাং বিধেহি নো বিধৎস্বৈতার্থঃ । ইত্যেবং সৰ্ব্বাশ্রনা যো বাগাদিভিঃ
প্রাণৈঃ স্তব্য গমিতমহিমানঃ স প্রজ্ঞাপতিরেবেত্যবধৃতম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

করে, তাহাও তোমার প্রদত্ত, অতএব আমরাদিককে উৎকৃষ্ট
সম্পদ ও প্রকৃষ্টজ্ঞান প্রদান কর ॥ ১৩ ॥

ইতি দ্বিতীয়প্রশ্ন ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং কৌশল্যাশ্চাখ্যায়নঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্ কৃত
এষ প্রাণো জায়তে কথমায়াত্যান্মিহুৱীর আত্মানং বা
প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে কথং বাহুমতি-
ধন্তে কথমধ্যান্মিতি ॥ ১ ॥

অথ হৈনং কৌশল্যাশ্চাখ্যায়নঃ পপ্রচ্ছ । প্রাণৈর্হোবাং নির্দ্ধারিততত্ত্ব
উপলব্ধমহিমাংপি সংহতত্বাৎ স্তাদস্ত কার্যত্বমতঃ পৃচ্ছামি । ভগবন্ কৃতঃ
কস্মাৎ কারণাদেব যথাবদ্ব্যতঃ প্রাণো জায়তে । জাতশ্চ কথং কেন বৃত্তি-
বিশেষেণায়াত্যান্মিহুৱীরে । কিনিমিত্তকমস্ত শরীরগ্রহণমিত্যর্থঃ । প্রবি-
ষ্টশ্চ শরীরে আত্মানং বা প্রবিভজ্য প্রবিভাগং কৃৎস্না কথং কেন প্রকারেণ
প্রাতিষ্ঠতে প্রতিষ্ঠতি । কেন বা বৃত্তিবিশেষেণাস্মাচ্ছরীরাত্মৎক্রমতে

পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারে প্রাণের প্রজাপত্তিত্ব ও ভোক্তৃত্ব নির্দ্ধারণ
করিয়া এইক্ষণ সেই প্রাণের উৎপত্তি নির্দ্ধারণপূৰ্ব্বক তাহার
উপাসনা নিরূপণকামনায় পুনর্বার পিপ্পলাদঋষির নিকট
প্রশ্ন করিতেছেন ।—অনন্তর অশ্বলের পুত্র কৌশল্য জিজ্ঞাসা
করিলেন, ভগবন্ ! কি কারণে পূৰ্ব্বোক্ত প্রাণের উৎপত্তি
হয়, উৎপন্ন প্রাণ কিরূপেই এই শরীরে প্রবেশ করেন, কিনি-
মিত্তই প্রাণ এই শরীরে আগমন করেন, আর শরীরপ্রবিষ্ট
প্রাণ কিরূপেই বা আত্মাকে বিভাগ করিয়া প্রতিষ্ঠিত
আছে, কোন্ কোন্ বৃত্তিবিশেষদ্বারা প্রাণ এই শরীরে প্রভুত্ব
করে, কিরূপে প্রাণ বাহ্যবিষয় ধারণ করে এবং কি প্রকারেই
বা অধ্যাত্মবিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে ? ঋষিবর ! এই সমুদায়

তস্মৈ স হোবাচাতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোহনীতি
তস্মান্তেহং ব্রবীমি ॥ ২ ॥

আত্মন এষ প্রাণো জায়তে । যথেষা পুরুষেচ্ছায়ৈ-
তস্মিন্নেতদাতং মনোকুতেনায়াত্যান্ধ্রীয়ে ॥ ৩ ॥

উৎক্রামতি । কথং বাহুমধিভূতমধিদৈবঞ্চাভিধত্তে ধারয়তি । কথমধ্যাত্ম-
মিতি ধারয়তীতি শেষঃ ॥ ১ ॥

ইত্যেবং পৃষ্টস্তস্মৈ স হোবাচার্য্যঃ । প্রাণ এব তাবদুর্কিজেয়ত্বাদিষম-
প্রশ্নাইত্ততাপি জন্মাদি ত্বং পৃচ্ছস্ততোহতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি । ব্রহ্মিষ্ঠোহনী-
ত্যাতিশয়েন ত্বং ব্রহ্মবিদতস্তেহং তস্মান্তে তুভ্যং প্রব্রবীমি যৎপৃষ্টং
শৃণু ॥ ২ ॥

আত্মনঃ পরমাৎ পুরুষাদক্ষরাৎ সত্যাদেবৈষ উক্তঃ প্রাণো জায়তে ।
কথমিত্যত্র দৃষ্টান্তঃ । যথা লোকে এষা পুরুষে শিরঃ পাণ্যাদিলক্ষণে
নিমিত্তে ছায়া নৈমিত্তিকী জায়তে তদ্বদেতস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেতৎপ্রাণাখ্যং

প্রাণের সছুত্তরপ্রদান করিয়া আমরাদিগের কোতুহলাক্রান্ত
চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন ॥ ১ ॥

কৌশল্য পিঙ্গলাদম্বয়ির নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিলে পিঙ্গ-
লাদ তাঁহাকে বলিলেন, প্রাণই অতিদুজ্জেষ্ট পদার্থ; বিশেষতঃ
তাহার তত্ত্বানুসন্ধান অতিদুষ্কর ব্যাপার, অতএব তুমি অতি-
বিষম প্রশ্ন করিতেছ । তোমার এইরূপ দুজ্জেষ্ট বিষয় পরি-
জ্ঞানে যেরূপ আগ্রহ দেখিতেছি, তাহাতে তুমি যে ব্রহ্মজ্ঞানী,
তাহাই সবিশেষ প্রতীপন্ন হইতেছে । অতএব এইক্ষণ আমি
তোমার প্রশ্নের সছুত্তর বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

অক্ষর সনাতন পরমাত্মপুরুষ (আত্মা) হইতে প্রাণের উৎ-
পত্তি হয় । যেমম হস্তপদাদিলক্ষণাবিত ছায়া পুরুষ হইতে উৎ-

যথা সত্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুক্তে । এতান্ গ্রামা-
নেতান্ গ্রামানধিতীর্ষস্বৈত্যেবমেবৈষ প্রাণঃ । ইতরান্
প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সম্বিধতে ॥ ৪ ॥

ছায়াস্থানীয়ম্নূতরূপং তত্ত্বং সত্যে পুরুষে আততং সমর্পিতমিত্যেতৎ ।
ছায়ৈব দেহে মনোকৃতেন মনঃকৃতেন মনঃ সঙ্কল্লেক্ষাদিনিষ্পন্নকর্মনিমিত্তে-
নেত্যেতদ্বক্ষ্যতি হি পুণ্যেন পুণ্যমিত্যাदि । তদেব সক্তঃ সহকর্মণেতি চ
শ্রুতান্তরাৎ । আয়াত্যাগচ্ছতান্নিঞ্জরীয়ে ॥ ৩ ॥

যথা যেন প্রকারেণ লোকে রাজা সত্রাড়েব গ্রামাদিষাধিকৃতান্-
নিযুক্তে । কথম্ এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতীর্ষস্বৈতি । এবমেব

পন্ন হয় এবং সেই ছায়া পুরুষেতেই সমর্পিত থাকে । সেইরূপ
এই প্রাণও পরমাত্মপুরুষ হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই আত্মা-
তেই বিলয় পায় । এই প্রাণ মনের সঙ্কল্পের বশীভূত হইয়াই
শরীরে আগমন করে । (অত্মাত্মশ্রুতিতেও লিখিত আছে যে
প্রাণ কর্মজন্মভোগে আসক্ত হইয়াই শরীর পরিগ্রহ করিয়া
থাকে । প্রাণের মানসিক সঙ্কল্প হইলেই নানাপ্রকার কর্ম করে
এবং সেই সকল পুণ্যাপুণ্যকর্মের ফলভোগার্থ শরীরে আগমন
করে) ॥ ৩ ॥

যেমন সত্রাট্ আপন অধিকারমধ্যে অধিকৃত লোকসকল
নিযুক্ত করেন, অর্থাৎ “তুমি এই গ্রামে এবং তুমি অমুকগ্রামে
প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বস্ব অধিকৃত গ্রামের শাসন কর” এইরূপে
পৃথক্ পৃথক্ গ্রামে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন । সেইরূপে প্রাণই
বিভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিযুক্ত করেন । (যেমন
রাজ্যমধ্যে সত্রাট্ই প্রধান, সেইরূপ দেহমধ্যে প্রাণই মুখ্যকর্ত্তা ।
যেমন সত্রাটের আজ্ঞানুসারে অধিকারে নিযুক্ত লোকসকল
স্বস্ব কার্য্যসম্পাদন করে, সেইরূপ চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রাণের

পায়ূপস্থেহপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ
 স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ । এষ হ্যেতদ্ধুতমম্নঃ
 সমন্নয়তি তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি ॥ ৫ ॥

যথা দৃষ্টান্তঃ । এষ মুখ্যঃ প্রাণ ইतरান্ প্রাণাংশচক্ষুরাদীনাম্ভেদাংশচ
 পৃথক্ পৃথগেব যথাস্থানং সন্নিধন্তে বিনিযুক্ত্তে ॥ ৪ ॥

তত্র বিভাগঃ পায়ূপস্থে পায়ূশচ উপস্থশচ পায়ূপস্থং তস্মিন্ । অপান-
 মাস্থভেদং মূত্রপুৰীষাদ্যপনয়নং কূৰ্ধংস্তিষ্ঠতি সন্নিধন্তে । তথা চক্ষুঃশ্রোত্রে
 চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রং তস্মিন্চক্ষুঃশ্রোত্রে । মুখনাসিকাভ্যাঞ্চ মুখঞ্চ
 নাসিকা চ মুখনাসিকে তাভ্যাং মুখনাসিকাভ্যাঞ্চ নির্গচ্ছন্ প্রাণঃ স্বয়ং
 সম্ভ্রাট্স্থানীয়ঃ প্রাতিষ্ঠতে প্রতিতিষ্ঠতি । মধ্যে তু প্রাণাপনয়োঃ স্থানয়ো-
 র্নাভ্যাম্ । সমানমশিতং পীতঞ্চ সমং নয়তীতি সমানঃ । এষ হি যস্মাদ্-
 যদেতদ্ধুতং ভুক্তং পীতঞ্চান্নাগ্নৌ প্রক্ষিপ্তমম্নং সমং নয়তি তস্মাদশিতপীত-
 ক্ষনাদগ্নেরোদর্ঘ্যাদুদয়দেশাদেতাঃ সপ্তসংখ্যাকা অর্চিষো দীপ্তয়ো নির্গ-
 ২৬, ৪৬৩

আজ্জাবশবর্তী হইয়া স্বস্থ স্থানে অবস্থানপূর্বক আপন আপন
 কার্যসাধন করিয়া থাকে) ॥ ৪ ॥

পূর্বশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণ আপনাকে বিভাগ
 করিয়া পৃথক্ পৃথক্ কার্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে । এই শ্রুতিতে
 প্রাণ আপনার কোন্ কোন্ অংশ কোন্ কোন্ স্থানে সংস্থাপন
 করেন, তাহাই প্রকাশ করিতেছেন ।—প্রাণের নিয়মানুসারে
 অপানবায়ু মূত্র ও পুরীষনিঃসারণার্থ উপস্থ ও গুহস্থানে অব-
 স্থিতি করিতেছেন । প্রাণ স্বয়ং চক্ষুঃ ও কর্ণে অবস্থান করিয়া
 মুখ ও নাসিকাদ্বারা নির্গমনাগমন করিয়া থাকেন । এই
 প্রাণই সম্ভ্রাট্স্থানীয় । প্রাণ ও অপান এই উভয়ের মধ্যে
 নাভিদেশে সমানবায়ু অবস্থান করে, ইনি ভুক্ত অন্নাদি ও
 পীতজলাদির সম্মতসাধন করেন । এই ভুক্ত অন্ন ও পীত-

হৃদি হ্রেষ আত্মা । অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং
শতং শতমেকৈকস্যাং দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-
সহস্রাণি ভবন্ত্যাহ ব্যানশ্চরতি ॥ ৬ ॥

চ্ছন্তো ভবন্তি শীর্ষণ্যঃ । প্রাণদ্বারা দর্শনশ্রবণাদিলক্ষণরূপাদিবিষয়প্রকাশ
ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫ ॥

হৃদি হ্রেষ ইতি পুণ্ডরীকাকারমাংসপিণ্ডপরিচ্ছিন্নে হৃদয়াকাশে এষ আত্মা
আত্মসংযুক্তো লিঙ্গাত্মা জীবাশ্চেত্যর্থঃ । অত্রাস্মিন্ হৃদয়ে এতদেকশত-
মেকোত্তরশতং সংখ্যয়া প্রধাননাড়ীনাং ভবতীতি । তাসাং শতং শত-
মেকৈকস্যাং প্রধাননাড্যাং ভেদাঃ । পুনরপি দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততির্বে হে
সহস্রেহধিকসপ্ততিশ্চ সহস্রাণি । সহস্রাণাং দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-
সহস্রাণি প্রতি প্রতিনাড়ীশতসংখ্যয়া প্রধাননাড়ীনাং সহস্রাণি ভবন্তি ।
আত্ম নাড়ীষু ব্যানো বায়ুশ্চরতি । ব্যানো ব্যাপনাং । আদিত্যাদিব রশ্ময়ো

জল হৃদয়দেশস্থিত অগ্নির কাষ্ঠস্বরূপ । হৃদয়গত অগ্নি উক্তরূপ
কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়, এইজন্ত মন্তুকোপরি সেই অগ্নির সপ্ত-
জ্বালা নির্গত হইয়া থাকে । তাহাতেই শ্রবণদর্শনাদিক্রিয়া
হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

পুণ্ডরীকসদৃশ মাংসপিণ্ডপরিচ্ছিন্ন হৃদয়াকাশে জীবাত্মা
প্রতিষ্ঠিত আছেন । এই হৃদয়েতে একাধিকশত নাড়ী আছে ।
ইহারাই সর্বপ্রধান নাড়ী । এই একাধিকশত নাড়ীর প্রত্যে-
কেই দ্বিসপ্ততি সহস্র (৭২০০০) শাখানাড়ীসম্বন্ধ রহি-
য়াছে । এই সকল নাড়ীর মধ্যে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ করে ।
যেমন আদিত্যরশ্মি ভুবনব্যাপী, সেইরূপ ব্যানবায়ু সর্বশরীর
ব্যাপিয়া রহিয়াছে ; এইনিমিত্ত এই বায়ুকে ব্যানবায়ু বলে ।
হৃদয়দেশ হইতে যে সকল নাড়ী বহির্গত হইয়া সর্বশরীর
পরিব্যাপ্ত করিয়াছে, ব্যানবায়ু ঐ সকল নাড়ীদ্বারা শরীরের

অর্থৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি
পাপেন পাপমুভাত্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥ ৭ ॥

আদিত্যো হ বৈ বাহুঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হেনং চাক্ষুষং

হৃদয়াং সৰ্ব্বতো গামিনীভিনাভীভিঃ সৰ্ব্বদেহং সংব্যাপ্য ব্যানো বৰ্ত্ততে ।
সন্ধিস্কন্ধমৰ্ম্মদেশেষু বিশেষেণ প্রাণাপানবৃত্ত্যাচ্চ মধ্য উদ্ভূতবৃত্তিবীৰ্য্যবৎ
কৰ্ম্মকর্তা ভবতি ॥ ৬ ॥

অথ যা তু তত্রৈকশতানাং নাড়ীনাং মধ্যে উৰ্দ্ধগা সুষুমা নাড়ী তরৈক-
য়োর্দ্ধঃ সন্নুদানো বায়ুরাপাদতলমন্তকবৃত্তিঃ সঞ্চরন্ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা শাস্ত্র-
বিহিতেন পুণ্যং লোকং দেবাদিস্থানলক্ষণং নয়তি প্রাপয়তি । পাপেন
তদ্বিপরীতেন পাপং নরকং তিৰ্য্যগ্‌যোচ্ছাদিলক্ষণম্ । উভাত্যাং সমপ্রধা-
নাভ্যাং পুণ্যাপাভ্যামেব মনুষ্যলোকং নয়তীত্যনুবৰ্ত্ততে ॥ ৭ ॥

আদিত্যো হ বৈ প্রসিক্তো হৃষিদৈবতং বাহুঃ প্রাণঃ স এষ উদয়ত্যা-
দগচ্ছতি । এষ হেনমাধ্যাত্মিকং চক্ষুশি ভবং চাক্ষুষং প্রাণং প্রকাশেনামু-

সৰ্ব্বস্থানে সঞ্চরণ করিয়া থাকে । সন্ধি, স্কন্ধ, মৰ্ম্মস্থানেও
ব্যানবায়ুর গতি হয়, বিশেষতঃ প্রাণ ও অপানবায়ুর মধ্যে
ব্যানবায়ুরও গমন হয় ॥ ৬ ॥

পূৰ্ব্বোক্ত একাধিকশত নাড়ীর মধ্যে যে উৰ্দ্ধগত একটি
নাড়ী আছে, তাহার নাম সুষুমা নাড়ী । ঐ নাড়ীর মধ্যদিয়া
উদানবায়ু উৰ্দ্ধে গমন করে এবং এই উদানবায়ুই পুণ্যাপুণ্য
কৰ্ম্মদ্বারা উত্তমোত্তম লোকপ্রদান করিয়া থাকে । শাস্ত্রবিহিত
পুণ্যকৰ্ম্মদ্বারা মনুষ্যকে দেবলোকাদি উত্তম স্থান প্রদান করে
এবং গৰ্হিতকার্য্যের অনুষ্ঠানরূপ পাপকৰ্ম্মদ্বারা তিৰ্য্যগ্‌যোনি-
প্রভৃতি অধোগতি প্রদান করিয়া থাকে । পুণ্যাপুণ্য উভয়
কৰ্ম্মদ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায় ॥ ৭ ॥

এই যে প্রসিক্ত আদিত্যদেব উদিত হইতেছেন, ইনি বাহু-

প্রাণমহুগ্হানঃ । পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্য-
পানমবষ্ঠ্যাস্তরা যদাকাশঃ স সগানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৮ ॥

তেজো হ বৈ উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ । পুনর্ভব-
'মিত্তি়ৈশ্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৯ ॥

গ্হানো রূপোপলব্ধৌ চক্ষুষ আলোকং কুর্ক্সিতার্থঃ । তথা পৃথিব্যামভি-
মানিনী যা দেবতা প্রসিদ্ধা সৈষা পুরুষস্তাপানবৃত্তিমবষ্ঠ্যাক্ষযা বশীকৃত্যাধ
এবাপকর্ষণেনানুগ্রহং কুর্ক্সতী বর্তত ইত্যর্থঃ । অত্থা হি শরীরং গুরুত্বাৎ
পতেৎ সাবকাশে বোদ্ধাচ্ছেৎ । যদেতদস্তরা মধ্যে দ্যাভাপৃথিব্যোর্ধ
আকাশস্তৎস্থো বায়ুরাকাশ উচ্যতে । মঞ্চস্থবৎ স সমানঃ সমানমহুগ্হানো
বর্তত ইত্যর্থঃ । সমানস্তাস্তরাকাশস্ত্বসামান্যং সামান্তেন চ যো বাহ্যো
বায়ুঃ স ব্যাপ্তিসামান্যাত্ম্যানো ব্যানমহুগ্হানো বর্তত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥

যদ্বাহুং হ বৈ প্রসিদ্ধং সামান্যং তেজস্তচ্ছরীরে উদানং বায়ুমহুগ্হানি
স্বেন প্রকাশেনেত্যভিপ্রায়ঃ । যস্মান্তেজোভাবো বাহতেজোহমুগ্ধীত

প্রাণ । এই আদিত্যই স্বীয় প্রকাশদ্বারা আধ্যাত্মিক চাক্ষু-
রূপ গ্রহণকরিয়া চক্ষুর আলোকপ্রদান করেন । যিনি
পৃথিবীর অভিমानी প্রসিদ্ধ দেবতা, তিনি পুরুষের অপানবৃত্তি
স্তব্ধীভূত করিয়া অধোদেশ হইতে আকর্ষণপূর্বক জীবের প্রতি
বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া বর্তমান আছেন । এই আকর্ষণেই
জীবের শরীর স্থিরতর থাকে । অত্থা শরীরের গুরুত্ববশতঃ
পতিত হইতে পারে । সমানবায়ু শরীরের সাম্যাবস্থা প্রদান
করিয়া শরীরধারণরূপ অনুগ্রহ করে । অত্থা উদানবায়ুর
উর্দ্ধ-আকর্ষণে শরীরের উর্দ্ধগতি এবং অপানবায়ুর অধঃ-আক-
র্ষণে শরীরের অধোগতি হইবার সম্ভাবনা ॥ ৮ ॥

উদানবায়ু স্বীয় প্রকাশদ্বারা বাহু সামান্য তেজকে শরীরে
আনয়ন করে । ঐ তেজঃ যখন উপশান্ত, অর্থাৎ ক্ষীণায়ু হয়,

যচ্চিহ্নন্তেনৈষ প্রাণমায়্যতি প্রাণন্তেজসা যুক্তঃ । সহ-
অনা যথা সঙ্কলিতং লোকং নয়তি ॥ ১০ ॥

উৎক্রান্তিকর্তা তস্মাদ্যদা লৌকিকঃ পুরুষ উপশান্ত্তেজা ভবতি । উপ-
শান্তং স্বাভাবিকং তেজো যন্ত সং । তদা তং ক্ষীণায়ুষং মুমূর্ষুং বিদ্যাৎ ।
স পুনর্ভবং শরীরান্তরং প্রতিপদ্যতে । কথম্ স হেন্দ্রিয়ৈশ্বর্যনসি সম্পদ্যমানৈঃ
প্রবিশক্তির্কাগাদিভিঃ ॥ ৯ ॥

মরণকালে যচ্চিহ্নন্তো ভবতি তেনৈষ জীবঃ চিত্তেন সঙ্কলেনেন্দ্রিয়ৈঃ সহ
প্রাণং মুখ্যপ্রাণরুতিমায়্যতি । মরণকালে ক্ষীণেন্দ্রিয়রুতিঃ সন্মুখ্যয়া প্রাণ-
রুত্ব্যবাবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । তদা হি বদন্তি জ্ঞাতয় উচ্ছসিতি জীবতীতি ।

তখনই সেই পুরুষকে মুমূর্ষু বলিয়া জানিবে । উক্ত বাহুতেজঃ
একশরীরে প্রবিষ্ট হইয়া উপশান্ত হইলে পুনর্বার শরীরান্তর পরি-
গ্রহপূর্বক ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যকারী হয় ।
(উক্তরূপে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানাত্মক মুখ্যপ্রাণের
অনুগ্রহেই আধ্যাত্মিক প্রাণরুতি সম্পন্ন হয় । উক্ত মুখ্যপ্রাণই
আদিত্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু ও তেজোরূপী হইয়া বাহু-
কার্য্যসম্পাদন করে ; সুতরাং প্রাণই বাহু ও আধ্যাত্মিককার্য্য
সম্পাদনপূর্বক শরীর ধারণ করিতেছে । ক্ষতাস্তরপ্রমাণে
জানা যায় যে, সেই প্রাণই চক্ষুঃ, সেই অপানই বাক্য, সেই
ব্যানই শ্রোত্র, সেই সমানই মনঃ, সেই উদানই শ্বাসপ্রশ্বাস-
রূপী ; সুতরাং উক্ত প্রাণই চক্ষুরাদির কার্য্যসাধনরূপ অনু-
গ্রহদ্বারা বাহু ও আধ্যাত্মিক কার্য্যসাধন করিতেছে) ॥ ৯ ॥

মরণকালে চিত্ত যেরূপ থাকে, জীব সেই চিত্তদ্বারা ইন্দ্রিয়
ও সঙ্কলের সহিত সেইরূপ প্রাণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মরণসময়ে
ইন্দ্রিয়রুতিসকল ক্ষীণ হইলে জীব প্রাণের মুখ্যরুতিতে অবস্থিত
হয় । তখন সেই প্রাণ উদানরুতির সহিত যুক্ত হইয়া থাকে ।

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ । ন হাস্য প্রজা হীয়তে-
হমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১১ ॥

স চ প্রাণস্তেজসো দানবৃত্ত্যা যুক্তঃ সন্ সহস্রানা স্বামিনা ভোক্তা স এব-
মুদানবৃত্ত্যেব যুক্তঃ প্রাণস্তং ভোক্তারং পুণ্যপাপকৰ্ম্মবশাদ্যথাসঙ্কলিতং যথা-
হভিপ্রেতলোকং নয়তি প্রাপয়তি ॥ ১০ ॥

যঃ কশ্চিদেবং বিদ্বান্ যথোক্তবিশেষণৈর্কিংশিষ্টমুৎপত্তাদিভিঃ প্রাণং
বেদ জানাতি তত্ত্বদং ফলমৈহিকমামুদ্বিক্ষেপ্যতে । ন হাস্ত নৈবাস্ত
বিদ্বঃ প্রজাঃ পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণা হীয়তে হীয়ন্তে চিদ্ধ্যন্তে । পতিতে চ
শরীরে প্রাণসায়ুজ্যতয়াহমৃতোহমরণধৰ্ম্মা ভবতি তদেতন্নিম্নার্ধে সজ্জেক্ষপাতি-
ধায়ক এষ শ্লোকো মন্তো ভবতি ॥ ১১ ॥

তাহাতেই ভোক্তা প্রাণের পুণ্যপাপকৰ্ম্মবশতঃ সংকল্লামু-
সারে যথাভিপ্রেত লোক প্রাপ্ত হয় । (প্রাণ আত্মার সহিত
মিলিত হইলে যখন যেরূপ সঙ্কল্ল করে, তখন সেইরূপ লোক-
প্রাপ্তি হয়) ॥ ১০ ॥

যে কোন ব্যক্তি উক্তরূপে উৎপত্তিপ্রভৃতি দ্বারা প্রাণকে
জানিতে পারেন, তাহার উক্তরূপ ঐহিক ও পারত্রিক ফল-
ভোগ হইয়া থাকে । সেই ব্যক্তির কখন পুত্রপৌত্রাদি প্রজা
ক্ষীণ হয় না, অর্থাৎ প্রাণই মনঃকৃত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদি দ্বারা শরীর-
গ্রহণ করে, আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া শরীর উৎপাদন
করে, পায়ু ও উপস্থাতে অপানস্বরূপ, চক্ষুঃ ও শ্রোত্রেতে
প্রাণস্বরূপ, নাভিতে সমানস্বরূপ, নাড়ীসমূহে জ্ঞানস্বরূপ, স্নু-
স্নাতে উদানস্বরূপ স্থাপন করে । এইরূপে প্রাণাপানাদিস্বরূপ
এবং বাহ্য পৃথিব্যাदि দ্বারা প্রাণই আধ্যাত্মিক ও বাহ্য শরীর-
ধারণ করে, ইত্যাদিরূপে প্রাণকে জানিতে পারিলে শরী-

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভূত্বকৈব পঞ্চধা । অধ্যাত্ম-
কৈব প্রাণস্ত বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত
। ইতি ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৩ ॥

উৎপত্তিপরমায়নঃ প্রাণস্তায়তিমাগমনং মনোকৃতেন মনঃকৃতেন নাস্মি-
ঞ্জরীরে স্থানং স্থিতিক্ পায়ুপস্থাদিস্থানেষু বিভূত্বং চ স্বাম্যমেব সত্রাড়িব
প্রাণবৃত্তিভেদানাং পঞ্চধা স্থাপনম্ । বাহ্যমাদিত্যাদিক্রপেণাধ্যাত্মকৈব চক্ষু-
রাদ্যাকারেণাবস্থানং বিজ্ঞায়ৈবং প্রাণমমৃতমশ্নুত ইতি । বিজ্ঞায়ামৃত-
মশ্নুত ইতি দ্বির্ভাচনং প্রশ্নার্থপরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয়প্রশ্নভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

রের পতন হইলেও প্রাণের সাযুজ্যবশতঃ অমরগণধর্ম প্রাপ্ত
হয় ॥ ১১ ॥

উক্তরূপে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণের আগমন ও সঙ্কল্পবশতঃ
শরীরে অবস্থান, পায়ু উপস্থপ্রভৃতি স্থানে বিভূত্ব, অর্থাৎ রাজা
যেমন প্রজাবর্গের প্রতি*আধিপত্য করিয়া থাকেন, প্রাণও
সেইরূপ পায়ুপস্থপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রতি প্রভুত্ব করে, ইত্যাদি
প্রাণের কার্য্য। এক প্রাণেরই পঞ্চপ্রকারে বাহ্য ও আদিত্যাদি-
রূপে ও আধ্যাত্মিক চক্ষুরূপে অবস্থান ইত্যাদিসমুদায় জানিয়া
প্রাণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

ইতি তৃতীয়প্রশ্ন ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণো গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্তেতস্মিন্

অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণো গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ প্রশ্নত্রয়েণাপরবিদ্যাগোচরং সৰ্বং পরিসমাপ্য সংসারং ব্যাকৃতবিষয়ং সাধ্যসাধনলক্ষণমনিত্যম্ । অথৈ-
দানীমসাধনলক্ষণমপ্রাণমমনোগোচরমতীন্দ্রিয়মবিষয়ং শিবং শাস্ত্রমবিকৃত-
মক্ষরং সত্যং পরবিদ্যাগম্যং পুরুষাখ্যং সবাহ্যাত্মান্তরমজং বক্তব্যমিত্যন্তরং
প্রশ্নত্রয়মারভ্যতে । তত্র সূদীপ্তাদিবাগ্নেৰ্যস্মাৎ পরাদক্ষরাৎ সৰ্বে ভাবা
বিস্কুলিঙ্গা ইব জায়ন্তে তত্রৈবাপি যন্তীত্যাশ্রিতম্ । দ্বিতীয়ে মুণ্ডকে কে তে
সৰ্বভাবা অক্ষরাবিভজ্যন্তে । কথং বা বিতক্তাঃ সন্তস্তত্রৈবাপি যন্তি । কিং
লক্ষণং বা তদক্ষরমিতি । এতদ্বিবক্ষ্যাহধুনা প্রশ্নাত্মভাবয়তি । ভগবন্তে-
তস্মিন্ পুরুষে শিরঃপাণ্যাদিমিতি কানি করণানি স্বপত্তি স্বাপং কুৰ্বন্তি

শিষ্যগণ পরবিজ্ঞাগতিশ্রবণে বিরক্ত হইয়া প্রাণবিজ্ঞা দ্বারা
চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলে শুদ্ধচিত্ত শমদমাদিসাধনচতু-
ষ্টয়সম্পন্ন মুখ্যাদিকারীর পরবিজ্ঞা উৎপত্তির নিমিত্ত প্রশ্ন করি-
তেছেন । অনন্তর সৌর্য্যের পুত্র গার্গ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, মহা-
শ্বনু ! ইতিপূর্বে প্রশ্নত্রয়ের উত্তরপ্রসঙ্গে অপরবিজ্ঞার গোচরীভূত
সাধ্যসাধনলক্ষণ অনিত্যসংসার বিস্তাররূপে বর্ণিত হইয়াছে,
এইক্ষণ কারণাতীত, অপ্রাণ, অবাঙ্ মনস্কগোচর, অতীন্দ্রিয়,
অবিষয়, সৰ্বমঙ্গলময়, শাস্ত্র, অবিকৃত, অক্ষয়, পরবিজ্ঞার বিষয়ী-
ভূত, বাহ্যাত্মান্তরবর্তী, সনাতন পুরুষ বলিতে হইবে । যেমন
সূদীপ্ত অগ্নি হইতে অনন্ত বিস্কুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ

পুরুষে কানি স্বপত্তি কাশ্মিন্ জাগ্রতি কতর এষ দেবঃ

স্বপ্যাপারাহ্পরমন্তে । কানি চাশ্মিন্ জাগ্রতি জাগরণমনিদ্রাবস্থাব্যাপারং
কুর্ত্তি । স্বপ্যাপারান্ কুর্ত্তন্তীত্যর্থঃ । কতরঃ কার্য্যাকারণলক্ষণানাং য
এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্ততি । স্বপ্নো নাম জাগ্রদর্শনান্নিবৃত্তস্ত জাগ্রদন্তঃ-
শরীরে যদর্শনম্ । তৎ কিং কার্য্যলক্ষণেন দেবেন নির্বর্ত্ত্যতে কিং বা
করণলক্ষণেন কেনচিদিতিপ্রায়ঃ । উপরতে চ জাগ্রৎস্বপ্নব্যাপারে যৎ
প্রসন্নং নিরাস্যাসলক্ষণমনাবাধং স্মৃৎ কষ্টেতদ্ভবতি । তস্মিন্ কালে জাগ্রৎ-
স্বপ্নব্যাপারাহ্পরতাঃ সন্তঃ কশ্মিন্ উ সর্বে সমাগেকীভূতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
মধুনি রসবৎসমুদ্রং প্রবিষ্টেনদ্যাদিবচ্চ বিবেকানর্হাঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি
সদ্রতাঃ সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীত্যর্থঃ । নহু হস্তদাদাদিকরণবৎ স্বপ্যাপারাহ্পর-
তানি পৃথক্ পৃথগেব স্বাত্ম্যবতিষ্ঠন্ত ইত্যেতদযুক্তং কুতঃ প্রাপ্তিঃ স্মৃণু-
পুরুষাণাং করণানাং কশ্মিংশিচিদেকীভাবগমনাশঙ্কয়াঃ । প্রষ্টুঃ যুক্তৈব-

যে অক্ষয়পুরুষ হইতে অনন্তভাবের আবির্ভাব হয়, সেই অক্ষয়-
পুরুষের স্বরূপ কি ? ইহা জানাই আমার আধুনিক প্রশ্নের
উদ্দেশ্য । অতএব ভগবন্ ! আপনি যে ইতিপূর্বে পুরুষের উৎ-
পত্তি সর্বিস্তর বর্ণন করিয়াছেন, সেই পুরুষেতে শিরঃপাণ্যাদি-
প্রভৃতি কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রিত, অর্থাৎ আপন আপন কার্য্য
হইতে নিবৃত্ত আছে ? এবং কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়ই বা জাগরিত
থাকিয়া স্বপ্নব্যাপার সাধন করিতেছে ? কোন্ দেবই বা স্বপ্নদর্শন
করিতেছেন ? কোন্ দেব জাগ্রদর্শনের স্থায় অন্তঃশরীরে দর্শন
করেন । জাগ্রৎ এবং স্বপ্নব্যাপার নিবৃত্ত হইলে কাহার নিরা-
সাস্মৃৎ অনুভূত হয় এবং জাগ্রৎ ও স্বপ্নব্যাপার নিবৃত্ত হইলে
কাহাতে সমুদায় একত্ৰীভূত হইয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে । যেমন
মধুতে রস পরিব্যাপ্ত থাকে এবং সমুদ্রেতে নদীসকল প্রতিষ্ঠিত
হয়, সেইরূপ কাহাতে এই সমুদায় সদ্ভূত আছে ? আমরা ইহার

স্বপ্নান্ পশ্যতি কশ্চৈতৎ স্তথঃ ভবতি কস্মিন্মু সৰ্কে
সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচ । যথা গার্গ্যমরীচয়োহর্কস্যাস্তং
গচ্ছতঃ সৰ্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি । তাঃ পুনঃ-
পুনরুদয়তঃ প্রচরন্ত্যেবং হ বৈ তৎসৰ্বং পরে দেবে মন-

স্বাশঙ্কা । যতঃ সংহতানি করণানি স্বাম্যর্থানি পরতন্ত্রাণি চ জাগ্রদ্বিশয়ে
তস্মাৎ স্বাপেহপি সংহতানাং পারতন্ত্র্যেণৈব কস্মিংশ্চিৎ সঙ্গতির্ন্যায্যেতি ।
তস্মাদাশঙ্কামুরূপ এব প্রমোহয়ম্ । অত্র তু কার্য্যাকারণসজ্জাতো তস্মিংশ্চ
প্রলীনঃ সুষুপ্তপ্রলয়কালয়োস্তদ্বিশেষঃ বুভুৎসোঃ স কোন্মু স্থাদিতি কস্মিন্
সৰ্কে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি ॥ ১ ॥

তস্মৈ স হোবাচাচার্য্যঃ । শৃণু হে গার্গ্য যদ্বয়া পৃষ্টম্ । যথা মরীচয়ো
রশ্ময়োহর্কস্তাদিত্যাস্তমদর্শনং গচ্ছতঃ সৰ্বা অশেষত এতস্মিংস্তেজোমণ্ডলে
তেজোরশিরূপে একীভবন্তি বিবেকানর্হত্বমবিশেষতাং গচ্ছন্তি তা মরীচয়-

কিছুই বিবেচনা করিতে পারি না । যেমন দাত্র কোনস্থানে
স্থাপিত করিয়া রাখিলে, সেই দাত্র কোন কার্য্যকারী হয় না,
সেইরূপ সুষুপ্তপুরুষের ইন্দ্রিয়গণ কেন স্বস্বব্যাপার হইতে
নিবৃত্ত হয়? এই সকল প্রশ্নের সন্তুত্তরপ্রদান করিয়া আমা-
দিগের সমুৎসুকচিত্তের শান্তিবিধান করুন ॥ ১ ॥

ঋষিপ্রবর পিপ্পলাদ গার্গ্যের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, হে গার্গ্য! তুমি যে সকল প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা-
দিগের সন্তুত্তর শ্রবণ কর । যেমন সূর্য্য অন্তগামী হইলে
তাহার কিরণজাল তেজোমণ্ডলে মিলিত হইয়া থাকে এবং
যখন সেই সূর্য্য উদয়াচলে উদিত হয়, তখন সেই সকল
কিরণ আসিয়া আবার সূর্য্যকে আশ্রয় করে, সেইরূপ সুষুপ্তি-
কালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসকল মনের সহিত মিলিত

স্যেকীভবতি । তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি
ন জিহ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে নাভিবদতে নাদত্তে নান-
ন্দয়তে ন বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিভীত্যাচক্ষতে ॥ ২ ॥

স্তম্ভৈবাহর্কস্ত পুনঃপুনরুদয়ত উদগচ্ছতঃ প্রচরন্তি বিকীৰ্যন্তে । যথাংয়ং
দৃষ্টান্তঃ । এবং হ বৈ তৎসর্কং বিষয়েজিয়াদিজাতং পরে প্রকৃষ্টে দেবে
দ্যোতনবতি মনসি চক্ষুরাদিদেবানাং মনস্তত্ত্বাং পরো দেবো মনস্তস্মিন্
স্বপ্নকালে একীভবতি মণ্ডলে মরীচিবদবিশেষতাং গচ্ছতি । জিজাগ-
রিষোঃশরশ্চিবন্ধুগলান্ মনস এষ প্রচরন্তি স্বব্যাপারায় প্রতিষ্ঠন্তে । যস্মাৎ
স্বপ্নকালে শ্রোত্রাদীনি শব্দাভ্যুপলব্ধিকরণানি মনস্তেকীভূতানীব করণ-
ব্যাপারাহুপরতানি তেন তস্মাভির্হি তস্মিন্ স্বাপকালে এষ দেবদত্তাদি-
লক্ষণঃ পুরুষো ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন জিহ্রতি ন রসয়তে ন স্পৃশতে
নাভিবদতে নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিসৃজতে নেয়ায়তে স্বপিভীত্যাচক্ষতে
লৌকিকাঃ ॥ ২ ॥

থাকে, আর যখন জাগ্রদবস্থা উপস্থিত হয়, তখন সেই সকল
ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আসিয়া স্ব স্ব ব্যাপারসাধনে প্রযুক্ত হয় ।
অতএব সকল ইন্দ্রিয়ই স্বপ্নকালে আপন আপন ব্যাপার
হইতে নিবৃত্ত হয় এবং জাগ্রৎকালে সকল ইন্দ্রিয়ই স্ব স্ব ব্যাপার-
সাধনে প্রযুক্ত হয় । যেহেতু স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়সকল মনের সহিত
মিলিত হইয়া স্ব স্ব বিষয়গ্রহণে নিবৃত্ত থাকে, সেইহেতু স্মৃগু
পুরুষ সেই কালে কোন শব্দ শুনিতে পায় না, কোন বিষয়
দর্শন করিতে পারেন না, কোন পদার্থগ্রহণ করে না, কোন
দ্রব্যের স্বাদ পায় না, কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না, বাক্য
বলিতে পারে না, কোন বস্তুগ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না,
কোনরূপ আনন্দ-অনুভূত হয় না, কোন পদার্থ পরিত্যাগ

প্রাণাশ্বয় এবৈতশ্মিন্ পুরে জাগ্রতি । গার্হপত্যো
হ বা এষোহপানো ব্যানোহস্মাহার্য্যপচনো যদগার্হপত্যাৎ
প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥ ৩ ॥

যদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবেতাবাহতী সমং নয়তীতি স সমানঃ ।

সুপ্তবৎশু শ্রোত্রাদিষু করণেষেতশ্মিন্ পুরে নবদ্বারে দেহে প্রাণাশ্বয়ঃ
প্রাণাদিপঞ্চবায়বোহশ্বয় ইবাশ্বয়ো জাগ্রতি । অগ্নিসামান্তং হাহ । গার্হ-
পত্যো হ বা এষোহপানঃ । কথমিত্যাহ । যস্মাদগার্হপত্যাদগ্নেরগ্নিহোত্র-
কালে ইতরাগ্নিহোত্রকালে ইতরোহগ্নিরাহবনীয়ঃ প্রণীয়তে প্রণয়নাৎ
প্রণীয়ত অস্মাদিতি প্রণয়নো গার্হপত্যোহগ্নির্থা তথা সুপ্তস্থানান্তেঃ
প্রণীয়ত ইব প্রাণো মুখনাসিকাত্যাং সঞ্চরত্যাহবনীয়স্থানীয়ঃ প্রাণঃ ।
ব্যানস্ত হৃদয়াদক্ষিণদিক্শিরদ্বারেণ নির্গমাদক্ষিণদিক্শস্বক্কাদস্মাহার্য্যপচনো
দক্ষিণাশ্বিঃ ॥ ৩ ॥

অত্র চ হোতাগ্নিহোত্রস্ত যদ্যস্মাদুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাবগ্নিহোত্রাহতী ইব

করিতে তাহার শক্তি থাকে না, সেই পুরুষ গমনাগমন করিতে
সক্ষম হয় না । ইহাকেই লোকে নিদ্রা বলিয়া থাকে ॥ ২ ॥

শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল প্রসুপ্ত হইলেও নবদ্বারবিশিষ্ট
এই দেহাত্মকপুরে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু জাগ্রত থাকে । এই
প্রাণাদি পঞ্চবায়ু পঞ্চ অগ্নিস্বরূপ । এই অপানবায়ু গার্হপত্য
অগ্নি এবং প্রাণ আহবনীয় অগ্নি, অর্থাৎ অপানবায়ু অভ্য-
ন্তরে প্রবেশ করিলে প্রাণবায়ু মুখনাসিকাদ্বারা বহির্গত হয়,
ব্যানবায়ু দক্ষিণাশ্বিস্বরূপ, যেহেতু এই বায়ু হৃদয়ের দক্ষিণ-
দিকস্থিত গৰ্ভদ্বারা নির্গত হইয়া অগ্নি আহারীয়দ্রব্য পাক
করে, এইনিমিত্ত ইহাকে দক্ষিণাশ্বি বলিয়া থাকে । ইন্দ্রিয়াদি
ক্রিয়ার নিবৃত্তি হইলেও প্রাণের ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয় না, তাহা
নিয়তই চলিতে থাকে ॥ ৩ ॥

মনো হ বাব যজমান ইষ্টফলমেবোদানং স এনং যজমান-
মহরহত্র জ্ঞা গময়তি ॥ ৪ ॥

নিত্যং দ্বিত্বসামান্তাদেব তু এতাবাহতী সমং সাম্যেন শরীরস্থিতিভাবায়
নয়তি যো বায়ুরগ্নিস্থানীয়োহপি হোতা চাহত্যোর্নেতৃত্বাৎ । কোহসৌ স
সমানঃ । অতশ্চ বিদুষঃ স্বাপোহপ্যগ্নিহোত্রহবনমেব । তস্মাদ্বিদ্বান্না-
কর্শ্ম্যতোব্যং মন্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ । সর্বদা সর্বাণি ভূতানি বিচিহ্নয়পি
অপত ইতি হি বাজসনেয়কে । অত্র হি জাগ্রৎসু প্রাণাগ্নিস্বপ্নহত্য বাহু-
করণাণি বিষয়াংশ্চাগ্নিহোত্রফলমিব স্বর্গং ব্রহ্ম জিগমিস্বুর্মনো হ বাব যজ-
মানো জাগ্রতি যজমানবৎকার্য্যকরণেণ প্রাধাতেন সংব্যবহারাৎ স্বর্গমিব
ব্রহ্ম প্রতিপ্রস্থিতত্বাদযজমানো মনঃ কল্যাতে । ইষ্টফলং যাগফলমেবো-
দানো বায়ুঃ । উদাননিমিত্তত্বাদিষ্টফলপ্রাপ্তেঃ । কথং স উদানো মন-আখ্যং
যজমানং স্বপ্নবৃত্তিরূপাদপি প্রাচ্যাব্যাহরহঃ স্বুপ্তিকালে স্বর্গমিব ব্রহ্মাক্ষরং
গময়তি । অতো যাগফলস্থানীয় উদানঃ ॥ ৪ ॥

পূর্বেপ্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণাদিবাযু অগ্নিস্বরূপ এবং
ঐ প্রাণাদির ক্রিয়া অগ্নিহোত্রযাগতুল্য । এই যজ্ঞেতে নিশ্বাস
ও প্রশ্বাস ইহারা যজ্ঞীয় আছতি, সমানবাযু উক্ত আছতি-
দ্বয়ের সাম্যাবস্থা রক্ষা করে, এই নিমিত্ত ইহা হোতৃস্বরূপ । এই
সাম্যাবস্থাদ্বারাই শরীরের স্থিতি সাধিত হইতেছে । সমানবাযু
ঐ নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সাম্যাবস্থা রক্ষা করে বলিয়া উহাকে
সমানবাযু বলে । পরন্তু জ্ঞানিগণের স্বপ্নই অগ্নিহোত্রস্বরূপ ।
অত্বেব বিদ্বান্ ব্যক্তির কখনও নিকর্শ্মা থাকে না, ইহাই
জানা যাইতেছে । বাজসনেয়ে লিখিত আছে যে, জ্ঞানীরা
স্বপ্নকালে সর্বভূতসংগম্যন করিয়া থাকে । মনই এই যজ্ঞের
কর্ত্তা, ঐ মন জাগ্রৎকালে বিষয়সকলকে আছতিরূপে প্রদান
করিয়া অগ্নিহোত্রের ফলস্বরূপ স্বর্গাদির জ্ঞায় ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানম্নুভবতি । যদৃক্ষ্যং দৃষ্ট-

এবং বিদ্বঃ শ্রোত্রাহ্যপরমকালাদারভ্য যাবৎ স্মৃপ্তোথিতো ভবতি তাবৎ সর্বযাগফলাহুভবেনাবিভ্বামিবানর্থায়ৈতি বিদ্বত্তা স্তূয়তে । ন হি বিদ্বঃ এব শ্রোত্রাদীনি স্বপ্নস্তে প্রাণাংগয়ো বা জাগ্রতি । জাগ্রৎস্বপ্নয়ো-
র্ননঃ স্বাতন্ত্র্যমহুভবদহরহঃ স্মৃপ্তং বা প্রতিপদ্যতে । সমানং হি সর্ব-
প্রাণিনাং পর্যায়েণ জাগ্রৎস্বপ্নস্মৃপ্তিগমনং অতো বিদ্বত্তাস্ততিরবেয়মূপ-
পদ্যতে । যৎ পৃষ্টং কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশুতীতি তদাহ । অত্রোপ-
রতেষু শ্রোত্রাদিষু দেহরক্ষায়ৈ জাগ্রৎস্ব প্রাণাদিবায়ুযু প্রাক্স্মৃপ্তিপ্ৰতি-
পত্তেঃ এতদ্বিন্নস্তরালে এষ দেবোহর্করশ্চিবৎ স্বাশ্বনি সংহতশ্রোত্রাদিকরণঃ
স্বপ্নে মহিমানং বিভূতিং বিষয়বিষলক্ষণমনেকাশ্বভাবগমিনমহুভবতি প্রীতি-
পদ্যতে । নহু মহিমানুভবনে করণং মনোহুভবিতুস্তৎ কথং স্বাতন্ত্র্যোপ-
ভবতীত্যাচ্যতে স্বতন্ত্রোহপি ক্ষেত্রজঃ । নৈব দোষঃ । ক্ষেত্রজস্ত স্বাতন্ত্র্যস্ত

ফলকামনা করে । যেমন সাধারণ যান্ত্রিকেরা স্বর্গাদিফল-
কামনা করে, সেইরূপ মন ব্রহ্মপ্রাপ্তিকামনা করিয়া থাকে ।
অতএব মনই এই প্রাণযজ্ঞের যজমান । উদানবায়ুই ইষ্টফল-
প্রাপ্তির কারণ, যেহেতু ঐ উদানবায়ুই সর্বদা স্মৃপ্তিকালে
মনকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রেরণ করে, অতএব উদানবায়ুই
যজ্ঞের ইষ্টফলস্বরূপ ॥ ১ ॥

যদি উক্তপ্রকারে জ্ঞানী ব্যক্তিরও শ্রোত্রাদির উপরতিকাল
হইতে যাবৎ স্মৃপ্তোথিত হয়, তাবৎ সর্বপ্রকার প্রাণক্রিয়ারূপ
যাগফলের অনুভব হয়, তাহাহইলে জ্ঞানীদিগেরও অজ্ঞানীর
আয় অনর্থঘটনা হইতে পারে, অতএব জ্ঞানীব্যক্তির
মাহাত্ম্যের স্তব করিতেছেন, কদাচিৎ জ্ঞানীব্যক্তির ইন্দ্রিয়
প্রাস্তপ্ত হয় না এবং প্রাণাত্মক অগ্নি জাগ্রত থাকে না । যেহেতু
জাগরণ ও স্বপ্ন উভয়েই মনের অধীন, মনঃ ইচ্ছা করিলে
সর্বদা জাগ্রত থাকিতে পারে ও স্মৃপ্ত হইতেও পারে ।

মন-উপাধিকৃতত্বান্ হি ক্ষেত্রজঃ পরমার্থতঃ স্বতঃ স্বপিত্তি জাগৰ্গি বা । মন উপাধিকৃতমেব তন্ত জাগরণং স্বপ্নশ্চেত্যুক্তং বাজসনেয়কে স্মৃধীঃ স্বপ্নো ভূত্বা ধ্যায়তীবেত্যাদি । তস্মান্মনসো বিভূত্যানুভবে স্বাতন্ত্র্যবচনং ত্রায্যমেব । মনউপাধিসহিতস্তে স্বপ্নকালে ক্ষেত্রজস্ত স্বয়ং জ্যোতিষ্টং বাধত ইতি কেচিৎ । তত্র শ্রুতার্থপরিজ্ঞানকৃতা ভ্রান্তিস্তেষাম্ । যস্মাৎ স্বয়ং জ্যোতিষ্টাদিব্যবহারোহপ্যামোক্ষান্তঃ সৰ্ব্বোহবিদ্যাবিষয় এব মন-আত্ম-পাধিজনিতঃ । যত্র বা অত্ৰদিব শ্রান্তত্ৰাত্তোহজৎ পশ্চেন্মাত্রং সংসর্গত্বস্ত ভবতি । যত্র ত্বস্ত সৰ্ব্বমায়ৈবাত্মত্বং কেন কং পশ্চেন্দিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । অতো মনত্রক্ষবিদ্যামেবেয়মাশঙ্কা ন হ্যেকান্নবিদ্যাম্ । নেষেবং সত্যত্রায়াং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিরिति বিশেষণমনর্থকমত্রোচ্যতে । অন্তমিদমুচ্যতে য এবোহস্তদ্বদয় আকাশস্তন্মিহ্মেত ইতি । অন্তদ্বদয়পরিচ্ছেদে সূতরাং জ্যোতিষ্টং বাধ্যত সত্যমেবময়ং দোষো যদ্যপি শ্রাৎ স্বপ্নে কেবলতয়া স্বয়ং জ্যোতিষ্টে নাক্ষিস্তাবদপনীতং ভারজেতি চেন্ন । তত্রাপি পুরীততিনাড়ীষু শেত ইতি শ্রুতেঃ পুরীততিনাড়ীসম্বন্ধাত্তত্রাপি পুরুষস্ত স্বয়ং জ্যোতিষ্টে নাক্ষিস্তাবদপনীতং ভারজেতি চেন্ন । তত্রাপি পুরীততিনাড়ীষু শেত ইতি শ্রুতেঃ পুরীততিনাড়ীসম্বন্ধাত্তত্রাপি পুরুষস্ত স্বয়ং জ্যোতিষ্টে নাক্ষিস্তাবদপনীতং ভারজেতি চেন্ন ।

অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তির বিজ্ঞাই স্তব্ধতির যোগ্য । পূৰ্ব্বশ্রুতিতে যে প্রাশ্ন হইয়াছে, কোন্ দেবতা স্বপ্নদর্শন করেন, এইক্ষণ তাহারই উত্তরদানার্থ বলিতেছেন ।—সুস্বপ্তির পূর্বে ইন্দ্রিয়সকল উপরত হইলেও শরীররক্ষার নিমিত্তে প্রাণাদি জাগ্রত থাকে । এই সময়ে আদিত্য যেমন অন্তমনকালে স্বীয় কিরণ আপনি আহারণ করেন, সেইরূপ মনঃ ইন্দ্রিয়সকল আত্মাতে সংহত করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্যপ্রকাশ করেন, অর্থাৎ বিষয়বিষয়িপ্রভৃতি নানাভাব অনুভব করিয়া থাকেন । (যদি মনঃ অনুভবের কারণ, স্বতন্ত্ররূপে অনুভবের কর্তা হইতে পারে না, কেবল আত্মাই সর্ববিষয় অনুভব করিয়া থাকেন ; সূতরাং আত্মাকেই অনুভবের কর্তা বলা যায়, তথাপি আত্মান্ন যে স্বাতন্ত্র্য, তাহাও

মনুপশ্চতি শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি দেশাদিগন্তরৈশ্চ

জ্যোতিরিতি । অগ্নিশাখাস্বাদনপেক্ষা সা শ্রুতিরিতি চেৎ । অথৈকম্বশ্চেষ্ট-
ত্বাদেকো হ্যাত্মা সর্ববেদান্তানামর্থো বিজিজ্ঞাপয়িষিতো বুভুৎসিতশ্চ ।
তস্মাহ্যক্তা স্বপ্নে আত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্টোপপত্তিৰ্ভক্তুম্ । শ্রুতের্থার্থ-
তত্ত্বপ্রকাশকত্বাৎ । এবং তর্হি শৃণু শ্রুতার্থং হিত্বা সৰ্গমভিমানং ন তত্ত্বি-
মানেন বর্ষশতেনাপি শ্রুতার্থো জ্ঞাতুং শক্যতে সৰ্ব্বৈঃ পণ্ডিতম্বশ্চৈঃ । যথা
হৃদয়াকাশে পুরীততিনাড়ীষু চ স্বপতন্তং সম্বন্ধাভাবাৎ ততো বিবিচ্য দর্শ-
য়িতুং শক্যত ইতি । আত্মনঃ স্বয়ং জ্যোতিষ্টং ন বাধ্যতে । এবং মনস্ত
বিদ্যাকামকল্পনিমিত্তোদ্ভূতবাসনাবতি কল্পনিমিত্তা বাসনাবিবিদ্যাহৃদ-
য়স্বস্তরমিব পশ্যতঃ সৰ্গকার্য্যকরণেভ্যঃ প্রবিবিক্তস্ত দৃষ্টুর্কাসনাভ্যো দৃশ-
ক্লেপেভ্যোহন্থয়েন স্বয়ংজ্যোতিষ্টং স্মদর্পিতেনাপি তাক্ষিকেন ন বারয়িতুং
শক্যতে । তস্মাৎ সাধুক্তং মনসি প্রলীনেষু করণেষু প্রলীনে চ মনসি মনো-
ময়ঃ স্বপ্নান্ পশ্যতীতি । কথং মহিমানমহুভবতীত্যাচ্যতে । যন্মিত্রং পুত্রাদি
বা পূর্বং দৃষ্টং তদ্বাসনাবাসিতঃ পুত্রমিত্রাদিবাসনাসমুতং পুত্রমিত্রমিব

মানসিক উপাধিজন্ত, বাস্তবিক আত্মা কখন সুষুপ্ত বা জাগ-
রিত হয় না, মনের স্বপ্ন ও জাগরণদ্বারাই আত্মার স্বপ্ন ও
জাগরণ প্রসিদ্ধ আছে । বাজসনেয়েও এইরূপ কথিত আছে,
অতএব অনুভববিষয়ে মনের স্বাতন্ত্র্য অন্ত্যায়্য নহে । যাঁহারা
উক্তমত স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের শ্রুতির মর্ম্মপরিজ্ঞাত
নাই ; সুতরাং তাঁহারা ভ্রান্ত । যাঁহারা মন্দব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহা-
রাই উক্ত আশঙ্কা করিতে পারেন, একাত্মবাদী ব্যক্তিদিগের
ঐরূপ আশঙ্কার সম্ভব নাই । অতএব মনই সকল অনুভব
করিয়া থাকে । যে পুত্রমিত্রাদি একবার দৃষ্ট হইয়াছে, সেই
পুত্রমিত্রাদির দর্শনবাসনা হইলে পুনর্বার তাহা দর্শন করে ।
কোনবিষয় একবার শ্রবণ করিলে পুনর্বার তাহা শ্রবণ করিতে
বাসনা হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া থাকে । এইরূপ দেশান্তর ও

প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুত-
ঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চানুভূতঞ্চ সৰ্বং পশ্যতি সৰ্বং পশ্যতি ॥ ৫ ॥

স যদা তেজসাহভিভূতো ভবতি । অত্রৈষ দেবঃ
স্বপ্নাম পশ্যত্যথ তদৈতন্নিগ্ধুরীরে এতৎস্বপ্নং ভবতি ॥ ৬ ॥

চাবিদ্যায়া পশ্যতীৰ মততে তথা শ্রুতমর্থং তদ্বাসনয়ানুশৃণোতীৰ দেশদিগ-
ন্তরৈশ্চ দেশান্তরৈর্দিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনস্তং প্রত্যনুভবতো বাহ-
বিদ্যায়া তথা দৃষ্টঞ্চান্নি জন্মতদৃষ্টঞ্চ জন্মান্তরদৃষ্টমিত্যর্থঃ । অত্যন্তাদৃষ্টে
বাসনানুপপত্তেঃ । এবং শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতঞ্চান্নি জন্মনি কেবলেন
মনসাহননুভূতঞ্চ মনসৈব জন্মান্তরেহনুভূতমিত্যর্থঃ । সচ্চ পরমার্থোদ-
কাদি । অসচ্চ মরীচ্যদকাদি । কিং বহুনা উক্তং সৰ্বং পশ্যতি সৰ্বং সৰ্ব-
মনোবাসনোপাধিঃ সন্ এবং সৰ্বকরণায়া মনোদেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

✕ স যদা মনোরূপো দেবো যস্মিন্ কালে সৌরেন চিন্তাখ্যেন তেজসা
নাড়ীশয়ে সৰ্বতোহভিভূতো ভবতি তিরস্কৃতবাসনারারো ভবতি তদা সহ
করণৈর্মনসো রশ্ময়ো হৃদ্যপসংহতা ভবন্তি । তদা মনোদামনো দাবাগ্নি-

দিগন্তরদ্বারাও পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভব করে । একজন্মের দৃষ্ট-
বস্তুর পুনর্দর্শনে মনেরই বাসনা হইয়া থাকে । কিন্তু অবিজ্ঞান
এইরূপ বাসনার কারণ এবং যে পদার্থ কখনও দৃষ্ট হয় নাই,
তাহা দর্শন করিতে কাহারও বাসনা হয় না এবং শ্রুত, অশ্রুত
সকলই ইহজন্মে মনই অনুভব করে, আবার জন্মান্তরেও সেই
মনই অনুভূত হইয়া থাকে । সৎ, অসৎ সকলপদার্থই কেবল
মনই দর্শন করিয়া থাকে । অতএব স্বপ্নদর্শনও মন ভিন্ন
আর কাহারও হয় না ॥ ৫ ॥

যে সময়ে সেই মনোরূপীদেব চিন্তারূপ তেজস্বারা সৰ্ব-
তোভাবে অস্তিত্বভূত হয়, অর্থাৎ সৰ্বপ্রকার বাসনা বিদূরিত
হইয়া যায়, তখন সেই মনের কার্য্যসকল ইন্দ্রিয়গণের সহিত

স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসো বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠতে ।

এবং হ বৈ তৎসর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৭ ॥

বদবিশেষবিজ্ঞানরূপেণ ক্লৃৎসং শরীরং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে তদা স্মৃণ্ডো ভবতি । অত্রৈতন্মিন্ কালে এষ মন আখ্যো দেবঃ স্বপ্নান্ন পশুতি দর্শন-
দ্বারস্ত নিরুদ্ধত্বাত্তেজসা । অথ তদৈতন্মিহুয়ীরে এতৎ স্মৃৎ ভবতি যদি-
জ্ঞানং নিরাবাহমবিশেষেণ শরীরব্যাপকং প্রসন্নং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

এতন্মিন্ কালেহবিদ্যাকামকর্মনিবন্ধনানি কার্য্যকরণানি শাস্তানি
ভবন্তি । তেষু শাস্তেষ্বান্বস্বরূপমুপাধিভিরন্তথা বিভাব্যমানমদ্বয়মেকং
শিবং শাস্তং ভবতীত্যেতামেবাবস্থাং পৃথিব্যাদ্যবিদ্যাকৃতমাত্মানুপ্রবেশেন
দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ । স দৃষ্টান্তো যথা যেন প্রকারেণ সৌম্য প্রিয়দর্শন
বয়াংসি পক্ষিণো বাসার্থে বৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে গচ্ছন্তি এবং যথা দৃষ্টান্তো হ
বৈ তদ্বক্ষ্যমাণং সর্বং পরে আত্মত্বক্ষে সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৭ ॥

হৃদয়েতে উপসংগত হয়, সেই সময়ে মন দাবাগ্নির স্তায় অবি-
শেষজ্ঞানরূপে সকলশরীর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকে এবং
তখনই মন প্রসুপ্ত হয় । এইকালে মনোরূপী দেব স্বপ্নাভিভূত
হইয়া থাকেন এবং স্মীয় তেজদ্বারা দর্শনদ্বার নিরুদ্ধ হয়, সূতরাং
কিছুই দর্শন করিতে পারেন না । তখন এই শরীরে ইহাই
স্মৃৎ বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু এই সময়ে যে বিজ্ঞান থাকে,
তাহার কোনরূপ বাধা থাকে না এবং অবিশেষরূপে সর্ব-
শরীরব্যাপী হইয়া স্প্রসন্ন হয় ॥ ৬ ॥

হে সৌম্য ! এই সময়ে অবিজ্ঞান সর্বপ্রকার কামকর্ম্ম-
নিবন্ধন কার্য্যকারণ উপশান্ত হয় । ঐ সকল কার্য্যকারণ
উপশান্ত হইলে মনোদেব উপাধিবিহীন, অদ্বিতীয় সর্বমঙ্গলময়
শান্ত আত্মার স্বরূপ আশ্রয় করে । যেমন পক্ষিসকল বাসার্থ
বৃক্ষে গমন করে, সেইরূপ বক্ষ্যমাণ সকলই পরমাত্মাকে আশ্রয়
করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চাপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ
তেজোমাত্রা চ বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চাকাশশ্চাকাশমাত্রা চ
চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ স্রাণঞ্চ স্রাতব্যঞ্চ
রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ
হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চোপহৃশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ পায়ুশ্চ বিসর্জয়ি-
তব্যঞ্চ পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্য-

কিন্তুৎসর্কম্ । পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ । আপশ্চ আপোমাত্রা চ ।
তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ । বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ । আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ ।
স্থলানি স্থলানি চ ভূতানীত্যর্থঃ । যথা চক্ষুরিন্দ্রিয়ং দ্রষ্টব্যঞ্চ । শ্রোত্রঞ্চ
শ্রোতব্যঞ্চ । স্রাণঞ্চ স্রাতব্যঞ্চ । রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ । ত্বক্ চ স্পর্শয়িত-
ব্যঞ্চ । বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ । হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ । উপহৃশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ ।
পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যঞ্চ । পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ । বুদ্ধীজ্ঞিয়ানি কর্ম্মেজ্ঞিয়ানি
তদর্থাশ্চোক্তাঃ । মনশ্চ পূর্কোক্তম্ । মন্তব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ । বুদ্ধিশ্চ নিশ্চয়া-
জ্ঞিকা । বোদ্ধব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ । অহঙ্কারশ্চাভিমানলক্ষণমন্তঃকরণমহঙ্কর্তব্যঞ্চ
তদ্বিষয়ঃ । চিত্তঞ্চ চেতনাবদন্তঃকরণম্ । চেতয়িতব্যঞ্চ তদ্বিষয়ঃ । তেজশ্চ
অগ্নিঙ্গিয়ব্যতিরেকেণ প্রকাশবিশিষ্টা বা স্বজ্ঞয়াচ নির্ভাত্তো বিষয়ো বিদ্যো-

পূর্কশ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, সকলই পরমাত্মাতে প্রতি-
ষ্ঠিত হয়, এই শ্রুতিতে সেই সকল বিষয়ই বিবৃত হইতেছে ।—
পৃথিবী, পৃথিবীতন্মাত্র, জল, জলতন্মাত্র ; তেজঃ, তেজস্তন্মাত্র ;
বায়ু, বায়ুতন্মাত্র, আকাশ, আকাশতন্মাত্র, চক্ষুঃ, চক্ষুর দ্রষ্টব্য-
বিষয়, শ্রোত্র, শ্রোতব্যবিষয়, স্রাণ, স্রাণেজ্ঞিয়ের বিষয়, রসনে-
জ্ঞিয়, রসনেজ্ঞিয়ের বিষয়ীভূত রস ; ত্বক্, ত্বগিজ্ঞিয়ের বিষয়ী-
ভূত স্পর্শ, বাগিজ্ঞিয়, বাগিজ্ঞিয়ের বিষয়ীভূত বাক্য ; হস্ত, হস্তের
গ্রাহ্য দ্রব্যাদি ; উপহৃ, উপহৃজ্ঞিয়ের বিষয়ীভূত আনন্দ ; পায়ু,
পায়ুর কার্য্য বিসর্জনীয় পদার্থ ; পাদদ্বয়, গন্তব্য ; মনঃ, মনোয় ;

ঐহিকারশ্চাইহিকভব্যঞ্চ চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ তেজশ্চ বিদ্যো-
তয়িতব্যঞ্চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥ ৮ ॥

‘এষ হি দ্রষ্টা স্পৃষ্টা শ্রোতা ভ্রাতা রসয়িতা মন্তা
বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ । স পরেহংকরে আত্মনি
সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥

পরমেবাঙ্করং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়-

তয়িতব্যম্ । প্রাণশ্চ স্বত্রং যদাচক্ষতে তেন বিধারয়িতব্যং সংগ্রহনীয়ং
সৰ্গং কার্য্যকারণজাতং পরার্থেন সংহতং নামরূপাত্মকমেতাবদেব ॥ ৮ ॥

অতঃপরং যদাত্মরূপং জগৎকর্তৃ স্বর্ধ্যাদিবভোক্তৃত্বকর্তৃত্বেনেহানুপ্রবি-
ষ্টম্ । এষ হি দ্রষ্টা স্পৃষ্টা শ্রোতা ভ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞা-
নাত্মা পুরুষো বিজ্ঞানং বিজ্ঞায়তেহেনেনেতি করণভূতং বুদ্ধাদি ইদম্
বিজ্ঞানাভীতি বিজ্ঞানং কর্তৃকারকরূপং তদাত্মা তৎস্বভাবো বিজ্ঞাতৃস্বভাব
ইত্যর্থঃ । পুরুষঃ কার্য্যকরণসজ্জাতোকোপাধিপূর্ণত্বাৎ পুরুষঃ । স চ
জলস্বর্ধ্যাদিপ্রতিবিম্বস্ত স্বর্ধ্যাদিপ্রবেশবজ্জলাদ্যাধারশোষে পরেহংকরে
আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৯ ॥

তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ । পরমেবাঙ্করং বক্ষ্যমাণবিশেষণং প্রতিপদ্যত

বুদ্ধি, বুদ্ধির বিষয়ীভূত পদার্থ; অহঙ্কার, অহঙ্কার্য্য; চিত্ত, চিত্তের
গ্রাহ্যবিষয়; তেজঃ, প্রকাশ্যবিষয়; প্রাণ এবং ধারয়িতব্য পদার্থ
এই সমদায়ই পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানাত্মা পুরুষই সৰ্ব্ববিষয়ের কর্তা । এই বিজ্ঞানপুরু-
ষই দর্শনকরেন, সৃজনকরেন, স্পর্শকরেন, শ্রবণকরেন, আশ্রাণ-
করেন, স্বাদগ্রহণ করেন, মননকরেন এবং এই বিজ্ঞানময়
পুরুষই সকলবিষয় বোধ করিয়া থাকেন । ইনিও অঙ্কর পর-
মাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন ॥ ৯ ॥

এইক্ষণে একাত্মজ্ঞানীর ফল বর্ণিত হইতেছে ।—বিনি সৰ্ব্ব-

মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যন্ত সৌম্য । স
সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ ॥

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সৰ্বৈঃ প্রাণা ভূতানি সম্প্র-

ইত্যেতদ্ব্যুতং । স যো হ বৈ তৎ সৰ্ব্বেষণা বিনিৰ্ম্মুক্তোহচ্ছায়াং তমো-
বৰ্জিতম্ । অশরীরং নামরূপসৰ্ব্বোপাধিশরীরবৰ্জিতম্ । অলোহিতং
লোহিতাদিবং সৰ্ব্বগুণবৰ্জিতম্ । যত এবমতঃ শুভ্রম্ । সৰ্ব্ববিশেষণরহিত-
ত্বাদক্ষরম্ । সত্যং পুরুষাখ্যম্ । অপ্ৰাণমমনোগোচরম্ । শিবং শান্তং
সবাহ্যভাস্তরমজং বেদয়তে বিজ্ঞানতি । যন্ত সৰ্ব্বত্যাগী সৌম্য স সৰ্ব্বজ্ঞো
ন তেনাবিদিতং কিঞ্চিৎ সম্ভবতি । পূৰ্ব্বমবিদ্যায়াহসৰ্ব্বজ্ঞ আসীৎ পুন-
ৰ্বিদ্যায়াহবিদ্যাপনয়ে সৰ্ব্বো ভবতি তদা তস্মিন্নর্থো এষ শ্লোকো মন্তো
ভবতি ॥ ১০ ॥

উক্তার্থসংগ্রাহকো বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চাখ্যাদিভিঃ প্রাণশ্চক্ষুরাদয়ো
ভূতানি পৃথিব্যাদীনি সম্প্রতিষ্ঠন্তি প্রবিণন্তি । যত্র যস্মিন্নক্ষরে তদক্ষরং বেদ-

বাসনাবিহীন, তমোবৰ্জিত, অশরীরী, নামরূপাদি ও শরীরো-
পাধিবৰ্জিত, লোহিতাদি-সৰ্ব্বগুণবিহীন, শুভ্র, সৰ্ব্ববিশেষণ-
রহিত, অক্ষর, সত্য, সনাতন, অব্যয়, অপ্ৰাণ, অগোচর, সৰ্ব্ব-
মঙ্গলময়, শান্ত, বাহ্যভাস্তরবৰ্ত্তী পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন,
তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন, তাঁহার কোন বিষয়ই অপরিজ্ঞাত
থাকে না । (পূৰ্বে অবিজ্ঞানদ্বারা সৰ্ব্ববিষয়ে অজ্ঞ থাকে, পরে
ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলেই সেই ব্যক্তি সৰ্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

হে সৌম্য ! বিজ্ঞানাত্মা, অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণ, প্রাণ,
চক্ষুরাদি ও পৃথিব্যাদি ভূতের সহিত সেই অক্ষর পুরুষেতে
সম্প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই অব্যয় পুরুষকে যিনি জানিতে পারেন,

তিষ্ঠন্তি যত্র । তদক্ষরং বেদয়তে যন্ত সৌম্য স সৰ্বজ্ঞঃ
সৰ্বমেবাবিবেশেতি ॥ ১১ ॥

ইতি চতুর্থপ্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

যতে যন্ত সৌম্য প্রিয়দর্শনঃ স সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বমেবাবিবেশ আবিশতী-
ত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

প্রমোপনিষদ্বাষ্যে চতুর্থপ্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥ ৪ ॥

তিনি সমুদায়বিষয় জানিতে পারেন ; অতরাং তাঁহাকেই সৰ্বজ্ঞ
বলা যায় এবং তিনি সৰ্বজ্ঞ হইয়া সৰ্ববস্তুতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১১ ॥

ইতি চতুর্থপ্রশ্ন সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

অথ পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ । স যো হ বৈ
তদুত্তমমুখ্যেষু প্রায়ণান্তমোক্ষারমভিধ্যায়ীত । কতমং
বাব স তেন লোকং জয়তীতি ॥ ১ ॥

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ । অথৈদানীং পরাপরব্রহ্মপ্রাপ্তি-
সাধনত্বেনোক্তারম্ভোপাসনবিধিঃসয়া প্রশ্ন আরভ্যতে । স যঃ কশ্চিদ্ব বৈ
ভগবন্মুখ্যেষু মনুষ্যাণাং মধ্যে অদ্বুতমিব প্রায়ণান্তং মরণাণ্ডং যাবজ্জীব-
মিত্যেতদোক্তারমভিধ্যায়ীত আভিমুখ্যেন চিন্তয়েৎ । বাহ্যবিষয়েভ্য উপ-
সংহতকরণঃ সমাহিতচিত্তো ভক্ত্যাবেশিতব্রহ্মভাবে ওঁকারে আত্মপ্রত্যয়-
সন্তানাবিচ্ছেদো ভিন্নজাতীয়প্রত্যয়ান্তরাখিলীকৃতো নির্বীতহৃদীপশিখা-
সমোহভিধানশকার্থঃ । সত্যব্রহ্মচর্য্যাহিংসাহপরিগ্রহত্যাগসন্ন্যাসশৌচ-
সন্তোষামায়াবিদ্বাদ্যনেকযমনিয়মানুগৃহীতঃ স এবং যাবজ্জীবব্রতধারণঃ ।

এইক্ষণে পরাপর ব্রহ্মবিচার সাধনীভূত ওক্তারোপাসনা
বিস্তারমানসে এই প্রশ্নের আবির্ভাব হইতেছে ।—তদনন্তর
শিবির পুঞ্জ সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! এই
মনুষ্যালোকের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন নিয়মিতরূপে
অদ্বুতমাহাভ্য প্রণবের ধ্যান করেন, অর্থাৎ বাহ্যবিষয় হইতে
ইন্দ্রিয়সকল আকর্ষণপূর্বক সমাহিতচিত্ত হইয়া সবিশেষ ভক্তি-
সহকারে ওক্তারব্রহ্মেতে চিত্তসমর্পণপূর্বক অবিচ্ছেদে ব্রহ্ম-
ধ্যানকরতঃ বিষয়ান্তরের অনুরাগ বিসর্জন দিয়া নির্বীত-
প্রদেশস্থ প্রদীপশিখার আয় স্থিরভাবে ধ্যানতৎপর হয় এবং
সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ, ত্যাগ, সন্ন্যাস, শৌচ,
সন্তোষ, অমায়াদিবিদ্বাদি বিবিধ নিয়ম অবলম্বনপূর্বক যাবজ্জীবন

তস্মৈ স হোবাচ । এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম
যদোঙ্কারস্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমম্বেতি ॥ ২ ॥

কতমং বাব অনেকে হি জ্ঞানকর্ম্মভিজ্ঞেতব্যা লোকান্তিষ্ঠন্তি তেহু তেনো-
ঙ্কারাভিধ্যানেন কতমং স লোকং জয়তীতি ॥ ১ ॥

এবং পৃষ্টবতে তস্মৈ স হোবাচ পিপ্লদাঃ । এতদ্বৈ সত্যকাম । এত-
দ্বন্ধ বৈ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম পরং সত্যমক্ষরং পুরুষাধ্যমপরঞ্চ প্রাণাথো প্রথ-
মজং যত্তদোঙ্কার এবোঙ্কারাঙ্কমোঙ্কারপ্রতীকস্বাৎ । পরং হি ব্রহ্মশব্দা-
দ্যপলক্ষণানর্হং সর্ব্বধর্ম্মবিশেষবর্জিতমতো ন শক্যমতীন্দ্রিয়গোচরস্বাৎ
কেবলেন মনসাহবগাহিতুমোঙ্কারে তু বিষ্ণুাদিপ্রতিমাংস্থানীয়ে ভক্ত্যা-
বেশিতব্রহ্মভাবে ধ্যানিনাং তৎ প্রসীদতীত্যবগম্যতে শাস্ত্রপ্রামাণ্যং ।
তথাহপরঞ্চ ব্রহ্ম । তস্মাৎ পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার ইতু্যপচর্য্যতে ।

ব্রতধারণ করে, সেই ব্যক্তি কোন্ লোক জয় করিতে পারে ?
অনেকে জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অনেক লোক জয় করিয়া থাকে,
কিন্তু ওঙ্কারব্রহ্মধ্যানে কোন্ লোক জয় হয় ? আপনি অনুগ্রহ-
পূর্ব্বক আমাদিগের এই প্রশ্নের সন্তুস্তরপ্রদানে সংশয় নিরাস
করুন ॥ ১ ॥

পিপ্লদাধ্বষি সত্যকামের প্রশ্নশ্রবণ করিয়া কহিলেন,
বৎস-সত্যকাম ! এই ব্রহ্ম পর ও অপর ; যিনি পর, তিনি
সত্য ও অক্ষর, আর যিনি অপর, তিনি পুরুষাধ্য । কিন্তু
উভয়ই ওঙ্কারাঙ্ক ; পরন্তু পরব্রহ্ম শব্দাদি উপলক্ষণের অযোগ্য
এবং সর্ব্বধর্ম্মবর্জিত, অতএব তিনি কখন কান্ধার ইন্দ্রিয়গোচর
হয়েন না ; কেবল মনোমাত্রের গোচরীভূত হয়েন । (শাস্ত্রা-
ন্তরপ্রমাণে জানা যায় যে, ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুাদিপ্রতিমাতে ব্রহ্ম-
ভাব কল্পনা করিয়া ধ্যান করিলেও ব্রহ্ম প্রসঙ্গ হয়েন) । অত-
এব ওঙ্কারই পরাপর ব্রহ্ম । বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মপ্রাপ্তির সাধনী-

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতস্বর্গ-
মেব জগত্যাভিসম্পাদ্যতে । তন্মূঢ়ো মনুষ্যালোকমুপ-

ভস্মাদেবং বিদ্বানেতেনৈবানুপ্রাপ্তিসাধনেনৈব ওঁকারাভিধ্যানেনৈকতরং
পরমপরমম্বেতি ব্রহ্মাহুগচ্ছতি নেদিষ্টং স্থালশ্বনমোঙ্কারো ব্রহ্মণঃ ॥ ২ ॥

স যদ্যপ্যোঙ্কারস্ত সকলমাত্রাবিভাগজ্ঞো ন তবতি তথাপ্যোঙ্কারাভি-
ধ্যানপ্রভাবাধিশিষ্টামেব গতিং গচ্ছতি কিস্তুর্হি যদ্যপ্যেবমোঙ্কারমেকমাত্রা-
বিভাগজ্ঞ এব কেবলোহভিধ্যায়ীতৈকমাত্রং সদা ধ্যায়ীত স তেনৈব মাত্র-
বিশিষ্ট ওঁকারাভিধ্যানেনৈব সংবেদিতঃ সম্বোধিতস্বর্গং ক্ষিপ্ৰমেব জগত্যাং
পৃথিব্যামভিসম্পাদ্যতে কিং মনুষ্যালোকমনেকানি জন্মানি জগত্যাং তত-
তং সাধকং জগত্যাং মনুষ্যালোকমেবোপনয়ন্তে উপনিগময়ন্তি । ঋচো-
ঋগ্বেদরূপা হোঁকারস্ত প্রথমো একা মাত্রা । তদভিধ্যানেন স মনুষ্যজন্মানি
দ্বিজাণ্যঃ সন্তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া চ সম্পন্নো মহিমানং বিভূতিমহুভবতি

ভূত ওঙ্কারধ্যানদ্বারাই পর কিম্বা অপর ব্রহ্মলোক করেন ।
অতএব ওঙ্কারই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রধান অবলম্বন । ওঙ্কারের
উপাসনাদ্বারা চিত্তের নির্মলতা সাধিত হইলেই স্বয়ং ব্রহ্ম
প্রকাশিত হয়েন ॥ ২ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তির যদিও ওঙ্কারের সকলমাত্রায় অভিজ্ঞান
না থাকুক, তথাপি ওঙ্কারধ্যানের মাহাত্ম্যবশতঃ উৎকৃষ্ট গতি-
লাভ হয় । যদি কেবল ওঙ্কারের একটীমাত্র মাত্রা অবগত
হইয়া সেই ওঙ্কারের ধ্যান করে, তথাপিও সেই ব্যক্তি সেই
ওঙ্কারের একমাত্রাধ্যানদ্বারাই শীঘ্র পৃথিবীতে অভিসম্পন্ন হয় ।
ঋগ্বেদরূপা ওঙ্কারের প্রথমমাত্রা সাধককে অনেকানেক জন্মে
মনুষ্যশরীরে উপনীত করে এবং সেই ঋগ্বেদরূপা ওঙ্কারের
প্রথমমাত্রাধ্যানদ্বারা মনুষ্যজন্মেতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়া তপস্বী,
ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মমাহাত্ম্য অনুভব করিতে

নয়ন্তে স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমান-
মনুভবতি ॥ ৩ ॥

অথ যদি দ্বিমাত্রাণে মনসি সম্পদ্যতে সোহন্তরিক্ষং
যজুর্ভিরুম্নীয়তে । স সোমলোকং স সোমলোকে বিভূতি-
মনুভূয় পুনরাবর্ততে ॥ ৪ ॥

ন বীতশ্রদ্ধো যথেষ্টচেষ্টো ভবতি যোগভ্রষ্টঃ কদাচিদপি ন দুর্গতিং
গচ্ছতি ॥ ৩ ॥

অথ পুনর্বাতি দ্বিমাত্রাবিভাগজ্ঞো দ্বিমাত্রাণে বিশিষ্টমোক্ষারমভিধারীত
স্বপ্নাঙ্কে মনসি মননীয়ে যজুর্ধ্বয়ে সোমদৈবত্যে সম্পদ্যতে একাগ্রতয়া-
ভাবং গচ্ছতি স এবং সম্পন্নো মৃতোহন্তরিক্ষমন্তরিক্ষাধারং দ্বিতীয়রূপং
দ্বিতীয়মাত্রারূপৈরেব যজুর্ভিরুম্নীয়তে সোমলোকং সোম্যং জন্ম প্রাপয়ন্তি
তং যজুর্ধ্বীতার্থঃ । স তত্র বিভূতিমনুভূয় সোমলোকে মনুষ্যালোকং প্রাতি
পুনরাবর্ততে ॥ ৪ ॥

পারে । সেই ব্যক্তি কখন বীতশ্রদ্ধ বা যথেষ্টাচারী অথবা
যোগভ্রষ্ট হইয়া দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৩ ॥

যদি কেহ ওঙ্কারের মাত্রাদ্বয় অবগত হইয়া দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট
ওঙ্কারের ধ্যান করে, সেই ব্যক্তি যজুর্কেন্দ্ররূপা দ্বিতীয়মাত্রা-
ধ্যানদ্বারা অন্তরীক্ষে সোমলোকসম্পন্ন হয় । যজুর্কেন্দ্ররূপা
ওঙ্কারের দ্বিতীয়মাত্রা সাধককে সোমলোকে বিভূতি (অগ্নিমাди
অষ্ট ঐশ্বর্য্য) প্রদান করে । কিন্তু সেই সাধক সোমলোকে
থাকিয়াও মনুষ্যালোকে আবর্তন করিতে পারে । (একাগ্র-
চিন্তে ওঙ্কারের দ্বিতীয়মাত্রার ধ্যান করিলে সোমলোকে জন্ম-
পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মমহাত্মা অনুভব করিতে পারে) ॥ ৪ ॥

যঃ পুনরেন্ত্রিমাভ্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং
পুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ । যথা পাদো-
দরস্ত্বচা বিনিশ্চ্যত এবং হ বৈ স পাপুনা বিনিশ্চ্যক্তঃ স

যঃ পুনরেন্ত্রিমোক্ষারং ত্রিমাভ্রেণ ত্রিমাভ্রাবিষয়বিজ্ঞানবিশিষ্টেনোমিত্যে-
তেনৈবাক্ষরেণ প্রতীকেন পরং সূর্য্যাস্তর্গতং পুরুষমভিধ্যায়ীত তেনাভি-
ধ্যানেন প্রতীকত্বেন স্থালন্বন্বপ্রকৃতমোক্ষারস্ত পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্মেতি ভেদা-
ভেদশ্রুতেরোক্ষারমিতি চ দ্বিতীয়ানেকশঃ শ্রুতা বাধ্যতে অতথা যদিপি
তৃতীয়াভিধানত্বেন করণত্বমুপপদ্যতে তথাপি প্রকৃতানুরোধাত্রিমাভ্রং পরং
পুরুষমিতি দ্বিতীয়ৈব পরিণেয়া । ত্যজ্জৈদেকং কুলস্তার্থেতি জ্ঞায়েন স
তৃতীয়ো মাত্রাক্রপস্তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নো ভবতি ধ্যায়মানো মৃতোহপি
সূর্য্যাং সোমলোকাদিবন্ন পুনরাবর্ততে কিন্তু সূর্য্যসম্পন্নমাত্র এব । যথা
পাদোদরঃ সর্পস্ত্বচা বিনিশ্চ্যতে জীর্ণস্থিণিশ্চ্যক্তঃ স পুনর্বো ভবতি ।
এবং হ বৈ এষ যথা দৃষ্টান্তঃ স পাপুনা সর্পত্বস্থানীয়েনাঙদ্বিক্রপেণ বিনি-
শ্চ্যক্তঃ সামভিষ্ঠুতীয়মাত্রাক্রপৈরুর্দ্ধমুন্নীযতে ব্রহ্মলোকং হিরণ্যগর্ভস্ত ব্রহ্মণো

যে ব্যক্তি ত্রিমাভ্রাবিষয়ক বিশিষ্টজ্ঞানদ্বারা ওঁ এই একা-
ক্ষরকে সূর্য্যাস্তর্গত পরব্রহ্মরূপে ধ্যান করেন, তিনি সেই
ত্রিমাভ্রাত্মক ওক্ষাররূপী পরব্রহ্মের ধ্যানদ্বারা তেজোময় সূর্য্য-
লোকসম্পন্ন হইবেন । এইরূপ ধ্যানদ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয় ।
সূর্য্যালোকাদি হইতে যেরূপ পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে, উক্ত
ত্রিমাভ্রাত্মক ওক্ষাররূপী ব্রহ্মধ্যানে সেইরূপ পুনরাবর্ত্তি হয়
না । যেমন সর্প স্থায় পুরাতন চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার
নবীভূত হয়, সেইরূপ ওক্ষারাত্মক পরব্রহ্মধ্যানকারী ব্যক্তি
সর্ব্বপ্রকার পাপহইতে বিনিশ্চ্যক্ত হইয়া থাকে । সামবেদা-
ত্মক ওক্ষারের তৃতীয়মাত্রাধ্যানদ্বারা সাধক হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্ম-
লোকে নীত হয় । সেই হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বপ্রকার সংসারীজীবের

সামতিরুমীয়েতে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজ্জীবনাত্ পরাৎ-
পরং পুরিশয়ং পুরুষমীকতে তদেতে শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ১ ॥

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা অশ্রোত্সত্তা অন-

লোকং সত্যাখ্যম্ । স হিরণ্যগর্ভঃ সর্বেষাং সংসারিণাং জীবানামাশ্র-
ভূতঃ । স হস্তরাস্মা শিঙ্গরূপেণ সর্বভূতানাং তস্মিন্মিত্ত্বাশ্রয়িন সংহতাঃ
সর্বে জীবাঃ । তস্মাৎ স জীবনঃ স বিদ্বাং ত্রিমাত্রৌকারাভিজ্জঃ । এতস্মা-
জ্জীবনাদ্ধিরণ্যগর্ভাৎ পরাৎপরং পরমাত্মাখ্যং পুরুষমীকতে । পুরিশয়ং
সর্বশরীরানুপ্রবিষ্টং পশুতি ধ্যায়মানঃ । তদেতাবশ্মিন্ যথোক্তার্থপ্রকাশকৌ
মত্রৌ ভবতঃ ॥ ৫ ॥

তিস্রসিংখ্যাকা অকারউকারমকারাখ্যা ওঁকারস্ত মাত্রাঃ । মৃত্যু-
খ্যাসাং বিদ্যতে তা মৃত্যুমত্যঃ মৃত্যুগোচরাদনতিক্রান্তা মৃত্যুগোচরা এবৈ-
তর্থঃ । তা আশ্রনো ধ্যানক্রিয়ান্ন প্রযুক্তাঃ । কিঞ্চাত্সোত্সত্তা ইতরে-
তরসম্বন্ধাঃ । অনবিপ্রযুক্তা বিশেষণৈকৈকবিষয় এব প্রযুক্তাঃ । তথা ন

আশ্রভূত, তিনিই অন্তরাত্মা । যে বিদ্বান্ ব্যক্তি উক্তরূপে
ত্রিমাাত্রাত্মক ওঙ্কারব্রহ্মবিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি এই হিরণ্যগর্ভ
হইতে পরাৎপর পরমাত্মরূপী পুরুষকে দর্শন করেন । এই
পরমাত্মপুরুষই সকলের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট আছেন এতদর্থ
প্রতিপাদক শ্লোকদ্বয় পরে উক্ত হইবে । (অতএব ইহাই
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ত্রিমাাত্রাত্মক ওঙ্কারাধ্যানদ্বারাই লোক-
সকল ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হইয়া স্থাবরজঙ্গমহইতে অতীত পরাৎপর
পরমপুরুষ দর্শনপূর্বক মুক্তিলাভ করে) ॥ ৫ ॥

অকার, উকার, মকার এই তিনটি ওঙ্কারের মাত্রা । ইহার
মৃত্যুগোচর, উক্ত মাত্রাদ্বয় পরমাত্মার ধ্যানক্রিয়াতে প্রযুক্ত হয়,
অর্থাৎ উক্ত মাত্রাদ্বয়দ্বারাই পরমাত্মার ধ্যান সাধিত হইয়া
থাকে । ইহার পরস্পর সম্বন্ধভাবে বর্তমান আছে, ইহার

বিপ্রযুক্তাঃ । ক্রিয়াসু বাহ্যভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু
ন কম্পতে জঃ ॥ ৬ ॥

ঋগ্ভিরেতং যজুর্ভিরন্তুরিক্ষং স সামভির্ষতৎ কবয়ো

বিপ্রযুক্তা অবিপ্রযুক্তা নাবিপ্রযুক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ কিস্তুর্হি বিশেষণৈকস্মিন্
ধ্যানকালেহতিহৃষ্টাসু ক্রিয়াসু বাহ্যভ্যন্তরমধ্যমাসু জাগ্রৎস্বপ্নসুশুপ্তস্থান-
পুরুষাভিধ্যানলক্ষণাসু যোগক্রিয়াসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু সম্যগ্ধ্যানকালে
প্রয়োজিতাসু ন কম্পতে ন চলতে জঃ । জ্ঞো যোগী যথোক্তবিভাগজ্ঞ
ওঙ্কারভেদার্থঃ । ন তন্ত্ৰৈবংবিদম্চলনমুপপদ্যতে । যস্মাজ্জাগ্রৎস্বপ্নসুশুপ্ত-
পুরুষাঃ সহ স্থানৈশ্চাত্মাত্মরূপেণৌঙ্কারায়রূপেণ দৃষ্টাঃ ॥ ৬ ॥

স হেবং বিদ্বান্ সর্কীয়ভূত ওঙ্কারময়ঃ কুতো বা চলেৎ কস্মিন্ বা ।
সর্কীর্থসংগ্রহার্থে দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ । ঋগ্ভিরেতং লোকং মনুষ্যোপলক্ষিতম্ ।
যজুর্ভিরন্তুরিক্ষং সোমাধিষ্ঠিতম্ । সামভির্ষতৎশুদ্ধলোকমিতি তৃতীয়ং কবয়ো

কখন বিপ্রযুক্ত হয় না এবং বিপ্রযুক্ত হইলেও কোন কার্য্যকারী
হয় না ; একাত্মরূপে অবস্থিত হইয়া আত্মধ্যানকার্য্যে প্রযুক্ত
হয় । যে ব্যক্তি উক্ত মাত্রাত্মকে জাগ্রৎস্বপ্নসুশুপ্তি এই অবস্থা-
ত্রেয় বাহু ও আভ্যন্তরিক যোগক্রিয়াতে নিযুক্ত করে, সেই
ব্যক্তি প্রকৃতজ্ঞানী ও যোগী । সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যথোক্তরূপে
ওঙ্কারের মাত্রাত্মের বিভাগ জানিয়া পরব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত
হয় এবং তিনি কখন ব্রহ্ম হইতে বিচলিত হয় না । যথোক্ত-
রূপে ওঙ্কারের মাত্রাত্মের বিভাগ জানিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান
করিলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৬ ॥

ঋগ্বেদরূপা ওঙ্কারের প্রথমমাত্রাধ্যানদ্বারা এই মনুষ্য-
লোক, যজুর্বেদরূপা দ্বিতীয়মাত্রাধ্যানদ্বারা সোমাধিষ্ঠিত
অন্তরীক্ষলোক এবং সামবেদাত্মিকা তৃতীয়মাত্রাধ্যানদ্বারা
ব্রহ্মলোক জানিতে পারে । যাঁহারা মেধাবী ও বিদ্বান্,

বেদয়ন্তে । তমোঙ্কারেণৈবায়তেনান্যেতি বিদ্বান্ যন্ত-
চ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চেতি ॥ ৭ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

মেধাবিনো বিদ্যাবন্ত এব নাবিদ্ধাংসো বেদয়ন্তে । তং ত্রিবিধলোকমোঙ্কা-
রেণ সাধনেনাপরব্রহ্মলক্ষণমেষেত্যমুগচ্ছতি বিদ্বান্ । তেনৈবোঙ্কারেণ
যন্তং পরং ব্রহ্মাক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যং শান্তং বিমুক্তং জাগ্রৎস্বপ্নমুপ্তাদি-
বিশেষসৰ্ব্বপ্রপঞ্চবিবৰ্জিতমতএবাহজরং জরাবৰ্জিতমমৃতং মৃত্যুবৰ্জিত-
মেব । যস্মাজ্জরাবিক্রিয়াদিরহিতমতোহভয়ম্ । যস্মাদেবাভয়ং তস্মাৎ
পরং নিরতিশয়ম্ । তদপ্যোঙ্কারেণায়তনেন গমনসাধনেনান্যেষেতীত্যর্থঃ ।
ইতি শব্দো বাক্পরিসমাপ্ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ইতি প্রমোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চমপ্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥ ৫ ॥

তাহারাই জানিতে পারেন, অবিদ্বান্ ব্যক্তির কোনরূপেও
তাহা জানিতে পারে না । জ্ঞানীরা ওঙ্কাররূপ ব্রহ্মসাধন-
দ্বারা ত্রিলোকাত্মক ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করে এবং এই ওঙ্কারের
সাধনবলেই অব্যয়, সনাতন, পুরুষ, শান্ত, বিমুক্ত, জাগ্রৎ
স্বপ্নমুপ্তি অবস্থাতে অবিশেষ, সৰ্ব্বপ্রপঞ্চবৰ্জিত জরামরণ-
বিহীন পরব্রহ্মকে লাভ করে । যেহেতু এই পরব্রহ্ম জরা-
মরণবৰ্জিত, অতএব তাহার আরাধনা করিয়া তন্ময় হইলে
সেই ব্যক্তিও জরামরণবিহীন হইতে পারে ॥ ৭ ॥

ইতি পঞ্চমপ্রশ্ন সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অথ বচঃ প্রশ্নঃ ।

অথ হৈনং সূকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ । ভগবন্
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যো রাজপুত্রো মায়ুপেতৈত্যতং প্রশ্ন-

অথ হৈনং সূকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ সমস্তং জগৎকার্যাকারণলক্ষণং
সহ বিজ্ঞানাত্মনা পরস্মিন্নক্ষরে সৃষ্টিকালে সম্প্রতিষ্ঠিত ইত্যুক্তম্ । সাম-
র্থ্যাৎ প্রলয়েহপি তস্মিন্নেবাক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠিতে জগৎ তত এবোৎপদ্যত
ইতি সিদ্ধং ভবতি । ন হুকারণে কার্যাস্ত্র সম্প্রতিষ্ঠানমুপপদ্যতে । উক্ত-
কায়ান এষ প্রাণো জায়ত ইতি । জগতশ্চ যন্মূলং তৎ পরিজ্ঞানাত্ পরং
শ্রেয় ইতি সৰ্বোপনিষদাং নিশ্চিতোহর্থঃ । অনন্তরঙ্কোক্তং স সৰ্বজ্ঞঃ
সৰ্বো ভবতীতি । বক্তব্যঞ্চ ক তর্হি তদক্ষরং সত্যং পুরুষাখ্যং বিজ্ঞেয়-
মিতি । তদর্থোহয়ং প্রশ্ন আরভ্যতে । বৃত্তান্তাখ্যানঞ্চ বিজ্ঞানস্ত্র দুর্লভ-

অনন্তর ভারদ্বাজগোত্র-সন্তুত সূকেশা নামক ঋষি,
জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে,
কার্যাকারণলক্ষণ এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টিকালে বিজ্ঞানাত্মার
সহিত অক্ষর পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এই অখিল জগৎ
প্রলয়কালেও সেই পরব্রহ্মেতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বীয় সামর্থ্য-
বশতঃ সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হয় । কিন্তু কারণব্যতিরেকে কখনও
কার্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না । আর ইহাও উক্ত আছে
যে, প্রাণই জন্মপরিগ্রহ করে । যিনি জগতের কারণ, তাঁহাকে
জানিতে পারিলেই শ্রেয়ঃলাভন হয়, ইহাই সৰ্ব-উপনিষদে
নিশ্চিত অর্থ । অনন্তর ইহাও উক্ত আছে, যিনি সেই জগৎ-
কারণকে জানেন, তিনি সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বময় হয়েন । এইক্ষণ

মপ্ৰুত । ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেথ তমহং
কুমারমক্ৰবং নাহিমমং বেদ যদ্যহমিমমবেদিষং কথং তে
নাবক্ষ্যামিতি সমুলো বা এষ পরিশুয্যতি যোহনৃতমভি-

দ্ব্যাপনে তন্ন্যার্থং মুমুকুগাং যত্নবিশেষোৎপাদনার্থম্ । হে ভগবন্
হিরণ্যনাভো নামতঃ কোশলায়াং ভবঃ কোশল্যো রাজপুত্রো জাতিতঃ
ক্ষত্রিয়ো নামুপেত্যোপগম্যেতমুচ্যমানং প্রশ্নমপ্ৰুত । ষোড়শকলং
ষোড়শসংখ্যকঃ কলা অবয়বা ইবায়ত্তবিদ্যাধ্যারোপিতরূপা যস্মিন্ পুরুষে
সোহয়ং ষোড়শকলন্তং ষোড়শকলং হে ভারদ্বাজ পুরুষং বেথ । তমহং
রাজপুত্রং কুমারং পৃষ্ঠবস্তমক্ৰবমুক্তবানস্মি নাহিমমং বেদ যত্নং পৃচ্ছসীতি ।
এবমুক্তবতাপি মধ্যজ্ঞানমসম্ভাবয়ন্তং তমজ্ঞানে কারণমবাদিষম্ । যদি
কথঞ্চিদহমিমং ত্বয়া পৃষ্ঠং পুরুষমবেদিষং বিদিতবানস্মি কথমতান্ত্রশিষ্য-
ইহাই বক্তব্য যে, সেই অব্যয় সনাতনপুরুষই বিজ্ঞেয় । এই-
নিমিত্তই আমার আধুনিক প্রশ্ন । ব্রহ্মবিজ্ঞান অতিদুর্লভ,
সেই ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভে মুমুকুদিগের বিশেষ যত্নোৎপাদনার্থ
ব্রহ্মান্ত্র খ্যাপনপূর্বক প্রশ্ন করিতেছেন ।—সুকেশা বলিলেন,
ভগবন্ ! হিরণ্যনামক কোশলদেশীয় কোন ক্ষত্রিয়জাতীয়
রাজতনয় আমার সমীপে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ভারদ্বাজ ! যে
পুরুষেতে অবিজ্ঞাধ্যারোপিত ষোড়শকলার কল্পনা হয়, সেই
পুরুষ কে ? তাহা আমাকে বল । কোশলরাজকুমার আমার
নিকট এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাকে বলিয়াছি, রাজ-
কুমার ! তুমি যে পুরুষের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে,
তাঁহাকে আমি জানি না, এই বলিয়া আমি তাহাকে আমার
অজ্ঞানকারণ জানাইয়া বলিলাম, তুমি যে পুরুষের বিষয়
আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ, তাঁহাকে আমি যত্নপি জানিতাম,
তাহাহইলে কেননা তোমার নিকট বলিব ? তুমি সদৃগুণশালী
শিষ্য, বিশেষতঃ পরমপুরুষের কথা জ্ঞানিতে তোমার

বদতি তস্মান্নাহাম্যনৃতং বক্তুং স তুষ্ণীং রথমারুহ্য প্রব-
ব্রাজ । তং হ্য পৃচ্ছামি কাসৌ পুরুষ ইতি ॥ ১ ॥

গুণবতেহর্ধিনে তে তুভ্যং নাবক্ষ্যং নোক্তবানস্মি ন ক্রয়ামিত্যর্থঃ । ভূয়ো-
হপ্যপ্রত্যয়মিবালক্ষ্যং প্রত্যায়য়িতুমক্ৰবম্ । সমূলঃ সহ মূলে ন বৈ এষো-
হুত্থা সন্তমাস্থানমগ্ৰথা কুর্কন্ননৃতমযথাভূতার্থমভিবদতি যঃ স পরিশ্রুয্যতি
শেষমুপৈতীহলোকপরলোকাভ্যাং বিচ্ছিদ্যাতে বিনশ্চতি । যত এবং
জানে তস্মান্নাহাম্যনৃতং বক্তুং মুচবৎ । স রাজপুত্র এবং প্রত্যায়িত-
স্তুষ্ণীং ব্রীড়িতো রথমারুহ্য প্রবব্রাজ প্রগতবান্ যথা গতমেব । অতো হ্যায়ত
উপসন্নায় যোগ্যায় জ্ঞানতা বিদ্যা বক্তব্যৈব অনৃতঞ্চ ন বক্তব্যং সর্কাস্বপ্যাব-

সাতিশয় ইচ্ছা দেখিতেছি, এ অবস্থাতে পরিজ্ঞাতবিষয়
তোমার নিকট বলিতে কোন বাধা দেখিতেছি না । তোমার
জিজ্ঞাসিত বিষয় আমার পরিজ্ঞাত থাকিলে অবশ্যই তোমার
নিকট বলিতাম । আমি কোশলরাজ্যজনয়কে এইরূপ আপন
অজ্ঞতা বলিয়াও তাহার বিশ্বাসের জন্য পুনর্বার বলিলাম, যে
ব্যক্তি সংস্করণ পরমাত্মাকে অন্তধারূপে বর্ণন করিয়া অযথা-
তরূপে ব্যাখ্যা করে, সে সমূলে শুষ্ক হয় অর্থাৎ সেই ব্যক্তির
হকালও নাই এবং পরকালও নাই । যখন আমি পরমাত্মপুরু-
ষের অন্তধাকীর্ণনে এইরূপ দোষ জানিতেছি, তখন মূঢ়ব্যক্তির
দ্বারা কোনরূপেই আমি সেই পরমপুরুষের স্বরূপ না জানিয়া
তামাকে বলিতে পারি না । তখন রাজকুমার আমার কথায়
বিশ্বাস করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক লম্বিতভাবে রথে আরোহণ
করিয়া প্রস্থান করিলেন । উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে,
গানী গুরুগণ সমাগত সুবোগ্য শিষ্যকে অবশ্য বিজ্ঞা-উপদেশ
করিবে । কখনও অন্তধাকীর্ণন করিয়া সমাগত শিষ্যকে প্রত্যা-
গমন করিবে না । অন্তএব মহাত্মন ! এইক্ষণ ইহাই আপনাকে

তন্মৈ স হোবাচ । ইহৈবাস্তঃশরীরে সৌম্য স পুরুষো
যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ২ ॥

স ঈক্ষাংক্রে । কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবি-
য়ামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্ত্যমীতি ॥ ৩ ॥

স্থাস্বিত্যেতৎ সিদ্ধং ভবতি । তং পুরুষং ত্বা ত্বাং পৃচ্ছামি মম হৃদি বিজ্ঞেয়-
ত্বেন শল্য ইব মে হৃদি স্থিতং কাসৌ বর্ততে বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষ ইতি ॥ ১ ॥

তন্মৈ স হোবাচ । ইহৈবাস্তঃশরীরে হৃদয়পুণ্ডরীকাকাশমধ্যে হে
সৌম্য স পুরুষো ন দেশান্তরে বিজ্ঞেয়ো যস্মিন্নেতা উচ্যমানাঃ ষোড়শ-
কলাঃ প্রাণাদ্যাঃ প্রভবন্ত্যংপদ্যন্ত ইতি ষোড়শকলাভিরূপাধিরূপাভিঃ
সকল ইব নিষ্কলঃ পুরুষো লক্ষ্যতে বিদ্যয়েতি ॥ ২ ॥

তদুপাধিকলাধ্যারোপাপনয়নেন বিদ্যয়া স পুরুষঃ কেবলো দর্শয়িতব্য

জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, সেই পরমপুরুষ কে ? এবং কোথায়
বিद्यমান আছেন ? আমার এই প্রশ্নের সন্তুষ্টির প্রদানদ্বারা
আমার হৃদিস্থিত সংশয়রূপ শাল্য উদ্ধার করিয়া আমাকে
শান্ত করুন ॥ ১ ॥

পিপ্পলাদখ্যমি স্নকেশ্যর প্রশ্ন শ্রবণকরিয়া কহিলেন, এই
দেহের অভ্যন্তরে হৃদপদ্ম-আকাশমধ্যে সেই সনাতনপুরুষ
সর্বদা বিরাজমান আছেন । হে সৌম্য ! ইহার অন্বেষণার্থ
দেশান্তরে গমন করিতে হয় না, এই দেহমধ্যে অনুসন্ধান
করিলেই সেই ষোড়শকলাস্বক পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার হইতে
পারে । যাহাতে প্রাণাদি ষোড়শকলা উৎপন্ন হয়, তিনি
সেই ষোড়শকলারূপ উপাধিদ্বারা সকলরং প্রতীয়মান হয়েন ;
বাস্তবিক তিনি নিষ্কল । কেবল বিদ্যাদ্বারাই তিনি লক্ষিত
হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

পূর্বোক্ত ষোড়শকলারূপ উপাধির আরোপ অপনয়ন

ইতি কলানাং তৎপ্রভবত্বমুচ্যতে । প্রাণাদীনামত্যন্তনির্কীর্ণশেষে হৃদয়ে
 শুদ্ধে তেষে ন শক্যোহধ্যারোপমস্তুরেণ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদনাদিব্যবহারঃ
 কর্তৃমিতি কলানাং প্রভবস্থিত্যপ্যয়া আরোপ্যন্তে অবিদ্যাবিষয়াশ্চৈতত্ত্বা-
 ব্যতিরেকেণৈব হি কলা জায়মানান্তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রলীয়মানাশ্চ সৰ্ব্বদা লক্ষ্যন্তে ।
 অতএব ভ্রান্তাঃ কেচিদগ্নিসংযোগাদ্ভূতমিব ঘটাদ্যাকারেণ চৈতত্ত্বমেব
 প্রতিক্রমং জায়তে নশ্রুতীতি ভগ্নিরোধে শূন্যমিব সৰ্ব্বমিতি । অপরে ঘটাদি-
 বিষয়ং চৈতত্ত্বং চেতয়িতুর্নিত্যাস্থানোহনিত্যং জায়তে বিনশ্রুতীতি ।
 অপরে চৈতত্ত্বমভূতধর্ম ইতি । লোকায়তিকাঃ অনপায়োপজনধর্মক-
 চৈতত্ত্বমাত্মৈব নামরূপাত্ম্যপাধিধর্মৈঃ প্রত্যবভাসতে । সত্যং জ্ঞানমনস্তং
 ব্রহ্ম । প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম । বিজ্ঞানঘন এবোত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । স্বরূপা-
 ব্যভিচারিষু পদার্থেষু চৈতত্ত্বশ্চাব্যভিচারায় যথা যথা যো যঃ পদার্থো
 বিজ্ঞায়তে তথা তথা জায়মানত্বাদেব তত্ত্ব তত্ত্ব চৈতত্ত্বশ্চাব্যভিচারিত্বং বস্ত
 চ ভবতি কিঞ্চিন্ন জায়ত ইতি চানুপপন্নম্ । রূপঞ্চ দৃশ্যতে ন চাস্তি চক্ষু-
 রিতিবৎ । ব্যভিচরতি তু জ্ঞানং জ্ঞেয়ং ন ব্যভিচরতি কদাচিদপি । জ্ঞেয়া-
 ভাবেহপি জ্ঞেয়াস্তরেহভাবাজ্ঞানশ্চ । ন হি জ্ঞানেহসতি জ্ঞেয়ং নাম

করিয়া কেবল বিজ্ঞানদ্বারাই সেই পরমপুরুষকে দর্শন করা
 যাইতে পারে । প্রাণাদি ষোড়শকলা তাঁহার অবয়ব নহে ;
 তাঁহাহইতে উৎপন্ন । প্রাণাদি ষোড়শকলার অধ্যারোপ-
 ব্যতিরেকে প্রাণাদির নির্কীর্ণশেষ অদ্বিতীয় শুদ্ধ পরম-
 পুরুষেতে প্রতিপাত্তপ্রতিপাদনাদি ব্যবহার হইতে পারে না ।
 এইনিমিত্তই তাঁহাতে কলার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আরোপিত
 হইয়া থাকে । ইহা কেবল অবিজ্ঞান কার্য্য । অবিজ্ঞানদ্বারাই
 সেই পরমপুরুষেতে প্রাণাদিকলা জন্মিতেছে, বর্তমান আছে
 ও লয় পাইতেছে । সৰ্ব্বদা এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে । যাহাঁরা
 এইরূপ পরমপুরুষেতে প্রাণাদিকলার আরোপ করেন, তাঁহারা
 নিশ্চয়ই ভ্রান্ত । 'যেমন অগ্নিসংযোগে স্থত ব্রতীভূত হয়, সেই-

ভবতি । কস্তচিং সুষ্পেহদর্শনাজ্জ্ঞানস্তাপি সুষ্পেহভাবাজ্জ্ঞেয়বজ্-
জ্ঞানং স্বরূপস্ত ব্যতিচার ইতি চেন্ন । জ্ঞেয়াভাসকস্ত জ্ঞানস্তালোকবজ্-
জ্ঞেয়াভিব্যঞ্জকত্বং স্বব্যঙ্গ্যভাবে আলোকাভাবানুপপত্তিবৎ সুষ্পে বিজ্ঞা-
নাভাবানুপপত্তেঃ । ন স্বরূপকারে চক্ষুষো রূপানুপলকৌ চক্ষুষোহভাবঃ
শক্যঃ কল্পয়িতুমবৈনাশিকেন । বৈনাশিকো জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবঃ
কল্পয়ত্যেবেতি চেৎ যেন তদভাবং কল্পয়েত্তস্তাভাবঃ কেন কল্পত
ইতি বক্তব্যম্ । বৈনাশিকেন তদভাবস্তাপি জ্ঞেয়ত্বাজ্জ্ঞানাভাবে তদনুপ-
পত্তেঃ । জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়াব্যতিরিক্তত্বাজ্জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাব ইতি চেৎ ।
ন । অভাবস্তাপি জ্ঞেয়ত্বানুপপাদ্যভাবোহপি জ্ঞেয়োহনুপপদ্যতে । বৈনা-
শিকৈর্নিত্যস্ত তদব্যতিরিক্তজ্ঞানং নিত্যং কল্পিতং স্তাত্তদভাবস্ত চ
জ্ঞানাত্মকত্বাদভাবত্বং বাস্তুত্রমেব ন পরমার্থতোহভাবত্বমনিত্যত্বং চ
জ্ঞানস্ত । ন চ নিত্যস্ত জ্ঞানস্তাভাবনামমাত্রাধ্যারোপে কিম্শিঙ্গম্ ।
অথাভাবো জ্ঞেয়োহপি সন্ জ্ঞানব্যতিরিক্ত ইতি চেন্ন । তর্হি জ্ঞেয়াভাবে
জ্ঞানাভাবঃ । জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং ন তু জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তমিতি

রূপ চৈতন্ত্যই ঘটাদি-আকারবিশিষ্ট হইয়া ক্ষণে ক্ষণে জন্মি-
তেছে ও নাশ পাইতেছে । সেই চৈতন্ত্যের নিরোধ হইলে
সকলই শূন্যময় হয় । পক্ষান্তরে চৈতন্ত্যময় আত্মার চৈতন্ত্যই
ঘটাদিবিষয় আশ্রয় করিয়া জন্মে ও বিনাশ পায় । কেহ কেহ
বলেন, চৈতন্ত্য অভূতধর্ম্ম ; ঐ চৈতন্ত্যই আত্মা । নামরূপাদি
উপাধিধর্ম্মদ্বারা নানাপ্রকারে প্রকাশ পায় । বাস্তবিক আত্ম-
স্বরূপে কোনরূপ উপাধিই নাই । ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানময়, অনন্ত
ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতেই তাহার চৈতন্যময়ত্ব প্রতীয়মান
হইতেছে । চৈতন্ত্যব্যতিরেকে কোন পদার্থের জ্ঞান হইতে
পারে না । যেমন রূপাদির দর্শন হইতেছে, অথচ চক্ষুঃ
নাই, ইহা অসম্ভব ; সেইরূপ সর্বদা সকলপদার্থের জ্ঞান হই-
তেছে, অথচ চৈতন্ত্য নাই, ইহাও অসম্ভব । জ্ঞেয়পদার্থের

চেন্ন । শব্দমাত্রাদ্বিশেষায়ুপপত্তেঃ । জ্ঞেয়জ্ঞানমোরেকস্বৰ্গেদভ্যুপগম্যতে
 জ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যতিরিক্তং ন জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তং জ্ঞানং জ্ঞেয়ব্যতিরিক্তং নেতি
 তু শব্দমাত্রমেব তদ্ব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তোহগ্নিন' বহিঃস্ব্যতিরিক্ত ইতিয়দভ্যু-
 পগম্য জ্ঞেয়ব্যতিরেকে তু জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়াভাবে জ্ঞানাভাবায়ুপপত্তিঃ সিদ্ধা ।
 জ্ঞেয়াভাবেহদর্শনাদভাবো জ্ঞানন্তেতি চেন্ন । সুযুগ্মেতিভ্যুপগমাৎ ।
 বৈনাশিকৈরভ্যুপগম্যতে হি সুযুগ্মেহপি বিজ্ঞানান্তিৎ তত্রাপি জ্ঞেয়ত্বমভ্যু-
 পগম্যতে । জ্ঞানস্ত স্মেন্নেবেতি চেন্ন । ভেদস্ত সিদ্ধহাৎ । সিদ্ধং হতাববি-
 জ্ঞেয়বিষয়স্ত জ্ঞানস্তাভাবজ্ঞেয়ব্যতিরেকাজ্ঞেয়জ্ঞানমোরত্বম্ । ন হি
 তৎ সিদ্ধং মৃতমিবোজ্জীবয়িতুং পুনরত্থা কৰ্ত্তুং শক্যতে বৈনাশিকশতৈরপি
 জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়ত্বমেবেতি । তদপ্যন্তেন তদপ্যন্তে নেতি ত্বৎপক্ষেহতিপ্রসঙ্গ
 ইতি চেন্ন । তদ্বিভাগোপপত্তেঃ । সৰ্ব্বস্ত যদা হি সৰ্ব্বং জ্ঞেয়ং কস্তচিত্তদা
 তদ্ব্যতিরিক্তং জ্ঞানং জ্ঞানমেবেতি দ্বিতীয়ো বিভাগ এবাভ্যুপগম্যতেহবৈনা-

অভাব হইলেও অন্তপদার্থে জ্ঞানের সম্ভব আছে, কিন্তু
 জ্ঞানের অভাব হইলে কোনরূপেই জ্ঞেয়বস্তু থাকিতে পারে
 না । যেমন আলোক সকলদ্রব্যের প্রকাশক, সেইরূপ জ্ঞানই
 জ্ঞেয়পদার্থের প্রকাশক । অতএব সুযুগ্মিকালে জ্ঞানের
 অদর্শনেও জ্ঞানের ব্যভিচারাক্ষর নিয়ন্তি হইল । সুযুগ্মিকালে
 জ্ঞানের দর্শন হয় না বলিয়া তাহার অভাবকল্পনা করিতে
 পারা যায় না । অঙ্ককারায়তস্থানে চক্ষু কোন রূপগ্রহণ
 করিতে পারে না বলিয়া কি চক্ষুর অভাবস্বীকার করা যায় ?
 বৈনাশিক, অর্থাৎ অনিত্যবাদীরা যে জ্ঞেয়বস্তুর অভাবে
 জ্ঞানেরও অভাবকল্পনা করে, তাহাও অযুক্ত, যিনি জ্ঞানের
 অভাবকল্পনা করেন, তাঁহার অভাব কে কল্পনা করিবে ?
 অতএব জ্ঞেয়ের অভাবে জ্ঞানাভাব স্বীকার করা যায় না,
 অবশ্যই জ্ঞানস্বীকার করিতে হয় । এই একজ্ঞানই সৰ্ব্ব-

শিকৈঃ । ন তৃতীয়স্তদ্বিষয় ইত্যনবস্থানুপপত্তিঃ জ্ঞানস্ত স্বেনৈবাবিজ্ঞেয়ত্বে সৰ্ব্বজ্ঞত্বহানিরিতি চেৎ সোহপি দোষস্তদ্বৈস্তবাস্ত কিস্তুদ্বিবর্হণেনাস্মাকমন-
বস্থাদোষশ্চ জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাদবশ্তকৈব বৈনাশিকানাং জ্ঞানং
জ্ঞেয়ম্ । স্বাত্মনা চাবিজ্ঞেয়ত্বেনানবস্থানির্কাৰ্য্যা । সমান এবায়ং দোষ
ইতি চেন্ন । জ্ঞানস্তৈকত্বোপপত্তেঃ । সৰ্ব্বদেশকালপুরুষাদ্যবস্থমেকমেব
জ্ঞানং নামরূপাদ্যনেকোপাধিতেদাৎ সবিজ্ঞাদিজ্ঞাদিপ্রতিবিম্ববদনেকধাব-
তাসত ইতি । নাসৌ দোষঃ । তথা চেহেদমুচ্যতে । নহু শ্রেতরিহৈ-
বাস্তঃশরীরে পরিচ্ছিন্নঃ কুণ্ডবদরবৎপুরুষ ইতি । ন । প্রাণাদিকলাকারণ-
ত্বাৎ । ন হি শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নস্ত প্রাণস্ত শ্রদ্ধাদীন্যাং কলানাং কারণত্বং
প্রতিপত্তুং শক্যম্ । কলাকার্যত্বাচ্চ শরীরস্ত । ন হি পুরুষকার্য্যাণাং
কলানাং কার্য্যে সচ্ছরীরে কারণকারণং স্বস্ত পুরুষঃ কুণ্ডবদরমিবাভ্যন্তরঃ

দেশ, কাল, পুরুষাদিতে অবস্থিত হইয়া নামরূপাদি নানাবিধ
উপাধিদ্বারা প্রকাশ পায় । যেমন সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব নানা-
রূপ জলে পতিত হইয়া নানাপ্রকারে প্রকাশ পায়, সেইরূপ
একই জ্ঞান বিবিধপদার্থে অবস্থিত হইয়া বিবিধ আকারে
প্রকাশ পাইয়া থাকে । যদি উক্তমত অস্বীকার করিয়া এই-
রূপ ব্যাখ্যা কর যে, যেমন কুণ্ডমধ্যে বদরীফল বিস্তৃত থাকে,
সেইরূপ প্রাণপুরুষ এই আস্তঃশরীরে বর্ত্তমান আছেন, ইহা
বলা যায় না; কারণ পুরুষই প্রাণাদিকলার কারণ, প্রাণকে
শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্ন বলিলে শ্রদ্ধাদিকলার কারণতা প্রতিপন্ন
হয় না । বিশেষতঃ এই শরীর সেই ষোড়শকলার কার্য্য ।
যদি বল, পুরুষের কার্য্য ষোড়শকলা এবং ঐ কলার কার্য্য
শরীর, সুতরাং শরীর স্বীয় কারণীভূত কলার কারণস্বরূপ
পুরুষকে কোনরূপেও কুণ্ডমধ্যগত বদরীফলের স্থায় আপন
অত্যন্তরবর্ত্তী করিতে পারে না, এই আশঙ্কাও অযুক্ত; যেহেতু

কুর্খ্যাং বীজবৎ আদিতি চেৎ । যথা বীজকার্যো বৃক্ষস্তৎকার্যাক্ষ ফলং
 স্বকারণকারণং বীজমভ্যন্তরীকরোত্যাশ্রাদি তদ্বৎ পুরুষমভ্যন্তরীকুর্খ্যাং
 শরীরং স্বকারণকারণমপীতি চেৎ । অত্ৰহাৎ সাবয়বত্বাচ্চ । দৃষ্টান্তে
 কারণবীজাবৃক্ষফলসংবৃত্তান্ত্রাত্তেব বীজানি দাষ্টান্তিকৈ তু স্বকারণকারণ-
 ভূতঃ স এব পুরুষঃ শরীরেভ্যন্তরীকৃতঃ শ্রয়তে । বীজবৃক্ষাদীনাং
 সাবয়বত্বাচ্চ শ্রাদাধারাধেয়ত্বং নিরবয়বশ্চ পুরুষঃ সাবয়বশ্চ কলাঃ শরীরঞ্চ
 এতেনাকাশশ্রুতাপি শরীরাদারত্বমুপপন্নং কিমুতাকাশকারণশ্চ পুরুষশ্চ
 তস্মাদসমানো দৃষ্টান্তঃ । কিন্তু দৃষ্টান্তেন বচনাৎ আদিতি চেৎ । বচনশ্রা-
 কারকত্বাৎ । ন হি বচনং বস্তনোহন্তথাকরণে ব্যাপ্রিয়তে কিন্তু হি যথা-

বীজের কার্য্য বৃক্ষ এবং বৃক্ষের কার্য্য ফল, এইস্থলে যেমন
 ফল স্থায়ী কারণীভূত বৃক্ষের কারণস্বরূপ বীজকে আপন অভ্য-
 ন্তরে রাখে, সেইরূপ শরীরও যে স্থায়ী কারণীভূত কলার
 কারণস্বরূপ পুরুষকে অভ্যন্তরবর্তী করিবে, তাহাতে বাধা
 কি আছে? পক্ষান্তরে বলিতেছেন, এই দৃষ্টান্তপ্রদর্শনও
 সুসঙ্গত নহে । কারণ বীজবৃক্ষাদি সকলই সাবয়ব, সুতরাং
 তাহাদিগের আধারাধেয়ভাব সম্ভবিত্তে পারে, কিন্তু পুরুষ
 নিরবয়ব এবং কলা ও শরীর উভয়ই সাবয়ব, সুতরাং এস্থলে
 আধারাধেয়ভাব ঘটিতে পারে না । ইহাতে আকাশেরও
 শরীরধারণ অসম্ভব, পরন্তু আকাশের কারণীভূত পুরুষেরত
 শরীরধারণ সর্বদাই অসম্ভব । অতএব বীজবৃক্ষাদির দৃষ্টান্ত
 অসঙ্গত হইল । সুতরাং দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা কোন ফল দেখা
 যায় না, ইহাও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না । যেহেতু কেবল
 বচনে কোন পদার্থের অন্তর্থাভাব করিতে পারে না এবং
 পদার্থের যথাভূত অর্থপ্রকাশনেও বচনের কোনরূপ শক্তি

ভূতার্থাবদ্যোতনে । তস্মাদতঃ শরীর ইত্যেতদ্বচনং অণ্ডশাস্ত্রকৌমোতিবচ্
ঐষ্টব্যম্ । উপলব্ধিনিমিত্তত্বাচ্চ । দর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানাদিলিঙ্গৈরন্তঃ-
শরীরে পরিচ্ছিন্ন এব হ্যপলভ্যতে চাত উচ্যতে অন্তঃশরীরে সৌম্য স
পুরুষ ইতি । ন পুনরাকাশকারণঃ সন্ কুণ্ডবদরবচ্ছরীরপরিচ্ছিন্ন ইতি
মনসাপীচ্ছতি বক্তুং মূঢ়োহপি কিমুত প্রমাণভূতা শ্রুতিঃ । যস্মিন্নেতাঃ
ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীত্যুক্তং পুরুষবিশেষণার্থং কলানাং প্রভবঃ স চাত্তো-
হর্থোহপি শ্রুতঃ কেন ক্রমেণ স্মাদিত্যত ইদমুচ্যতে । চেতনপূর্বিকা চ
সৃষ্টিরিত্যেবমর্থো চ পুরুষঃ ষোড়শকলঃ পৃষ্ঠো যো ভারদ্বাজেন স
ঈক্ষাঞ্চক্রে ঈক্ষণং দর্শনং চক্রে কৃতবানিত্যর্থঃ । সৃষ্টিফলক্রমাদিবিষয়ং
কথমিত্যুচ্যতে কস্মিন্ কর্তৃবিশেষে দেহাচ্ছ্রুতাস্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যাম্যহ-
মেব বা কস্মিমা শরীরে প্রতিষ্ঠিতেহং প্রতিষ্ঠাস্থামি প্রতিষ্ঠিতঃ স্থামি-
ত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নাই । অতএব “অন্তঃশরীরে” এই শব্দে অণ্ডমধ্যগত আকাশ-
বৎ অবকাশ জানিতে হইবে ; সুতরাং দর্শন, শ্রবণ, মনন,
বিজ্ঞানাদিদ্বারা শরীরপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে লাভ করিতে
পারে । অতএবই পূর্বশ্রুতিতে “অন্তঃশরীরে সেই পুরুষকে
লাভ করা যায়,” এইরূপ উক্ত হইয়াছে । তিনি শরীরাত্ম-
স্তরে আছেন বটে, কিন্তু “কুণ্ডমধ্যগত বদরীফলের আয় সেই-
পরপুরুষ অন্তঃশরীরে আছেন,” ইহা মূঢ়ব্যক্তিরাত্ম মনে করে
না । সৰ্ব্বপ্রমাণভূতা শ্রুতি যে তাহা স্বীকার করিবেন, তাহা-
কোনরূপেও সম্ভবপর নহে । যাহাতে প্রাণাদি ষোড়শকলা-
প্রাতুভূত হয়, সেই ষোড়শকলাবান্ পুরুষই সৃষ্টিক্রমাদি সকল-
বিষয় দর্শন করেন, তাহার উৎক্রমণেই আমরাও উৎক্রান্ত
হইতেছি এবং এই শরীরে তাহার প্রতিষ্ঠাতে আমরাও প্রতি-
ষ্ঠিত রহিয়াছি ॥ ৩ ॥

স প্রাণমহত্ত্ব প্রাণাচ্ছদ্ধাঃ খং বায়ুজ্যোতিরাপঃ

নবাত্মাহকর্ত্তা প্রধানং কর্ত্ত্ব অতঃ পুরুষার্থে প্রয়োজনমুররীকৃত্য প্রধানং প্রবর্ত্ততে মহাদাদ্যাকারেণ তত্ত্বৈদমমুপপন্নং পুরুষস্ত স্বাতন্ত্র্যোপেক্ষাপূর্ব্বকং কর্ত্ত্ববচনং সত্বাদিগুণসাম্যে প্রধানেন প্রমাণোপপন্নে সৃষ্টিকর্ত্তরি সতি ঈশ্বরেচ্ছামুবর্ত্তিবু বা পরমাণুসু সংস্বাদ্যনোহপ্যেক্ষেন কর্ত্ত্বৈ সাধনাভাবাদান্নন. আত্মগুণনর্থকর্ত্ত্বাত্মপপত্তেষ্চ । ন হি চেতনাবান্ বুদ্ধিপূর্ব্বকার্য্যাত্মনোহনর্থং কুৰ্য্যাৎ । তস্মাৎ পুরুষার্থেন প্রয়োজনেনেক্ষাপূর্ব্বকমিব নিয়তক্রমেণ প্রবর্ত্তমানেন্চেতনে প্রধানেন চেতনবহুপচারোহয়ং স ঈশ্বাক্ষত্রে ইত্যাদিঃ । যথা রাজ্ঞঃ সৰ্ব্বার্থকারিণি ভূত্যে রাজ্যেতি তদ্বৎ । নান্ননো ভোক্তৃহবৎকর্ত্ত্বোপপত্তেঃ । যথা সাংখ্যাত্ম চিন্মাত্রাপরিণামিনোহপ্যাত্মনো ভোক্তৃৎ তদ্বদেদবাদিনামীক্ষাদিপূর্ব্বকং জগৎকর্ত্ত্বমুপপন্নং ঐতিপ্রামাণ্যং । তদ্বাস্তরপরিণামাদাত্মনোহনিত্যত্বাণ্ডক্যানেকত্বনিমিত্তচিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়াতঃ পুরুষত্বাত্তেব ভোক্তৃষে চিন্মাত্রস্বরূপবিক্রিয়া ন দোষায় । ভবতাং পুনর্বেদবাদিনাং সৃষ্টিকর্ত্ত্বৈ তদ্বাস্তরপরিণাম এবত্যাত্মনোহনিত্যত্বাদিসর্ব্বদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেদ্র ॥

আত্মাই কর্ত্তা এবং প্রধান, তিনিই পুরুষার্থসাধন করেন, মহাদাদি আকারে ঐ আত্মাই সৰ্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, পুরুষ স্বতন্ত্ররূপে কর্ত্তা হয়, এস্থলেও সেই আত্মার দর্শনেই পুরুষের কর্ত্ত্ব বলা যায় । যদিও প্রমাণদ্বারা সত্বাদিগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রধানকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি, যেহেতু ঈশ্বরেচ্ছার অনুবর্ত্তী পরমাণুসকল বিদ্যমান থাকিলে এই আত্মার কর্ত্ত্বকল্পনাতে কোন প্রমাণ নাই, তবে আর নিরর্থক আত্মার কর্ত্ত্ব স্বীকার করি কেন ? ইহা হইতে পারে না, কোন চেতনাবান্ ব্যক্তি এইরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মার প্রতি কর্ত্ত্বাভাবরূপ অনর্থকল্পনা করিতে পারে? সচেতনের কর্ত্ত্ব উপেক্ষা করিয়া অচেতনের কর্ত্ত্ব কোনরূপেও সম্ভবিত্তে পারে না । যেমন রাজার

একপ্রাপ্যাত্মনোহবিদ্যাবিষয়নামরূপোপাখ্য দুপাধিকৃতবিশেষাভ্যুপগমাদবি-
দ্যাকৃতনামরূপোপাধিকৃতো হি বিশেষোহভ্যুপগম্যন্তে আত্মনো বজ-
মোক্ষাদিশাস্ত্রকৃতসংব্যবহারাত্ম্যপরমার্থতোহুপাধিকৃতঞ্চ তত্ত্বমেকমেবা-
দ্বিতীয়অপাঙ্গেয়ং সৰ্বতাকিকবুদ্ধ্যানবগাহমন্তয়ং শিবমিবাতে ন তত্র কর্তৃত্বং
ভোক্তৃত্বং বা ক্রিয়াকারকফলঞ্চ শ্রাদদৈতত্বাৎ সৰ্বভাবানাম্। সাধ্যাশ্ব-
বিদ্যাধ্যারোণিতমেব পুরুষে কর্তৃত্বং ক্রিয়াকারকং ফলক্ষেতি কল্পয়িত্বাহ-
গমবাহত্বাৎ পুনস্ততন্ত্রস্তম্ভঃ পরমার্থতঃএব ভোক্তৃত্বং পুঙ্খমন্তেচ্ছন্তি তত্ত্বাস্ত-
রঞ্চ প্রধানং পুরুষাৎ পরমার্থবস্তুভূতমেব কল্পয়ন্তোহন্ততাকিককৃতবুদ্ধি-
বিষয়াঃ সন্তো বিহন্তস্তে। তথেষতরে তাকিকাঃ সাঠ্ম্যারিত্যেবাং পরস্পর-
বিরুদ্ধার্থকল্পনাত আমিষার্থিন ইব প্রাণিনোহন্তোন্ত্য বিরুদ্ধমানা অথ-
দর্শিত্বাৎ পরমার্থতত্বাদ্দূরমেবাপরুয্যন্তেহতন্তম্মতমনাদৃত্য বেদান্তার্থতত্ব-
মেকত্বদর্শনং প্রত্যাদয়বন্তো মুমুক্শবঃ স্মরিতি তাকিকমতে দোষদর্শনং
কিঞ্চিচ্চ্যতেহ্মাভিন ভূ তাকিকতাৎপর্যেণ। তথেষতদ্রোক্তম্। বিব-
দনু খেহবনিক্শিপ্য বিরোধোভবকারণম্। তৈঃ সংরক্ষিতসদ্বুদ্ধিঃ

সৰ্বকার্যকারী ভূত্যের প্রতিই রাজব্যবহার হয়, সেইরূপ আত্মার
কার্যকারী পুরুষাদির প্রতি কর্তৃত্বজ্ঞান হয়। বাস্তবিক রাজার
উপদেশভিন্ন যেমন ভূত্যাতির কোন কার্য করিতে ক্ষমতা
নাই, সেইরূপ আত্মাভিন্ন অন্য কাহারও কর্তৃত্ব নাই। যেমন
সাংখ্যেরা অপরিণামী চিন্ময় আত্মার ভোক্তৃত্ব স্বীকার করে,
সেইরূপ বেদান্তবাদীরা শ্রুতিপ্রামাণ্যবশতঃ আত্মার কর্তৃত্ব-
স্বীকার করিয়া থাকে। আত্মার তত্ত্বাস্তরপরিণাম হইলেও
তাহার অনিত্যত্ব, অন্তঃকৃত্ত্ব, অনেকত্বপ্রভৃতি বিকার কোন
দোষাই হয় না। যদি বল, বেদান্তবাদীরা যে আত্মার সৃষ্টি-
কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে আত্মার তত্ত্বাস্তর-
পরিণামশ্রুত অনিত্যত্বাদি সৰ্বদোষপ্রসঙ্গ দেখিতেছি, তাহা
নহে। যেহেতু আত্মার নামরূপাদি উপাধিকল্পনা কেবল অবি-

সুখং নির্মীতি বেদবিৎ । কিঞ্চ ভোক্তৃকর্তৃত্বয়োর্কিক্রিয়য়োর্কিশে-
 যাহুপপত্তিঃ । কা নামাসৌ কর্তৃত্বাজ্জাত্যন্তরভূতা ভোক্তৃবিশিষ্টা
 বিক্রিয়া যতো ভোক্তৃব পুরুষঃ কল্যাতে ন কর্তা । প্রধানস্ত কর্তেব ন
 ভোক্তৃমিতি । ননু ক্তং পুরুষশ্চিন্মাত্র এব স্বাত্মস্থো বিক্রিয়তে ভুঞ্জানোহনস্ত-
 ত্তান্তরপরিণামেন । প্রধানস্ত তত্ত্বান্তরপরিণামেন বিক্রিয়তেহতোহনেক-
 মশুদ্ধমচেতনক্ষেত্যাদিধর্মবত্ত্বিপরীতঃ পুরুষঃ । নাহসৌ বিশেষো
 বাঙ্ মাত্রত্বাৎ প্রাগ্ভোগোৎপত্তেঃ । কেবলচিন্মাত্রস্ত পুরুষস্ত ভোক্তৃত্বং
 নামবিশেষো ভোগোৎপত্তিকালে চেজ্জায়তে নিবৃত্তে চ ভোগে পুনস্ত-
 ত্ত্বিশেষাদপেতশ্চিন্মাত্র এব ভবতীতি চেম্মহাদাদ্যাকারেণ চ পরিণম্য প্রধানং
 ততোহপেত্য পুনঃ প্রধানং স্বরূপেণাবতিষ্ঠত ইতি । অস্তাং কলনাস্তাং
 ন কশ্চিৎ বিশেষ ইতি বাঙ্ মাত্রাৎ প্রধানপুরুষয়োর্কিশিষ্টবিক্রিয়া কল্যাতে ।
 অথ ভোগকালেহপি চিন্মাত্র এব প্রাগ্ভং পুরুষ ইতি চেম্ম । তর্হি পরমার্থতো
 ভোগঃ পুরুষস্ত ভোগকালে চিন্মাত্রস্ত বিক্রিয়া পরমার্থেব তেন ভোগঃ
 পুরুষস্তেতি চেম্ম । প্রধানস্তাপি ভোগকালেহবিক্রিয়ত্বাভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গঃ ।
 চিন্মাত্রস্তেব বিক্রিয়াভোক্তৃত্বমিতি চেদৌষ্যাদসাধারণধর্মবতামগ্নাদীনাম-
 ভোক্তৃত্বে হেতুপপত্তিঃ । প্রধানপুরুষয়োর্ধর্মো যুগপতোক্তৃত্বমিতি চেম্ম ।

দ্বার কার্য্য, বাস্তবিক তাঁহার কোন উপাধি নাই, স্মৃতরাং
 কোনপ্রকার দোষের সম্ভবও নাই । অতএব তাঁহাকে আদ্ব-
 তীয়রূপে গ্রহণ করিবে, কেবল তর্কাদিদ্বারা তাঁহার তত্ত্বনিরূপণ
 হইতে পারে না, তিনি সর্বপ্রকার তार्কিকবুদ্ধির অবিষয়,
 অভয় ও মঙ্গলময়, তিনি সর্বভাবেই অদ্বৈত, অতএব কর্তৃত্ব,
 ভোক্তৃত্ব অথবা ক্রিয়াফল কিছুই নাই । সাংখ্যবাদীরা
 অবিদ্যাবশতই তাঁহাতে কর্তৃত্ব ও ক্রিয়াফল আরোপ করিয়া
 থাকেন, বাস্তবিক পুরুষেরই ভোক্তৃত্ব ইচ্ছা করেন । পূর্বে
 উক্ত হইয়াছে যে, চিন্মাত্র পুরুষই আত্মস্থ হইয়া বিকৃত হয়েন
 এবং সেই পুরুষই অনন্তরূপে পরিণত হইয়া নানাবিষয়ভোগ

প্রধানশ্চ পারমার্থ্যানুপপত্তেঃ । ন হি ভোক্ত্র্যর্ধর্যোরিতরেতরগুণপ্রধান-
ভাব উপপদ্যতে প্রকাশয়োরিবেতরেতরপ্রকাশনে । ভোগধর্মবতি
সত্ত্বাঙ্গিনি চেতসি পুরুষশ্চ চেতন্ত্ৰপ্রতিবিষাদয়োঃ বিক্রিয়শ্চ পুরুষশ্চ ভোক্তৃ-
মিতি চেন্ন । পুরুষশ্চ কস্তাপনয়নার্থং মোক্ষসাধনং শাস্ত্রং প্রণীয়তেহবিদ্যা-
ধ্যারোপিতানর্থাপনয়নায় শাস্ত্রপ্রণয়নমিতি চেৎ পরমার্থতঃ পুরুষো
ভোক্তৃব ন কর্তা প্রধানং কর্তেব ন ভোক্তৃ পরমার্থসদ্বস্তুত্তরং পুরুষাচ্চে-
তীয়ং কল্পনাগমবাহা ব্যর্থী নির্হেতুকা চ ইতি নাদর্ভব্যা যুমুক্ষুভিঃ ।
একত্বেহপি শাস্ত্রপ্রণয়নাদ্যানর্থক্যমিতি চেন্ন । ভাবাৎ । স হি শাস্ত্রপ্রণেত্রা-
দিষু তৎফলার্থী চ শাস্ত্রশ্চ প্রণয়নমনর্থকং সার্থকক্ষেতি কল্পনা স্তাৎ । ন
হ্যষ্টৈকক্বে শাস্ত্রপ্রণেত্রাদয়স্ততোহভিন্নাঃ সন্তি তদভাবে এবং বিকল্পেনৈবা-
নুপপত্তাঃ । অভ্যুপগতে আষ্টৈকক্বে প্রমাণার্থচ্ছাভ্যুপগতো ভবতা যদা-
ষ্টৈকত্বমভ্যুপগচ্ছতা । তদভ্যুপগমে চ কল্পনানুপপত্তিমাহ শাস্ত্রম্ । যত্র
ত্বশ্চ সর্বমাত্মৈবাভূত্তং কেন কং পশ্চেদিত্যাदिशাস্ত্রপ্রণয়নাভ্যুপপত্তিকাহ ।

করেন, সেই আত্মাই পুরুষকে নানারূপে পরিণত করেন,
অতএব তিনিই প্রধান । সেই পুরুষই অনেক ও
অশুদ্ধ ইত্যাদিরূপে বিকৃত হইয়েন, কিন্তু আত্মা কখনও বিকৃত
হইয়েন না এবং ভোগ করেন না ; সুতরাং আত্মাই প্রধান ।
যদি বল, পুরুষ ভোগানন্তর পুনর্বার স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হয়,
তবে আর আত্মা ও পুরুষের বিশেষ কি রহিল ? তথাপি প্রলয়-
কালেও চিন্মাত্র আত্মার ভাদবন্ত্য থাকে, ইহাই পুরুষ হইতে
আত্মার প্রাধান্যের কারণ । ভোগোৎপত্তিকালেই পুরুষ উৎ-
পন্ন হয় এবং সেই ভোগের অবসান হইলেই চিন্মাত্র হয় । এই
চিন্ময় আত্মাই মহাদি-আকারে পরিণত হইয়া পুনর্বার স্বরূপে
অবস্থিতি করেন । এইরূপ কল্পনাতেও কোন বিশেষ নাই,
বাক্যমাত্রই প্রধান ও পুরুষের বিশিষ্টবিক্রিয়া, কল্পিত হইয়া
থাকে । যদিও ভোগকালে চিন্মাত্রই পূর্ববৎ পুরুষ হইয়েন,

অন্ততঃ পরমার্থবস্তুস্বরূপাদবিদ্যাবিষয়ে যদ্বি হি দ্বৈতমিষ ভবতীত্যাদি ।
বিস্তরতো বাঙ্গসনেরকে । অবিভক্তে বিদ্যাংবিদ্যে পরাগরে ইত্যাদ্যাবেষ
শাস্ত্রস্রাতো ন তর্কিকবাদভট্টপ্রবেশঃ । বেদান্তরাজপ্রমাণবাহুগুণে ইহা-
শ্লোকবিষয় ইতি । এতেনাবিদ্যাকৃতনামরূপাদ্ব্যপাধিকৃতানেকশক্তিসাধন-
কৃতভেদবদ্ধাঙ্গুণঃ সৃষ্টাদিকর্তৃত্ব সাধনাদ্যভাবো দোষঃ প্রত্যুক্তো বেদি-
তব্যঃ পঠৈরুক্ত আত্মানর্থকর্তৃত্বাদিদোষশ্চ । যন্ত দৃষ্টান্তো রাজঃ সর্কার্থ-
কারিণি কর্তব্যপচারাজ্য কঠেতি সোহত্রানুপপন্নঃ । স ঈক্ষাঙ্ক ইতি
ঋতেমুখ্যার্থসাধনাং প্রমাণভূতায়ঃ । তত্র হি গৌণী কল্পনা শব্দস্ত যত্র
মুখ্যার্থো ন সম্ভবতি । ইহ ত্বেতেনস্ত মুক্তবদ্ধপুরুষবিশেষাপেক্ষয়া কর্তৃ-

তথাপি বাস্তবিক পুরুষের ভোগ প্রতীয়মান হয়, এই মতও
শুক্তিশুক্ত নহে, তাহাহইলে প্রধান আত্মারও ভোগকালে অবি-
ক্রিয়ত্বপ্রযুক্ত ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গ হয় । যদি বল, প্রধান আত্মা
ভোগ করেন না, ভোক্তৃত্ব তাঁহার বিকারমাত্র, তাহাহইলে
উক্তাদি-অসাধারণগুণশালী অম্যাতিরও ভোক্তৃত্ববিষয়ে হেতুর
অনুপপত্তি হয় । তবে প্রধান ও পুরুষ এই উভয়ের একদাই
ভোক্তৃত্ব বলি, তবে আর প্রধানের পরমার্থতা কি রহিল ?
উভয়কে ভোক্তা বলিলে তাহাদিগের পরস্পর কোন গুণ-
প্রভেদ থাকে না । যেমন দুইটি প্রকাশক বস্তু উভয়েই পর-
স্পরকে প্রকাশ করে, তাহাদিগের কোন ইতরবিশেষ থাকে
না, সেইরূপ উভয়কে ভোক্তা বলিলে তাহাদিগের কোন
বিশেষ প্রতীত হইতে পারে না । বাস্তবিক পুরুষই ভোক্তা,
কর্তা নহে এবং প্রধান আত্মাই কর্তা, কিন্তু ভোক্তা নহে ।
পরমার্থ সংবদ্ধ পুরুষ হইতে ভিন্ন, এইরূপ কল্পনা শাস্ত্রবহি-
র্ভূত এবং হেতুবিহীন । অতএব মুমুক্শুরা ইহার আদর্শ
• করেন না এবং নানারূপ শাস্ত্রপ্রমাণে প্রধান আত্মা ও পুরুষ
ইহাদিগের একত্বস্বীকার করা যায় না । বিশেষতঃ কে কাহাকে

কৰ্মদেশকালনিমিত্তাপেক্ষয়া চ বন্ধমোক্ষাদিফলার্থা নিয়তা পুরুষঃ প্রতি
প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে । যথোক্তসৰ্বজ্ঞেশ্বরকর্তৃত্বপক্ষে তূপম্যা ঈশ্বরৈগৈব
সৰ্বাধিকারী প্রাণঃ পুরুষেণ সৃজ্যতে । কথং স পুরুষ উক্তপ্রকারেণৈকিয়া
সৰ্বপ্রাণং হিরণ্যগৰ্ভাখ্যঃ সৰ্বপ্রাণিকরণাধারমন্তরাখ্যানমসৃজত সৃষ্টবান্ ।
অতঃ প্রাণাং শ্রদ্ধাং সৰ্বপ্রাণিনাং শুভকৰ্মপ্রবৃত্তিহেতুভূতাম্ । ততঃ কৰ্ম-
ফলোপভোগসাধনাধিষ্ঠানানি কারণভূতানি মহাভূতান্ সৃজত । ঋ শব্দ-
গুণং বায়ুং স্বেন স্পর্শেন কারণগুণেন চ বিশিষ্টং ত্রিগুণম্ । তথা জ্যোতিঃ
স্বেন রূপেণ পূৰ্ব্বাভ্যাক্ত বিশিষ্টং ত্রিগুণং শব্দস্পর্শাভ্যাম্ । তথাণো

দেখে, ইত্যাদি অতিপ্রমাণদ্বারাও পুরুষস্বীকার না করিয়া
কেবল একমাত্র আত্মা স্বীকার করা যায় না । পূর্বে যে দৃষ্টান্ত
প্রদর্শিত হইয়াছে, রাজার সৰ্বাধিকারী ভূত্যের প্রতি সেমন
রাজবৎ ব্যবহার হয়, সেইরূপ পুরুষের প্রতিই আত্মবৎ ব্যব-
হার হইয়া থাকে । সেই পুরুষই মুক্ত ও বদ্ধ হয় এবং কর্তৃত্ব-
কৰ্ম্মত্ব দেশকালাদির নিমিত্তাপেক্ষায় মোক্ষফলাদিও সেই পুরু-
ষেতেই নিয়ত আছে । অতএব সেই ঈশ্বরই সৰ্বাধিকারী প্রাণের
সৃষ্টি করেন । তিনি পূর্বোক্তপ্রকারে সৰ্ববিষয় পরিদর্শন
করিয়া সকলের প্রাণস্বরূপ হিরণ্যগৰ্ভাখ্য সৰ্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়-
গণের আধারস্বরূপ অন্তরাত্মা সৃজন করিয়াছেন এবং সেই
প্রাণ হইতে সৰ্বপ্রাণীর শুভকৰ্ম্মের প্রবৃত্তির হেতুভূত শ্রদ্ধা এবং
সেই শ্রদ্ধা হইতে কৰ্ম্মফলোপভোগের সাধনাধিষ্ঠানরূপ
আকাশাদি মহাভূতসকল সৃষ্টি করিয়াছেন । প্রথমে শব্দগুণ-
বিশিষ্ট আকাশ সৃষ্টি করিয়া এই আকাশ হইতে স্বীয় গুণ
স্পর্শ এবং কারণগুণ শব্দ, এই উভয়গুণযুক্ত বায়ু ; বায়ু হইতে
স্বীয়গুণ রূপ ও কারণগুণ শব্দ ও স্পর্শ, এই ত্রিগুণশালী তেজ ;
তেজ হইতে স্বীয়গুণ রস এবং কারণগুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ

রসেন গুণেনাসাধারণেন পূৰ্ণগুণানুপ্রবেশেন চতুর্গাঃ । তথা গুণেন
পূৰ্ণগুণানুপ্রবেশেন পঞ্চগুণা পৃথিবী । তথা তৈরেব ভূতৈরারম্ভমিন্দ্রিয়ং
দ্বিপ্রকারং বুদ্ধার্থং কর্ম্মার্থঞ্চ দশসজ্জ্যম্ । তস্মৈ চেৎস্বরমতস্থং সংশয়সঙ্কল্পাদি-
লক্ষণং মনঃ । এবং প্রাণিনাং কার্য্যং কারণঞ্চ সৃষ্টি । তৎস্থিত্যর্থং ব্রীহি-
যবাদিলক্ষণমগ্নম্ । ততশ্চান্নাদদ্যমানাদ্বীৰ্য্যং সামর্থ্যং বলং সৰ্ব্বকর্ম্মপ্রবৃতি-
সাধনম্ । তদ্বীৰ্য্যবতাঞ্চ প্রাণিনাং তয়োর্বিগুণদ্বিসাধনং সঙ্কীৰ্য্যমাণানাং
মজ্জান্তপোবিগুণান্তর্কহিঃকরণেভ্যঃ । কর্ম্মসাধনমেতা ঋগ্‌যজুঃসামাথর্কাজি-
রসঃ । ততঃ কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্ । ততো লোকাঃ কর্ম্মণাং ফলম্ ।
তেষু চ সৃষ্টানাং প্রাণিনাং নাম চ দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি । এবমেতাঃ

এই চতুর্গাশ্রিত জল এবং জ্বল হইতে স্বীয়গুণ গন্ধ এবং
কারণগুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই পঞ্চগুণযুক্ত পৃথিবী সৃষ্টি
করেন । পরে ঐ সকল ভূত হইতে সেই সেই ভূতের গুণ-
বিশিষ্ট দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় সৃজনকরিয়াছেন । পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদয়ে দশেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় । আকাশ
হইতে কর্ণ, বায়ু হইতে ত্রু, তেজ হইতে চক্ষুঃ, জল হইতে
রসনা এবং পৃথিবী হইতে নাসিকার উৎপত্তি হইয়াছে, এই-
নিমিত্ত কর্ণের শব্দগ্রহণশক্তি, ত্রকের স্পর্শানুভবশক্তি, চক্ষুর
দর্শনশক্তি, রসনার আস্বাদনশক্তি এবং নাসিকার গন্ধগ্রহণ-
শক্তি হইয়াছে । অনন্তর সংশয় ও সঙ্কল্পাদিলক্ষণ মনঃ সৃজন
করিলেন । এইরূপে প্রাণীসৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের অব-
স্থিতির নিমিত্ত ব্রীহিযবাদি অন্নসৃজন করিয়াছেন । পরে
অন্নাদিভোজনজন্য সৰ্ব্বকর্ম্মপ্রবৃত্তিসাধন বীৰ্য্য, সামর্থ্য ও বল
সৃষ্টি করেন । অনন্তর বলবীৰ্য্যশালী প্রাণিদিগের বাহ্যভ্য-
ন্তরগুণের নিমিত্ত মজ্জা ও তপস্তা, তপঃপ্রভৃতি সৰ্ব্বকর্ম্ম-
সাধনীভূত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ক এই বেদচতুষ্টয়, বেদচতু-

পৃথিবীজিয়ম্ । মনোহরমম্মাদীর্ঘ্যং তপো যন্তাঃ কৰ্ম্ম-
লোকা লোকেষু চ নাম চ ॥ ৪ ॥

স যথেষ্টা নদ্যঃ শ্রুতমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং
প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিद्यোতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র

কলাঃ প্রাণিগামবিদ্যাাদিদোষবীজাপেক্ষয়া সৃষ্টান্তিমিরিকদৃষ্টিসৃষ্টাইব
দ্বিচন্দ্রমশকমক্ষিকাদ্যাঃ স্বপদৃকসৃষ্টা ইব চ সর্বপদার্থাঃ পুনস্তন্মিন্নেব পুরুষে
প্রলীয়ন্তে হি ত্বা নামরূপাদিবিভাগম্ ॥ ৪ ॥

কথং স দৃষ্টান্তঃ । যথা লোকে ইমা নদ্যঃ শ্রুতমানাঃ অবন্তাঃ সমুদ্রা-
য়ণাঃ সমুদ্রময়নং গতিরাশ্রয়ত্বাবো যাসাং তাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যোপ-
গম্যাস্তং নামরূপতিরস্কারং গচ্ছন্তি । তাসাঞ্চাস্তং গতানাং ভিद्यোতে বিন-
শ্রেতে নামরূপে গঙ্গাযমুনেত্যাদিলক্ষণে । তদভেদে সমুদ্র ইত্যেবং প্রো-
চ্যতে । তদ্বস্ত্বদকলক্ষণমেবং যথায়ং দৃষ্টান্তঃ । উক্তলক্ষণস্ত প্রকৃতস্ত পুরুষস্ত
পরিদ্রষ্টুঃ পরিসমস্তাদ্ভেদদৃষ্টদর্শনস্ত কৰ্ত্ত্বুঃ স্বরূপভূতস্ত । যথাকঃ স্বায়প্রকা-

ষ্টয় হইতে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ হইতে সেই
সেই কৰ্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদিলোক এবং দেবদত্ত, যজ্ঞদত্তাদি-
নাম সৃষ্টি করিলেন । এইরূপে ষোড়শকলার সৃষ্টি হয় ।
প্রাণিগণের অবিজ্ঞাদিদোষই উক্ত ষোড়শকলার কারণ ।
পরে মক্ষিকামশকাদির সৃষ্টি হইয়াছে, সকল পদার্থই পুরুষ
হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে সেই পুরুষেই লয় পায় ॥ ৪ ॥

যেমন নদীসকল প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন
করিতে করিতে যখন সমুদ্রে উপস্থিত হয়, তখন সমুদ্রকে পাইয়া
তাহার সহিত অভিন্নরূপে মিলিত হইয়া যায় । তখন আর
কোন প্রভেদ থাকে না এবং গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি নামও বিলুপ্ত
হইয়া যায় । পরন্তু তৎকালে উহাকে কেবল উদকময় সমুদ্রই
বলিয়া থাকে । সেইরূপ এই ষোড়শকলা যখন সর্বদর্শী পুরুষকে

ইত্যেবং প্রোচ্যতে । এষমেবাস্ত্র পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ-
কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে
তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোহক-
লোহমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৫ ॥

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ । তং বেদ্যং

শস্ত্র কর্তা তদ্বদিমাঃ ষোড়শকলাঃ প্রাণাদ্যা উক্তাঃ কলাঃ পুরুষায়ণা নদীনা-
মিব সমুদ্রঃ পুরুষোহয়নমাস্ত্রভাবগমনং যাসাং কলানাং তাঃ পুরুষায়ণাঃ
পুরুষং প্রাপ্য পুরুষাস্ত্রভাবমুপগম্য যথৈবাস্তং গচ্ছন্তি । ভিদ্যেতে
তাসাং নামরূপে কলানাং প্রাণাদ্যাথ্যারূপঞ্চ । যথা স্বভেদে চ নাম-
রূপস্বার্থদনষ্টং তস্বং পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে ব্রহ্মবিত্তিঃ । য এবং বিদ্বান্
গুরুণা প্রদর্শিতকলঃ প্রলয়মার্গঃ স এষ বিদ্যায়া প্রবিলাপিতাস্ববিদ্যাকাম-
কর্মজনিতাস্ত্র প্রাণাদিকলাস্বকলোহবিদ্যাকৃতকলানিমিত্তো হি মৃত্যুস্তদ-
পগমেহকল্যাদেবামৃতো ভবতি তদেতস্মিন্নর্থো এষ শ্লোকঃ ॥ ৫ ॥

অরা রথচক্রপরিবারা ইব রথনাভৌ রথচক্রস্ত নাভৌ যথা প্রবেশিতা-

পাইয়া তাহাতে অস্ত্র হয়, তখন আর তাহাদিগের নামরূপাদি-
ভেদ কিছুই থাকে না, তৎকালে ঐ সমুদায়কে পুরুষ বলিয়া
ধাকে । যেমন সূর্য্য আত্মপ্রকাশের কর্তা, সেইরূপ এই ষোড়শ-
কলা পুরুষপ্রকাশের কর্তা । সমুদ্র যেমন নদীসকলদ্বারা সমুদ্র-
রূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ ষোড়শকলাদ্বারা পুরুষ প্রকাশ
পাইয়া থাকে । যিনি এইরূপে গুরু-কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া
ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষকে জানিতে পারেন, তিনি উক্ত
বিজ্ঞাদ্বারা অবিজ্ঞাকামকর্মজনিত প্রাণাদি ষোড়শকলারূপ
উপাধিপরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্বলাভ করিয়া থাকেন এবং
তঁাহার মৃত্যুজন্ম ক্লেশ অনুভূত হয় না ॥ ৫ ॥

যেমন রথচক্রের নাভিতে অর্গল প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেইরূপ

পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পশ্নিব্যাথা ইতি ॥ ৬ ॥

তান্ হোবাচৈতাং বেদবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ । নাতঃ
পরমন্তীতি ॥ ৭ ॥

স্তদাশ্রয়া ভবন্তি যথা তথৈত্যর্থঃ । কলাঃ প্রাণাদ্যা যস্মিন্ পুরুষে
প্রতিষ্ঠিতা উৎপত্তিস্থিতিলয়কালেষু তং পুরুষং কলানামাশ্রভূতং বেদ্যাং
বেদনীয়ং পূর্ণত্বাৎ পুরুষং পুরিশয়নাত্মা বেদ জানীয়াৎ । যথা হে শিষ্যা বো
মৃত্যুত্মান্মা পরিব্যথাঃ মা পরিব্যথয়তু । ব্যথামাপন্নো হুঃখিন এব যুয়ং
স্ব অতন্তন্মাত্তদুয্যাকমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

তান্বেবমহুশিষ্য শিষ্যান্ তান্ হোবাচ পিঙ্গলাদঃ কিলৈতাং দেব বেদ্যাং
পরং ব্রহ্ম বেদ বিজানাম্যহমেতৎ নাতোহস্মাৎ পরমন্তি প্রকৃষ্টতরং বেদি-
তব্যমিত্যেব মুক্তবান্ শিষ্যাণামবিদিতশেষ্যাস্তিত্বাশঙ্কানিবৃত্তয়ে কৃতার্থ-
বুদ্ধিজননার্থক । ততস্তে শিষ্যা গুরুণাহুশিষ্টান্তং গুরুং কৃতার্থাঃ সন্তো
বিদ্যানিষ্ক্রিয়মপশ্রন্তঃ কিং কৃতবন্ত ইত্যাচ্যতে । অর্চয়ন্তঃ পাদয়োঃ পুষ্পা-

এই ষোড়শকলা যে পুরুষেতে প্রবেশিত আছে, অর্থাৎ যে
পুরুষেতে এই ষোড়শকলার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া
থাকে, সেই সকল কলার আশ্রভূত পুরুষকে অবশ্য জানিবে ।
হে শিষ্যগণ ! তোমরা সেই পূর্ণপুরুষকে জানিতে ষড়্ভবান্
হও, তাহাহইলে মৃত্যু তোমাদিগকে কোনরূপ ক্লেশ দিতে
পারিবে না, এইক্ষণ তোমরা মৃত্যুকল্প ক্লেশে অভিভূত হইয়া
আছ । অতএব ভবিষ্যতে আর যেন তোমাদিগের সেইরূপ
মৃত্যুব্রণাভোগ হয় না ॥ ৬ ॥

পিঙ্গলাদশ্বযি এইরূপে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া সযো-
ধন করিলেন । হে শিষ্যগণ ! আমি এই পর্য্যন্তই পর-
ব্রহ্মতত্ত্ব জানি, অন্তঃপর আমি আর কিছু জানি না এবং
আমি যাহা বলিলাম, ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে আর কিছুই অবশিষ্ট

তে তমর্চ্য়ন্তস্তং হি নঃ পিতা যোহস্মাকমবিদ্যায়াঃ

জলিপ্রকিরণেন প্রণিপাতেন চ শিরসা কিমুচুরিত্যাহ । স্বং হি নোহস্মাকং পিতা ব্রহ্মশরীরস্ত বিদ্যায়া জনয়িতৃত্মানিত্যাত্মাজরামরস্তাভয়স্ত । যন্তমেবাস্মাকমবিদ্যায়া বিপরীতজ্ঞানাজ্জন্মজরামরণরোগদুঃখাদিগ্রহাদবিদ্যামহৌদধের্বিদ্যাগ্লবেন পরমপুনরাবৃন্তিলক্ষণং মোক্ষাখ্যং মহোদধেরিব পারং তারয়ন্ত্যস্মান্ প্রতি । অতঃ পিতৃস্বং তবাস্মান্ প্রতাপপন্ন ইতরস্মাৎ । ইতরোহপি হি পিতা শরীরমাত্রং জনয়তি তথাপি সম্প্রপূজ্যতমো লোকে

নাই । এই কথা বলিয়া গুরু শিষ্যগণের চিত্তের সংশয়নিবারণ করিলেন, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, গুরুদেব যাহা বলিলেন, অতঃপর আর কিছুই নাই । আমরা এইক্ষণ কৃতার্থ হইলাম ॥ ৭ ॥

অনন্তর শিষ্যগণ গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং এইরূপ বিজ্ঞাশিক্ষার সমুচিত গুরুদক্ষিণা নিতান্তই অসম্ভব দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, গুরুদেব আমাদিগকে যেরূপ বিজ্ঞার উপদেশ করিয়াছেন, ইহার নিষ্ফল্য-দ্বিতে পারিব না, এই স্থির করিয়া তাঁহার পাদদ্বয়ে পুষ্পবিকিরণপূর্ব্বক অর্চনা করিতে লাগিলেন এবং অবনতশিরে নমস্কারপুরঃসর বিনয়বচনে বলিলেন, গুরো ! আপনি আমাদিগের পিতা, আপনি বিজ্ঞাপ্রদানদ্বারা আমাদিগের ব্রহ্মশরীর উৎপাদন করিলেন । আপনি আমাদিগকে যে ব্রহ্মশরীর প্রদান করিলেন, তাহা নিত্য, জরামরণবিহীন এবং অভয় । আপনি আমাদিগের অবিজ্ঞার বিপরীত জ্ঞানপ্রদান করিয়া বিজ্ঞারূপ গ্লব (ভেলা) দ্বারা জন্ম, জরা, মরণ, রোগ, দুঃখাদি-ভয়সঙ্কুল অবিজ্ঞামহোদধির পারে আনয়নপূর্ব্বক

পরং পারং তারয়সীতি । নমঃ পরমঞ্চাষিভ্যো নমঃ পরম-
 ঞ্চাষিভ্যঃ ॥ ৮ ॥

ইতি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥ ৬ ॥

ইতি প্রশ্নোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎ সৎ ॥ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

কিমু বক্তব্যমাত্যস্তিকাত্তয়দাতুরিত্যভিপ্রায়ঃ । নমঃ পরমঞ্চাষিভ্যো ব্রহ্ম-
 বিদ্যাসম্প্রদায়কভূভ্যো নমঃ পরমঞ্চাষিভ্য ইতি । স্বির্কচনমাদরার্থম্ ॥৭-৮॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্ত পরমহংসপরিব্রাজকা-
 চার্য্যাস্ত শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাৰ্থাথর্কণপ্রশ্নোপনিষ-
 ডাষ্যং সমাপ্তম্ ॥ ওঁ তৎসৎ ॥

পুনর্জন্মবর্জিত মোক্ষফলপ্রদান করিলেন । আমাদিগের যে
 অম্ম পিতা আছেন, তিনি কেবল শরীরমাত্র উৎপাদন করি-
 য়াছেন, অতএব সম্প্রতি তিনি পূজ্যই নহেন । আর আপ-
 নাকে অধিক কি বলিব, ব্রহ্মবিজ্ঞানসম্প্রদায়কর্তা পরমঞ্চাষি-
 দিগকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

ইতি ষষ্ঠপ্রশ্ন সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইতি অথর্কবেদীয়-প্রশ্নোপনিষৎ ভাষার্থ সম্পূর্ণ ॥



শান্তি-পাঠঃ ।

ওঁ ॥ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবভদ্রং পশ্যেম অক্ষ-
ভির্গজত্রা । স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসন্তনুভির্ব্যশমদেবহিতং
যদায়ুঃ ॥ *

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

॥ * ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥ * ॥

হে যজ্ঞরক্ষক দেবতাসকল ! আমরা যেন শ্রবণদ্বারা সেই
সক্তিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্মের গুণানুবাদই শ্রবণ করি, চক্ষুদ্বারা
যেন তাঁহার সর্বমঙ্গলপ্রদ রূপই দর্শন করি এবং এইরূপে
আমাদিগের অবয়বসকল যেন তাঁহারই আরাধনায় তৎপর
থাকে । পরন্তু আপনাদিগের স্তায় আমাদিগের আয়ুর্কৃদ্ধি
করুন এবং আমরা যেন সুস্থশরীরে সেই সর্বমঙ্গলময় বিভূর
আরাধনা করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারি ॥

ইতি অধর্কবেদীয়-প্রমোপনিষৎ সম্পূর্ণ ॥

॥ * ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥ * ॥

* উপনিষৎ সম্বন্ধমুদ্যেয়ং দোষনিরাকরণের নিমিত্ত আদ্যন্তে শান্তিপাঠ করা কর্তব্য ।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় ।

অথর্ববেদীয়-

মুক্তকোপনিষৎ ।

(শ্রুতি, শাক্তরভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ-সমেত ।)



শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সাজ্জানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে
চতুর্বেদান্তর্গত “অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ” “বেদান্তসার”
“পঞ্চদশী” এবং “দর্শনশাস্ত্রাদি” প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

(যোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা ।

যোড়াসাঁকো ; শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭ নং ভবনে জ্যোতিষপ্রকাশ-ঘরে
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-কর্তৃক মুদ্রিত ।

প্রকাশ্যঃ ১৮০৬, ফাল্গুন ।

(All rights reserved.) →

॥ ॐ তৎসৎ ॐ ॥

অথর্ববেদীয়-

মুণ্ডকোপনিষৎ।

অথ প্রথমমুণ্ডকে-

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

॥ ৩ ॥ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

৩ ॥ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্ভূত্ব বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা

অথর্ববেদীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যম্ ॥

৩ ॥ ব্রহ্মা দেবানামিত্যাদ্যাথর্বগোপনিষৎ । অষ্টাশ্চ বিদ্যাসম্প্রদায়-
কৰ্ত্তৃত্বপারম্পর্য্যলক্ষণসম্বন্ধমাদাবেবাহ স্বয়মেব স্তত্যর্থম্ । এবং হি মহত্ত্বিঃ
পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন গুরুণার্য্যাসেন লঙ্ক্ । বিদ্যোতি শ্রোতৃবুদ্ধিপ্ররোচনায়
বিদ্যাং মহীকরোতি । স্তত্যা প্ররোচিতায়াং হি বিদ্যায়াং সাদরাঃ
প্রবর্ত্তেয়ুরিতি । প্রয়োজনেন তু বিদ্যায়াঃ সাধনসাধ্যলক্ষণসম্বন্ধমুত্তরজ্ঞ

ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দ্বারা সৰ্বলোকরক্ষ
এবং গুণদ্বারা ইন্দ্রাদিদেবগণের প্রধান ব্রহ্মা সকলের আদিত্তে

মুণ্ডকোপনিষৎ ।

ভুবনস্থ গোপ্তা । স ব্রহ্মবিদ্যাং সৰ্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথৰ্ব্বায়
জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

বক্ষ্যতি ভিধ্যতে হৃদয়গ্রস্থিরিত্যাदिना । अत्र चापरशब्दाद्यायामुत्प्रेदादि-
लक्षणायां विधिप्रतिषेधमात्रपरयां विद्यायां संसावकारणाविद्यादि-
दोषनिवर्तकत्वं नास्तीति श्रयमेवोक्तुं परापवेति विद्याभेदकारण-
पूर्वकमविद्यायामन्तरे वर्तमाना इत्यादिना । तथा परप्राप्तिसाधनं सर्व-
साधनसाध्याविषयवैराग्यपूर्वकं गुरुप्रसादलभां ब्रह्मविद्यामाह परीक्षा
लोकानित्यादिना । प्रयोजनकांसकृद्बुद्धीति ब्रह्मविद्वैक्येव भवतीति ।
परामृतां परिमुच्यन्ति सर्वे इति च । ज्ञानमात्रे यद्यापि सर्वाश्रमिणामधि-
कारस्तथापि सन्यासनिष्ठैव ब्रह्मविद्या मोक्षसाधनं कर्म्मसहितेति वै-
चर्याश्रयतः सन्यासयोगादिति च ब्रह्मदर्शयति । विद्याकर्म्मविरোধोक्त । न
हि ब्रह्माद्वैक्यतद्दर्शनेन सह कर्म्म अग्रेहपि सम्पादयितुं शक्यम् । विद्यायाः
कालविशेषाभावादनियतनिमित्तत्वात् कालकर्म्मसंज्ञोच्छाद्युपपत्तिः । यत्तु
ग्रहस्थेषु ब्रह्मविद्यासम्प्रादायकर्तृत्वादिलिङ्गं न तद्विद्यया वाधितुमु-
सहते । न हि विविधतेनापि तमःप्रकाशयोरैकत्र संभवः शक्यते
कर्तुं किमुत लिङ्गैः केवलैरिति एवमुक्तसम्बन्धप्रयोजनार्था उपनिषदो-
द्भूतग्रहविवरणमारभ्यते । य इमां ब्रह्मविद्यामुपयन्त्याश्रयाभावेन श्रद्धा-
भक्तिपुरःसरः सन्तुष्टयाः गर्भजन्मजरारोगाद्यानर्थपुङ्गवः निशितयति परं
वा ब्रह्म गमयत्याविद्यादिसंसारकारणक्षान्तममवसादयति विनाशयतीत्युप-
निषत् । उपनिपूर्वञ्च सदेरेवमर्थस्मरणं ॥

প্রাচুর্ভূত হইয়াছেন । (যেমন সাধারণ প্রাণী ধর্মাধর্মের বঞ্জী-
ভূত হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে, তাঁহার সেইরূপ জন্ম হয় নাই ;
তিনি স্বয়ংই সৰ্ব্বাঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছেন ।) উক্তরূপ মাহাত্ম্য-
শালী ব্রহ্মাই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া পালন করিতে-
ছেন । তিনি সৰ্ববিজ্ঞাপ্রকাশের কারণীভূত ও সৰ্ববিজ্ঞার

অথর্কণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্কী তাং পুরোবাচান্সিরে

ব্রহ্মা পরিবৃদ্ধো মহান্ ধর্মজ্ঞানবৈবাহ্যৈশ্বর্যোঃ সর্কানন্তানতিশয়ে-
নেতি । দেবানাং দ্যোতনবতামিজ্রাদীনাং প্রথমো গুণৈঃ প্রধানঃ সন্
প্রথমোহগ্রে বা সম্বভূবাভিব্যাক্তঃ সম্যক্ স্বাতন্ত্র্যোপেতাভিপ্রায়ঃ । ন তথা
যথা ধর্মাদধর্মবশাৎ সংসারিণোহন্তে জায়ন্তে । যোহসবতীক্রিয়গ্রাহ
ইতাদিশ্রুতেঃ । বিশ্বস্ত সর্কস্ত জগতঃ কঠোৎপাদয়িতা । ভুবনস্তোৎ-
পন্নস্ত গোপ্তা পালয়িতেনি বিশেষণং ব্রহ্মণো বিদ্যাস্ততয়ে । স এবং
প্রখ্যাতমহত্ত্বো ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং যেনা-
ক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যামিতি বিশেষণাৎ । পরমাত্মবিষয়া হি সা । ব্রহ্মণা
বাগ্জেনোক্তেনি ব্রহ্মবিদ্যা । তাং সর্কবিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং সর্কবিদ্যাভি-
ব্যক্তিহেতুত্বাং সর্কবিদ্যাশ্রয়ামিত্যর্থঃ । সর্কবিদ্যাবেদাং বা বহ্ননয়ৈব
বিজ্ঞায় ইতি । যেনাশ্রতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত-
মিতি শ্রুতেঃ । সর্কবিদ্যাপ্রতিষ্ঠামিতি চ স্তোতি । বিদ্যামথর্কীয় জ্যেষ্ঠ-
পুত্রায় প্রাহ । জ্যেষ্ঠশ্চাসৌ পুত্রশ্চানেকেষু ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিপ্রকারেষুতমস্ত
সৃষ্টিপ্রকারস্ত প্রমুখে পূর্কমথর্কী সৃষ্ট ইতি জ্যেষ্ঠস্তস্মৈ জ্যেষ্ঠপুত্রায়
প্রাহ ॥ ১ ॥

যামেতামথর্কণে প্রবদেত অবদং ব্রহ্মবিদ্যাং ব্রহ্মা তামেব ব্রহ্মণঃ
প্রাপ্তামথর্কী পুরা পূর্কমুবাচোক্তবান্সিরে অঙ্গিনাম্মৈ ব্রহ্মবিদ্যাম্ । স
চাক্ষীর্ভারদ্বাজায় ভরদ্বাজগোত্রায় সত্যবাহায় সত্যবাহনাম্মৈ প্রাহ প্রোক্ত-

আশ্রয়স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্কীকে বলিয়া-
ছিলেন । (অন্ত্যান্ত শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যে বিদ্যার
পর্যালোচনাদ্বারা অশ্রুত পদার্থ শ্রুত এবং অজ্ঞাত বিষয়
পরিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ পরমপুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে, তাহারই
নাম ব্রহ্মবিদ্যা) ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা যে ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয় অথর্কীর নিকট
বলিয়াছিলেন, অথর্কী সেই ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গীর্ককে

ব্রহ্মবিদ্যাম্ । স ভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজো-
হঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥ ২ ॥

শৌনকো হ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবত্পসন্নঃ
পপ্রচ্ছ । কস্মিন্মু ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং
ভবতীতি ॥ ৩ ॥

বান্ । ভারদ্বাজোহঙ্গিরসে শিষ্যায় পূজায় বা পরাবরাং পরস্ম্যং পর-
স্মাদবরণে প্রাপ্তেতি পরাবরা পরাবরসৰ্ববিদ্যাবিষয়ব্যাপ্তেৰ্কা । তাং পরা-
বরামঙ্গিরসে প্রাহেত্যনুশঙ্গঃ ॥ ২ ॥

শৌনকঃ শুনকস্তাপত্যং মহাশালো মহাগৃহস্থোহঙ্গিরসং ভারদ্বাজশিষ্য-
মাচার্য্যং বিধিবদ্বথাশাস্ত্রমিত্যেতৎ । উপসন্ন উপগতঃ সন্ পপ্রচ্ছ । শৌন-
কঙ্গিরসস্নোঃ সম্বন্ধাদর্কাগ্ধিবিশেষণাত্পসদনবিধেঃ পূর্বেষামন্যায়-
মিতি গম্যতে । মধ্যাদীপকস্ত্যায়ার্থং বা বিশেষণম্ । অস্মাদাদিষপ্যপসদন-
বিধেরিষ্টত্বাৎ কিনিত্যাহ । কস্মিন্মু ভগবো বিজ্ঞাতে নু ইতি বিতর্কে
ভগবো হে ভগবন্ সৰ্ব্বং যদিদং বিজ্ঞেয়ম্ । বিজ্ঞাতং বিশেষণ জ্ঞাতমব-
গতং ভবতীত্যেকস্মিন্ জ্ঞাতে সৰ্ব্ববিদ্বত্বতীতি শিষ্টপ্রবাদং ত্র্যতবান্
শৌনকঃ তদ্বিশেষঃ বিজ্ঞাতুকামঃ সন্ কস্মিন্মিতি বিতর্কয়ন্ পপ্রচ্ছ ।
অথবা লোকসামান্যদৃষ্ট্যা জ্ঞাতৈত্বপপ্রচ্ছ । সতি লোকে সৰ্বগাদিসকল-

বলিয়াছিলেন । অনন্তর অঙ্গির ভরদ্বাজগোত্রসম্ভূত সত্যবাহকে
বলেন । ভারদ্বাজ-সত্যবাহ সেই গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যা
আপন শিষ্য অঙ্গিরার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

অনন্তর মহাগৃহস্থ শৌনক স্বীয় আচার্য্য ভরদ্বাজশিষ্য
অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধি প্রণামাদি দ্বারা
সৎকার সাধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । ভগবন্ !
কাহাকে জানিতে পারিলে সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ।
(শৌনক এইরূপ লোকপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন যে, “একের”

তস্মৈ স হোবাচ । দে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম
যদ্বৈদ্যবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

ভেদাঃ সৰ্বগ্ৰহাদ্যেকত্ববিজ্ঞানেন বিজ্ঞায়মানা লৌকিকৈঃ । তথা কিন্নন্তি
সৰ্বশ্চ জগন্তেদশৈককারণম্ । যদেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সৰ্বং বিজ্ঞাতং ভব-
তীতি । নষবিদিতে হি কস্মিন্নিতি প্রশ্নোহনুপপন্নঃ । কিমন্তি তদিতি
তদা প্রশ্নোযুক্তঃ । সিদ্ধে হস্তিত্বে কস্মিন্নিতি শ্রাৎ । যথা কস্মিন্নিপেয়-
মিতি । নাক্ষরবাহুল্যাদায়াসভীরুত্বাৎ প্রশ্নঃ সম্ভবত্যেব । কিমন্তি তদ্
যস্মিন্নেকস্মিন্ বিজ্ঞাতে সৰ্ববিৎ শ্রাদিতি ॥ ৩ ॥

তস্মৈ শৌনকায়াঙ্গিরা আহ কিলোবাচ । কিমিত্যুচ্যতে । দে বিদ্যে
বেদিতব্য ইতি । এবং হ স্ম কিল যদ্বৈদ্যবিদো বেদার্থাভিজ্ঞাঃ পরমার্থ-
দর্শিনো বদন্তি । কে তে ইত্যাহ । পরা চ পরমাত্মবিদ্যা । অপরা চ
ধর্মাধর্মসাধনতৎফলবিষয়া । নহু কস্মিন্ বিদিতে সৰ্ববিদ্বত্তীতি শৌন-

পরিজ্ঞান হইলেই সেই ব্যক্তি সৰ্বজ্ঞ হইতে পারে । এইক্ষণ
সেই “এক” কে ? ইহার বিশেষ জানিবার অভিপ্রায়ে অঙ্গিরার
নিকট সেই একের নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক হইয়া
তাঁহাকে উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥ ৩ ॥

অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন, বেদার্থাভিজ্ঞ পরমার্থদর্শীরা
বলিয়া থাকেন, এই জগতে পরা ও অপরা এই দুইটি বিদ্যাই
লোকের জ্ঞাতব্য । পরা, অর্থাৎ পরমাত্মবিদ্যা এবং অপরা,
অর্থাৎ ধর্মাধর্মসাধন ও তৎফলবিষয়ক বিদ্যা (মায়িক বিদ্যা)
লোকসকল অবশ্য পরিজ্ঞাত হইবে । (যদি বল, শৌনক
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কাহাকে জানিলে লোক সৰ্বজ্ঞ হইতে
পারে ? অঙ্গিরা উত্তর করিলেন, “পরা ও অপরা এই দুই বিদ্যা
লোকের জ্ঞাতব্য !” সুতরাং ইহাতে অঙ্গিরার উত্তর অযৌক্তিক
হইতেছে । এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ লৌকিক

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ
শিক্ষা কল্পে ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি ।
অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

কেন পৃষ্টং তস্মিন্ বক্তব্যোহপৃষ্টমাহ অঙ্গিরা বে বিদ্যে ইত্যাদিনা । এষ
দোষঃ ক্রমাপেক্ষত্বাৎ প্রতিবচনস্ত । অপরা হি বিদ্যাহবিদ্যা সা নিরা-
কর্তব্য । তদ্বিষয়ে হি বিদিতে ন কিঞ্চিৎকথং নো বিদিতং শ্রাদিতি
নিরাকৃত্য হি পূর্বপক্ষং পশ্চাৎ সিদ্ধান্তো বক্তব্যো ভবতীতি শ্রীয়াৎ ॥ ৪ ॥

তত্র কা অপরেতুচ্যতে । ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ববেদ
ইত্যেতে চত্বারো বেদাঃ । শিক্ষা কর্তব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষ-
মিত্যঙ্গানি ষড়্বেদোহপরাবিদ্যা । অথেনানীমিষং পরা বিদ্যোচ্যতে যয়া
তদক্ষ্যমাণবিশেষণমক্ষরমধিগম্যতে প্রাপ্যতে । অধিপূর্বস্ত গমেঃ প্রায়শঃ
প্রাপ্যর্থত্বাৎ । ন চ পরপ্রাপ্তেরবগমার্থস্ত ভেদোহস্তুি । অবিদ্যায়া অপায়
এব হি পরপ্রাপ্তির্নাথীকৃতম্ । নহু ঋগ্বেদাদিবাছ । তর্হি সা কথং পরা
বিদ্যা শ্রান্মোকসাদনঞ্চ । যা বেদবাছা স্ততয় ইতি হি স্মরন্তি । কুদৃষ্ট-
ত্বান্নিফলত্বাদনাদেয়া শ্রাৎ । উপনিষদাঞ্চ ঋগ্বেদাদিবাছত্বং শ্রাৎ । ঋগ্বে-
দাদিত্তে তু পৃথক্করণমনর্থকম্ । অথ পরেতি ন বেদ্যবিষয়বিজ্ঞানস্ত
বিবক্ষিতত্বাৎ উপনিষৎ । বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরা বিদ্যেতি
প্রাধাত্তেন বিবক্ষিতং নোপনিষচ্ছবরাশিঃ । বেদশব্দেন তু সর্বত্র শব্দ-

ব্যবহারে ক্রমবিপর্যয়া ব্যাক্যপ্রয়োগ হয় না, অতএব অঙ্গিরা
নিরূপণীয় বিষয়ের ক্রমরক্ষণার্থ বিদ্যাদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া শৌন-
কের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসার উপক্রমণিকা করিতেছেন,
অতঃপর প্রকৃত উত্তর ব্যক্ত করিবেন) ॥ ৪ ॥

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এই বেদচতুষ্টয়
এবং শিক্ষাশাস্ত্র, কল্প, (সূত্রগ্রন্থ) ব্যাকরণ, নিরুক্তশাস্ত্র, ছন্দঃ-
গ্রন্থ ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ বিদ্যা অপরা বিদ্যা । আর যে
বিদ্যাদ্বারা অক্ষর-পরব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ হয়, তাহার নাম পরা-

॥ যতদদ্রেশ্চমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণি-

রাশির্বিবক্ষিতঃ । শব্দরাশুদিগম্যেহপি যদ্বাস্তরমস্তরেন গুরুশ্লিগমনা-
লক্ষণং বৈরাগ্যঞ্চ নাঙ্করাদিগমঃ সম্ভবতীতি পৃথক্করণং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পরা
বিদ্যেতি কথনঞ্চেন্তি ॥ ৫ ॥

যথা বিধিবিষয়ে কত্রাদ্যনেককারকোপসংহারদ্বারেন বাক্যার্থজ্ঞান-
কালাদন্ত্রানুষ্ঠেয়ৈহর্থেহস্ত্যগ্নিহোতাদিলক্ষণেন তথেষ পরবিদ্যাবিষয়ে
বাক্যার্থজ্ঞানসমকাল এব তু পর্য্যবসিতো ভবতি । কেবলশব্দপ্রকাশিতার্থ-
জ্ঞানমাত্রনিষ্ঠাব্যতিরিক্তাভাবাৎ । তস্মাদিহ পরাং বিদ্যাং সবিশেষণে-
নাঙ্করেন বিশিনষ্ট যতদদ্রেশ্চমিত্যাদিনা । বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংসৃত্য সিদ্ধ-
বৎপরামুশ্রুতে যতদিতি । অদ্রেশ্চমদৃশ্যং সর্কেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামগম্য-
মিত্যেতৎ । দৃশ্যৈর্কর্কিঃ প্রকৃতস্ত গর্কেন্দ্রিয়দ্বারত্বাৎ । অগ্রাহং কর্ম্মেন্দ্রিয়া-
বিষয়মিত্যেতৎ । অগোত্রং গোত্রমবরো মূলমিত্যনর্থাস্তরম্ । অগোত্র-
মনব্রমিত্যর্থঃ । ন হি তস্ত মূলমস্তি যেনাশ্বিতং শ্রাৎ । বর্ণ্যন্ত ইতি
বর্ণা দ্রব্যধর্ম্মাঃ স্থূলত্বাদয়ঃ গুরুত্বাদয়ো বা । অবিদ্যমানা বর্ণা যন্ত তদ-

বিদ্যা । (এই পরাবিজ্ঞানদ্বারাই অবিজ্ঞান বিনাশ হইয়া মোক্ষ-
লাভ হইয়া থাকে ।) ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বমন্ত্রে অপর ও পরা এই দ্বিবিধ বিদ্যা উক্ত হইয়াছে,
এই মন্ত্রে বিশেষরূপে সেই পরাবিজ্ঞান লক্ষণ নির্দ্বিচন করিতে-
ছেন ।—যিনি অদৃশ্য, অর্থাৎ মনোনেত্রাদি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়ের
অগম্য । (যাহার বাহ্যপ্রকৃতি আছে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা তাহা-
রই জ্ঞান হইয়া থাকে । বাহ্যপ্রকৃতির অতীত বস্তুকে কখনও
পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না) । যিনি বাকুপাণি
প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ, অর্থাৎ অবিষয় । যিনি
অগোত্র, অর্থাৎ যাহার এমন মূল নাই যে, তদ্বারা তাঁহাকে স্থির
করা যাইতে পারে । যিনি অবর্ণ, অর্থাৎ দ্রব্যের যেমন স্থূলত্ব

পাদং নিত্যং বিভূং সৰ্ব্গতং সূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদুতযোনিং
পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

বর্ণনক্ষরম্ । অচক্ষুঃশ্রোত্রং চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে কবণে সৰ্ব-
জন্তুনাং তেহবিদ্যামানে যন্ত তদচক্ষুঃশ্রোত্রম্ । যঃ সৰ্ব্জ্ঞঃ সৰ্ববিদিতাদি
চেতনাবস্তুবিশেষণাংপ্রাপ্তং সংসারিণামিব চক্ষুঃশ্রোত্রাদিভিঃ করণৈরর্থ-
সাপেক্ষং তদিহাচক্ষুঃশ্রোত্রমিতি বার্য্যতে । পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ
ইত্যাদিদর্শনাং । কিঞ্চ তদপাণিপাদং কৰ্ম্মেন্দ্রিয়রহিতমিত্যোক্তং । য
এবমগ্রাহমগ্রাহকঞ্চ অতো নিত্যমবিনাশি । বিভূং বিবিধং ব্রহ্মাদি-
স্বাবরাস্ত্রাপ্রাণিভেদৈর্ভবতীতি বিভূম্ । সৰ্ব্গতং বাপকমাকাশবৎ সূক্ষ্মং
শব্দাদি স্থলত্বকরণরহিতত্বাৎ । শব্দাদয়ো হ্যাকাশবায়ুদীনা মুত্তরোত্তরং
স্থলত্বকারণানি তদভাবে সূক্ষ্মম্ । কিঞ্চ তদব্যয়ং উক্তধৰ্ম্মাদেব ন
ব্যোতীতব্যয়ম্ । ন হননশ্চ স্বাপচয়লক্ষণোব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরন্তেব ।

সূক্ষ্মত্ব ও গুরুপীতাди ধৰ্ম্ম আছে, তিনি সেইরূপ ধৰ্ম্মবিহীন ।
যাঁহার চক্ষুঃ কর্ণাদি কোনপ্রকার ইন্দ্রিয় নাই ; যিনি পাণিপাদ
শূন্য, অর্থাৎ যাঁহার বাক্‌পাণি প্রভৃতি কোন কৰ্ম্মেন্দ্রিয় নাই ।
(প্রমাণান্তরে জানা যায় যে, তিনি পাদবিহীন হইয়াও সৰ্বত্র
গমন করিতে পারেন ; হস্ত নাই, তথাপি সকল পদার্থ গ্রহণ
করিতে পারেন ; চক্ষুঃ নাই, সৰ্বদা সৰ্বপদার্থ দেখিতেছেন
এবং কর্ণ নাই, তথাপি সকল শব্দই শ্রবণ করিতে পারেন ।
যিনি নিত্য, অর্থাৎ যাঁহার গ্রাহগ্রাহক ভাবের অসত্যতা প্রযুক্ত
সৰ্বদা অবিনাশী । যিনি বিভূ, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্বাবর পর্যাস্ত সক-
লের অধিষ্ঠাতা । যিনি সৰ্ব্গ, অর্থাৎ আকাশের স্থায় সৰ্বব্যাপী
অখণ্ড সূক্ষ্ম । যিনি অব্যয়, অর্থাৎ পুরোক্ত ধৰ্ম্মবিশিষ্ট প্রযুক্ত
যাঁহার বিবিধরূপ হয় না, সৰ্বদাই যিনি একরূপ আছেন ;
অথবা শরীরার্পচয়ের স্থায় কিম্বা রাজার কোষধ্বংসের স্থায়

যথোর্ণনাভিঃ স্বজতে গৃহ্মতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ
) সন্তবন্তি । যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাহক্ষরাৎ
 সন্তবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭ ॥

নাপি কোষাপচয়লক্ষণে ব্যয়ঃ সন্তবতি রাজ্ঞ ইব । নাপি গুণদ্বারকো
 ব্যয়ঃ সন্তবত্যগুণত্বাৎ সর্কীয়কত্বাচ্চ । যদেবং লক্ষণং ভূতযোনিং ভূতানাং
 কারণং পৃথিবীং স্বাবরজঙ্গমানাং পরি সর্কত আয়ত্ত্বতং সর্কশাক্ষরং পশুস্তি
 ধীরাঃ ধীমন্তো বিবেকিনঃ । ঈদৃশমক্ষরং যয়া বিদ্যয়া অবিগম্যতে সা পরা
 বিদ্যেতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬ ॥

ভূতযোশক্ষরমিত্যুক্তম্ । তৎকথং ভূতযোনিমিত্যুচ্যতে প্রসিদ্ধ-
 . দৃষ্টান্তঃ । যথা লোকে প্রসিদ্ধ উর্ণাভিলুতাকীটঃ কিঞ্চিৎকারণাস্তর-
 মনপেক্ষ্য স্বয়মেব স্বজতে স্বশরীরাব্যতিরিক্তান্ তন্তুন্ বহিঃ প্রসারয়তি
 পুনস্তানেব গৃহ্মতে চ গৃহ্মতি স্বায়ত্ত্বাবমেবাপাদয়তি । যথা চ পৃথিব্যা-
 মোষধয়ো ব্রীহাদিহাবরাস্তাঃ স্বায়্যব্যতিরিক্তা এব প্রভবন্তি । যথা
 সতো বিদ্যমানাজ্জীবতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি কেশাশ্চ লোমানি চ সন্ত-

যাঁহার ব্যয় নাই, যিনি সর্কভূতের যোনি । পরন্তু যেমন এই
 পৃথিবী স্বাবরজঙ্গমের কারণ, সেইরূপ যিনি সর্কভূতের কারণ-
 স্বরূপ এবং ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সকলের আত্মস্বরূপে
 দর্শন করেন । এইরূপ অক্ষর পরমাত্মাকে যে বিজ্ঞানদ্বারা লাভ
 করা যায়, তাহার নাম পরাবিজ্ঞা ॥ ৬ ॥

যেমন লুতাকীট (মাকড়সা) কোন কারণান্তর অপেক্ষা
 না করিয়া স্বয়ংই সূত্র বাহির করে এবং পুনর্বার সেই সকল
 সূত্রকে আপন শরীরাত্মান্তরে প্রবেশিত করিয়া থাকে, যেমন
 পৃথিবীতে ওষধি, ব্রীহি, রক্ষাদি অতিরিক্তরূপে প্রাভুত্বত হয়,
 যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশলোমাদি সমুৎপন্ন হয়,
 সেইরূপ অব্যয় পরমাত্মা হইতে কোন কারণ অপেক্ষা না

তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে । অন্নাৎ
প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কশ্মন্ চায়তম্ ॥ ৮ ॥

বস্তু বিলক্ষণানি । যথৈতদৃষ্টান্ততথা বিলক্ষণং সলক্ষণঞ্চ নিমিত্তান্তরান-
পেক্ষাদ্ব্যপোক্তলক্ষণাদক্ষরাৎ সম্ভবতি সমুৎপদ্যত ইহ সংসারমণ্ডলে বিশ্বা-
মস্তুং জগৎ । অনেকদৃষ্টান্তোপাদানন্ত স্বার্থপ্রবোধনার্থম্ । যদ্বক্ষ-
তংপদ্যমানং বিশ্বং তদনেন ক্রমেণোৎপদ্যাতে ন যুগপদ্বদরমুষ্টিপ্রক্ষেপ-
দ্বিত্যিতি ॥ ৭ ॥

ক্রমনিয়মবিবক্ষার্থোহয়ং মন্ত্র আরভ্যাতে । তপসা জ্ঞানোৎপত্তি-
বধিজ্ঞতয়া ভূতযোক্তক্করং ব্রহ্ম চীয়েতে উপচীয়েতে উৎপাদয়িবদিনং জগ-
ৎ। ক্ষুরমিব বীজমুচ্ছৃতাং গচ্ছতি পুত্রমিব পিতা হর্ষণে । এবং সর্বজ্ঞতয়া
সৃষ্টিস্থিতিসংহারশক্তিবিজ্ঞানবন্তয়োপচিাততো ব্রহ্মণোহন্নং অদ্যাতে
হুজাত ইত্যন্নমব্যাকৃতং সাধারণং সংসারিণাং চিকীর্ষিতাবস্থারূপেণাভি-
দীয়তে উৎপদ্যাতে । ততশ্চাব্যাকৃতাদ্যাচিকীর্ষিতাবস্থাতোহন্নাৎপ্রাণো

করিয়া এই অনন্ত জগৎ সমুৎপন্ন হইতেছে । (ব্রহ্ম হইতে ক্রমশঃ
এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু যেমন বদরিমুষ্টি
নিষ্ক্ষেপ করিলে একদা সেই সকল বদরি নিষ্কিণ্ড হয়, এই
জগদুৎপত্তি সেইরূপ নহে) ॥ ৭ ॥

তপস্বাদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয় এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলেই
দর্শনভূতের কারণীভূত অব্যয় পরব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন ।
যেমন বীজ হইতে অক্ষুর জন্মে এবং যেমন পিতা হইতে
পুত্রের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অব্যয় পরব্রহ্ম হইতে ক্রমতঃ এই
জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । সৃষ্টিস্থিতিসংহারশক্তির বিজ্ঞান-
দ্বারা উপচিত সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ
অব্যক্তরূপে তাঁহার চিকীর্ষিত অবস্থা প্রকাশ পায় । অনন্তর
অব্যক্ত চিকীর্ষিত অবস্থারূপ অন্ন হইতে হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রাণ,

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ্যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ । তস্মাদেত-
দ্বাক্ষ নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠিতজগৎসাধারণোহবিদ্যাকামকর্ম-
ভূতসমুদায়বীজাকুরো জগদাত্মাভিজায়ত ইত্যনুষঙ্গঃ । তস্মাচ্চ প্রাণান্মনো
মন আখ্যং সঙ্কল্পবিকল্পসংশয়নির্ণয়াদ্যায়কমভিজায়তে । ততোহপি সঙ্কল-
দ্যায়কত্বান্মনসঃ সত্যং সত্যাত্মাকাশাদিভূতপঞ্চকমভিজায়তে । তস্যাং
সত্যাত্মাভূতপঞ্চকাদিগুণ ক্রমেণ সপ্তলোকা ভূবাদয়ঃ । তেষু মনুষ্যা-
দিপ্রাণিবর্ণাশ্রমক্রমেণ কর্ম্মাণি । কর্ম্মসু চ নিমিত্তভূতেশ্বমৃতং কর্ম্মজং ফলম্ ।
যাবৎ কর্ম্মাণি কল্পকোটিশতৈরপি ন বিনশন্তি তাবৎ ফলং ন বিনশতীত্য-
মৃতম্ ॥ ৮ ॥

উক্তমেবার্থমুপজিহীৰ্ষুর্শ্রো বক্ষ্যমাণার্থমাহ । য উক্তলক্ষণোহক্ষ-
রাখ্যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সামান্যেন সৰ্ব্বং জানাতীতি সৰ্ব্বজ্ঞঃ । বিশেষেণ সৰ্ব্বং

অর্থাৎ জ্ঞান ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠিত জগৎ সাধারণ অবিভা-
কামকর্ম্মভূত সমুদায় বীজাকুররূপ জগদাত্মা অভিব্যক্ত হয়েন ।
সেই প্রাণ হইতে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনঃ সমুৎপন্ন হয়, পরে সেই
সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনঃ হইতে সত্য, অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূতের
জন্ম হয় । সেই সত্যাত্মাভূতপঞ্চক হইতে অর্থগুণ ব্রহ্মাণ্ড, অর্থাৎ
ভুরাদি সপ্তলোকের উৎপত্তি হইয়াছে । ঐ ভুরাদি সপ্তলোক
হইতে মনুষ্যাদি প্রাণী ও বর্ণক্রমে নানাপ্রকার কর্ম্ম এবং জগ-
তের নিমিত্তস্বরূপ কর্ম্ম হইতে কর্ম্মজন্ম অমৃতফলের উৎপত্তি
হইয়াছে । (কর্ম্মসত্ত্বে শতকোটি কল্পেও এই কর্ম্মজন্ম ফল বিনষ্ট
হয় না, এইনিমিত্তই কর্ম্মজন্ম ফলকে অমৃত বলা যায়) ॥ ৮ ॥

যিনি পূর্বোক্ত লক্ষণ অব্যয়াত্মক পরব্রহ্ম, তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ,
অর্থাৎ সৰ্ব্বপদার্থকে সামান্যরূপে জানেন এবং সেই অক্ষর পর-

প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

তদেতৎ সত্যং মন্ত্ৰেষু কৰ্ম্মাণি কবয়ো যান্ধপশ্চংস্তানি

বেত্তীতি সৰ্ব্ববিৎ । যন্ত জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব সৰ্ব্বজ্ঞলক্ষণং তপো
নায়াসলক্ষণং তন্মাদ্যথোক্তাং সৰ্ব্বজ্ঞাদেতদ্ব্যক্তং কার্য্যলক্ষণং ব্রহ্ম হিরণ্য-
গৰ্ভাখ্যং জায়তে । কিঞ্চ নামাসৌ দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইত্যাদিলক্ষণম্ ।
রূপমিদং শুক্লং নীলমিত্যাदि । অন্নঞ্চ ত্রীহিষবাদিলক্ষণং জায়তে পূৰ্ণ-
মন্ত্ৰোক্তক্রমেণেতাংবিরোধো দৃষ্টব্যঃ ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডাধ্যায়ম্ ॥ ১ ॥

সাপা বেদা অপরা বিদ্যোক্তা ঋগ্বেদো যজুর্বেদ ইত্যাদিনা যন্তদদ্রেশ্চ-
মিত্যাদিনা নামরূপমন্নঞ্চ জায়ত ইত্যন্তেন গ্রহেনোক্তলক্ষণমক্ষরং যয়া
বিদ্যায়া অদিগম্যতে ইতি পরা বিদ্যা সবিশেষেণোক্তা । অতঃ পরমনয়ো-
র্বিদ্যায়োর্বিষয়ো বিবেক্তব্যৌ সংসারমোক্ষাবিত্যুত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে ।

ব্রহ্মই সৰ্ব্ববিৎ, অর্থাৎ তিনি সকল পদার্থ বিশেষরূপে জানেন ।
এই সৰ্ব্বজ্ঞতারূপ জ্ঞানবিকারই যাঁহার তপস্তা এবং যাঁহার
কোনপ্রকার আয়াসলক্ষণ লক্ষিত হয় না, সেই পরব্রহ্ম হইতেই
হিরণ্যগৰ্ভাখ্য ব্রহ্মের জন্ম হয় এবং দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি
নাম ও শুক্লনীলাদি রূপবিশিষ্ট প্রাণী এবং ত্রীহিষবাদি অন্ন
সমুদায়ই সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঋগ্বেদ প্রভৃতি চারিবেদ এবং
শিক্ষাকল্প প্রভৃতি ষড়ঙ্গ, ইহারাই অপরা বিদ্যা, আর যে বিদ্যা-
দ্বারা অদৃশ্য নামরূপবর্জিত অব্যয় ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হয়,
তাহাই পরা বিদ্যা ! এইক্ষণ উক্ত অপরা ও পরা এই দ্বিবিধ

ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি । তান্মাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পস্থাঃ স্বকৃতস্ত্র লোকে ॥ ১ ॥

তত্রাপরবিদ্যাবিষয়ঃ কত্রাদিসাধনক্রিয়াফলভেদরূপঃ সংসারোহনাদি-
রনন্তো দুঃখস্বরূপত্বাচ্ছাতব্যঃ প্রত্যেকং শরীরিভিঃ । সামন্ত্যো নদী-
স্রোতোবদবচ্ছেদরূপসম্বন্ধস্তদুপশমলক্ষণো মোক্ষঃ পরবিদ্যাবিষয়োহনা-
দ্যানস্তোহজরোহমরোহমৃতোহভয়ঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠালক্ষণঃ পর-
মানন্দোহদয় ইতি । পূৰ্ব্বং তাবদপরবিদ্যায়া বিষয়প্রদর্শনার্থমারম্ভঃ ।
তদদর্শনে হি তন্নির্বেদোপপত্তেঃ । তথা চ বক্ষ্যতি । পরীক্ষ্য লোকান্
কর্ম্মচিহ্নানিত্যাदिना । ন হ্যপ্রদর্শিতং পরীক্ষ্যোপপদ্যত ইতি তৎ প্রদ-
র্শয়ন্নাহ তদেতৎ সত্যমবিতথম্ । কিন্তুমস্ত্রেষ্ব্থেদাদ্যাথেষু কর্ম্মাণ্যগ্নি-
হোত্রাদীনী মস্ত্রেবেব প্রকাশিতানি কবয়ো মেধাবিনো বশিষ্ঠাদয়ো যাজ্ঞ-
পশুন্ দৃষ্টবন্তঃ । যত্তদেতৎ সত্যমেকাশ্বপুরুষার্থসাধনত্বাৎ তানি চ বেদ-

বিচার বিষয়ীভূত সংসার ও মোক্ষ কথিত হইতেছে ।—কর্ত্তা
যে সকল ক্রিয়া করিয়া থাকেন, সেই সকল ক্রিয়ার ফলস্বরূপ
সংসারই অপরা বিচার বিষয় । ঐ সংসার অনাদি, অনন্ত
এবং দুঃখময়; অতএব সকলের পক্ষেই সংসার পরিত্যজ্য ।
সমস্ত প্রাণীতেই নদীস্রোতের স্তায় এই সংসারে অবিচ্ছেদে
সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে, এই সম্বন্ধের উপশম হইয়া যে মোক্ষ
হয়, তাহাই পরাবিচার বিষয় । মোক্ষ হইলে আত্মজ্ঞানস্বরূপ
যে পরমানন্দ লাভ হয়, তাহা অনাদি, অনন্ত, অজর, অমর,
অমৃত, অভয়, শুদ্ধ, প্রসন্ন ও অদ্বিতীয় । প্রথমতই অপরা বিচার
বিষয় প্রদর্শন করিয়াছেন, কারণ বিষয় দর্শন না হইলে তদ্বি-
ষয়ে নির্বেদ হইতে পারে না । শাস্ত্রকারেরাও বলিয়া থাকেন
যে, লোকসকল পরীক্ষা করিয়াই কার্য্য করিবে, কখনও দর্শন
ব্যতিরেকে পরীক্ষা হইতে পারে না । অতএব তৎপ্রদর্শনার্থ

যদা লেলায়তে হৃচ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে । তদাজ্য-
ভাগাবন্তরেণালুতীঃ প্রতিপাদয়েচ্ছক্ৰয়া হৃতম্ । ২ ॥

বিহিতানুষ্টিগানি কৰ্ম্মাণি ত্রেতায়াং ত্রয়োংগলক্ষণায়াং হোত্ৰাধ্বৰ্য্য-
বোদগাত্ৰপ্রকারায়ামধিকরণভূতায়াম্ বহুধা বহুপ্রকারায়াম্ সন্ততানি প্রবৃত্তানি
কৰ্ম্মিভিঃ ক্রিয়মাণানি ত্রেতায়াং বা যুগে প্রায়শঃ প্রবৃত্তানি অতো যুগং
তাত্ত্বাচরণে নিৰ্ব্বৰ্ণয়ত নিয়তং নিত্যং সত্যকামা যথা ভূতকৰ্ম্মফলকামাঃ
সন্তঃ । এষ বো যুগ্মাকং যথা পস্থা মার্গঃ স্মৃকৃতশ্চ স্বয়ং নিৰ্ব্বৰ্ণিতশ্চ কৰ্ম্মণো
লোকে ফলে নিমিত্তং লোকান্তে দৃশ্যতে ভূজ্যতে ইতি কৰ্ম্মফলং লোকে
উচ্যতে । তদর্থং তৎপ্রাপ্তয়ে এষ মার্গ ইত্যর্থঃ । যানি যাত্নগ্নিহোত্ৰা-
দীনি ত্রয়াং বিহিতানি কৰ্ম্মাণি তাশ্চেষ পস্থািবশ্চফলপ্রাপ্তিসাধন-
মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তত্রাগ্নিহোত্ৰমেষ তাবৎ প্রথমং প্রদর্শাতে প্রদর্শনর্থমুচ্যতে । সৰ্ব্ব-
কৰ্ম্মণাং প্রাথম্যং । কথম্ । যদৈবং ধনৈরভ্যাহিতৈঃ সমাগিদ্ধে সমিদ্ধে

বলিতেছেন ।—ঋগ্বেদাখ্যমন্ত্রে প্রকাশিত অগ্নিহোত্ৰাদি যে
সকল কৰ্ম্ম বশিষ্ঠ প্রভৃতি মেধাবী ঋষিবর্গ দর্শন করিয়াছেন,
তাহা সত্য । যেহেতু ঐ সকল কৰ্ম্ম নিত্যন্ত পুরুষার্থসাধন
করে । সেই বেদবিহিত ঋষিদৃষ্ট কৰ্ম্মসকল ঋগ্, যজুঃ ও সাম
এই বেদত্রয়ে নানারূপে প্রবৃত্ত হইয়াছে । ঐ সকল ক্রিয়া কৰ্ম্ম-
মার্গীরাই করিয়া থাকেন । অতএব হে সত্যকাম শিষ্যগণ !
তোমরাও সেই সকল কৰ্ম্মের যথোক্ত ফলকামনা করিয়া
নিয়ত কৰ্ম্মসকল আচরণ কর, ইহাই তোমাদিগের প্রকৃষ্ট
পস্থা । (লোকে স্বকৃত কৰ্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে । অগ্নি-
হোত্ৰাদি যে সকল কৰ্ম্ম বেদত্রয়ে উক্ত আছে, সেই মমুদায়
কৰ্ম্মই লোকের ফলপ্রাপ্তি সাধন করে) ॥ ১ ॥

অগ্নিহোত্ৰযজ্ঞের প্রথম কর্তব্যতাপ্রযুক্ত সৰ্ব্বাত্রে অগ্নি-

যন্ত্রাগ্নিহোত্রমদর্শমপোর্ণমাসমচাতুর্শাস্ত্রমনাগ্রয়ণমতি-

হব্যবাহনে লেলায়তে চলতি অর্চিত্তদা তস্মিন্ কালে লেলায়মানে চল-
তাক্ষিণ্যাজাভাগাবাহজ্যভাগয়োরঙ্করেণ মধ্যে আবাপস্থানে আহতীঃ প্রতি-
পাদয়েৎ প্রক্ষিপেদেবতামুদ্दिष्ट। অনেকাহংপ্রয়োগাপেক্ষয়াহুতীরিতি
বহুবচনম্। এষ সমাগাহুতিপ্রক্ষেপাদিলক্ষণকর্ম্মমার্গো লোকপ্রাপ্তয়ে
পস্থাঃ। শ্রদ্ধয়াহুতং তস্মৈ চ সম্যক্চরণং দৃক্ষরম্। বিপত্তরত্নেনকা ভবন্তি ॥২॥

কথম্। যন্ত্রাগ্নিহোত্রিণোহগ্নিহোত্রমদর্শং দর্শাথ্যেন কক্ষণা বর্জিতম্।
অগ্নিহোত্রিণোহগ্নিশু কর্তব্যত্বাদর্শস্য। অগ্নিহোত্রসম্বন্ধ্যাগ্নিহোত্রবিশেষণ-
মিব ভবতি। তদক্রিয়মাণমিত্যেতৎ। তথাহপোর্ণমাসমিত্যাদিষপ্যাগ্নি-
হোত্রবিশেষণত্বং দৃষ্টব্যম্। অগ্নিহোত্রাঙ্গত্বায়াবিশিষ্টত্বাদপোর্ণমাসং পোর্ণ-
মাসকর্ম্মবর্জিতম্। অচাতুর্শাস্যপ্ণাতুর্শাস্যকর্ম্মবর্জিতম্। অনাগ্রয়ণং শর-

হোত্র যজ্ঞই প্রদর্শন করিতেছেন।—যখন কাষ্ঠদ্বারা অগ্নি
প্রজ্বলিত হইয়া তাহার শিখা সমুদগত হইবে, তখন সেই
চঞ্চল অগ্নিশিখাতে, “অগ্নয়ে স্বাহা” এবং “সোমায় স্বাহা” এই
মন্ত্রে আহুতিদ্বয় প্রদান করিবে এবং উক্ত আহুতিদ্বয়ের মধ্যে
অন্তান্ত যাগাদি আহুতি সকল প্রদান করিতে হইবে। (বহুকাল
এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। এইরূপ আহুতি প্রদানাদি
ক্রিয়া কর্ম্মমার্গদিগের স্বর্গলোকাদি প্রাপ্তির প্রশস্ত পস্থা।
এই কার্য্য সবিশেষ শ্রদ্ধা পুরঃসর নাধন করিতে হইবে,
সাধারণরূপে ইহা নাধন করা দুঃসাধ্য, যেহেতু উক্ত কার্য্যে
নানা বিঘ্ন ঘটয়া থাকে। অতএব সাবধানতাপূর্ব্বক এই
কর্ম্ম করিবে) ॥ ২ ॥

যে অগ্নিহোত্রী ব্যক্তির অগ্নিহোত্র দর্শাথ্য যাগবর্জিত,
অর্থাৎ অগ্নিহোত্রের অবশ্যকর্তব্য দর্শাথ্য যাগ না করিয়া
অগ্নিহোত্রাচরণ করে, যে অগ্নিহোত্রী স্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের অঙ্গ-

পিবর্জিতঞ্চ । অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্ম
লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩ ॥

দাদিকর্তব্যং যচ্চ ন ক্রিয়তে যস্য । তথাতিথিবর্জিতক্ৰাতিথিপূজনক্ৰা-
ত্ৰহতক্রিয়মাণং যস্য স্বয়ং সম্যগগ্নিহোত্রকালেহহুতম্ । অদর্শাদিবৈশ্বদেব-
কর্ম্মবর্জিতং হুয়মানমপ্যবিধিনা হুতং ন যথাহুতমিত্যেতৎ । এবং দুঃসম্পা-
দিতমগ্নিহোত্রাদ্যপলক্ষিতং কর্ম্ম কিং করোতীত্যাচ্যতে আসপ্তমান্ সপ্তম-
সহিতাংস্তস্ম কৰ্ত্ত্বলোকান্ হিনস্তীবায়াসমাত্রফলদ্বাং । সম্যক্রিয়মাণেষু
হি কর্ম্মসু কর্ম্মপরিণামরূপেণ ভূবাদয়ঃ সত্যাস্তাঃ সপ্তলোকাঃ ফলং
ঔপাত্যতে । তে লোকা এবভূতেনাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণা অপ্ৰাপ্যস্বাক্ৰিঃস্তস্ম
ইবায়াসমাত্রস্বব্যভিচারীত্যতো হিনস্তীত্যাচ্যতে । পিণ্ডদানাদ্যনুগ্রহেণ বা

স্বরূপ পৌর্ণমাণ যাগ করে না এবং যাহার অগ্নিহোত্র চাতু-
শ্র্মাস্ত্রকর্ম্মবর্জিত, যে অগ্নিহোত্রী শরদাদি ঋতুর কর্ত্তব্যকর্ম্ম
না করিয়া অগ্নিহোত্র যাগের অনুষ্ঠান করেন, যাহার অগ্নি-
হোত্র প্রতিদিনকর্ত্তব্য অতিথিগৎকারবর্জিত, যিনি অগ্নি-
হোত্রকালে স্বয়ং যথাবিধি আহুতি প্রদান করেন না, যাহার
অগ্নিহোত্র যজ্ঞে দর্শাদি যাগের ন্যায় বৈশ্বদেবকর্ম্ম পরিত্যক্ত
হয়, যিনি অগ্নিহোত্র করিয়াও বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়ানুষ্ঠান করেন
না, এইরূপে দুঃসম্পাদিত সেই অগ্নিহোত্র কৰ্ত্তার সপ্তলোক
নষ্ট করে । (উক্তরূপ অগ্নিহোত্রের কৰ্ত্তার কেবল পরিশ্রম
সার হইয়া থাকে, তাহাতে কোন ইষ্ট ফলই সাধিত হয় না ।
দর্শপৌর্ণমাণাদি সমাচরণপূর্ব্বক যথাবিধি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠিত
হইলে ভূবাদি সত্যলোকাস্ত সপ্তলোকরূপ ফলসিদ্ধি হইয়া
থাকে । দর্শপৌর্ণমাণাদিবর্জিত অগ্নিহোত্র করিলে ভূবাদি
সত্যাস্ত কোন লোকই সে লাভ করিতে পারে না । পক্ষা

কালী করালী চ মনোজবা চ স্নলোহিতা যা চ সূধূম্র-
বর্ণা । স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী লেলায়মানা ইতি
সপ্তজিহ্বা ॥ ৪ ॥

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজ্যমানেষু যথাকালং চাভ্যুদয়ো-
হাদদায়ন । তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্ত রশ্ময়ো যত্র দেবানাং
পতিরেকোহধিবাসঃ ॥ ৫ ॥

সম্ব্যমানাঃ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাঃ স্বাশ্বোপকারাঃ
সপ্তলোকা উক্তপ্রকারেণাগ্নিহোত্রাদিনা ন ভবন্তীতি হিংস্রত্ব ইত্যাচ্যতে ॥ ৩ ॥

কালী করালী চ মনোজবা চ স্নলোহিতা যা চ সূধূম্রবর্ণা । স্ফুলিঙ্গিনী
বিশ্বরূপী চ দেবী লেলায়মানা দহনস্ত জিহ্বাঃ । অগ্নেহবিরাহতিগ্রসনার্থা
এতাঃ সপ্তজিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥

এতেষ্বগ্নিজিহ্বাভেদেষু যোহগ্নিহোত্রী চরতাগ্নিহোত্রাদি ভ্রাজ্যমানেষু
দীপ্যমানেষু । যথাকালঞ্চ যশ্চ কৰ্ম্মণো যঃ কালস্তৎকালং যথাকালং
যজ্ঞমানমাদদায়ম্মাদদানা আহতয়ো যজমানেন নির্গতিতা অন্তঃ নয়ন্তি
প্রাপরন্ত্যেতা আহতয়ো যে ইমা অনেন নিবত্তিতাঃ সূর্য্যস্ত রশ্ময়ো ভূভা

স্তরে বলিতেছেন, উক্তরূপ অগ্নিহোত্রদ্বারা পিতা, পিতামহ,
প্রপিতামহ, স্বয়ং, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এই সপ্তপুরুষের
উদ্ধার হয় না ॥ ৩ ॥

কালী, করালী, মনোজবা, স্নলোহিতা, সূধূম্রবর্ণা, স্ফুলি-
ঙ্গিনী, বিশ্বরূপা এই সকল দেবী হোমীয় অগ্নির জিহ্বাস্বরূপ ।
অগ্নির এই সপ্তজিহ্বাই আহুতি গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

যে অগ্নিহোত্রী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত জাজ্বল্যমান অগ্নির জিহ্বা-
সমূহে যথাকালে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদিকার্য্য আচ-
রণ করেন, এই আহুতি সকল সেই যজ্ঞমানকে বহন করিয়া

এছেহীতি তমাহুতয়ঃ স্ববর্চসঃ সূর্য্যশ্চ রশ্মিভির্যজমানঃ
বহন্তি । প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোহর্চয়ন্ত্য এষ বঃ পুণ্যঃ
স্বকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥

প্রবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অক্ষাদশোক্তমবরং যেষু

রশ্মিবারৈরিতার্থঃ । যত্র যশ্মিন্ স্বর্গে দেবানাং পতিরিন্দ্র একঃ সর্বানু-
পর্ধাধিবসতীতাদিধানঃ ॥ ৫ ॥

কথং সূর্য্যশ্চ রশ্মিভির্যজমানঃ বহন্তীত্যাচ্যতে এছেহীত্যাশ্রয়ন্ত্যঃ । স্বব-
র্চসো দীপ্তিমত্যাঃ । কিঞ্চ প্রিয়ামিষ্টাং বাচং স্তুত্যা দিলক্ষণামভিবদন্ত্য উচ্চা-
রয়ন্ত্যঃ পূজয়ন্ত্যটশ্চ বো যুগ্মাকং পুণ্যঃ স্বকৃতো যথা ব্রহ্মলোকঃ ফলরূপঃ
এবং প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যো বহন্তীত্যর্থঃ । ব্রহ্মলোকঃ স্বর্গঃ প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥

এতচ্চ জ্ঞানরহিতং কশ্মেতাবৎ ফলমবিদ্যাকামকর্ম্মকার্য্যমতোহসারং
হুঃখমূলমিতি নিন্দ্যতে । প্রবা বিনাশিনঃ ইত্যর্থঃ । হি যস্মাদেতে অদৃঢ়া

সূর্য্যরশ্মিরূপে স্বর্গলোকে লইয়া যায় । যেখানে দেবাধিপতি
ইন্দ্র বাস করিতেছেন, অগ্নিহোত্রীয় আহুতিরা যজ্ঞমানকে
লইয়া সেই স্থানে গমন করে ॥ ৫ ॥

অগ্নিহোত্র যজ্ঞে বিধিপূর্ব্বক বথানময়ে আহুতিপ্রদান
করিলে সেই সুপ্রদীপ্ত আহুতিসকল “এস, এস, তোমাকে
ব্রহ্মলোকে প্রেরণ করি” ইত্যাদি প্রিয়বাক্যে স্তুতিপাঠপূর্ব্বক
অর্চনা করিয়া সেই যজ্ঞমানকে বহন করে এবং “এই তোমা-
দিগের স্বকৃত পুণ্যলব্ধ ব্রহ্মলোক” ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ
করিতে যজ্ঞিককে স্বর্গলোকে প্রেরণ করে ॥ ৬ ॥

অজ্ঞানদিগের পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করা
বিধেয় । অবিজ্ঞানজিত কাম্যকর্ম্মদ্বারাই উক্তরূপ ফললাভ হইয়া
ধাকে । কিন্তু উক্তরূপ কাম্যকর্ম্মজিত ফলসকল অসার ও দুঃখের

কৰ্ম । এতচ্ছ্রয়ো যোহভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে
পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭ ॥

অস্থিরা যজ্ঞরূপা যজ্ঞশ্চ রূপাণি যজ্ঞরূপা যজ্ঞনিবৰ্ত্তকা অষ্টাদশাষ্টাদশ-
সংখ্যাকাঃ । ষোড়শর্ষিজঃ পত্নী যজমানশ্চেতাষ্টাদশ এতদাশ্রয়া উক্তং
কথিতং শাস্ত্রেণ । যেষাষ্টাদশস্ববরং কেবলং জ্ঞানবৰ্জিতং কৰ্ম । অত-
শ্চেষামবরকৰ্ম্মাশ্রয়ণামষ্টাদশানামদৃঢ় তথা প্লাব্ধাং প্লাবতে সহ ফলেন
তৎ সাধ্যকৰ্ম । কুণ্ডবিনাশাদিবং ক্ষীরদধ্যাদীনাং তৎস্থাননাশঃ । যত
এবমেতৎকৰ্ম শ্রেয় ইতি যেহভিনন্দন্ত্যভিহৃষ্যন্ত্যবিবেকিনো মূঢ়াঃ অতন্তে
জরা মৃত্যুশ্চ জরামৃত্যুং কিঞ্চিংকালং স্বৰ্গে স্থিত্বা পুনরেবাপি যন্তি ভুয়া-
হপি গচ্ছন্তি ॥ ৭ ॥

কারণ ; সুতরাং জ্ঞানীরা উক্ত কাম্যকৰ্ম্মের ফলকে নিন্দা করিয়া
ধাকেন । তাঁহারা বলেন, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে
যে ফল লাভ হয়, তাহা বিনাশী । যেহেতু যজ্ঞসকল অদৃঢ় এবং
ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও পত্নী এই অষ্টাদশ যজ্ঞনিবৰ্ত্তক সকলই
অস্থির ; সুতরাং যজ্ঞফলও বিনশ্বর, ইহাই শাস্ত্রকারগণ কহিয়া
ধাকেন । যেহেতু উক্ত অষ্টাদশ যজ্ঞনিবৰ্ত্তকদিগের কৰ্ম্ম জ্ঞান-
বৰ্জিত, অতএব সেই জ্ঞানবৰ্জিত কৰ্ম্মকর্ত্তাদিগেরও অস্থিরতা
জানিবে এবং তাঁহারা যে সকল কৰ্ম্ম করেন, তাহাও চঞ্চল ।
কুণ্ডবিনাশে ক্ষীরদধ্যাদির বিনাশের ন্যায় অনিত্য অষ্টাদশপ্রব-
ৰ্ত্তকানুষ্ঠিত কৰ্ম্মও অনিত্য । তথাপি যাহারা উক্ত কৰ্ম্মফলকে
শ্রেয়ঃসাধন জ্ঞান করে, তাহারা নিতান্ত মূঢ় ও অবিবেকী ।
অতএব সেই অবিবেকী যজ্ঞানুষ্ঠানকারীরা জরা ও মৃত্যুর
অধীন হইয়া থাকে । তাহারা সেই সকল কৰ্ম্মফলে কিঞ্চিংকাল
স্বৰ্গে বাস করিয়া পুনৰ্জার সংসারে পতিত হয় ॥ ৭ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতশ্চ-
মানাঃ । জজ্ঞয়মানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা
যথাক্ষাঃ ॥ ৮ ॥

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভি-

কিঞ্চিৎবিদ্যায়ামন্তরে মধ্যে বর্তমানা অবিবেকপ্রায়াঃ স্বয়ং বয়মেব
ধীরা ধীমন্তঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদিতব্যাশ্চেতি মন্তমানা আত্মানং সন্তা-
বয়ন্তস্তে চ জজ্ঞয়মানা জরারোগাদ্যনেকানর্থব্রাত্তেইচ্ছমানা ভুশং পীড্য-
মানাঃ পরিয়ন্তি বিভ্রমন্তি মূঢ়াঃ । দর্শনবর্জিতত্বাদন্ধেনৈবাচক্ষুঃক্ষেপেব
নীয়মানাঃ প্রদৃশ্যমানমার্গা যথা লোকেহন্ধা অন্ধিরহিতা গর্তকণ্টকাদৌ
পতন্তি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চিৎবিদ্যায়াং বহুধা বহুপ্রকাবং বর্তমানাঃ বয়মেব কৃতার্থাঃ কৃত-
প্রয়োজনা ইত্যেবমভিমন্ত্যভিমানং কুর্কন্তি বালা অজ্ঞানিনঃ । যদ-

যাহারা অবিজ্ঞামধ্যে বর্তমান আছে, সেই সকল অবি-
বেকী মূঢ় ব্যক্তির। এইরূপ বিবেচনা করে যে, আমিই সুধীর
এবং সুপণ্ডিত । এইরূপে তাহারাই আপনাকে সর্বজ্ঞাতব্য
বিষয়ের জ্ঞাতা বলিয়া জ্ঞান করে এবং সেই সকল মূঢ় ব্যক্তির।
জরারোগাদি নানাবিধ অনর্থসমূহে অতিশয় পীড়্যমান হইয়া
সংসাররূপে নিমগ্ন থাকে । যেমন এক অন্ধ ব্যক্তি অন্ধ-
কর্তৃক নীত হইলে, গর্তকূপাদিতে পতিত হয়, সেইরূপ অজ্ঞা-
নীরাও স্বর্গাদিনাশন অগ্নিহোত্রাদিকাম্য কৰ্ম্মদ্বারা স্বর্গাদিতে
নীত হইয়া পুনর্দার সংসাররূপে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

... নানাপ্রকারে অবিজ্ঞাতে বর্তমান থাকিয়াও “আমরা
কৃতার্থ হইয়াছি, অর্থাৎ আমাদের কৰ্ত্তব্যকৰ্ম্ম সাধিত হই-
য়াছে” অজ্ঞানী লোকেরাই এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে ।
যেহেতু কৰ্ম্মমার্গীরা, কৰ্ম্মফলের অনুরাগে যে অভিভবের কারণ,

মন্যন্তি বালাঃ । যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনা-
তুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠঃ নান্যচ্ছ্রয়ো বেদয়ন্তে
প্রমূঢ়াঃ । নাকস্ম পূর্ত্তে তে স্কৃতেহনুভূত্মং লোকং
হীনতরঞ্চাবিশন্তি ॥ ১০ ॥

যস্মাদেবং কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ কর্ম্মফলরাগাভিভবনিমিত্তং তেন
কারণেনাতুবা হুংখাভাঃ সন্তঃ ক্ষীণলোকাঃ ক্ষীণকর্ম্মফলাঃ স্বর্গলোকা-
চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তম্ । ইষ্টং যাগাদিশ্রৌতং কর্ম্ম । পূর্ত্তং বাপিকূপতড়াগাদি-
স্মার্ত্তং মন্যমানা এতদেবাতিশয়েন পুরুষার্থসাধনং বরিষ্ঠং প্রধানমিতি
চিন্তয়ন্তোহনুদায়জ্ঞানাত্ম্যং শ্রেয়ঃসাধনং ন বেদয়ন্তি ন জানন্তি প্রমূঢ়াঃ
পুত্রপশুবধ্বাদিষু প্রমত্ততয়া মূঢ়াস্তে চ নাকস্ম স্বর্গস্ত পূর্ত্তে উপরিস্থানে
স্কৃতে ভোগায়তনেহনুভূত্বানুভূত্ব কর্ম্মফলং পুনরিমং লোকং মানুষমস্মা-
দীনতরং বা তির্যঙ্ নরকাদিলক্ষণং যথাকর্ম্মশেষঃ বিশন্তি ॥ ১০ ॥

তাহা জানে না ; সুতরাং তাহারা নানাপ্রকার দুঃখে পরি-
পীড়িত হয় এবং কর্ম্মফলপরীক্ষয় হইয়া স্বর্গলোক হইতে
পতিত হইয়া থাকে । কর্ম্মীরা কোনরূপেও চিরকাল স্বর্গে
থাকিয়া সুখভোগ করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

যাহারা ইষ্ট, অর্থাৎ যাগাদি শ্রৌতকর্ম্ম এবং পূর্ত্ত, অর্থাৎ
বাপী, কূপ, তড়াগাদি (খনন) স্মৃতিবিহিত কার্য্যকে প্রধান
পুরুষার্থসাধনরূপে জ্ঞান করিয়া থাকে এবং এতদ্ভিন্ন যে
জ্ঞানাদি শ্রেয়ঃসাধন করিতে পারে, ইহা যাহারা জানে না,
তাহারা নিতান্ত বিমূঢ় । তাহাদিগের হিতাহিত-বিবেচনাশক্তি
একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । উক্তরূপ কর্ম্মবাদীরা স্বর্গো-
পরিস্থানে কিয়ৎকাল স্কৃতিফল ভোগপূর্ব্বক স্কৃতিফল

তপঃশ্রদ্ধে যে ছাপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্য-
চর্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়াস্তি যত্রামৃতঃ
স পুরুষো হব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥

যে পুনর্জানযুক্তান্তদ্বিপরীতবাণপ্রস্থাঃ সন্ত্যাসিনশ্চ তপঃশ্রদ্ধেহি তপঃ
শ্রাশ্রববিহিতং কর্ম্ম। শ্রদ্ধা হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়া বিদ্যা তে তপঃশ্রদ্ধে
উপবসন্তি সেবন্তেহরণ্যে বর্তমানাঃ সন্তঃ। শান্তা উপরতকরণগ্রামাঃ।
বিদ্বাংসো গৃহস্থশ্চ জ্ঞানপ্রধানা ইত্যর্থঃ। ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ পরিগ্রহা-
ভাবাছপবসন্ত্যরণ্য ইতি সধ্বন্ধঃ। সূর্য্যদ্বারেণ সূর্য্যোহপি লক্ষিতেনোত্তরা-
ক্ষণেন যথা তে বিবজা বিরজসঃ ক্ষীণপুণ্যাপাকর্মাণঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ।
প্রাকর্ষণে যান্তি যত্র যস্মিন্ সত্যলোকাদাবমৃতঃ স পুরুষঃ প্রথমজো হিরণ্য-
গর্ভো হব্যয়াত্মা অব্যয়সভাবো বাবৎ সংসারঃ স্থায়ী। এতদন্তান্ত সংসার-
গতরৌহপরবিদ্যাগম্যাঃ। নম্বেতং মোক্ষমিচ্ছন্তি কেচিন্ন হৈব সর্কে
প্রবিলীয়ন্তে কামান্তে সর্কগং সর্কতঃ প্রাপ্য ধীরা মুক্তায়ানঃ সর্কমেবা-
বিশন্তীতি শ্রুতিভাঃ প্রকরণাচ্চ। অপরবিদ্যাপ্রকরণো হি প্রবৃত্তেন
হুকস্মান্মোক্ষপ্রসঙ্গোহস্তি বিরজন্ত্বাপেক্ষিকং সমস্তমপরবিদ্যাকাৰ্য্যং

ক্ষীণ হইলে পুনর্বার মনুষ্যলোকে আগমন করে, অথবা কর্ম্মফলে
মনুষ্যলোক হইতে অধম তির্য্যগাদিয়োনিতেও প্রবেশ করিয়া
থাকে ॥ ১০ ॥

আর উক্তরূপ অগ্নিহোত্ৰী প্রভৃতি কর্ম্মমার্গিদিগের বিপ-
রীত বাণপ্রস্থজ্ঞানী সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাচরণদ্বারা অরণ্যে বসতি-
পূর্ব্বক স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মরূপ তপস্থা এবং হিরণ্যগর্ভাদিবিষয়-
বিভ্যাক্রূপ শ্রদ্ধার সেবা করেন। আর জ্ঞানপ্রধান গৃহস্থগণও
ইন্দ্রিয়সমূহকে পরাজিত করিয়া পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক
অরণ্যে অবস্থানকরতঃ সূর্য্যদ্বারা, অর্থাৎ সূর্য্যোপস্থানাদিদ্বারা
ক্ষীণপাপপুণ্য 'হইয়া, যে সত্যলোকাদিতে প্রথমজ অব্যয়

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিহ্নান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়া-

সাধ্যসাধনলক্ষণং ক্রিয়াকারকফলভেদভিন্নং বৈতন্ম । যদ্বিবণ্যগর্ভপ্রাপ্ত্যব-
সানন্ম । তথাচ স্বাবরাদ্যাং সংসারগতিমন্তুক্রামতাম্ । ব্রহ্মা বিশ্বম্জো-
ধর্মো মহানব্যক্তমেব চ । উত্তমাং সাত্বিকীমেতাং গতিমাত্মর্শনীষিণ
ইতি ॥ ১১ ॥

অপেদানীমস্মাং সাধ্যসাধনরূপাং সর্কস্মাং সংসারান্নিরন্তু বিদ্যায়া-
মধিকাবপ্রদর্শনার্থমিদমুচ্যতে । পরীক্ষ্য যদেতদ্বৈতাদ্যাপরবিদ্যাবিষয়ং
স্বাভাবিক্যবিদ্যাকামকর্মদোষবৎপুরুষানুষ্ঠেয়মবিদ্যাদিদোষবন্ত এব পুরুষং
প্রতিবিহিতস্বাত্তদনুষ্ঠানকার্যভূতাশ্চ লোকা য়ে দক্ষিণোত্তরমার্গলক্ষণাঃ
ফলভূতা য়ে চ বিহিতাকরণপ্রতিষেধাতিক্রমদোষসাধ্যা নরকতির্যাক্প্রে-
লক্ষণান্তানেনান্ পরীক্ষ্য প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমৈঃ সর্কতো যাথায্যো-
নাবধার্য লোকান্ সংসারগতিভূতানব্যক্তাদিস্বাবরাস্তান্ ব্যাকৃতাব্যাকৃত-
লক্ষণান্ বীজাজুববদিতরতেরোংপত্তিনিমিত্তাননেকানর্থশতসংস্রগজ্ঞান্

হিরণ্যগর্ভ পুরুষ বিদ্যমান আছেন, সেই স্থানে প্রয়াণ করে ।
(যাবৎ সংসার স্থায়ী হয়, তাবৎ ব্রহ্মলোকে বাস থাকে । এই
পর্যন্ত সংসারগতিই অপরিবিদ্যার বিষয়) ॥ ১১ ॥

এইক্ষণ কার্যকারণরূপ এই সকল সংসার হইতে বিরক্ত
ব্যক্তির কিরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞার অধিকার হইতে পারে, তাহাই
প্রদর্শন করিতেছেন ।—(যাহা ঋগ্বেদাদি অপরিবিজ্ঞার বিষয়,
তাহা অবিজ্ঞাজনিত কামকর্মাদিদোষযুক্ত পুরুষের অনুষ্ঠান
করিয়া থাকে । অবিজ্ঞাদিদোষযুক্ত পুরুষের প্রতিই ঐ সকল
বিহিত হইয়াছে । সেই সকল অবিজ্ঞাজনিত কাম্যকর্মের অনু-
ষ্ঠানদ্বারাই লোকসকল নানারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে । যাহারা
বিহিত কার্যের অনুষ্ঠান করে, তাহারা সেই কর্মফলে উত্তমযোনি
প্রাপ্ত হয়, আর যাহারা বিহিতকার্য করে না, তাহারা কর্তব্য
কার্য না করিয়া বিহিতকার্যের অকরণদোষে দূষিত হইয়া তির্যক্

নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন । তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ॥ ১২ ॥

কদলীগর্ভবদসারান্যায়ামরীচাদকগন্ধকর্ষনগবাকারস্বপ্নজলবৃদ্ধুপফেনসমান্ প্র-
তিক্ষণপ্রধ্বংসান্ পৃষ্ঠতঃ কৃৎস্নবিদ্যাকামদোষপ্রবর্তিতকর্ম্মচিতান্ ধর্ম্মা-
ধর্ম্মানির্কল্ককানিত্যেতদ্ব্রাহ্মণশ্চৈব বিশেষতোহধিকারঃ । সর্ব্বত্যাগেন
ব্রহ্মবিদ্যায়ামিতি ব্রাহ্মণগ্রহণন্ । পরীক্ষ্য লোকান্ কিং কুর্যাদিত্যচ্যতে ।
নির্বেদং নিঃপূর্ব্বো বিদিত্ব বৈরাগ্যার্থে । বৈরাগ্যমায়ং কুর্যাদিত্যে-
তং । স বৈরাগ্যপ্রকারঃ প্রদর্শ্যতে । ইহ সংসারে নাস্তি কশ্চিদপ্য-
ক্লুতঃ পদার্থঃ । সর্ব্ব এব হি লোকাঃ কর্ম্মচিতাঃ কর্ম্মচিতত্বাচ্চানি ত্যাঃ ।
ন নিত্যং কিঞ্চিদত্তীত্যতিপ্রায়ঃ । সর্ব্বস্ত্ব কর্ম্মানিত্যশ্চৈব সাধনন্ । যস্মা-
চ্চতুর্বিধমেব হি সর্ব্বং কর্ম্ম কার্য্যমুৎপাদ্যমাপ্যং সংস্কার্য্যং বা নাতঃপবং
কর্ম্মণাং বিষয়োহস্তি । অহং নিত্যেনামৃতেনাভয়েন কূটস্থেনাচলেন
ঋণেণার্থো ন তদ্বিপরীতেন । অতঃ কিং কৃতেন কর্ম্মণা আয়াসবাহল্যে-

ও প্রেতরূপে নরকভোগ করে । জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ,
অনুমান ও উপমানদ্বারা সর্ব্বতোভাবে যাথার্থ্য অবধারণ করিলে
জ্ঞানিতে পারিবে যে, এই সংসারগত ব্যক্ত স্থাবরাস্ত এবং
ব্যক্তাব্যক্ত সকলই পরস্পর উৎপত্তিনিমিত্তভাগী । বীজ ও অঙ্কুর
যেমন পরস্পরের প্রতি কারণ, এই সংসারস্থিত সমস্ত বস্তুই
সেইরূপ অন্ত্যন্তের প্রতি কারণ, ঐ সকল নানাপ্রকার শতসহস্র
দোষে দূষিত, কদলীরক্ষের গর্ভের ন্যায় অসার, মায়াময় মরী-
চিকাজালের ন্যায় অলীক, স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের ন্যায় অসত্য, জল-
বৃদ্ধ ও ফেনের ন্যায় সারবিহীন । ঐ সকল সাংসারিক বস্তু
প্রতিক্ষণেই ধ্বংস পাইতেছে এবং উহারা সকলই অবিচ্ছিন্নিত
কাম্যকর্ম্মদ্বারা প্রবর্তিত কর্ম্মজন্তু ও ধর্ম্মাধর্ম্মদ্বারা নিবর্তিত ।)
ব্রাহ্মণগণ উক্তপ্রকারে সাংসারিক সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া

নানর্থসাধনেনেত্যেবং নির্বিশ্লোহভয়ং শিবমকৃতং নিত্যং পদং যত্তদ্বিজ্ঞা-
নার্থং বিশেষণাভিগম্যার্থঃ স নির্বিশ্লো ব্রাহ্মণো গুরুমেবাচার্য্যঃ শমদম-
দয়াসম্পন্নমধিগচ্ছেৎ । শাস্ত্রজ্ঞোহপি স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন দুর্য্যা-
দিত্যেতদ্গুরুমেবেত্যবধারণফলম্ । সমিৎপাণিঃ সমিদ্ধারগহীতহস্তঃ
শ্রোত্রিয়মধায়নশ্রুতার্থসম্পন্নং ব্রহ্মনিষ্ঠং হিত্বা সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি কেবলেন্দ্রিয়ৈ-
ব ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যন্ত সোহয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠত্বপোনিষ্ঠ ইতি যদ্বৎ । ন তি কৰ্ম্মিণো
ব্রহ্মনিষ্ঠা সন্তবন্তি কৰ্ম্মাণ্যজ্ঞানয়োৰ্বিরোধাত্ । স তং গুরুং বিধিষছ্‌পন্নঃ
প্রসাদ্য পৃচ্ছেদক্ষরং পুরুষং সত্যম্ ॥ ১২ ॥

তাহাতে বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে। “এই সংসারে কোন
পদার্থ অবিকৃত নহে, সকলই কৰ্ম্মজন্ম ; সুতরাং সকলই অনিত্য,
কিছুই নিত্য নহে। এই জগতে যত কিছু ক্রিয়া আছে, সকলই
অনিত্যফল উৎপাদন করে। কৰ্ম্মসকল চারিপ্রকার ;—উৎ-
পাদক, বিনাশক, সংস্কারক ও বিকারক, ইতোধিক কৰ্ম্মের
বিশেষ কিছুই নাই ; সুতরাং কৰ্ম্মজন্ম সকলই অনিত্য। অত-
এব আমি উহা প্রার্থনা করি না। আমি সেই নিত্য, অমৃত,
অভয়, কূটস্থ, অচল, সনাতন পদার্থের অভিলাষী, তন্নিম্ন আর
কিছুই আমার প্রার্থনীয় নহে। অতএব অনর্থসাধন-কৰ্ম্মদ্বারা
কোন প্রয়োজন নাই, উহাতে কেবল পরিশ্রমবাহুল্যমাত্র ফল
দেখিতেছি”। এইরূপে সৰ্ব্ববিষয়ে বিবেকী হইয়া অভয়প্রদ সৰ্ব্ব-
মঙ্গলময় নিত্য ব্রহ্মপরিজ্ঞানার্থ শমদমদয়াসম্পন্ন আচার্য্যের
শরণাপন্ন হইবে। শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও গুরুব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে
কেহ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারে না। অতএব ভুক্তি-
পূৰ্ব্বক কুশহস্ত হইয়া শ্রোত্রিয় বেদার্থসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর
নিকটে যাইয়া বিধিপূৰ্ব্বক প্রণামাদি দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা
সাধনপূৰ্ব্বক অব্যয়ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ১২ ॥

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমা-
স্থিতায় । যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ নত্যং প্রোবাচ তাং
তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

প্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তং ॥ ১ ॥

তস্মৈ স বিদ্বান্ গুরুব্রহ্মবিজ্ঞপসন্নায়োপগতায় । সম্যগ্ যথাস্থানমিত্যে-
তৎ । প্রশান্তচিত্তায়োপরতদর্পাদিদোষায় । শমাস্থিতায় বাহেজ্জিয়ো-
পরমেন চ যুক্তায় সৰ্ব্বতো বিরক্তায়ৈত্যেতৎ । যেন বিজ্ঞানেন যয়া বিদ্যায়া
চ পরমাইক্ষরমদ্রেষ্ঠাদি বিশেষণং তদেবাক্ষরং পুরুষশব্দবাচ্যং পূর্ণত্বাৎ
পুষ্টিশয়নাচ্চ সত্যং তদেব পরমার্থস্বাভাব্যাদক্ষরঞ্চাক্ষরগাদক্ষতত্বাদক্ষয়-
ত্বাচ্চ বেদ বিজ্ঞানীতি তাং ব্রহ্মবিদ্যাং তত্ত্বতো যথাবৎ প্রোবাচ প্রজ্ঞয়া-
দিত্যর্থঃ । আচার্যাস্থাপ্যং নিয়মো যন্ন্যায়প্রাপ্তশিষ্যানিস্তারগমবিদ্যা-
মহোদধেঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

প্রথমমুণ্ডকভাষ্যং সম্পূর্ণম্ ॥ ১ ॥

শিষ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পূর্বোক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞানপারদর্শী
গুরুর নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মবিজ্ঞানবিৎ আচার্য্য প্রশান্ত-
চিত্ত দর্পাদিদোষরহিত, শমপরায়ণ, বাহ্যবিষয়ে নিরুভেদ্রিয়,
বিষয়বিরক্ত উপগত শিষ্যকে যথাস্থান ব্রহ্মবিজ্ঞা উপদেশ
করিবেন । যে বিজ্ঞাদ্বারা শিষ্য অদৃশ্য অব্যয় সনাতন পুরুষ-
বাচ্য পূর্ণ পরমব্রহ্মবিজ্ঞান সৰ্ব্বতোভাবে লাভ করিতে পারে,
সেইরূপ বিজ্ঞাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ করিবেন । (আচার্য্য-
দিগের ইহাই স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম যে, তাঁহারা যাহাতে শিষ্যগণ
অজ্ঞানমহোদধি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, সেইরূপ
বিজ্ঞার উপদেশ দিয়া থাকেন) ॥ ১৩ ॥

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥

অথ দ্বিতীয়মুণ্ডকে-

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

তদেতৎ সত্যং যথা সূদীপ্তাং পাবকাদ্বিস্কুলিঙ্গাঃ

অপরবিদ্যায়াঃ সৰ্ব্বং কার্যমুক্তম্ । স চ সংসারো যৎ সারো যস্মা-
ন্মূলাদক্ষরাং সম্ভবন্তি যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে তদক্ষরং পূৰ্ব্বাধাং সত্যম্ ।
যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি তৎপরম্ । ব্রহ্মবিদ্যায়া বিষয়ঃ
স বক্তব্য ইত্যুক্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে । যদপরবিদ্যা বিষয়ং কৰ্ম্মফললক্ষণং
সত্যং তদাপেক্ষিকম্ । ইদন্ত পরবিদ্যা বিষয়ং পরমার্থতঃ সল্লক্ষণত্বাৎ ।
তদেতৎ সত্যং যথাভূতং বিদ্যা বিষয়ম্ । অবিদ্যা বিষয়ত্বাচ্ছানুতমিতর-
অত্যন্ত পরোক্ষত্বাৎ । কথং নাম প্রত্যক্ষবদক্ষরং প্রতিপদ্যেয়মিতি দৃষ্টান্ত-
মাহ । যথা সূদীপ্তাং সূষ্টদীপ্তাদিকাং পাবকাদগ্নেৰ্বিস্কুলিঙ্গা অগ্নাবয়ব-
সহস্রশোহ্নেকশঃ প্রভবন্তি নির্গচ্ছন্তি স্বরূপা অগ্নি সলক্ষণা এবং তথোক্ত-

প্রথমমুণ্ডকে ঋগ্বেদাদি অপরবিদ্যার সমস্ত কার্যই উক্ত হই-
য়াছে এবং উক্ত সকল কার্যই অসার সংসারময় । এক্ষণে সেই
সংসার, যে মূল কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া যাহাতে লীন হয়,
সেই অব্যয় সত্য পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই সৰ্ব্ববিষয় পরি-
জ্ঞাত হয়, অতএব সেই পরব্রহ্মই পরবিদ্যার বিষয় ; সুতরাং
সেই পরবিদ্যার বিষয়ই দ্বিতীয়মুণ্ডকে বিবৃত হইবে । কৰ্ম্মফল-
রূপ অপরবিদ্যার বিষয় সমুদায়ই আপেক্ষিক, অর্থাৎ অত্যান্তের
সাহায্যে উৎপন্ন এবং অসত্য, পরন্তু যিনি সেই পরবিদ্যার
বিষয়ীভূত অব্যয় পরব্রহ্ম, তিনিই কেবল সত্য । তিনি অত্যন্ত
পরোক্ষ হইলেও যেমন প্রদীপ্ত ছতাসন হইতে তাহার অব্যবহী-
ভূত সহস্র সহস্র বিস্কুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেই সকল সেই অগ্নিরই
স্বরূপ, তন্মিন্ন আর কিছুই নহে । সেইরূপ হে সৌম্য ! অক্ষর
পরব্রহ্ম হইতে নানাপ্রকার দেহাদি-উপাদিবিশিষ্ট বিবিধ জীব,

সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ । তথাক্ষরাধিবিধাঃ সৌম্য
ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি ॥ ১ ॥

দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হৃদয়ঃ ।
অপ্রাণো হৃদয়ঃ শুভ্রো হৃক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২ ॥

লক্ষণাদক্ষরাধিবিধা নানাদেহোপাধিভেদমনুবিধীয়মানত্বাদিবিধা হে
সৌম্য ভাবা জীবা আকাশাদিবদঘটাদিপরিক্ষিতাঃ সূর্য্যভেদাৎ ঘট-
দ্যুপাধিপ্রভেদমনুভবন্তি । এবং নানানামরূপকৃতদেহোপাধিপ্রভেদমনু-
প্রজায়ন্তে তত্র চৈব তস্মিন্বেবাক্ষরেহপি যন্তি দেহোপাধিবিলয়মনুগীয়ন্তে
ঘটাদিবিলয়নন্বিব সূর্য্যভেদাঃ । যথাকালম্ সূর্য্যভেদোৎপত্তিপ্রলয়-
নিমিত্তত্বং ঘটাদ্যুপাধিকৃতমেব তদ্বদক্ষরত্বাপি নামরূপকৃতদেহোপাধি-
নিমিত্তমেব জীবোৎপত্তিপ্রলয়নিমিত্তত্বম্ ॥ ১ ॥

নামরূপবীজভূতাদব্যাকৃতাত্মাৎ স্ববিকারাপেক্ষয়া পরাদক্ষরাৎ পরং
যৎ সর্ব্বোপাধিভেদবর্জিতমক্ষরশ্চৈব স্বরূপমাকালশ্চৈব সর্ব্বমূর্ত্তিবর্জিতং
নেতি নেতীত্যাদি বিশেষণং বিবক্ষ্যমাণং । দিব্যো দ্যোতনবান্ স্বয়ংজ্যোতি-
ষ্টিয়াৎ । দিবি বা স্বাঙ্গনি ভবোহলৌকিকো বা । যস্মাদুমূর্ত্তঃ সর্ব্বমূর্ত্তি-
বর্জিতঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ পুরিশয়ো বা । দিব্যো হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরঃ
সহ বাহ্যভ্যন্তরেন বদ্ধত ইতি । অজো ন জায়তে কুতশ্চিৎ স্বতোহজস্ত
জন্মনিমিত্তস্ত চাভাবাৎ । যথা জলবুদ্ধদাদেক্ষাদি । যথা নভঃ সূর্য্য-
ভেদোৎপত্তিপ্রলয়নিমিত্তত্বম্ ॥ ১ ॥

আকাশাদিভূত ও ঘটাদি অশেষপ্রকার পদার্থ আবির্ভূত হইয়াছে
এবং সেই সকল উপাধির অপগম হইয়া জীবাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড
তঁাহাতেই লয় পায় । (এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যেমন
বিস্কুলিঙ্গ অগ্নিস্বরূপ, সেইরূপ এই অপরিণীম জগৎও তঁাহার
স্বরূপ । সুতরাং তিনি পরোক্ষ হইয়া সর্ব্বত্র অপরোক্ষভাবে
বিদ্যমান আছেন) ॥ ১ ॥

নামরূপবিশিষ্ট এই জগতের বীজভূত অব্যক্ত স্ববিকার-
ভূত জগতের অতীত যে অক্ষয় পরব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বপ্রকার

হেদানাং ঘটাদিসৰ্গভাববিকারীণাং জনিমূলত্বাৎ তৎপ্রতিষেধেন সৰ্বে
প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি । স বাহ্যভাস্তরো হজোহতোহজরোহমতোহক্ষরো
ঋবোহভয় ইত্যর্থঃ । যদ্যপি দেহাভ্যুপাধিভেদদৃষ্টীনাং বিদ্যাবশাদেহ-
ভেদেষু সপ্রাণঃ সমনাঃ সেন্দ্রিয়ঃ সবিষয় ইব প্রত্যবভাসতে তলমলাদি-
মদিবাকাশং তথাপি তু স্বতঃ পরমার্থদৃষ্টো নাম প্রাণো বিদ্যমানঃ ক্রিয়া-
শক্তিভেদবাংশচলনায়কো বায়ুর্গন্ধিনি বিদাতে অসাবপ্রাণঃ । তথাহমনা
অনেকজ্ঞানশক্তিভেদবৎ সন্তল্লাদ্যায়কং মনোহপ্যবিদ্যমানং যস্মিন্ সোহয়-
মমনা অপ্রাণো হমনাশেচতি । প্রাণাদিবাযুভেদাঃ কশ্মৈন্দ্রিয়াণি তদ্বিষ-
য়াশ্চ তথা বুদ্ধিমনসী বুদ্ধিঙ্গিয়াণি তদ্বিষয়াশ্চ প্রতিষিদ্ধা বেদিতবাঃ ।
যথা ঋত্যস্তরে ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি । যস্মাচ্চৈবং প্রতিষিদ্ধোপাধি-
রদ্বয়স্তস্মাচ্ছ্রুতঃ শুদ্ধঃ । অতোহক্ষরানামরূপবীজোপাধিলক্ষিতস্বরূপাং
সৰ্গকার্যকারণবীজভ্বেনোপলক্ষ্যমাণত্বাৎ পরং তদুপাধিলক্ষণমব্যাকৃতাত্ম-
মক্ষরং সৰ্গবিকারেভ্যস্তস্মাৎপরতোহক্ষরাং পরো নিরূপাধিকঃ পুরুষ
ইত্যর্থঃ । যস্মিন্তদাকাশাখ্যমক্ষরং সংব্যবহারবিষয়মোতঞ্চ প্রোতঞ্চ ।
কথং পুনরপ্রাণাদিমত্বং তন্ত্বেতুচ্যতে । যদি হি প্রাণাদয়ঃ প্রাণ্ডংপত্তেঃ
পুরুষ ইব সেনাশ্বনা সন্তি তদা পুরুষস্ত প্রাণাদিনা বিদ্যামানেন প্রাণাদি-
মত্বং ভবেন্ন তু তে প্রাণাদয়ঃ প্রাণ্ডংপত্তেঃ সন্তি অতোহপ্রাণাদিমান্
পরঃ পুরুষঃ ॥ ২ ॥

উপাধিবর্জিত এবং এই জগৎ তাঁহারই স্বরূপ । তন্নতন্নরূপে
তাঁহার তত্ত্বনিরূপণ করিবে, যিনি পরবিষ্ণুর বিষয়ীভূত অক্ষর
পরব্রহ্ম, তিনি দিব্য, অর্থাৎ অলৌকিক জ্যোতির্ময়, লৌকিক-
পদার্থের স্রায় তাঁহার উৎপত্তি নাই, তিনি স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া
থাকেন । তিনি অমূর্ত, অর্থাৎ সৰ্গপ্রকার মূর্তিবর্জিত, পুণ্য-
পুরুষ, বাহ্যভাস্তরবর্তী এবং অজ ; সূতরাং জন্মের কোনরূপ
নিমিত্তও তাঁহার নাই । যাহাদিগের দেহাদি আছে, তাহারাই
সপ্রাণ, সমনা, সেন্দ্রিয় এবং সবিষয়রূপে প্রাতিভাগিত হয়,
সেই পরবিষ্ণুর বিষয়ীভূত অক্ষর পরব্রহ্মের কোনরূপ দেহ

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সৰ্বেন্দ্রিয়াণি চ । খং
বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥ ৩ ॥

যথানুৎপন্নো পুত্রো অপুত্রো দেবদত্তঃ কথং তে ন সন্তি প্রাণাদয় ইত্যা-
চাতে । যস্মাদেব পুরুষানামরূপবীজোপাধিলক্ষিতাজ্জায়তে উৎপদাতে-
হবিদ্যাবিসয়বিকারভূতো নামদেয়োহনৃতাত্মকঃ প্রাণঃ । বাচীরন্তুণং
বিকারো নামদেয়মিতি শ্রুত্যন্তরাং । ন হি তেনাবিদ্যাবিসয়ে গুণানুতেন
প্রাণেন সপ্রাণত্বং পরন্তু শ্রাদপুত্রস্তু অপ্রদৃষ্টেনেব পুত্রো গুণপুত্রত্বম্ । এবং
মনঃ সৰ্ব্বাণি চেন্দ্রিয়াণি বিষয়াট্টেচতস্মাদেব জায়ন্তে । তস্মাৎ সিদ্ধমন্তু
নিকৃপচরিতমপ্রাণাদিমত্বমিত্যর্থঃ । যথা চ প্রাপ্তুৎপত্তেঃ পরমার্থতোহসমন্ত-
স্তথা প্রলীনাশ্চেতি দ্রষ্টব্যং যথা করণানি মনশ্চেন্দ্রিয়াণি তথা শবীরবিসয়-
কারণানি ভূতানি খমাকাশং বায়ুর্কীছ আবহাদিভেদঃ । জ্যোতিরগ্নিঃ ।
আপ উদকম্ । পৃথিবী ধরিত্রী বিশ্বস্ত সৰ্ব্বস্ত ধারিণী । এতানি চ শব্দস্পর্শ-
রূপরসগন্ধোত্তরোত্তরবস্তুগানি পূর্বপূর্বগুণসহিতাশ্চেতস্মাদেব জায়ন্তে ।
সজ্জপতঃ পরবিদ্যাবিসয়মক্ষরং নির্বিশেষং পুরুষং সত্যং দিব্যো হমুর্ভ

নাই; সুতরাং তিনি অপ্রাণ ও মনোবিহীন । যেহেতু সেই পর-
ব্রহ্ম উপাধিরহিত ও অদ্বয়, অতএব শুদ্ধ এবং পরাংপর সর্ব-
প্রকার নামরূপ উপাধির কারণ, বাস্তবিক সর্ববিধবিকার
হইতে পৃথক্ ॥ ২ ॥

এই পরবিদ্যার বিষয়ীভূত অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ,
মনঃ, বাক্ পাণি প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়, চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়,
আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও বিশ্বধাত্রী পৃথিবী সমুৎপন্ন হই-
য়াছে এবং রূপ, রস, গন্ধ, প্রভৃতি গুণসকলও সেই ব্রহ্ম হইতে
সমুৎপন্ন হইয়াছে । (যদি বল, যাবৎ পুত্র উৎপন্ন না হয়, তাবৎ
অপুত্র বলা যায় এবং পুত্র সমুৎপন্ন হইলে, আর তাহাকে অপুত্র
বলা যায় না । সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে,

অগ্নিস্মৃদ্ধী চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যো দিশঃ শ্রোত্রে বাধিবৃত্তাশ্চ

ইত্যাदिना मन्त्रेणोक्ता पुनस्तदेव सविशेषं विस्तरेण वक्तव्यमिति प्रकृते संक्षेपविस्तरोक्ते। हि पदार्थः सूत्राधिगम्यो भवति सूत्रभाष्योक्ति-
वदिति ॥ ३ ॥

যোহপি প্রথমজাৎপ্রাণাদ্ধিরণ্যগর্ভাজ্জায়তেহস্তাক্ষিরীট্ সততাস্ত-
রীকৃতহেন বক্ষ্যমাণোহপ্যেতস্মাদেব পুরুষাজ্জায়ত এব তন্ময়শ্চেত্যেতদর্থ-
মাহ । তঞ্চ বিশিনষ্টি । অগ্নির্ভূতলোকঃ । অসৌ বাব লোকো গোতম্য-
রিতি শ্রুতেঃ । মূর্দ্ধা যন্তোত্তমাসং শিরঃ । চক্ষুষী চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চেতি ।
চন্দ্রসূর্য্যো যন্তেতি সর্কত্রামুষঙ্গং কর্তব্যং । অস্ত্রোত্তম্য পদস্ত বক্ষ্যমাণস্ত
যন্তেতি বিপরিণামং কৃত্বা দিশঃ শ্রোত্রে যন্ত । বাধিবৃত্তা উদঘাটীতীঃ
প্রসিদ্ধা বেদাঃ । যন্ত বায়ুঃ প্রাণো যন্ত হৃদয়মন্তঃকরণং বিশ্বং সমস্তং জগ-
দস্ত যন্তোত্তোতং । সর্কং হস্তঃকরণবিকারমেব জগন্মনস্তেব সূযুপ্তে প্রলয়-

অতএব তাঁহাকে যে পূর্বে অপ্রাণ বলা হইয়াছে, ইহা কিরূপে
সুসঙ্গত হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই যে, প্রাণ এই উপাধি
অবিচার কল্পনামাত্র) ॥ ৩ ॥

সর্কগ্রাণে পরব্রহ্ম হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয়, এই প্রথম-
জাত প্রাণ হইতে যে হিরণ্যগর্ভের জন্ম হয়, তাহার অন্তরাত্মা-
স্বরূপ যে বিরাটপুরুষ আকাশরূপে সর্কত্র লক্ষিত হইতেছে, এই
বিরাটপুরুষও সেই পরব্রহ্ম হইতে প্রাতুভূত হয়েন । এইক্ষণ
সেই বিরাটপুরুষ বিবৃত হইতেছেন, স্বর্গলোক যাঁহার মস্তক,
চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার নেত্রদ্বয়, দিক্‌সকল যাঁহার কর্ণ, সমুদায়
বেদ যাঁহার বাধিস্তার, বায়ু যাঁহার প্রাণ, এই সমুদায়
জগৎ যাঁহার অন্তঃকরণ (অর্থাৎ এই সমুদায় জগৎ যাঁহার
অন্তঃকরণের বিকারস্বরূপ । সূযুপ্তিকালে সমুদায়ই বিলীন
হয় এবং জাগরিতে অগ্নিবিষ্কুলিঙ্গের 'স্থায়' তাহাহই-

বেদাঃ । বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমশ্রু পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেব
সৰ্বভূতান্তরাশ্চ ॥ ৪ ॥

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যশ্চ সূর্য্যঃ সোমাং পৰ্জন্ত্য ওষধযঃ
পৃথিব্যাম্ । পুমান্ রेतঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্নীঃ
প্রজাঃ পুরুষাং সম্প্রসূতাঃ ॥ ৫ ॥

দর্শনাৎ । জাগরিতেহপি তত এবাগ্নিবিষ্কুলিঙ্গবহিপ্রতিষ্ঠানাৎ । যশ্চ চ
পদ্ভ্যাং জাতা পৃথিবী । এষ দেবো বিষ্ণুরনন্তঃ প্রথমশরীরী ত্রৈলোক্য-
দেহোপাধিঃ সর্বেষাং ভূতানামন্তরাশ্চ । স হি সমুত্তেষু দ্রষ্টা শ্রোতা
মন্তঃ বিজ্ঞাতা সৰ্বকরণাশ্চা পঞ্চাগ্নিধ্বারেণ চ বাঃ সংসরন্তি প্রজান্তা অপি
তস্মাদেব পুরুষাং প্রজায়ন্ত ইত্যুচ্যতে ॥ ৪ ॥

তস্মাৎ পরস্মাৎ পুরুষাং প্রজাবস্থানবিশেষরূপোহগ্নিঃ । স বিশেষ্যতে ।
যশ্চ সূর্য্যঃ সমিধ এব সমিধঃ । সূর্য্যেণ হি ছালোকঃ সমিধ্যতে । ততো
হি ছালোকাদগ্নিনিপ্পন্নাং সোমাং পৰ্জন্ত্যো দ্বিতীয়োহগ্নিঃ সম্ভবতি ।
তস্মাচ্চ পৰ্জন্ত্যাদোষধয়ঃ পৃথিব্যাং ভবন্তি । ওষধিভ্যঃ পুরুষার্গোহতাভ্যঃ

তেই পুনর্বার আবির্ভূত হয়) এবং যাহার পাদদ্বয় হইতে
সৰ্বধাত্রী পৃথিবী প্রাতুর্ভূত হইয়াছে, এই দেবাদিদেব অনন্ত-
রূপী প্রথমশরীরী ত্রৈলোক্যদেহোপাধি বিষ্ণুই সৰ্বভূতের
অন্তরাশ্চা । তিনিই সৰ্বভূতের দ্রষ্টা, শ্রোতা, অনুমন্তা,
বিজ্ঞাতা । আর যে সকল প্রজা এই সংসারে বিচরণ করি-
তেছে, তাহারাও সেই প্রধান পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪ ॥

সেই পরমপুরুষ হইতে যে, প্রজাবর্গের অবকাশপ্রদ
আকাশরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়, সূর্য্য সেই আকাশ-অগ্নির কাষ্ঠ,
সূর্য্যই আকাশকে প্রদীপ্ত করিয়া থাকেন । এই আকাশ হইতে
চন্দ্র, চন্দ্র হইতে পৰ্জন্ত্য এবং এই পৰ্জন্ত্য হইতে পৃথিবীতে
ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে । এই ওষধি হইতে পুরুষ উৎপন্ন

তস্মাদৃচঃ সামযজুংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সৰ্কে ক্রতবো
দক্ষিণাশ্চ । সংবৎসরঞ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র
পবতে যত্র সূর্য্যঃ ॥ ৬ ॥

পুমানগ্নৌ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং যোষিতি যোষায়ৌ দ্বিগ্যামিতি ।
এবং ক্রমেণ বহুবাক্ষ্যঃ প্রজাঃ ব্রাহ্মণাদ্যাঃ পুরুষাং পরমাং সম্প্রসূতাঃ
সমুৎপন্নাঃ । কিঞ্চ কর্মসাধনানি ফলানি চ তস্মাদেবেত্যাহ ॥ ৫ ॥

কথং তস্মাৎ পুরুষাদৃচো নিয়তাক্ষরপাদাবসানানি গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দো-
বিশিষ্টা মন্ত্রাঃ । সাম পাঞ্চভক্তিকং সাগুভক্তিকঞ্চ স্তোমাদিগীতিবিশিষ্টম্ ।
যজুংষ্যানিয়তাক্ষরপাদাবসানানি বাক্যরূপানি এবং ত্রিবিধা মন্ত্রাঃ । দীক্ষা
মোঞ্জাদিলক্ষণকর্তৃনিয়মবিশেষাঃ । যজ্ঞাশ্চ সৰ্কেহগ্নিহোত্রাদয়ঃ । ক্রতবঃ
সযুগাঃ । দক্ষিণাশ্চ কগবাদ্যপরিমিতসৰ্কসাস্তাঃ । সংবৎসরঞ্চ কাল-
কৰ্ম্মাঙ্গে । যজমানশ্চ কৰ্ত্তা । লোকান্তস্ত কৰ্ম্মফলভূতান্তে বিশেষান্তে ।
সোমো যত্র যেষু পবতে পুনাতি লোকান্ যত্র যেষু সূর্য্যস্তপতি তে চ
দক্ষিণায়নোত্তরায়ণমার্গদ্বয়গম্যা বিদ্বদবিদ্বৎকর্তৃফলভূতাঃ ॥ ৬ ॥

হইয়া স্ত্রীতে রেতঃসেক করে । এইরূপে ব্রাহ্মণাদি বহু-
প্রজা সেই পরমপুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং কর্মসাধন-
রূপ ফলসকলও সেই পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৫ ॥

সেই পরমপুরুষ হইতে নিয়ত-অক্ষরযুক্ত পাদ ও অবসান-
বিশিষ্ট গায়ত্রীপ্রভৃতি ছন্দঃসমন্বিত (ঋক্) মন্ত্র, পাঞ্চভক্তিক,
সাগুভক্তিক ও স্তোমাদিগীতিবিশিষ্ট সামমন্ত্র এবং অনিয়তাক্ষর,
অনিয়তপাদ ও অনিয়ত-অবসান বাক্যরূপ যজুর্মন্ত্র, এই ত্রিবিধ
মন্ত্র, দীক্ষা, অগ্নিহোত্রাদি সকল যজ্ঞ এবং গো হইতে সৰ্কসাস্ত
দক্ষিণা, সম্বৎসর, যজ্ঞকৰ্ত্তা, যজমান এবং চন্দ্রসূর্য্য প্রকাশ-
সম্পন্ন কর্মফলভূত লোক সমুৎপন্ন হইয়াছে । যাহাতে চন্দ্র
লোকসকল পবিত্র করেন এবং সূর্য্য দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণ এই
মার্গদ্বয় গত হইয়া লোকেতে তাপপ্রদান করেন ॥ ৬ ॥

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো
বয়াংসি । প্রাণাপানৌ ব্রীহিবরৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্যং
ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ ॥ ৭ ॥

সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত-

তস্মাচ্চ পুরুষাং কৰ্ম্মাঙ্গভূতা দেবা বহুধা বসাদিগণভেদেন সমাক-
প্রসূতাঃ । সাধ্যা দেববিশেষাঃ । মনুষ্যাঃ কৰ্ম্মাধিকৃতাঃ । পশবো গ্রাম্যা-
রণ্যাঃ । বয়াংসি পক্ষিণঃ । জীবনঞ্চ মনুষ্যাদীনাম্ । প্রাণাপানৌ ব্রীহি-
বরৌ হবিরথৌ । তপশ্চ কৰ্ম্মাঙ্গপুরুষসংস্কারলক্ষণং স্বতন্ত্রঞ্চ ফলসাদনম্ ।
শ্রদ্ধা যৎ পূৰ্ব্বকঃ সৰ্ব্বপুরুষার্থসাধনপ্রয়োগশ্চিত্তপ্রদান আন্তিক্যবুদ্ধিঃ ।
সত্যমনৃতবজ্জিতং যথাভূতার্থবচনঞ্চাপীড়াকরম্ । ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনাঙ্গমা-
চারঃ । বিধিশ্চৈতিকর্তব্যতা ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ সপ্তদীর্ঘাঃ প্রাণান্তস্বাদে পুরুষাং প্রভবন্তি । তেষাঞ্চ সপ্তা-
র্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বপ্নবিষয়াবদ্যোতনানি । তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্ত বিষয়াঃ ।
বিষয়ৈর্হি সমিধ্যন্তে প্রাণাঃ । সপ্ত হোমস্তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি । যদন্ত
বিজ্ঞানং তজ্জুহোতীতি শ্রুতাস্তরাং । কিঞ্চ সপ্ত ইমে লোকা ইন্দ্রিয়-

সেই পরমপুরুষ হইতে কৰ্ম্মাঙ্গভূত বসুপ্রভৃতি অসংখ্য
দেবগণ, সাধ্য, (দেবযোনিবিশেষ) কৰ্ম্মাধিকারী মনুষ্য, গ্রাম্য
ও আরণ্যপশু, ভূচর, খেচর প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষী মনুষ্যাদির
জীবন প্রাণ ও অপান, ব্রীহি, যব, কৰ্ম্মাঙ্গ পুরুষসংস্কার-
লক্ষণ ও স্বতন্ত্রফলসাদন তপস্যা, শ্রদ্ধা অর্থাৎ আন্তিক্যবুদ্ধি,
সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও বিধি এই সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৭ ॥

সেই পরমপুরুষ হইতে সপ্তপ্রাণ অর্থাৎ মস্তকস্থ সাত ইন্দ্রিয়
দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয় এবং উক্ত সপ্তপ্রাণের বিষয়প্রকাশক
সপ্তদীপ্তি, অর্থাৎ বিষয়গ্রহণশক্তি সপ্তসমিধ অর্থাৎ সপ্ত-
বিষয় । যে সকল বিষয়দ্বারা সপ্তপ্রাণ প্রদীপ্ত থাকে, সপ্ত-
হোম অর্থাৎ বিষয়বিজ্ঞান, সপ্তলোক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্থান, যাহাতে

হোমাঃ । সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া
নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮ ॥

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্কেহস্মাৎ শ্রুদন্তে সিদ্ধবঃ
সর্বরূপাঃ । অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসঞ্চ যেনৈষ ভূতৈ-
স্তিষ্ঠতে হন্তরাশ্মা ॥ ৯ ॥

স্থানানি যেবু চরন্তি প্রাণাঃ । প্রাণাঃ ইতি বিশেষণাৎ প্রাণানাং বিশে-
ষণমিদং প্রাণাপানাদিনিবৃত্ত্যর্থম্ । গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা স্বাপকালে
শেবত ইতি গুহাশয়াঃ । নিহিতাঃ স্থাপিতা ধাত্রা সপ্ত সপ্ত প্রতি প্রাণি-
ভেদম্ । যানি চ আয়ুযাজিনাং বিহ্বাৎ কৰ্ম্মাণি তৎসাধনানি কৰ্ম্ম-
ফলানি চাবিহ্বাৎ কৰ্ম্মাণি তৎসাধনানি কৰ্ম্মফলানি চ সর্কৈক্যতৎ পরস্মা-
দেব পুরুষাৎ সর্কৈক্যং প্রাপ্তমিতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৮ ॥

অতঃ পুরুষাৎ সমুদ্রাঃ সর্কে ক্ষীরাদ্যাঃ । গিরয়শ্চ হিমবদাদয়োহস্মা-
দেব পুরুষাৎ সর্কে । শ্রুদন্তে অবন্তি গাঙ্গাদ্যাঃ সিদ্ধবো নদ্যাঃ সর্বরূপাঃ
বহুরূপাঃ । অস্মাদেব পুরুষাৎ সর্কা ওষধয়ো ব্রীহিযবাদ্যাঃ । রসশ্চ মধু-

প্রাণ সঞ্চরণ করে । এই সপ্ত সপ্ত প্রাণাদি সমুদায়ই শরীরের
অভ্যন্তরবর্তী করিয়া বিধাতা প্রতি প্রাণীতেই স্থাপিত করিয়া
রাখিয়াছেন । এই সকল আয়ুযাজী জ্ঞানিবর্গের কৰ্ম্ম ফল-
সাধন করে এবং অজ্ঞানিদিগেরও কৰ্ম্ম ফলসাধন করিয়া
থাকে । এই সমুদায়ই সর্কৈক্য পরমপুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হই-
য়াছে ॥ ৮ ॥

ক্ষীরাক্ষিপ্ৰভৃতি সকল সমুদ্র ও হিমালয়াদি পর্বতসমূহ
এই পরমপুরুষ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে । গাঙ্গাপ্ৰভৃতি বহু-
বিধ নদী এই পরমপুরুষ হইতে বহির্গত হইয়াছে । এই পুরুষ
হইতেই ব্রীহিপ্ৰভৃতি ওষধিসকল সমুৎপন্ন হইয়াছে । মধুরাদি
ষড়্‌ব্রিধরসও সেই পরমপুরুষ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে । এই

॥ পুরুষ এবদং বিশ্বং কৰ্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্ । এতদ্

রাদিঃ ষড়্বিধো যেন রসেন ভূতৈঃ পঞ্চভি স্কুলৈঃ পরিবেষ্টিতস্তিষ্ঠতে
হস্তরাশ্মা লিঙ্গং সূক্ষ্মং শরীরম্ । তদ্ব্যস্তরাশ্মে শরীরস্তান্মনশ্চাশ্মা বৰ্দ্ধিত
ইত্যস্তরাশ্মা ॥ ৯ ॥

এবং পুরুষাৎ সৰ্ব্বমিদং সম্ভবতম্ । অতো বাচ্যরম্ভং বিকাৰো
নামধেয়মনৃতং পুরুষ ইত্যেব সত্যম্ । অতঃ পুরুষ এবদং সৰ্ব্বম্ । ন বিশ্বং
নাম পুরুষাদিত্যং কিঞ্চিদস্তি । অতো যদ্বক্তং তদেতদভিহিতং কস্মিন্
ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি । এতস্মিন্ হি পরস্মিন্মান্ননি
সৰ্ব্বকারণে পুরুষ এবদং বিশ্বং নামৈতদন্তীতি বিজ্ঞাতং ভবতীতি কিং
পুৰুষবিদং বিশ্বমিত্যুচ্যতে । কস্ম্যগ্নিহোত্রাদিলক্ষণম্ । তপো জ্ঞানং তৎকৃতং
ফলমন্তদেব তাবদ্ধীদং সৰ্ব্বম্ । তচ্চৈবব্রহ্মণঃ কার্য্যং তস্মাৎ ব্রহ্ম পরমমৃত-
মহমেবেতি যো বেদ নিহিতং হিতং গুহ্যং হৃদি সৰ্ব্বপ্রাণিনাং স এবং

সকলদ্বারাই অন্তরাশ্মা বিদ্যমান আছেন এবং লিঙ্গ ও সূক্ষ্ম-
শরীরও এই সমুদায়দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

উক্তপ্রকারে সেই পরমপুরুষ হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড
উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব সেই পরমপুরুষ পরব্রহ্মই সত্য এবং
বিশ্বময় । এই জগতে সেই পরমপুরুষ ভিন্ন আর কিছুই নাই ।
অতএব পূৰ্বে যে প্রশ্ন হইয়াছিল, “কাহাকে জানিতে পারিলে
বিশ্ব বিজ্ঞাত হয় ?” তাহার এই উত্তর হইল । এই পরমপুরুষকে
সৰ্ব্বতোভাবে জানিতে পারিলেই বিশ্বপরিজ্ঞাত হয় । যে
ব্যক্তি এই সৰ্ব্বকারণ পরব্রহ্মকে জানিতে পারে, তাহার কিছুই
অপরিজ্ঞাত থাকে না । অগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান-
প্রভৃতি তৎকৃত ফল এবং অন্যান্য সমুদায় ব্রহ্মের কার্য্য,
সেই ব্রহ্মই পরামৃতস্বরূপ । অতএব হে সৌম্য ! যে
ব্যক্তি এইরূপে, সৰ্ব্বপ্রাণীর হৃদয়গুহাগত পরব্রহ্মকে আত্ম-
স্বরূপে জানিতে পারেন, সেই ব্যক্তি দৃঢ়ীভূত বাসনারূপ

যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোহবিদ্যাগ্রস্থিঃ বিকিরতীহ
সৌম্য ॥ ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্মাম মহৎপদমত্রৈতৎ সম-

বিজ্ঞানাদবিদ্যাগ্রস্থিমিব দৃঢ়ীভূতামবিদ্যাবাননাং বিকিবতি বিক্লিপতি
নাশয়তীহ জীবন্মেব ন মৃতঃ সন্ হে সৌম্য প্রিয়দর্শন ॥ ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডাধ্যায়ম্ ॥ ১ ॥

অকপং সদক্ষরং কেন প্রকারেণ বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে । আবিঃ প্রকাশং
সন্নিহিতং বাগাধ্যাপাবিভির্জনতি ভ্রাজতীতি শ্রুতাস্ত্ববাচ্ছদাদীমুপগতমান-
বদবভাসতে । দর্শন শ্রবণমননবিজ্ঞানাদ্যপাদিধর্ম্মৈরাবিভূতং সল্লক্ষ্যতে
হৃদি সর্ক্সপ্রাণিনাম্ । যদেতদাবিভূতং ব্রহ্ম সন্নিহিতং সম্যক্স্থিতং হৃদি
তদগুহাচরং নাম গুহারাক্ষরতীতি দর্শনশ্রবণাদিপ্রকারৈর্গুহাচরমিতি
প্রথ্যাতম্ । মহৎ সর্ক্সমহত্ত্বাৎ পদং পদ্যতে সর্ক্সেণেতি সর্ক্সপদার্থাস্পদত্বাৎ ।

অবিজ্ঞ্যাগ্রস্থি নাশ করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারেন ।
(স্মৃতরাং তাহাকে আর সংসারবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারে
না) ॥ ১০ ॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সেই পরব্রহ্মকে জানিতে
পারিলে বিশ্বপরিজ্ঞাত হয়, কিন্তু সেই পরব্রহ্ম অরূপ ও অক্ষয় ।
অতএব তাঁহাকে কিরূপে জানা যাইতে পারে ? এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন ।—সেই পরব্রহ্ম সর্ক্সদা সকলের সমক্ষে আবিভূত
হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, অর্থাৎ সর্ক্সদা তাঁহারই শ্রবণ,
মনন, বিজ্ঞানাদি হইতেছে । এইরূপে তিনিই লক্ষিত হইতে-

পিতৃম্ । এতৎপ্রাণম্মিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসংবরণ্যং
পরবিজ্ঞানাদ্যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥ ১ ॥

যদর্চিমদ্যদগুভ্যোহু যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকি-

কথং তন্মহৎপদমিত্যুচ্যতে । যতত্রাস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেৎ সৰ্বং সমর্পিতং প্রবে-
শিতে রথনাভাবিব । এজ্জলংপক্ষাদি । প্রাণংপ্রাণিতীতি প্রাণাপানাদি-
মন্মহুষ্যপশ্বাদি । নিমিষনিমিষাদিক্রিরাবৎ যচ্চানিমিষচ্চ শব্দাৎ সমস্ত-
মেতদত্রৈব ব্রহ্মণি সমর্পিতম্ । এতদ্যদাস্পদং সৰ্ব্বে জানথ হে শিষ্যা
অবগচ্ছথ তদাশ্রুতং ভবতাং সদসংবরূপম্ । সদগতোমূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ
স্থূলস্থূক্ষয়োস্তদ্যতিরেকেণাভাবাৎ । বরণ্যং বরণীয়ং তদেব হি সৰ্ব্বশ্চ
নিত্যত্বাৎ প্রার্থনীয়ং পরং ব্যতিরিক্তং বিজ্ঞানাৎ প্রজানামিতি ব্যাহিতেন
সদ্বন্ধো যল্লৌকিকবিজ্ঞানাগোচরমিত্যর্থঃ । যদ্বরিষ্ঠং বরতমং সৰ্বপদার্থেবু
বরেষু তদ্ব্যেকং ব্রহ্মাতিশয়েন বরং সৰ্বদোষরহিতত্বাৎ ॥ ১ ॥

কিঞ্চ যদর্চিমদৌপ্তিমদৌপ্তাদিত্যাदि দীপ্যত ইতি দীপ্তিমব্রূহ । কিঞ্চ

ছেন । সেই পরব্রহ্ম সৰ্বপ্রাণীর হৃদয়গুহাতে সঞ্চারণ করিতে-
ছেন এবং তিনিই সৰ্বপদার্থের আশ্রয়, অতএব তাঁহাকে
মহৎপদ বলা যায় । যেহেতু সেই পরব্রহ্মেই সৰ্বপদার্থ সম-
র্পিত আছে, এইনিমিত্ত তিনিই সকলের অধিষ্ঠানভূত । পশু,
পক্ষী, মনুষ্যাदि সকল প্রাণী সেই ব্রহ্মের আশ্রয়ে বিद्यমান
আছে । হে শিষ্যগণ ! এইরূপে সেই ব্রহ্মকে সকলের আশ্র-
য়রূপ জ্ঞান কর । এই জগতে গৎ, অসৎ, ব্যক্ত, অব্যক্ত, স্থূল,
স্থূক্ষ যতপ্রকার পদার্থ আছে, সকলই তাঁহার স্বরূপ । তন্নির-
এই জগতে আর কিছুই নাই । যেহেতু সেই পরব্রহ্ম হিরণ্য-
র্ভেরও প্রার্থনীয়, অতএব তিনিই সকল প্রজাবর্গের প্রধান
এবং সৰ্বদোষরহিত ॥ ১ ॥

সেই পরব্রহ্ম জ্যোতিষ্মান্, তাঁহারই দীপ্তিতে আদিত্য

নশ্চ । তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তচ্ছ বাঙ্মনঃ । তদেতৎ
সত্যং তদমৃতং তদেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ২ ॥

ধনুর্গৃহীত্বোপনিষদং মহাস্ত্রং শরং ছ্যাপাসানিশিতং

যদগুভ্যঃ শ্রীমাকাদিভ্যোহপ্যগু সূক্ষ্মম্ । চশক্যাং স্থলেভ্যোহতিশয়েন স্থলং
পৃথিব্যাদিভ্যঃ । যস্মিল্লোকা ভূবাদয়ো নিহিতাঃ স্থিতা যে চ লোকিনো
লোকনিবাসিনো মনুষ্যাদয়শ্চৈতত্ত্বাশ্রয়া হি সর্কে প্রসিদ্ধান্তদেতৎ সর্কা-
শ্রয়মক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তচ্ছ বাঙ্মনো বাকৃচ মনশ্চ সর্কাণি চ করণানি
অন্তশ্চৈতত্ত্বাঃ । অণো হি প্রাণেন্দ্রিয়াদিসর্কসজ্বাতঃ । প্রাণস্ত প্রাণমিতি
জ্ঞাতাস্তরাং । যৎ প্রাণাদীনামন্তশ্চৈতত্ত্বমক্ষরং তদেতৎ সত্যমবিতথমতো-
হমৃতমবিনাশি তদেদ্ধব্যং মনসা তাড়য়িতব্যম্ । তস্মিন্মনঃসমাধানং
কর্তব্যমিত্যর্থঃ । যস্মাদেবং হে সৌম্য বিদ্ধি অক্ষরে চেতঃ সমাধেৎ ॥ ২ ॥

কথং বেদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে । ধনুর্নিবাসনং গৃহীত্বোপনিষদমুপনিষৎস্থ
ভবং প্রসিদ্ধং মহাস্ত্রং মহচ্চ তদস্তং ধনুস্তস্মিন্ শরম্ । কিং বিশিষ্ট-

প্রকাশ পাইতেছেন । তিনি শ্রীমাকাদি অতিসূক্ষ্মপদার্থ
হইতেও সূক্ষ্ম এবং পৃথিব্যাদি অতিস্থূলপদার্থ হইতেও স্থূল ।
ভূবাদি সপ্তলোক যাহাতে অবস্থিত আছে এবং সেই সপ্ত-
লোকনিবাসী সচেতন মনুষ্যাদি প্রাণী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া
রহিয়াছে । সেই সর্কশ্রয় অক্ষর পরব্রহ্মই প্রাণ, ইনিই বাক্য
মনঃপ্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয় এবং চৈতন্ত । তিনিই সত্য ও অবি-
নাশী । সেই পরব্রহ্মকে সকলেই বেধ করিবে, অর্থাৎ সর্কদা
তাঁহারই বিষয় পর্যালোচনা করিবে । হে শিষ্য ! তুমিও সেই
অব্যয় পরব্রহ্মেতে চেতঃসমাধান কর ॥ ২ ॥

পূর্বমস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, মনঃদ্বারা সেই পরব্রহ্মকে বেধ
করিবে, এই মস্ত্রে সেই বেধ বিরূত হইতেছে ।—হে শিষ্য ! যদি
তুমি ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে উপনিষদরূপ

সন্ধীয়ত । আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদে-
বাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ৩ ॥

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে । অপ্র-
মত্তেন বেদ্বব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

মিত্যাহ । উপাসানিশিতং সন্ততাভিধ্যানেন তনুকৃতং সংস্কৃতমিত্যোক্তং ।
সন্ধীয়ত সন্ধানং কুর্যাৎ । সন্ধায় চায়ম্যাক্ষ্য সেজ্জিয়মন্তঃকরণং স্ববিষয়া-
দ্বিনিবর্ত্য লক্ষ্য এবাবজ্জিতং কৃত্তেত্যর্থঃ । ন হি হন্তেনৈব ধনুষ আয়-
মনমিহ সন্তবতি । তদ্ভাবগতেন তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যক্ষরলক্ষ্যে ভাবনাভাব-
স্তদীতেন চ সালক্ষ্যং তদেব যথোক্তলক্ষণমক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ৩ ॥

যদ্বক্তং ধনুরাদি তদুচ্যতে প্রণব ওঙ্কারো ধনুঃ । যথেষ্টাসনং লক্ষ্যে শরস্ত
প্রবেশকারণং তথাস্মশরস্তাক্ষরে লক্ষ্যে প্রবেশকারণমোঙ্কারঃ । প্রণবেন
হ্যভ্যন্তর্যমানেন সংস্কিয়মাণস্তদালম্বনোহ প্রতিবন্ধেনাক্ষরেহবর্তিষ্ঠতে । যথা
ধনুযাস্ত ইবুল্লক্ষ্যে । অতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ । শরো হ্যাত্মোপাধিলক্ষণঃ
পরএব জলহৃৎকাদিবিদ্বিহ প্রবিষ্টো দেহে সর্ববোদ্ধপ্রত্যয়সাক্ষিতয়া সশর

প্রসিদ্ধ মহাস্ত্র ধনুঃগ্রহণ করিয়া তাহাতে তপস্ভারূপ শাণদ্বারা
তীক্ষ্ণীকৃত (নিয়ত ধ্যানদ্বারা বিশুদ্ধ) শর সন্ধানকরিবে ।
অনন্তর সেই ধনুঃ আকর্ষণ করিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃ-
করণকে স্বস্ববিষয় হইতে নিবর্তিত করিয়া ব্রহ্মভাবনতৎপর
চিত্তরূপ শরদ্বারা সেই লক্ষ্য বেধ কর ॥ ৩ ॥

পূর্বমন্ত্রে যে ধনুঃশরাদি উক্ত হইয়াছে, এই মন্ত্রে সেই ধনুঃ-
শরাদি প্রকাশিত হইতেছে ।—ওঙ্কারই ঔপনিষদ ধনুঃ (যেমন
লৌকিক ধনুই লক্ষ্যেতে শরপ্রবেশের কারণ, সেইরূপ ওঙ্কারই
অক্ষয় পরব্রহ্মেতে আত্মপ্রবেশের কারণ) প্রণবধ্যান অভ্যাস-
দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মকে অবলম্বন করিলে স্নান-

অগ্নিঃ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ
প্রাণৈশ্চ সৰ্বৈঃ । তমেবৈকং জ্ঞানং আত্মানমন্তা বাচো
বিমুক্তং অমৃতশ্চৈষ সেন্তুঃ ॥ ৫ ॥

ইব স্বাশ্রয়বিষয়যোগনক্লিত্বপ্রমাদবর্জিতেন সর্বতোবিরক্তেন জিতে-
ন্দ্রিয়েণৈকাগ্রচিত্তেন বেদব্যং ব্রহ্ম লক্ষ্যম্ । ততস্তদেধনাদুর্দ্ধং শরবত্তন্ময়ো
ভবেৎ । যথা শরশ্চ লক্ষ্যকায়ত্বং ফলং ভবতি । তথা দেহাদ্যানাশ্রয়প্রত্যয়-
তিরস্করণেনাক্ষরৈকায়ত্বং ফলমাপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অক্ষরশ্চৈব ত্বর্ণক্ষাত্বাং পুনঃ পুনর্লক্ষ্যচনং স্তলক্ষ্যার্থম্ । যশ্চিন্নক্ষরপূক্বে
দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং সমর্পিতং মনশ্চ সহ প্রাণৈঃ করণৈরশ্রৈঃ
সৰ্বৈস্তমেব সর্বাশ্রয়মেকমদ্বিতীয়ং জ্ঞানং জানীথ হে-শিষ্যাঃ । আত্মানং
প্রত্যক্ষরূপং যুগ্মাকং সর্বপ্রাণিনাঞ্চ জ্ঞাত্বা চাচ্চা বাচোহপরবিদ্যাক্রুপা
বিমুক্তং বিমুক্তং পরিত্যজত । তৎপ্রকাশকং সর্বং কণ্ঠং সদাধনম্ । যথা

য়াগে তাহাতে অবস্থান করিতে পারে । প্রাণব ধনুঃ, আত্মা
শর এবং ব্রহ্ম লক্ষ্য । অপ্রমত্ত হইয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বেধ করিলে
শরের ন্যায় লক্ষ্যের সহিত তন্ময় হইতে পারে । (সর্বতোভাবে
বিষয়বিরক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্রচিত্তে ওঙ্কার অভ্যা-
সার ব্রহ্মধ্যান করিলে সাধক ব্রহ্মময় হইতে পারে) ॥ ৪ ॥

সেই অক্ষর পরব্রহ্ম অতিতুল্লক্ষ্য, অতএব সুখপরিজ্ঞানার্থ
পুনঃপুনঃ বিবৃত করিতেছেন ।—অক্ষরপুরুষ পরব্রহ্মেতে স্বর্গ,
পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মনঃ ও প্রাণ এই সমুদায়ই সমর্পিত আছে ।
হে শিষ্যগণ ! অন্যান্য সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বারা সেই সর্বাশ্রয় অদ্বি-
তীয় পরব্রহ্মানুসন্ধান কর । সর্বপ্রাণীর আত্মস্বরূপ সেই পবুব্রহ্ম-
জানিয়া অপরবিজ্ঞাবিষয়ক বাক্য পরিত্যাগ কর । কায়মনো-
বাক্যে কেবল সেই পরব্রহ্মের সাধন কর । এইরূপ পরব্রহ্ম
পরিজ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তির সেন্তু, অর্থাৎ সংসার-মহাসাগর

অরা ইব রপনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোহন্তশ্চ-

অমৃতশ্চৈব সেতুরেতদাশ্রয়জ্ঞানমমৃতশ্চামৃতত্বস্তমোক্ষপ্রাপ্তয়ে সেতুঃ সংসার-
মহোদধেব্রহ্মরূপেতুত্বাৎ তথা চ শ্রুতাস্তবম্ । তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নাশ্রুঃ পস্থা বিদ্যাতেহয়নায়েতি ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ । অরা ইব । যথা রথনাভৌ সমর্পিতা অরা এবং সংহতাঃ
সম্প্রবিষ্টা যত্র যশ্বিন্ হৃদয়ে সর্ষতো দেহব্যাপিত্বো নাম তশ্বিন্ হৃদয়ে
বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষীভূতঃ স এব প্রকৃত আত্মা তন্মাধো চরতে চরতি বহুধা-
হ্নেনকথা ক্রোমহর্ষাদিপ্রত্যয়েজ্জায়মান ইব জায়মানোহন্তঃকরণোপাধান-
বিদ্যায়িত্বাদ্বদন্তি লৌকিকা হৃষ্টোজাতঃ ক্রুদ্ধো জাত ইতি । তন্মাধান-
মেধমৈত্রেবমোক্ষারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিপ্লয়ত ।
উক্তঞ্চ । বক্তব্যং শিষ্যেভ্য আচার্য্যেণ জ্ঞানতা । শিষ্যাশ্চ ব্রহ্মবিদ্যা বিবি-
দিববো নিবৃত্তকর্মাণো মোক্ষপথে প্রবৃত্তাঃ । তেষাং নির্বিদ্যাতয়া ব্রহ্ম-

হইতে পরিভ্রাণের একমাত্র কারণ । শ্রুত্যন্তরপ্রমাণে জ্ঞান।
যায় যে, সেই পরব্রহ্মকে জানিয়াই লোকে মোক্ষলাভ করে,
তন্নিম্ন মোক্ষপ্রাপ্তির আর উপায় নাই ॥ ৫ ॥

যেমন রথচক্রের নাভিতে অর্গল সম্প্রবিষ্ট আছে, সেইরূপ
সর্ষদেহব্যাপী নাড়ীগল হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট আছে, এই হৃদয়া-
ভ্যন্তরে জ্ঞানিগণের জেয় সর্ষসাক্ষীভূত অন্তরাত্মা সর্ষদা-
বিত্তমান আছেন । লৌকিকেরা বলিয়া থাকেন, তিনি দেখিতে-
ছেন, শুনিতেছেন, জানিতেছেন ইত্যাদি বহুপ্রকারে সেই
আত্মাকে চিন্তা কর । ওঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া যথোক্তরূপে
সেই পরমাত্মার ধ্যান কর । অন্যান্য স্থানে উক্ত আছে যে,
জ্ঞানী আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশ করিবেন এবং শিষ্যও ব্রহ্ম-
বিজ্ঞাপরিজ্ঞানে ইচ্ছুক হইয়া স্বস্বকর্ম পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষ-
পথের পথিক হইবে । আচার্য্য নির্বিদ্য শিষ্যদিগকে আশীর্বাদ
করিয়া বলিবেন “তোমাদিগের পরকালে মঙ্গল হউক” ।

রতে বহুধা জায়মানঃ ওমিতোবাং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি
বঃ পরায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬ ॥

যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ্যৈশ্চৈষ মহিমা ভূবি দিব্যে ব্রহ্ম-

প্রাপ্তিশাস্ত্রাচার্য্যঃ । স্বস্তি নির্বিরমস্ত বো যুগ্মাকং পবায় পরকালিবা ।
কশ্য । অবিদ্যা তমসঃ পরস্তাৎ । কশ্মাৎ অবিদ্যা তমসোহবিদ্যাবহিত-
ব্রহ্মান্নস্বরূপগমনাবেত্যর্থঃ । যোহসৌ তমসঃ পরস্তাৎ সংসারনহোদপিং
তীৰ্হা গন্তব্যঃ পরবিদ্যাবিষয় ইতি ॥ ৬ ॥

স কশ্মিন্ বৰ্ত্তত ইত্যাহ । যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিদ্যো ব্যাখ্যাতন্তং পূন-
দিশিনষ্ট । যৈশ্চৈষ প্রসিদ্ধো মহিমা বিভূতিঃ কোহসৌ মহিমা । যন্তেনে
দ্যাবাপৃথিবী শাসনে বিরূতে তিষ্ঠতঃ । সূর্য্যচন্দ্রমর্দৌ যন্ত শাসনোহস্ত-
চক্রবদজন্তং ভ্রমতঃ । যন্ত শাসনে সরিতঃ সাগবাশ্চ অগোচরং নাতি-
ক্রামন্তি । তথা স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যন্ত শাসনে নিয়তম্ । তথা চৰ্ত্তবো-
হরনেহন্ধাশ্চ যন্ত শাসনং নাতিক্রামন্তি । তথা কৰ্ত্তাবঃ কশ্মাদি ফলঞ্চ
যচ্ছাসনাং স্বং স্বং কালাং নাতিবৰ্ত্ততে স এষ মহিমা । ভূবি লোকে যন্ত

তোমাদিগের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ
হউক । (অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়া সংসারমহোদপির পার-
গমনপূর্ব্বক যাহাকে লাভ করা যায়, তিনিই পরবিজ্ঞার
বিষয়) ॥ ৬ ॥

ইতিপূৰ্বে যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ বলিয়া ব্যখ্যা^৩ হইলেন, বিশেষণ
প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহারই মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছেন ।—যিনি
সৰ্ব্বজ্ঞ ও সৰ্ব্ববিজ্ঞ তাঁহারই এই সকল মহিমা । যাহার শাসনে
স্বৰ্গ ও পৃথিবী বিজ্ঞমান আছে, চন্দ্র ও সূর্য্য যাহার শাসনে
অলাতচক্রের স্যায় নিয়তপরিভ্রমণ করিতেছেন । যাহার শাসনে
সাগর আপন নীমায় আবদ্ধ আছে, কোনরূপে আপন নীমা
অতিক্রম করিতে পারে না । যাহার শাসনে স্থাবরজঙ্গম-
সকল জগৎ নিয়মবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । ঋতু, অগ্নি ও অন্ধ যাহার

পুরে হ্যেব ব্যোম্মাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ । মনোময়ঃ প্রাণশরীর-

স এষ সৰ্ব্বজ্ঞ এৱং মহিমা । দিব্যো দ্যোতনবতি সৰ্ব্ববৌদ্ধপ্রত্যয়কৃত-
দ্যোতনে ব্রহ্মপুরে মনসি । ব্রহ্মণে হত্র চৈতন্ত্যস্বরূপেণ নিত্যাবিব্যক্তা-
দ্রুক্ষণঃ পুরং হৃদযপুণ্ডরীকং তস্মিন্ যদ্যোম তস্মিন্ ব্যোম্মাকাশে হৃৎপুণ্ড-
রীকমধ্যস্থে প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভ্যতে । নহাকাশবৎ সৰ্ব্বগতন্তু গতি-
রাগতিঃ প্রতিষ্ঠাবাণ্য় সন্তবতি । স হ্যাত্মা তত্রস্থো মনোবৃত্তিভিরেব
বিভাব্যত ইতি । মনোময়ো মনউপাধিত্বাৎ প্রাণশরীরেনেতা । প্রাণশ
শরীরঞ্চ প্রাণশরীরং তন্ত্ৰায়ং নেতা স্থলাচ্ছবীরাচ্ছবীবাশ্রবং হৃক্ষং প্রতি
প্রতিষ্ঠিতোহনৈভুজ্যমানান্নবিপৰিণামে প্রতিদিনমুপচীয়মানেহপচীয়মানে
চ ঞ্জিওকরণে হৃদয়ং বুদ্ধিঃ পুণ্ডরীকচ্ছিত্রে সন্নিধায় সমবস্থাপ্য হৃদয়াব-
স্থানমেব হ্যায়নঃ স্থিতিবয়ে তদায়ত্ত্বং বিজ্ঞানেন বিশিষ্টেন শাস্ত্রা-
চার্যোপদেশজনিতেন জ্ঞানশমদমধ্যানবৈরাগ্যোদ্ধৃতেন পবিপশ্যন্তি সৰ্ব্বতঃ

শাসন অতিক্রম করিতে পারে না । কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ফল ইহারা
যাঁহার শাসনে আপন আপন কালাতিবর্ত্তন করিতে পারে
না, এই সকলই সেই পরমাত্মার মহিমা । ভুলোকেতে যাঁহার
এইরূপ মহিমা প্রকাশ পাইতেছে, তিনিই সৰ্ব্বজ্ঞ, তিনি সৰ্ব্ব-
বিজ্ঞানপ্রদীপ্ত হৃদয়াকাশে হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যে প্রতিষ্ঠিত
আছেন । তিনি সৰ্ব্বগ, সৰ্ব্বত্রই তাঁহার গতি অপ্রতিহত
আছে, কোনস্থলেও তাঁহার গতির অচ্ছায়া হয় না । তিনি
মনোময় এবং প্রাণ, শরীরাদির নেতা, তাঁহার শাসনেই প্রাণ ও
শরীর কার্য্যকারী হয় । তিনি ভুজ্যমান অন্নের পরিণামভূত
প্রতিদিন উপচীয়মান ও ক্ষীয়মাণ পিণ্ডাকার শরীরে বুদ্ধি
স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন । শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপ-
দেশদ্বারা শম, দম, ধ্যান ও বৈরাগ্যপ্রভৃতি যোগসাধন করিলে
যে বিশিষ্ট জ্ঞানসমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানবলেই ধীর ও বিবেকীরা

নেতা প্রতিষ্ঠিতোহ্নে হৃদয়ং সন্নিধায় তদ্বিজ্ঞানেন পরি-
পশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সৰ্বসংশয়াঃ । ক্ষীয়ন্তে
চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮ ॥

পূর্ণং পশ্যন্তি উপলভন্তে ধীরা বিবেকিনঃ । আনন্দরূপং সৰ্বানর্থহুঃখা-
য়াস গ্রহীণনমৃতং যদ্বিভাতি বিশেষেণ স্বায়ত্ত্বেন ভাতি সৰ্বদা ॥ ৭ ॥

অস্ত পরমাত্মজ্ঞানফলমিদমভিদীয়তে । ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরবিদ্যা
বাসনাময়ঃ । বুদ্ধ্যাশ্রয়াস্তথা প্রোক্তাঃ কামা যেষাং হৃদি শ্রিতা ইতি
শ্রুতাস্তরাং । হৃদয়াশ্রয়োহসৌ নান্ধ্যশ্রবঃ । ভিদ্যতে ভেদং বিনাশমাযাতি
হৃদয়গ্রন্থিঃ । ভিদ্যন্তে সৰ্ব্বেহজ্ঞাতবিষয়াঃ সংশয়া লৌকিকানামাবৰ্ণাতু
গঙ্গাশ্রোতোবাৎ প্রবৃত্তা বিচ্ছেদনায়ামি । অস্ত বিজ্ঞানসংশয়স্ত নিবৃত্তা-
বিদ্যাস্ত বানি বিজ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্তনানি জন্মান্তবে চাপ্রবৃত্তফলানি
জ্ঞানোৎপত্তিসহভাবীনি চ ক্ষীয়ন্তে কৰ্ম্মাণি । ন ত্বেহজ্ঞানান্তবাস্তকানি

সেই আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন ; স্মৃতরাং তাঁহাদিগের আত্মাতে
সৰ্বদা সৰ্বানর্থ, আয়াস ও দুঃখবিহীন পূর্ণানন্দ প্রকাশ
পাইতে থাকেন এবং কদাচ সেই আনন্দের অন্তথা হয় না ॥ ৭ ॥

এইক্ষণ সেই পরমাত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের ফলনিরূপণ করিতেছেন ।

—সেই কার্য্যকারণরূপী সংসারাতীত সৰ্ব্বত্র পরমাত্মার জ্ঞান
হইলে, অর্থাৎ “আমিই পরব্রহ্মস্বরূপ” এইরূপে তাঁহাকে জানিতে
পারিলে, অবিচ্ছাদিত বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ পায় ।
শ্রুতাস্তরপ্রমাণে জানা যায় যে, যে সকল কামনা মানসে আবি-
র্ভূত হয়, তাহাই হৃদয়গ্রন্থি । আত্মদর্শী ব্যক্তির কোনপ্রকার
কামনাই থাকে না এবং সৰ্ব্বপ্রকার সংসার ছিন্ন হইয়া যায় ।
সৰ্বদাই অজ্ঞানদিগের গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় সৰ্ব্ববিষয়ে সংশয়-
প্রবৃত্ত আছে, আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে ঐ সকল সংশয় বিদূরিত

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্মানিষ্কলম্ । তচ্ছুভ্রং
জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্বদান্নবিদো বিভুঃ ॥ ৯ ॥

প্রবৃত্তফলত্বাভ্যশ্চিন্ সৰ্ব্বজ্ঞেঃসংসারিণি দৃষ্টে পরাবরে পরঞ্চ কারণান্ননা
অবরঞ্চ কার্যান্ননা তশ্চিন্ পরাবরে সাক্ষাদহমস্মীতি দৃষ্টে সংসরণোচ্ছেদা-
নুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

উক্তশ্রবণার্থং সজ্জ্ঞেপাভিধায়ক। উত্তরে মন্ত্রাজ্যোহপি হিরণ্ময়ে
জ্যোতিশ্ময়ে বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশে পরে কোশ ইবাহসেং। আত্মস্বরূপোপ-
লব্ধিস্থানত্বাং পরং সৰ্ব্বাভ্যন্তরবৃত্তাং তশ্চিন্ বিবজ্রমবিদ্যান্যশেষদোষরজো-
মলবর্জিতং ব্রহ্ম সৰ্ব্বমহত্ত্বাং সৰ্ব্বাত্মত্বাচ্চ নিষ্কলং নির্গতাঃ কলা যস্মাৎ
তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিত্যর্থঃ। যস্মাদ্বিরজং নিষ্কলঞ্চাতত্তচ্ছুভ্রং শুদ্ধজ্যোতিষাং
সৰ্ব্বপ্রকাশান্নানামগ্নাদীনামপি তজ্জ্যোতিরবভাসম্। অগ্নাদীনামপি
জ্যোতিধ্বমস্তর্গতব্রহ্মাচ্চৈতত্তত্তজ্যোতির্নির্মিতমিত্যর্থঃ। তন্নি পরং জ্যোতি-
র্ষদত্মানবভাসমান্নজ্যোতিস্তদ্বদান্নবিদ আত্মানং শব্দাদিবিষয়বুদ্ধিপ্রত্যয়-
সাক্ষিণং যে বিবেকিনো বিহৃক্সিজনাস্তি তে আত্মবিদস্তদ্বিহবান্নপ্রত্যয়ান্নি-
সারিণঃ। যস্মাৎ পরং জ্যোতিস্তস্মাত্ত এব তদ্বিহুর্নেতরে বাহার্থপ্রত্যয়ান্ন-
সারিণঃ ॥ ৯ ॥

হইয়া সৰ্ব্ববিষয়ের যাথার্থ্য জ্ঞান জন্মে। অবিচার নিবৃত্তি হইয়া
সৰ্ব্বপ্রকার সংশয় বিনষ্ট হইলেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা-
হইলেই পূর্বজন্মকৃত কৰ্ম্মসকল ক্ষয় পাইয়া থাকে, অর্থাৎ আত্ম-
জ্ঞানী ব্যক্তির পূর্বজন্মার্জিত কৰ্ম্মফলের ভোগ হয় না ॥ ৮ ॥

যেমন রত্নময়কোষের অভ্যন্তরে সমুজ্জ্বল অগ্নি থাকে, সেই-
রূপ জ্যোতিশ্ময় বুদ্ধিবিজ্ঞানপ্রকাশস্বরূপ বিজ্ঞানময়কোষের
অভ্যন্তরবর্তী অবিজ্ঞাদি অশেষ দোষরূপ মলবর্জিত নিষ্কল,
অর্থাৎ নিরবয়ব শুদ্ধ সৰ্ব্বপ্রকাশক অগ্ন্যাদি জ্যোতিষ্কপদার্থের
উদ্দীপক হইয়া যিনি স্থিতি করিতেছেন, সেই পরব্রহ্মকে যে
সকল বিবেকীরা জানেন, তাঁহারা ই আত্মবিদ। (যাঁহারা সেই

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যতো
ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং তস্ম
ভাসা সন্দমিদং বিভাতি ॥ ১০ ॥

কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্বাচাতে । ন তত্র তাম্বিন্ স্বায়ত্বতে
ব্রহ্মণি সর্বাভাসকোহপি সূর্যো ন ভাতি । তদ্বন্ধু ন প্রকাশরতীভার্থঃ ।
ন হি তশ্চৈব ভাসা সর্বমশ্বদনান্নজাতং প্রকাশয়ীভার্থঃ । ন তু তস্ম স্বতঃ
প্রকাশনসামর্থ্যম্ । তথা ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যতো ভাস্তি কুতোহয়-
মগ্নিরশ্বদোচবঃ । কিং বহুনা । যদিদং জগদ্ভাতি তত্তমেব পরমেশ্বরং
স্বতোভারূপস্বাত্তাভাঃ দীপ্যমানমনুভাতানুদীপাতে । যথা জ্বলন্তুকাদি
অগ্নিসংযোগাদগ্নিং দহন্তমনুদহতি ন স্বতস্তত্তশ্চৈব ভাসা দীপ্ত্যা সর্বমিদং
সূর্যাদিমজ্জগদ্বিভাতি । যত এবং তদেব ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ কার্য-
গতেন বিবিধেন ভাসা অতস্তস্ম ব্রহ্মণা ভাকগত্বং স্বতোহবগম্যতে । ন
পরং জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন, তাঁহাদিগকেই আত্ম-
জ্ঞানী বলা যায়, বাহ্যার্থজ্ঞানী সংসারিদিগকে আত্মবিদ্ বলা
যায় না) ॥ ৯ ॥

সর্বপ্রকাশক পরমাত্মভূত পরব্রহ্মকে সূর্য্যপ্রকাশ করিতে
পারেন না, যেহেতু সূর্য্যদেব সেই পরব্রহ্মের প্রকাশদ্বারা বাহ্য
জগৎকে প্রকাশ করিতেছেন । সূর্য্যের স্বতঃপ্রকাশন সামর্থ্য
নাই । সেই পরমাত্মার নিকটে চন্দ্র, তারা ও বিদ্যুৎ কিছুই
প্রকাশ পাইতে পারে না । চন্দ্রতারকাদি সকলই তাঁহার
প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে । যখন চন্দ্র, তারকাপ্রভৃতি
কোন জ্যোতিষ্কই তাঁহার নিকট প্রকাশ পাইতে পারে না ;
তখন অগ্নির কোনরূপেও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে শক্তি
নাই । এই যে জগৎপ্রকাশিত হইতেছে দেখিতেছে, তাহাও
সেই স্বপ্রকাশমান পরব্রহ্মের জ্যোতির অনুরূপমাত্র । যেমন
অগ্নিসংযোগে উলূক প্রজ্জ্বলিত হইয়া সেই অগ্নির অনুরূপ

ত্রৈলোক্যবেদমমৃতং পুরস্তাদ্রক্ষ্য পশ্চাদ্রক্ষ্য দক্ষিণতশ্চোত্ত-
রেণ । অধশ্চোৰ্দ্ধ্বং প্রস্থতং ত্রৈলোক্যবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং ॥১১॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ । দ্বিতীয়মুণ্ডকং সমাপ্তম্ ॥২॥

হি যতো বিদ্যানানং ভাসনমন্তু কন্তুং শক্নোতি । ঘটাদীনামন্তাবভাস-
কন্তাদর্শনাস্ত্যাপাণাদিত্যাদীনং তদর্শনাং ॥ ১০ ॥

যত্তজ্যোতিষাং জ্যোতিব্রহ্ম তদেব সত্যং সর্বং তদ্বিকারং বাচারন্তগং
বিকারো নামধেয়মাত্মনৃতমিতরদিত্যেতমর্থং বিস্তরেণ হেতুতঃ প্রতি-
পাদিতং নিমগনস্থানৌয়েন মন্ত্রেণ পুনরুপসংহরতি । ত্রৈলোক্যবোক্তলক্ষণমিদং
যৎপুরস্তাদগ্রে ত্রৈলোক্যবিদ্যাদৃষ্টীনং প্রত্যবভাসমানং তথা পশ্চাদ্রক্ষ্য তথা
দক্ষিণতশ্চ তথোত্তরেণ তথৈবাবদ্রক্ষ্য সর্বতোহন্তদপি কাব্যাকারণেন
প্রস্থতং প্রগতং নামরূপবদবভাসমানম্ । কিং বহুনা ত্রৈলোক্যবেদং বিশ্বং
সমস্তমিদং জগদ্বরিষ্ঠং বরতমম্ । অত্রপ্রত্যয়ঃ সর্বোহবিদ্যামাত্রো
রজ্যাবিব সর্পপ্রত্যয়ঃ । ত্রৈলোক্যবেদং পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনম্ ॥১১॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ডভাষ্যম্ ॥ ২ ॥

করে, সেইরূপ সেই পরব্রহ্মের প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াই এই
জগৎপ্রকাশ পাইতেছে । অতএব স্বভাবতই পরব্রহ্মের জ্যোতিঃ
স্বরূপত্ব অবগত হইতেছে ॥ ১০ ॥

পুরোবর্তী যে সকল পদার্থ দেখিতেছ, তাহাও সেই ব্রহ্ম ;
এইরূপ পশ্চাৎবর্তী, উত্তরস্থ, দক্ষিণস্থ, উর্দ্ধস্থ ও অধঃস্থ সমুদায়
পদার্থই ব্রহ্ম, তিনি সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত আছেন এবং সেই ব্রহ্মই
বিশ্বময় । অতএব ব্রহ্মই সর্বশ্রেষ্ঠ । (নামরূপবিশিষ্ট যে সকল
কার্য্য দেখিতেছ, সকলই ব্রহ্ম । যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান অলীক
সেইরূপ এই জগৎ সমুদায়ই অসত্য, কেবল সেই পরব্রহ্মই
সত্য) ॥ ১১ ॥

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডক সমাপ্ত ॥ ২ ॥

অথ তৃতীয়মুণ্ডকে-

প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানঃ বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।
তযোরন্তাঃ পিপ্পলং স্বাদন্ত্যনশ্নন্ন্যোহভিচাকশীতি ॥ ১ ॥

পর্য বিদ্যোক্তা যয়া তদক্ষরং পুরুষাখ্যং সত্যমধিগম্যতে । যদধিগমে
হৃদয়গ্রন্থাদেঃ । সংসারকাবণশ্রাত্যস্তিকবিনাশঃ শ্রাং । দর্শনোপায়শ্চ
যোগো ধম্মরাহ্যপাদানকল্পনয়োক্তিঃ । অথেনাদানীং তৎসহকারীণি সত্যাদি-
পাদনানি বক্তব্যানীতি তদর্থমুত্তরারম্ভঃ । প্রাধায়েন তত্ত্বনির্দারণঞ্চ প্রকা-
রান্তরেণ ক্রিয়তে । অত্যন্তদূরবগাহ্যত্বাৎ কৃতমপি তত্র স্বভূতো মন্ত্রঃ
পরমার্থবস্তুবধারণার্থমুপলভ্যতে । দ্বা দ্বৌ সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ
সুপর্ণৌ পক্ষিসামান্যাদ্বা সুপর্ণৌ সযুজা সযুজৌ সইব সর্বদা যুক্তৌ সখায়া
সাখ্যৌ সমানখ্যাতৌ সমানাভিব্যক্তিকাবর্ণৌ এবভূতো সন্তৌ সমানমবি-
শ্বমুপলব্ধ্যাধিষ্ঠানতরা একং বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্ছেদনসামান্যত্বং শরীরং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে পরিষক্তবন্তৌ । সুপর্ণাবিবেকং বৃক্ষং ফলোপভোগার্থম্ ।
ময়ং হি বৃক্ষ উর্দ্ধমূলোহবাক্ষাখোহস্থখোহব্যক্তমূলপ্রভবঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞকঃ

যে বিজ্ঞা দ্বারা সত্যসনাতন পরমপুরুষকে লাভ করা যায়,
সেই পরাবিজ্ঞা উক্ত হইয়াছে এবং যাঁহাকে জানিতে পারিলে
হৃদয়গ্রন্থিপ্রভৃতি সংসারের কারণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় ।
সেঁহার জ্ঞানোপায় যে যোগ, তাঁহাও কথিত হইয়াছে । এইক্ষণ
সেই যোগের সহকারী সত্যাদিসাধন কথিত হইবে । যোগ-
সাধনের প্রথমে তত্ত্বনির্দারণ আবশ্যক, পরন্তু সেই তত্ত্বনির্দারণ
মতিদূরবগাহ্য, অতএব প্রকারান্তরে তত্ত্বনির্দারণ করিতে-
ছেন ।—যেমন একটি রক্ষেতে সমানভাবাপন্ন শোভনপক্ষযুক্ত

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহু-

সৰ্ৱপ্ৰাণিকৰ্মফলাশ্ৰয়ন্তং পৰিষক্তবন্তৌ স্বপৰ্ণাবিবাৰিধ্যাকামকৰ্মবাসনাশ্ৰয়-
লিঙ্গোপাধ্যায়ৈশ্বরৌ । তয়োঃ পৰিষক্তয়োৰগ্ন একঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞো লিঙ্গো-
পাধিবৃক্ষমাশ্ৰিতঃ পিপ্লবং কৰ্মনিষ্পন্নং সুখদুঃখলক্ষণং ফলং স্বাদ্বনেক-
বিচিত্ৰবেদনান্বাহুরূপং স্বাদ্বত্তি ভক্ষয়তু্যপভুঙ্ ক্তেহবিবেকতঃ । অনশ্নন্নগ্ন
ইতর ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্বোপাধিরীশ্বরো নান্ধাতি ।
প্ৰেৰয়িতা হ্যসাবভগোৰ্ত্তোজ্যভোক্ত্ৰান্নিত্যসাক্ষিত্বসত্ত্বাত্মাশ্ৰেণ । স ত্বন-
শ্নন্নন্তোহভিচাক্ষীতীতি পশ্যত্যেব কেবলম্ । দৰ্শনমাত্ৰেণ হি তন্ত প্ৰেৰয়ি
ত্বং রাজবৎ ॥ ১ ॥

‘তত্রৈবং সতি সমানে বৃক্ষে যথোক্তে শরীরে পুরুষো ভোক্তা জীবো-
হবিদ্যাকামকৰ্মকলরাগাদিগুরুভারাক্রান্তোহলাবুরিব সামুদ্রে জলে নিমগ্নো’

দুইটি পক্ষী বন্ধুতাবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সৰ্বদা একত্ৰ অবস্থান
করে, সেইরূপ ব্রহ্মবৎ বিনশ্বর এই শরীররূপ ব্রহ্মতে আত্মা
ও ঈশ্বর এই উভয় বিद्यমান আছেন । এই ব্রহ্মের মূল উর্দ্ধে
এবং শাখা অধোভাগে । ইহার মূলকারণ অব্যক্ত এবং সৰ্ব-
প্ৰাণীর কৰ্মফলের আশ্রয় । উক্ত আত্মা ও ঈশ্বর এই উভয়ের
মধ্যে আত্মা লিঙ্গশরীররূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবিবেক-
বশতঃ কৰ্মনিষ্পন্ন সুখদুঃখরূপ নানাবিধ স্বাদু ও অস্বাদু ফল
ভক্ষণ করেন । নিত্য বুদ্ধ শুদ্ধ মুক্তস্বভাব সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্বোপাধির
আশ্রয়, ঈশ্বর কিছুই ভোগ করেন না । তিনি সকলের
প্ৰেৰক এবং সকলের দৰ্শক, অর্থাৎ দৰ্শনমাত্রই সকলকে প্ৰেৰণ
করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

পূৰ্বোক্তরূপ একই শরীরব্রহ্মতে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই বাস
করেন । উক্ত জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে ভোক্তাপুরুষ
জীব অবিজ্ঞানিত কাম্যকৰ্মের ফলভোগে অনুরাগরূপ গুরু-

মানঃ । জুফং যদা পশ্যত্যন্যমোশমশ্চ মহিমানমিতি বীত-
শোকঃ ॥ ২ ॥

নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপনোহয়মেবাহ অমুষ্য পুত্রোহস্ত নপ্তা কৃশঃ স্থলো
গুণবান্নিগুণঃ স্মৃখী দুঃখীত্যেবং প্রত্যয়ো নাত্যাত্মোহাত্মাদিতি জায়তে
ত্রিয়তে সংযুজ্যতে বিযুজ্যতে চ সম্বন্ধিবাক্যবৈঃ । অতোহনীশবা ন কস্ত-
চিৎ সমর্থোহহং পুত্রো মম বিনষ্টো মৃতো মে ভার্য্যা কিং মে জীবিতে-
নেত্যেবং দীনভাবোহনীশা তয়া শোচতি সন্তপ্যতে মুহূৰ্ণানোহনৈকৈরনর্থ-
প্রকারৈরবিবেকিতয়া চিন্তামাপদ্যমানঃ স এবং প্রেততির্গ্যগ্নমুদ্রাবাদি-
যোনিষাজবং জীবভাবমাপন্নঃ কদাচিদনেকজন্মস্থ শুদ্ধধর্মসঞ্চি-
তনিমিত্তেন কেনচিৎ পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগমার্গে অহিংসাসত্যব্রহ্মচর্য্যসর্ব্বত্যাগ-

ভারে আক্রান্ত হইয়া দেহেতে আত্মজ্ঞানের নিশ্চয়পূর্ব্বক সংসারে
পতিত হয় । যেমন অলাবু ভারাক্রান্ত হইলে সানুদ্রজলে নিমগ্ন
হয়, সেইরূপ জীব সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে । সংসার
সাগরে নিমগ্ন জীব “এই আমি অনুকের পুত্র, অনুকের পৌত্র,
আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি গুণবান্, আমি নিগুণ, আমি স্মৃখী,
আমি দুঃখী” ইত্যাদিরূপে অসার সংসারকে সত্যজ্ঞান করিয়া
একবার জন্মগ্রহণ করে, পুনর্বার মৃত্যুমুখে পতিত হয় । কখন
বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হয়, কখন বা তাহাদিগের বিচ্ছেদ-
যন্ত্রণা ভোগ করে এবং “আমার পুত্র বিনষ্ট হইয়াছে, আমার
ভার্য্যার মৃত্যু হইয়াছে, আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি ?”
এইরূপ দীনতা প্রাপ্ত হইয়াই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে
ও নানাপ্রকার সন্তাপে সন্তপ্ত হয় । কখন বা সংসার মায়ায়
মোহিত হইয়া অনর্থক অবিবেকবশতঃ বিবিধ চিন্তায়
অভিভূত হয় । আর সেই জীব এইপ্রকারে কখন প্রেতদেহ

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কৰ্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-

শমদমাদিসম্পন্নঃ সমাহিতাত্মা সন্ জুষ্টং সেবিতমনৈকৈৰ্যোগিমার্গৈঃ কৰ্ম-
ভিশ্চ যদা যস্মিন্ কালে পশুতি ধ্যায়মানোহুতং বৃক্ষোপাধিলক্ষণাবিলক্ষণ-
মীশমসংসারিণমশনায়াপিপাসাশোকমোহজরামৃত্তীতমীশং সৰ্বশ্চ জগ-
তোহয়মহমস্মাত্মা সৰ্বশ্চ সমঃ সৰ্বভূতস্থো নেতরোহবিদ্যাজনিতোপাধি-
পরিচ্ছিন্নো মায়াস্মৈতি বিভূতিং মহিমানঞ্চ জগদ্রপমশ্চৈব মম পরমেশ্বর-
স্তেতি যদৈবং দ্রষ্টা তদা বীতশোকো ভবতি সৰ্বস্বাচ্ছোকসাগরাহিপ্ৰমুচ্যতে
কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অত্চোহপি মত্ত ইমমেবার্থমাহ সবিস্তরম্ । যদা যস্মিন্ কালে পশ্যঃ

প্রাপ্ত হয়, কখন তিৰ্য্যগ্‌যোনিতে প্রবেশ করে, কখন বা মনুষ্য-
রূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে । কদাচিৎ অনেক জন্মের
সঞ্চিত ধৰ্ম্মফলে পরমকারুণিক গুরু যোগমার্গ প্রদর্শন করিলে
অহিংসা, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূৰ্ব্বক সৰ্বসংসার পরি-
ত্যাগ করিয়া শমদমাদি সাধনদ্বারা সমাধি আশ্রয় করে এবং
যোগিবৃন্দের পরিসেবিত মার্গ আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ধ্যানাব-
লম্বন পুরঃসর শরীরোপাধি লক্ষণ ভিন্ন সংসারাতীত ক্ষুধা
পিপাসায় অনভিভূত শোকমোহের অনধিকৃত জরামৃত্যুবিহীন
সেই শরীর ব্রহ্মরূপ আপন মহতর ঈশ্বরকে যখন অবলোকন
করে, তখন “আমিই এই অখণ্ড জগতের আত্মা, আমি সৰ্ব-
সম, আমি সৰ্বভূতস্থ” এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে এবং যখন
“আমি অবিজ্ঞানিত উপাধিবিশিষ্ট নহি, এই জগৎ পর-
মাত্মার মাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছুই নহে ।” এইরূপে পরমেশ্বরকে
জগৎস্বরূপে দর্শন করে, তখন সেই জীব সৰ্বশোক পরিত্যাগ
করিয়া সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কৃতকৃত্য হয় ॥ ২ ॥

এই শ্লোকে পুৰুষমাত্রার্থ সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন ।—যে

যোনিং । তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধ্ব্য নিরঞ্জনঃ পরমং
সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥

প্রাণো হ্যেষ যঃ সৰ্ব্বভূতৈर्वিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্

পশুতীতি বিদ্বান্ সাধক ইত্যর্থঃ । পশুতে পশুতি পূর্ববদ্রক্ষবর্ণং স্বয়ং
জ্যোতিঃস্বভাবং রুদ্রশ্বেব বা জ্যোতিরস্ত্রাবিনাশি কর্তারং সৰ্ব্বত্র জগত
ঈশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্ম চ তদ্যোনিশ্চাসৌ ব্রহ্মযোনিস্তং ব্রহ্মযোনিং
ব্রহ্মণো বাহুপরশ্চ যোনিং স যদা চৈব পশুতি তদা স বিদ্বান্ পশুঃ পুণ্য-
পাপে বন্ধনভূতে কৰ্ম্মণী সমূলে বিধ্ব্য নিরশ্চ দন্ধা নিরঞ্জনা নির্লেপো
বিগতকেশঃ পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়ং সাম্যং সমতামদয়লক্ষণং দৈব-
যাগি সামান্যতো বাচ্যে বাতোহদয়লক্ষণমেতং পরং সাম্যমুপৈতি প্রীতি-
পদ্যতে ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ যোহয়ং প্রাণশ্চ প্রাণঃ পর ঈশ্বরো হ্যেষ প্রকৃতঃ সৰ্ব্বভূতৈ-
ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্য্যন্তৈঃ । ইচ্ছতুলক্ষণা তৃতীয়া । সৰ্ব্বভূতস্থঃ সৰ্ব্বান্না সন্নি-
ত্যর্থঃ । বিভাতি বিবিধং দীপ্যতে । এবং সৰ্ব্বভূতস্থঃ যঃ সাক্ষাদানুভাবে-

কালে বিদ্বান্ সাধক স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ অনন্তব্রহ্মাণ্ডকর্তা
পরমপুরুষ সৰ্ব্বযোনি পরব্রহ্মকে দর্শন করে, সেই সময়ে সেই
জ্ঞানী সাধক সংসারবন্ধনের কারণীভূত পুণ্যাপুণ্য কৰ্ম্মলকল
সমূলে দন্ধ করিয়া সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া সৰ্ব্বপ্রকার ক্লেশ
বিসৰ্জনপূর্বক পরমসাম্য লাভ করে । (তখন দ্বৈতভাব পরি-
ত্যাগ পুরঃসর সৰ্ব্বত্র সমতাজ্ঞান হইয়া থাকে) ॥ ৩ ॥

যিনি প্রাণের প্রাণ পরম-ঈশ্বর, তিনি আব্রহ্মস্তম্ভপর্য্যন্ত
সৰ্ব্বভূতস্থ সৰ্ব্বান্নরূপে প্রকাশ পাইতেছেন । তিনি বিবিধরূপে
দীপ্যমান আছেন । যে ব্যক্তি, “আমিই সেই সৰ্ব্বভূতান্ন-
স্বরূপ” এইরূপে জানেন, তিনি অন্য বাক্য পরিত্যাগ করেন ।

ভবতে নাতিবাদী । আত্মক্ৰীড়া আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ
ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

নায়মহমস্মীতি বিজানন্ বিদ্বান্ বাক্যার্থজ্ঞানমাত্রেন স ভবতে ন ভব-
তীতেতৎ । কিম্ অতিবাদী অতীত্য সৰ্বানুগ্ৰাহান্ বদিতুং শীলমশ্লেষ্য-
বাদী । যন্তেবং সাক্ষাদানুগ্ৰাহং প্রাপ্ত্বা প্রাপ্তং বিদ্বান্নাতিবাদী ভবতীত্যর্থঃ ।
সৰ্বং যদাশ্চৈব নাশ্চদন্তীতি দৃষ্টং তদা কিং হ্রসাবতীত্য বদেৎ । যন্ত ত্বপর-
মপরমশ্চদদৃষ্টমস্তি স তদতীত্য বদতি । অয়ন্ত বিদ্বান্ আনোহন্ত পশুতি
নাশ্চচ্ছগোতি নাশ্চদ্বিজ্ঞানতি । অতো নাতিবদতি । কিঞ্চ আত্মক্ৰীড়া আত্ম-
শ্লেষক্ৰীড়নং যন্ত নাশ্চ পুত্রদারাদিষু স আত্মক্ৰীড়াঃ । তথা আত্মরতি-
শ্লেষচরতীরমণং প্রীতির্থন্ত স আত্মরতিঃ । ক্ৰীড়া বাহ্যসাধনসাপেক্ষা ।
রতিস্ত্ব সাধননিরপেক্ষা বাহ্যবিষয়প্রীতিমাত্রমিতি বিশেষঃ । তথা ক্রিয়াবান্
জ্ঞানধ্যানবৈরাগ্যাদিক্রিয়া যন্ত সোহয়ং ক্রিয়াবান্ । সমাসপাঠে আত্ম-
রতিরেব ক্রিয়াহন্ত বিদ্যত ইতি বহুব্রীহিমতুবর্থয়োরন্তরোহতিরিচ্যতে ।
কেচিৎসিদ্ধিহোত্রাদিকৰ্ম্মব্রহ্মবিদ্যায়োঃ সমুচ্চয়ার্থমিচ্ছন্তি । তচ্চেষ ব্রহ্মবিদাং
বরিষ্ঠ ইত্যনেন মুখ্যার্থবচনেন বিরূধ্যতে । ন হি বাহ্যক্রিয়া আত্মরতিশ্চ
ভবিতুং শক্লুতঃ । কশ্চিৎ বাহ্যক্রিয়াবিনিবৃত্তো হ্যাত্মক্ৰীড়ো ভবতি বাহ্য-
ক্রিয়াত্মক্ৰীড়য়োৰ্কিরোধোৎ । ন হি তমঃ প্রকাশয়ৌর্গুণপদেকত্র স্থিতিঃ

যিনি প্রাণের প্রাণীস্বরূপ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ জানিতে
পারেন, তিনি কখন পরমাত্ম বাক্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য
বাক্য বলেন না । “সকলই সেই পরমাত্মময়, যখন এইরূপ
জ্ঞান হয়, তখন তাহার ব্রহ্মভিন্ন অন্যবাক্য থাকে না । যাহার
পরাপর জ্ঞান আছে, তাহারই অন্ত্যন্ত বাক্য বলিতে ইচ্ছা
হয় । যিনি ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি পরমাত্মাভিন্ন
অন্যকিছু দর্শন করেন না, শ্রবণ করেন না এবং অন্যকোন
পদার্থই জানেন না । তিনি সৰ্বদা সেই পরমাত্মাতেই ক্রীড়া

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্ম-

সম্ভবতি । তস্মাদসংপ্রলপিতমেতৎ । অনেন জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়প্রতিপাদনম্ ।
অত্মা বাচো বিমুক্তং সন্ন্যাসযোগাদিশ্রুতিভ্যশ্চ । তস্মাদয়মেবেহ ক্রিয়াবান্
যো জ্ঞানধ্যানাদিক্রিয়াবান্ সন্তিন্মার্থমর্থ্যাৎ সন্ন্যাসী । য এবং লক্ষণো
নাতিবাদ্যাত্মকীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স ব্রহ্মবিদাং সর্বেষাং
বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ ॥ ৪ ॥

অধুনা সত্যাদীনি ভিক্ষাঃ সম্যগ্জ্ঞানসহকারীণি সাধনানি বিধীয়ন্তে
নিবৃত্তিপ্রধানানি । সত্যেনানুতত্যাগেন মৃষাবদনত্যাগেন লভ্যঃ প্রাপ্তব্যঃ ।
কিঞ্চ তপসা হীন্দ্రిয়মনেকাগ্রতয়া । মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাক্ষৈকাগ্র্যং পরমং
তপ ইতি স্মরণাৎ । তদ্ব্যতীকূলমাত্মদর্শনাভিমুখীভাবাৎ পরমং সাধনং
তপো নেতরচ্ছাত্রায়ণাদি । এষ আত্মা লভ্য ইত্যনুব্ধঃ । সর্বত্র সম্যগ্-
জ্ঞানেন যথাভূতাত্মদর্শনেন ব্রহ্মচর্যেণ মৈথুনা সমাচারেণ নিত্যং সত্যেন
নিত্যং তপসা নিত্যং সম্যগ্জ্ঞানেনেতি সর্বত্র নিত্যশব্দোহন্ত্যদীপকত্যায়ে-

করিতে থাকেন, পুত্রদাদাদি সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহার
অনুরাগ থাকে না । তাঁহার পরমাত্মাতেই সর্বদা প্রীতি থাকে,
অন্তকোন বিষয়েই তাঁহার প্রীতি হয় না । আত্মদর্শী ব্যক্তি
সর্বদা আত্মাধ্যান, বৈরাগ্যাদিক্রিয়া করিয়া থাকেন । যিনি
উক্তরূপ আত্মকীড়া ও আত্মরতি, তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্ম-
জ্ঞানিদিগের প্রধান ॥ ৪ ॥

সত্যাদিব্রতই জ্ঞানলাভের সহকারী । মিথ্যা আচরণ পরি-
ত্যাগ করিয়া সত্যব্রত আশ্রয় করিলেই সেই পরমাত্মাকে লাভ
করিতে পারে এবং ইন্দ্రిয় ও মনের একাগ্রতারূপ তপস্যা-
দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় । ইন্দ্రిয় ও মনের একাগ্র-
তাই পরম তপস্যা, ইহা বুদ্ধেরা স্মরণ করিয়া থাকেন । অত-
এব মনঃসংযম ও ইন্দ্రిয় নিগ্রহই ব্রহ্মজ্ঞানসাধন পরমতপস্যা ।

চর্যেণ নিত্যম্ । অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫ ॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পশ্চাৎ বিততো দেব-

নানুৰুক্তব্যঃ । বক্ষ্যতি চ । ন যেষু জিহ্মনৃতং ন মায়া চেতি । কোহস-
বান্মা য এতৈঃ সাধুভির্ভ্যত ইত্যুচ্যতে । অতঃ শরীরেহস্তমধ্যে শরীরস্ত
পুণ্ডরীকাকাশে জ্যোতির্ময়ো হি রুক্ষবর্ণঃ শুভ্রঃ শুদ্ধোহয়মাত্মানং পশ্যন্ত্যপ-
লভন্তে যতয়ো যতনশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ ক্ষীণদোষাঃ ক্ষীণকোষাদিচিত্তমলাঃ
স আত্মা নিত্যং সত্যাদিনাধনৈঃ সন্ন্যাসিভির্ভ্যত ইত্যর্থঃ । ন কাদা-
চিংকৈঃ সত্যাদিভির্ভ্যতে সত্যসাধনস্ত্যক্তার্থোহয়মর্থবাদঃ ॥ ৫ ॥

সত্যমেব সত্যবানেব জয়তে জয়তি নানৃতং নানৃতবাদীত্বার্থঃ । ন হি
সত্যানৃতয়োঃ কেবলয়োঃ পুরুষানাশ্রিতয়োঃ সম্ভবো জয়ঃ পরাজয়ো বা
সম্ভবতি । প্রসিদ্ধং লোকেহসত্যবাননৃতবাদ্যভিভূয়তে ন বিপর্যায়োহতঃ
সিদ্ধং সত্যস্ত বালবৎসাধনত্বম্ । কিন্তু শাস্ত্রতোহপ্যবগম্যতে সত্যস্ত
সাধনাতিশয়ত্বম্ । কথম্ সত্যেন যথাভূতবাদব্যবস্থয়া পশ্চাৎ দেবযানাথো
বিততো বিস্তীর্ণঃ সাতত্যেন প্রবৃন্তঃ । যেন যথা হাক্রমন্তি ক্রমন্তে ঋষয়ো

চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা ব্রহ্মবিজ্ঞানের কারণ নহে । সম্যক্ জ্ঞান ও
ব্রহ্মচর্য্য এই উভয়ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ । সৰ্বদা সত্যপালন,
সৰ্বদা তপস্যা, সৰ্বদা সম্যক্ জ্ঞান এবং সৰ্বদা ব্রহ্মচর্য্য আচরণ
করিলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । যোগিগণ সৰ্বপ্রকার চিত্ত-
মল বিদূরিত করিয়া যাহাকে শরীরভ্যন্তরে দর্শন করেন,
সেই জ্যোতির্ময় বিশুদ্ধ পদার্থই পরমাত্মা । (এই পরমাত্মাকেই
সন্ন্যাসীরা সত্যাদি সাধনদ্বারা লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৫ ॥

সত্যবান্ ব্যক্তিই সকলকে জয় করে, কদাচ অসত্যবাদী
জয় করিতে পারে না । সত্যদ্বারাই দেবযান পশ্চাৎ বিস্তীর্ণ
হয় । এই পশ্চাৎ আশ্রয় করিয়াই কুহক, মায়া, শাঠ্য, অহঙ্কার,

যানঃ । যেনাক্রমন্ত্যযো হাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যশ্চ
পরমং নিধানম্ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম তদ্ব্যবচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎসূক্ষ্মতরং

দর্শনবন্তঃ কুহকমায়াশাঠ্যাহঙ্কারদন্তানৃতবর্জিতা হাপ্তকামা বিগততৃষ্ণাঃ
সর্বতো যত্র যস্মিন্ তৎ পরমার্থতত্ত্বং সত্যশ্চোত্তমসাধনশ্চ সম্বন্ধি সাধ্যং
পরমং প্রকৃষ্টং নিধানং পুরুষার্থরূপেণ নিধীয়তে প্রবর্ততে । তত্র চ যেন
যথা ক্রমন্তি সত্যেন বিতত ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ । কিন্তু কিম্বক্ষ্যকং
তদিত্যুচ্যতে ॥ ৬ ॥

ব্রহ্ম তন্নহ্ম তৎ প্রকৃষ্টং ব্রহ্ম সত্যাদিসাধনে সর্বতো ব্যাপ্ত্যুৎ ।
দ্ব্যং স্বয়ম্প্রভমনিদ্রিয়গোচরং অত এব ন চিন্তয়িতুং শক্যতেহশ্চ রূপ-
মিত্যচিন্ত্যরূপম্ । সূক্ষ্মাদাকাশাদেব তৎ সূক্ষ্মতরং নিরতিশয়ং হি
সৌক্ষ্মমশ্চ সর্বকারণত্বাভিভাতি বিবিধমাদিত্যচন্দ্রাদ্যাকারেণাভাতি
দীপ্যতে । কিন্তু দূরাধিপ্রকৃষ্টদেশাৎ সূদূরে বিপ্রকৃষ্টতরে দেশে বর্ততে
অবিদ্যামত্যন্তাগম্যাত্তদ্বক্ষ্য । ইহ দেহেহস্তিকে সমীপে চ । বিদ্যামাশ্র-

দন্ত ও অসত্যবর্জিত আপ্তকাম ঋষিগণ সর্বপ্রকার বিষয়তৃষ্ণা
পরিত্যাগ করিয়া যেখানে পুরুষার্থরূপ সত্যানিধি বর্তমান
আছে, সেই স্থানে গমন করিতে পারে ॥ ৬ ॥

সর্বগতত্বপ্রযুক্ত ব্রহ্ম মহৎ ও সর্বপ্রকৃষ্ট ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ
পায়েন । যেহেতু তিনি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর, অতএব
অচিন্ত্য, সূক্ষ্ম এবং আকাশাদি হইতেও সূক্ষ্মতর । তিনি সর্ব-
কারণপ্রযুক্ত সর্বত্র প্রকাশিত হইতেছেন । চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপে
তিনিই প্রদীপ্ত হইতেছেন । তিনি অজ্ঞানিদিগের পক্ষে অতি-
দূরতরদেশে বর্তমান আছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানীরা তাঁহাকে
কোনরূপেও লাভ করিতে পারে না । কিন্তু জ্ঞানিগণের
পক্ষে তিনি অতি নিকটবর্তী । জ্ঞানীরা তাঁহাকে শরী-

বিভাতি । দূরাৎ সূদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব
নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭ ॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কৰ্ম্মণা

ত্বাৎ সৰ্বাস্তরত্বাচ্চাকাশস্তাপ্যস্তরশ্রুতেঃ । ইহ পশ্যৎসু চেতনাৎস্বিত্যেত-
ন্নিহিতং স্থিতং দৰ্শনাদিক্রিয়াবন্ধেন যোগিভিলক্ষ্যমাণম্ । ক্ব গুহায়াম্
বুদ্ধিলক্ষণায়াম্ । তত্র হি নিগূঢ়ং লক্ষ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ । তথাপ্যবিদ্যায়া সংবৃতং
সন্ন লক্ষ্যতে তত্রস্থমেবাবিদ্বদ্ভিঃ ॥ ৭ ॥

পুনরপ্যসাধারণেহপ্যসাধারণং তদুপলব্ধিসাধনমুচ্যতে । যস্মান্ন চক্ষুষা
গৃহ্যতে কেনচিদপ্যরূপত্বান্নাপি গৃহ্যতে বাচাহনভিধেয়ত্বান্ন চাত্তৈর্দেবৈ-
রিন্দ্রি়ৈঃ । তপসঃ সৰ্বপ্রাপ্তিসাধনত্বেহপি ন তপসা গৃহ্যতে । তথা বৈদিকে
নাগ্নিহোত্রাদিকৰ্ম্মণা প্রসিদ্ধমহুত্বেনাপি ন গৃহ্যতে । কিং পুনস্তত্ত্ব গ্রহণ-
সাধনমিত্যাহ । জ্ঞানপ্রসাদেনান্নাববোধনসমর্থমপি স্বভাবেন সৰ্বপ্রাণিনাং
জ্ঞানং বাহবিষয়রাগাদিদোষকলুষিতমপ্রসন্নমগুৰ্দ্ধং সন্नावবোধয়তি নিত্যং

রাভ্যন্তরে আত্মস্বরূপে দৰ্শন করেন । যাঁহারা তাঁহাকে আত্ম-
রূপে দৰ্শন করেন, সেই সকল যোগিগণ বুদ্ধিরূপ গুহাতে
গূঢ়ভাবে অবস্থিত বলিয়া জানেন এবং সৰ্বদাই তাঁহাকে দৰ্শন
করিয়া থাকেন । আর যাঁহারা অজ্ঞানী তাঁহাদিগের নিকট
তিনি অবিজ্ঞানীরা সূত্রত আছেন ; সূত্ররাং তাঁহারা সেই পর-
ব্রহ্মকে জানিতে পারে না । অজ্ঞানিদিগের পক্ষে তিনি
গুহ্যমধ্যে অলক্ষ্যভাবে বিজ্ঞমান রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

পরব্রহ্মের কোনপ্রকার রূপ নাই, সূত্ররাং তাঁহাকে কেহ
চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না । তিনি বাক্যের অতীত,
এইনিমিত্ত বাস্তবতা করিয়া কেহ তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতে
পারে না । তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ; সূত্ররাং তাঁহাকে
কেহ অন্ত্রকোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না ।
তিনি তপস্বীদিগের সমাপ্তি সাধন করেন, এই নিমিত্ত

বা । জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসদ্বস্ততস্ত তং পশ্যতে নিষ্কলং
ধ্যায়মানঃ ॥ ৮ ॥

সন্নিহিতমপ্যাত্মং মলাবনকমিবাদর্শম্ । বিলুপ্তিমিব সলিলম্ । তদ-
যদিন্দ্রিয়বিষয়সংসর্গজনিতরাগাদিমলকালুষ্যাপনয়নাদাদর্শসলিলাদিবং প্রসা-
দিতং স্বচ্ছং শান্তমবতিষ্ঠতে তদা জ্ঞানশ্চ প্রসাদঃ স্যাদ্ । তেন বিশুদ্ধাস্তঃ-
করণো যোগ্যো ব্রহ্ম দ্রষ্টুং যস্মাদ্ভাস্মাত্মান্যানং পশ্যতে পশ্যতি উপলভতে
নিষ্কলং সর্বাবয়বভেদবর্জিতং ধ্যায়মানঃ সত্যাদিসাধনতাল্পসংহতকরণ
একাগ্রেণ মনসা ধ্যায়মানশ্চিস্তয়ন্নয়মানমেব পশ্যতীতি ॥ ৮ ॥

তপস্বীদ্বারাও তাঁহাকে কেহ লাভ করিতে পারে না এবং অগ্নি-
হোতাদি বৈদিকক্রিয়ার অনুষ্ঠানদ্বারাও সেই পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ-
কার লাভ হয় না । কেবল জ্ঞানদ্বারাই তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ
হয়, তিনি জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলেও সাধারণ লোকের পক্ষে
অলভ্য, কারণ প্রাণীমাত্রের চিত্তই বাহ্যবিষয়ের অনুরাগাদিরূপ
দোষে কলুষিত হইয়া রহিয়াছে । এইনিমিত্ত সেই বিশুদ্ধ পর-
মাত্মাকে সকলে লাভ করিতে পারে না । তিনি সর্বদা সক-
লের নিকটস্থ হইলেও মলিনসলিলে যেমন প্রতিবিম্ব পতিত হয়
না, সেইরূপ বাহ্যবিষয়ের অনুরাগরূপমলদ্বারা মলিনচিত্তে সেই
আত্মদর্শন হইতে পারে না । যদি চিত্ত নির্মল সলিলের স্থায়
বিষয়েতে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধজনিত অনুরাগাদিরূপ মলের অপন
হইয়া আদর্শতুল্য স্বচ্ছ হয়, তাহাহইলেই সেই চিত্তে আত্ম-
প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ।
ইহাতেই তাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদর্শন যোগ্য হয়,
তখন সত্যাদিসাধনদ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক একাগ্রমনে ধ্যান
করিলেই সেই নিষ্কল পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারে ॥ ৮ ॥

এষোহুগুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা
সংবিশেৎ । প্রাণৈশ্চিৎ সৰ্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্
বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ৯ ॥

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে

এষোহুঃ স্বপ্নশ্চেতসা বিশুদ্ধজ্ঞানেন কেবলেন বেদিতব্যঃ । কাসৌ
যস্মিঞ্জরীরে প্রাণো বায়ুঃ পঞ্চধা প্রাণাপানাদিভেদেন সংবিশেৎ সম্যক-
প্রবিষ্টস্তস্মিন্নেব শরীরে হৃদয়ে চেতসা জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ । কীদৃশেন চেতসা
বেদিতব্য ইত্যাহ । প্রাণৈঃ সহেন্দ্রিয়ৈশ্চিৎ সৰ্বমন্তঃকরণং প্রজানামন্তঃ-
করণং যেন ক্ষীরমিব স্নেহেন কাষ্ঠমিবাগ্নিঃ । সৰ্বং হি প্রজানামন্তঃ-
করণং চেতনাবৎ প্রসিদ্ধং লোকে । যস্মিংশ্চ চিত্তে ক্লেশাদিমলবিযুক্তে
শুদ্ধে বিভবত্যেষ য উক্ত আত্মা বিশেষণ স্বেনাদ্ব্যনা বিভবত্যাঙ্গানং
প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

য এবমুক্তলক্ষণং সৰ্বদ্ব্যনামাঙ্গত্বেন প্রতিপন্নস্তত্ত্ব সৰ্বদ্ব্যত্বাদেব সৰ্বদ্ব্য-

এই সূক্ষ্মপরমাত্মাকে কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানদ্বারাই জানা যাইতে
পারে । তাঁহাকে অন্তকোন উপায়ে জানা যায় না এবং
তাঁহার অনুসন্ধানার্থ অন্তকোন স্থানেও যাইতে হয় না । যে
শরীরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু
প্রবিষ্ট আছে, এই শরীরমধ্যেই তাঁহাকে জানা যায় । দুষ্কমধ্যে
সর্পির ন্যায় ও কাষ্ঠমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত এই
সমুদায়ের মধ্যে পরমাত্মা সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত আছেন ।
যাহার চিত্ত ক্লেশাদি মলশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে, সেই চিত্তেই
তিনি প্রকাশিত হইয়া থাকেন । অন্তঃকরণ বিশুদ্ধি ব্যতিরেকে
তাঁহার লাভে অন্তকোন উপায় নাই এবং অন্তঃকরণকে
বিশুদ্ধ করিতে পারিলে আর পরমাত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানার্থ অধিক
ক্লেশ পাইতে হয় না ॥ ৯ ॥

যাংশ্চ কামান্ । তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজং হর্ষয়েত্ত্বিতিকামঃ ॥ ১০ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

বাঞ্ছিতলক্ষণং ফলমাহ । যং যং লোকং পিতৃাদিলক্ষণং মনসা সংবিভাতি
সঙ্কল্পয়তি মহামন্ত্রৈশ্চ বা ভবেদিতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ক্ষীণক্লেশ আত্মবিনির্মলান্তঃ-
করণঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্ প্রার্থয়তে ভোগাংস্তং তং লোকং জয়তে
প্রাপ্নোতি তাংশ্চ কামান্ সঙ্কল্পিতান্ ভোগান্ । তস্মাদ্বিহ্বঃ সত্যসঙ্কল্পত্বা-
দাত্মজমাত্মজ্ঞানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণং হর্ষয়েৎ পূজয়েৎ পাদপ্রক্ষালনশুশ্রূষা-
নমস্কারাদিভিত্তিকামো বিভূতিমিচ্ছুঃ । ততঃ পূজার্হ এবাসৌ ॥ ১০ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডভাষ্যং ॥ ১ ॥

যিনি পূর্বোক্তরূপে আত্মা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন, সেই
আত্মাই সর্বময়, অতএব সেই আত্মার ধ্যানেই সর্বপ্রকার
ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । পিতৃলোকপ্রভৃতি যে যে লোক
মনে মনে সঙ্কল্পিত হয় এবং জ্ঞানবিনির্মলান্তঃকরণ
ব্যক্তির যে যে লোক প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সেই সেই লোক
লাভ করিতে পারেন । আর তাঁহারা যে যে ভোগের অভি-
লাষ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সেই সেই অভিলষিত বস্তু
লাভ হয় । অতএব বিভূতিকামী ব্যক্তির আত্মজ্ঞানদ্বারা
বিশুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট আত্মজের অর্চনা করিয়া থাকেন ।
আত্মজব্যক্তিদিগের বিশুদ্ধ সঙ্কল্পপ্রযুক্ত পাদপ্রক্ষালন, শুশ্রূষা,
নমস্কারাদিদ্বারা আত্মজ্ঞানীর অর্চনাদ্বারা সর্বসম্পৎ লাভ
করা যায় ॥ ১০ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডঃ ॥ ১ ॥

তৃতীয়মুণ্ডকে-

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

স বেদৈতৎপরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি
শুভ্রম্ । উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামান্তে শুক্রমোতদ-
তিবৰ্দ্ধন্তি ধীরাঃ ॥ ১ ॥

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভিজ্যতে তত্র

যস্মাৎ স বেদ জানাত্যসাবেতদ্যথোক্তলক্ষণং পরমং ব্রহ্ম প্রকৃষ্টং ধাম
সৰ্বকামনামাশ্রয়মাস্পদং যত্র যস্মিন্ ব্রহ্মণি ধাম্নি বিশ্বং সমস্তং জগন্নিহিত-
মর্পিতং যচ্চ স্বেন জ্যোতিষা ভাতি শুভ্রং শুভ্রম্ । তমপ্যেবমায়জ্ঞং পুরুষং
যে হ্যকামা বিভূতিতৃষাবর্জিতা মুমুক্ষবঃ সন্ত উপাসতে পরমিবা দেবং তে
শুক্রং নৃবীজং যদেতৎ প্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণমতিবৰ্দ্ধন্তেহতিগচ্ছন্তি
ধীরা বুদ্ধিমন্তো ন পুনর্যোনিং প্রসর্পন্তি । ন পুনঃ ক রতিং করোতীতি
শ্রুতেঃ । অতস্তং পূজয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

মুমুক্শোঃ কামত্যাগ এব প্রধানং সাধনমিত্যেতদর্শয়তি । কামান্ যো
দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়ান্ কাময়তে মন্যমানস্তদগুণাংশ্চিস্তয়ানঃ প্রার্থয়তে স তৈঃ

যাঁহাতে এই অনন্ত জগৎ সমর্পিত আছে, যিনি স্বয়ং
আত্মজ্যোতিতে প্রকাশ পাইতেছেন, আত্মজ্ঞানীরাই সৰ্ব-
কামনার আস্পদ প্রকৃষ্টধাম সেই পরমব্রহ্মকে জানেন । সেই
আত্মজ্ঞপুরুষকে যে নিকামী বিভূতিতৃষাবর্জিত মুমুর্ষু ব্যক্তির
পরদেবতাজ্ঞানে উপাসনা করেন, তাঁহারা শরীরপ্রাপ্তির কারণী-
ভূত শুক্র অতিক্রম করিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহারা কখনও
পুনরায় গর্ভে প্রবেশ করেন না এবং কোনবিষয়েও তাঁহাদিগের
অনুরাগ থাকে না । অতএব আত্মজ্ঞানীকে অবশ্য পূজা
করিবে ॥ ১ ॥

মুক্তিকামী/ব্যক্তিদিগের বিষয়কামনা পরিত্যাগই মুক্তি-

তত্র । পর্যাণ্তকামস্ত কৃতান্ননস্ত ইহৈব সৰ্বে প্রবিলীয়ন্তি
কামাঃ ॥ ২ ॥

নায়মাগ্না প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহ্না

কামভিঃ কামৈর্ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভির্বিষয়েচ্ছারূপৈঃ সহ জায়তে তত্র
তত্র । যত্র যত্র বিষয়প্রাপ্তিনিমিত্তকামাঃ কৰ্ম্মসু পুরুষং নিযোজয়ন্তি তত্র
তত্র যেসু তেষু বিষয়েসু তৈরিব কামৈর্কোটিতো জায়তে । যন্ত পরমার্থ-
তত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পর্যাণ্তকাম আত্মকামদ্বেন পরি সমস্তত আপ্তাঃ কামা যন্ত
তন্ত পর্যাণ্তকামস্ত কৃতান্ননোহবিদ্যালক্ষণাদপরূপাদপনীয় স্নেন পরেণ
রূপেণ কৃত আত্মা বিদ্যায়া যন্ত তন্ত কৃতান্ননস্বিহৈব তিষ্ঠত্যেব শরীরে ।
সৰ্বে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মপ্রবৃত্তিহেতবঃ প্রবিলীয়ন্তি বিলয়মুপয়ন্তি নশ্তস্তীত্যর্থঃ । কামা-
ন্তজন্মহেতুবিনাশান জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২ ॥

তদ্যেবং সৰ্ব্বলাভাৎ পরমাত্মলাভস্তন্নাভায় প্রবচনাদয় উপায়া বাহ-

লাভের প্রধান সাধন । যাহারা বিষয়ের গুণাগুণচিন্তা করিয়া
দৃষ্টাদৃষ্টইষ্টবিষয় সকল প্রার্থনা করে, সেই কামীব্যক্তির ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম
প্রবৃত্তির হেতুভূত বিষয়ভোগের অভিলাষের সহিত জন্মপরি-
গ্রহ করে । (বিষয়প্রাপ্তির কারণীভূত কামনা সকল কামী-
পুরুষকে যে যে কৰ্ম্মেতে নিয়োজিত করে, সেই কামীপুরুষ
সেই সেই বিষয়ে সেই সেই কামনাবিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয় ।)
যিনি পরমাত্মজ্ঞানদ্বারা সৰ্ব্বকামনাকে চরিতার্থ করিয়া
অবিজ্ঞানিত অপর রূপাদি অপনয়নপূৰ্ব্বক সৰ্ব্বত্র আত্ম-
স্বরূপে অবলোকন করিতেছেন, তাঁহার এই শরীরেই ধৰ্ম্মা-
ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তিহেতু সৰ্ব্বকামনা লয় পায় । তাঁহার আর কোন
কামনাই থাকে না, আত্মজ্ঞানীর সৰ্ব্বপ্রকার কামনা বিনষ্ট
হইয়া যায় এবং জন্মহেতু কামনার বিনাশ হওয়াতে তাঁহার
আর জন্মগ্রহণও হয় না ॥ ২ ॥

শ্রুতেন । যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তশ্চৈষ আত্মা বৃণুতে
তনুং স্বাম্ ॥ ৩ ॥

ল্যেন কর্তব্য ইতি প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে । যোহয়মাত্মা ব্যাখ্যাতো যন্ত লাভঃ
পরঃ পুরুষার্থো নাসৌ বেদ শাস্ত্রাধ্যয়নবাহুল্যেন প্রবচনেন লভ্যঃ । তথা
মেধয়া গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা । ন বহুনা শ্রুতেন নাপি ভূয়সা শ্রবণেনেত্যর্থঃ ।
কেন তর্হি লভ্য ইত্যুচ্যতে । যমেব পরমাত্মানমেধ বিদ্বান্ বৃণুতে প্রাপ্তু-
মিচ্ছতি তেন বর্ণনেনৈষ পরমাত্মা লভ্যঃ নাশ্রুতেন সাধনাস্তুরেণ । নিত্য-
লক্ষণভাবত্বাৎ । কীদৃশোহসৌ বিদুষ আত্মলাভ ইত্যুচ্যতে । তশ্চৈষ
আত্মাহবিদ্যাসচ্ছমাং স্বাং পরাং তনুং স্বাত্মতত্ত্বস্বরূপাং বিবৃণুতে প্রকাশয়তি
প্রকাশ ইব ঘটাদির্বিদ্যায়াং সত্যামাবির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যদি বল, আত্মলাভই সর্বপ্রকার লাভ হইতে প্রকৃষ্ট লাভ
বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে সেই আত্মলাভের নিমিত্ত শাস্ত্রাধ্যয়-
নাদি বহুল উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য । এই আশঙ্কায় বলিতে-
ছেন,—যে রূপ আত্মা নিরূপিত হইয়াছেন এবং যাঁহার লাভই
পরমপুরুষার্থ, বেদশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন বাহুল্যে তাঁহাকে লাভ
করা যায় না এবং গ্রন্থধারণাশক্তিরূপ মেধাদ্বারা কিম্বা বহু
বহু শ্রবণদ্বারাও সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয় না । কেবল
অভেদরূপে পরমাত্মানুসন্ধানদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যাইতে
পারে, অন্যকোন উপায়ে তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না ।
মুমুক্শু ব্যক্তির যো পরমাত্মাকে লাভ করিতে অভিলাষ করেন,
তাঁহার সর্বদা সেই আত্মতত্ত্বানুসন্ধান করিবেন । তাহাতেই
তাঁহার অবিদ্যা সমাচ্ছন্ন তনু আত্মতত্ত্বস্বরূপে প্রকাশিত
হইবে ॥ ৩ ॥

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো
বাপ্যলিঙ্গাৎ । এতৈরুপায়ৈর্যততে যন্ত বিদ্বাংস্তশ্চেষ
আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৪ ॥

সংপ্রাপ্তৈপ্যনমুময়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ

তন্মাদত্যাগেনাত্মলাভপ্রার্থনৈবাত্মলাভসাধনমিত্যর্থঃ । আত্ম-
প্রার্থনাসহায়ভূতাত্ত্বতানি চ সাধনানি বলাপ্রমাদতপাংসি লিঙ্গযুক্তানি
সন্ন্যাসসহিতানি । যস্মাদয়মাত্মা বলহীনেন বলপ্রহীণেনাত্মনিষ্ঠাজনিত-
বীৰ্য্যহীনেন ন লভ্যো নাপি লৌকিকপুত্রপথাদিবিষয়ান্ননিমিত্তপ্রমাদাৎ ।
তথা তপসো বাপ্যলিঙ্গান্নিঙ্গরহিতাৎ । তপোহত্র জ্ঞানম্ । লিঙ্গং সন্ন্যাস-
স্তং সন্ন্যাসরহিতাৎ জ্ঞানান্ন লভ্য ইত্যর্থঃ । এতৈরুপায়ৈর্সর্বলাপ্রমাদ-
সন্ন্যাসজ্ঞানৈর্যততে তৎ পরঃ সন্ প্ররতঃ তে । যন্ত বিদ্বান্ বিবেকী আত্ম-
বিৎ তন্ত্র বিদ্বৎ আত্মা এষ বিশতে সম্প্রবিশতি ব্রহ্মধাম ॥ ৪ ॥

কথং ব্রহ্ম বিশত ইত্যুচ্যতে । সম্প্রাপ্য সমবগম্যনমাগ্নানমুময়ো

সর্বকৰ্ম পরিত্যাগপূৰ্ণক কেবল আত্মলাভ-প্রার্থনাদ্বারা
আত্মলাভ হইয়া থাকে । বল, অপ্রমাদ তপস্যা ও সন্ন্যাস
এই সকল আত্মলাভ প্রার্থনার সহায় । আত্মনিষ্ঠাজনিত বীৰ্য্য না
থাকিলে তাহার আত্মলাভ হয় না, যাবৎ পুত্রকলত্র পশুপ্রভৃতি
লৌকিক বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তাবৎ কোনরূপেও আত্মলাভ
হইতে পারে না এবং সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানদ্বারাও আত্মলাভ
ঘটে না । যিনি আত্মলাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আত্মনিষ্ঠাজনিত-
জ্ঞান, পুত্রাদিবিষয়বিরাগ ও সন্ন্যাসযুক্ত জ্ঞানদ্বারা সর্বদা যত্ন
করেন, সেই ব্যক্তি বিদ্বান্, বিবেকী ও আত্মজ্ঞানী এবং তাঁহা-
রই আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিতে পারে ॥ ৪ ॥

ঋষিগণ সম্যকরূপে পরমাত্মাকে জানিয়া সেই জ্ঞানদ্বারা
পরিতৃপ্ত হইবেন, শরীরের পুষ্টিসাধন বাহ্যতৃপ্তিকারক বিষয়ে

প্রশান্তাঃ । তে সৰ্বগং সৰ্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ
সৰ্বমেবাবিশন্তি ॥ ৫ ॥

বেদান্তবিজ্ঞানস্বনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধ-

দর্শনবস্তুস্তেনৈব জ্ঞানেন তৃপ্তা ন বাহোন তৃপ্তিসাধনেন শরীরোপচয়কা-
রেন । কৃতাত্মানঃ পরমাত্মরূপেণৈব নিম্পনাত্মানঃ সন্তঃ । বীতরাগা
বিগতরাগাদিদোষাঃ । প্রশান্তা উপরতেজিয়াঃ । ত এবমুতাঃ সৰ্বগং সৰ্ব-
ব্যাপিনমাকাশবৎ সৰ্বতঃ সৰ্বত্র প্রাপ্য নোপাধিপরিচ্ছিন্নেনৈকদেশেন ।
কিন্তুই ব্রহ্মেবাদয়মাত্মত্বেন প্রতিপদ্য ধীরা অত্যন্তবিবেকিনো যুক্তাত্মনো
নিত্যসমাহিতস্বভাবাঃ সৰ্বমেব সমস্তং শরীরপাতকালেহ্যাবিশন্তি ভিন্ন-
ঘটাকাশবদবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছেদং জহাতি । এব ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মধাম
প্রবিশন্তি ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ বেদান্তজনিতবিজ্ঞানং বেদান্তবিজ্ঞানং তত্ত্বার্থঃ পরমাত্মা বিজ্ঞেয়ঃ
সৌহৃদ্যঃ স্বনিশ্চিতঃ তেষাং তে বেদান্তবিজ্ঞানস্বনিশ্চিতার্থাঃ । তে চ
সন্ন্যাসযোগাৎ সৰ্বকৰ্ম্মপরিত্যাগলক্ষণযোগাৎ কেবলব্রহ্মনিষ্ঠা স্বরূপাদ-

সমুষ্ঠ হইবেন না, কেবল পরমাত্মস্বরূপে আত্মাকে নিম্পন্ন
করিবেন । অনন্তর সাংসারিকবিষয়ে অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া
বাহ্য লৌকিক বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে বিরত করিবেন ।
এইরূপে সৰ্বপ্রকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জ্ঞানী বিবেকি-
গণ আকাশবৎ সৰ্বব্যাপী পরমাত্মাকে অদ্বয়ভাবে জ্ঞান করিয়া
সৰ্বদা সেই পরমাত্মাতে সমাহিত হইবেন এবং ঘটাকাশাদির
ন্যায় সৰ্বপ্রকার উপাধি পরিত্যাগপূৰ্ব্বক পরমাত্মাতে চিত্ত
সমর্পণ করিবেন । এইরূপ করিলেই তাঁহারা ব্রহ্মধামে প্রবেশ
করিতে পারেন ॥ ৫ ॥

গাঁহারা বেদান্তপর্যালোচনাজনিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত পর-
মাত্মাই জ্ঞেয় এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা সৰ্বকৰ্ম্ম

সত্ত্বাঃ । তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরমু-
চ্যন্তি সৰ্ব্বৈ ॥ ৬ ॥

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবশ্চ সৰ্ব্বৈ প্রতি-

যোগাদ্যতয়ো যজ্ঞশীলাঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ শুদ্ধং সত্ত্বং যেষাং সন্ন্যাসযোগান্তে শুদ্ধ-
সত্ত্বাঃ তে ব্রহ্মলোকেষু সংসারিণাং যে মরণকালান্তে পরান্তান্তান-
পেক্ষ্য মুমুক্শুণাং সংসারাবসানে দেহপরিত্যাগকালঃ পরান্তকালস্তস্মিন্
পরান্তকালে সাধকানাং বহুদ্বাদ্ভৈব লোকো ব্রহ্মলোক একোহপ্যনেক-
বদ্ভূতে প্রাপ্যতে চ । অতো বহুবচনং ব্রহ্মলোকেষ্বিতি ব্রহ্মণীত্যর্থঃ ।
পরামৃতাঃ পরমমৃতমরণধৰ্ম্মকং ব্রহ্মান্ভূতং যেষাং তে পরামৃতাঃ জীবন্ত
এব ব্রহ্মভূতাঃ পরামৃতাঃ সন্তঃ পরিমুচ্যন্তি পরিসমস্তাং প্রাণীপনিক্কাণবদ্-
ঘটাকাশশ্চ নিবৃত্তিমুপয়ন্তি পরিমুচ্যন্তি পরিসমস্তান্মুচ্যন্তে সৰ্ব্বৈ ন দেশা-
ন্তরং গন্তব্যমপেক্ষন্তে । শকুনীনাংমিবাকাশে জলে বারিচরন্ত চ । পদং যথা
ন দৃশ্যেত তথা জ্ঞানবিদাং গতিঃ । অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্যব ইতি
শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং দেশপরিচ্ছিন্না হি গতিঃ সংসারবিষয়েব । পরিচ্ছিন্নসাধন-
দাধ্যাত্মাঃ । ব্রহ্ম তু সমস্তত্বান্ন দেশপরিচ্ছেদেন গন্তব্যম্ । যদি হি দেশ-
পরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম স্থান্মূৰ্দ্ধব্যবদাদ্যন্তবদত্মাশ্রিতং সাব্যয়বমনিত্যং কৃতকঞ্চ
জ্ঞাৎ । ন ত্বেবংবিধং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি । অতন্তং প্রাপ্তিশ্চ নৈব দেশপরি-
চ্ছিন্না ভবিতুং যুক্তা ॥ ৬ ॥

অপিচাবিদ্যাদিসংসারবন্ধাপনয়নমেব নৈকমিচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদো ন তু

পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাসযোগে যজ্ঞশীল, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শুদ্ধাস্তঃকরণ
হইয়া দেহত্যাগ কালে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং জীবদবস্থাতেই
ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া পরমনিবৃত্তি লাভ করেন । তখন তাঁহারা
দেশান্তর গমন অপেক্ষা করেন না । যেমন পক্ষিগণ আকা-
শেতে এবং জলচর জীবগণ জলেতে অবাধে গমন করিতে
পারে, সেইরূপ আত্মজ্ঞানীরা অনায়াসে ব্রহ্মধামে প্রবেশ
করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

দেবতাস্ত্ৰ । কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেহব্যায়ে সৰ্ব্ব
একীভবন্তি ॥ ৭ ॥

কার্যভূতম্ । কিঞ্চ মোক্ষকালে যা দেহরন্তকাঃ কলাঃ প্রাণাদ্যন্তাঃ স্বাঃ
প্রতিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠান্নতাঃ স্বং স্বং কারণং গতা ভবন্তীত্যর্থঃ । প্রতিষ্ঠা ইতি
দ্বিতীয়াবহবচনম্ । পঞ্চদশ পঞ্চদশসংখ্যাকা আ অন্ত্যপ্রপ্লপরিপঠিতাঃ
প্রসিদ্ধা দেবাশ্চ দেহাশ্রয়াশ্চক্ষুরাদিকরণস্থাঃ সৰ্ব্বে প্রতিদেবতাস্বাদিত্যদিসু
গতা ভবন্তীত্যর্থঃ । যানি চ মুমুক্শুণা কৃতানি কৰ্ম্মাণ্যপ্রবৃত্তফলানি প্রবৃত্ত-
ফলানামুপভোগেনৈব ক্ষীণত্বাদ্বিজ্ঞানময়শ্চাত্মাহবিদ্যাকৃতবুদ্ধ্যাত্মাপাধিমাশ্র-
য়েন মত্বা জলাদিষু স্রগ্যাদিপ্রতিবিশ্ববদিহ প্রবিষ্টো দেহভেদেষু কৰ্ম্মণাং
তৎফলার্থত্বাৎ সহ তেনৈব বিজ্ঞানময়েনান্মনা । অতো বিজ্ঞানময়ো
বিজ্ঞানময়ঃ । তে এতে কৰ্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চাত্মোপাধ্যপনয়নেন সতি
পরেহব্যয়েনন্তে অক্ষরে ব্রহ্মণ্যাকাশকল্পেহজেহজরেহমৃতেহভয়েহপূর্বে-

ব্রহ্মজ্ঞানীরা অবিজ্ঞানীরা সংসারবন্ধনের বিনাশরূপ মুক্তি
ইচ্ছা করেন । তাঁহাদিগের মোক্ষকালে প্রাণাদিদেহরন্তক
বাক্, পানি, পাদ, পায়, উপস্থ, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা,
ত্বক্, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই পঞ্চদশ অবয়ব
স্বস্ব কারণে লয় পায় এবং দেহস্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দেবতা
সকল আদিত্যাদি দেবতাতে গমন করে । আর মুমুক্শুদিগের
সঞ্চিত কৰ্ম্মসকল প্রবৃত্ত ফলের উপভোগে ক্ষয় পাইয়া যায় ।
তখন জলপ্রতিবিশিত সূর্য্যের ন্যায় উপাধি সকল অপনীত
হইলে পূৰ্ণোক্ত কৰ্ম্ম ও বিজ্ঞানময় আত্মা অব্যয়, অনন্ত, অক্ষর
আকাশকল্প, অজ, অমৃত, অজর, অভয়, অপূৰ্ণ, অনপর,
অনন্ত, অবাহ্য, অদ্বয়, শিব, শান্ত পরব্রহ্মেতে একীভূত হয় ;
সুতরাং কোনপ্রকার বৈষম্য জ্ঞান থাকে না । যেমন পৃথক্ পৃথক্
পাত্রে জল থাকিলে, সেই সকল আধার অপনীত হইলে সকল

যথা নদ্যাঃ স্রন্দমানাঃ সমুদ্রেহন্তং গচ্ছন্তি নামরূপে
বিহায় । তথা বিদ্যামামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমু-
পৈতি দিব্যম্ ॥ ৮ ॥

স যো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।

হনপরেহনস্তরেহবাহেহরয়ে শিবে শান্তে সৰ্ব্বে একীভবন্ত্যবিশেষতাং
গচ্ছন্ত্যকত্বমাপদ্যন্তে জলাদ্যাধারাপনয় ইব সূর্যাদিপ্রতিবিম্বাস্তর্ঘ্যে ঘট-
দ্যপনয়নাকাশে ঘটাদ্যাকাশঃ ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ যথা নদ্যাঃ গঙ্গাদ্যাঃ স্রন্দমানাঃ গচ্ছন্ত্যঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তমদর্শন-
মবিশেষায়ুভাবং গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি নাম চ রূপঞ্চ নামরূপে বিহায় ত্বিত্বা
তথাহবিদ্যাকৃতনামরূপাদ্বিমুক্তঃ সন্ পরাদক্ষরাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ পরং দিব্যং
পুরুষং যথোক্তলক্ষণমুপৈতু্যগচ্ছতি ॥ ৮ ॥

নমু শ্রেয়স্তনেকে বিদ্যাঃ প্রসিদ্ধা অতঃ ক্রেশানামত্মতমেনাঞ্জন বাদে

জল একত্রিত হয়, যেমন সূর্য্যাদির প্রাতিবিম্ব সূর্য্যোতেই প্রাতি-
গমন করে এবং যেমন ঘটাদির অভাবে ঘটাকাশাদি মহাকাশে
গীন হয়, সেইরূপ কর্ম্মসকল ও বিজ্ঞানময় আত্মা পরমাত্মার
সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যেমন গঙ্গাদিনদী সকল গমন করিতে করিতে সমুদ্রকে
প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত মিলিত হইয়া যায়, তখন
আর নামরূপাদি কোনপ্রকার ভেদলক্ষণ থাকে না ।
সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির অবিচ্ছিন্নানিত নামরূপাদি পরি-
ত্যগ করিয়া পরাৎপর পরমপুরুষ পরব্রহ্মকে পাইয়া তাঁহার
সহিত একীভূত হইয়া থাকে । (যাবৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি নহে, তাবৎ
অবিচ্ছিন্নানিত নামরূপাদি ভেদলক্ষণ থাকে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি
হইলে সর্ব্বৈব মিথ্যা) ॥ ৮ ॥

সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃসাধন কার্য্যেই নানাপ্রকার বিঘ্নঘটে, ইহা

নাশ্চাত্ৰক্ষবিংকুলে ভবতি । তরতি শোকং তরতি
পাপানং গুহাগ্রস্থিত্যো বিমুক্তোহমৃতো ভবতি ॥ ৯ ॥

বাদিনা চ বিয়তো ব্রহ্মবিদপ্যাগ্ৰাং মৃতো গচ্ছতি ন ব্রহ্মৈব । বিদ্যায়ৈব
সৰ্বপ্রতিবন্ধস্থাপনীত্বাৎ । অবিদ্যাপ্রতিবন্ধমাত্রে হি মোক্ষো নাশ্চপ্রতি-
বন্ধঃ । নিত্যত্বাদাত্মভূতত্বাচ্চ । তস্মাৎ স যঃ কশ্চিদ্ব বৈ লোকে তৎ
পরমং ব্রহ্ম বেদ সাক্ষাদহমেবাস্মীতি স নাগ্ৰাং গতিং গচ্ছতি । দেবৈরপি
অশ্চ ব্রহ্মপ্রাপ্তিং প্রতি বিয়ো ন শক্যতে কৰ্ত্তুম্ । আত্মা হেষাং প্রভবতি ।
তস্মাদ্ব্রহ্মবিদ্বান্ ব্রহ্মৈব ভবতি । কিঞ্চ নাশ্চ বিচ্ছোহব্রহ্মবিংকুলে
ভবতি । কিঞ্চ তরতি শোকমনেকেষ্টবৈকল্যনিমিত্তং মানসং সন্তাপং
জীবন্নেবাতিক্রান্তো ভবতি । তরতি পাপানং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাথাং গুহাগ্রস্থিত্যো
বিমুক্তঃ সন্নমৃতো ভবতীত্যুক্তমেব ভিধ্যতে হৃদয়গ্রস্থিরিত্যাदि ॥ ৯ ॥

প্রসিদ্ধ আছে ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে কোন বিয়ই প্রতিবন্ধক
হইতে পারে না । ব্রহ্ম বিছাছারা সৰ্বপ্রকার প্রতিবন্ধক নিবা-
রিত হইয়া যায় । একমাত্র অবিছাই মোক্ষের প্রতিবন্ধক বটে,
কিন্তু তাহাও ব্রহ্মবিজ্ঞানে বিলয় পায় । যে ব্যক্তি “আমিই সেই
পরব্রহ্মস্বরূপ” এইরূপে সেই পরব্রহ্মকে অভিন্নরূপে জ্ঞানেন,
তিনি কখনও অশ্চ গতিপ্রাপ্ত হয়েন না, তাঁহার নিশ্চয়ই মোক্ষ-
লাভ হইয়া থাকে । দেবগণও তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতিরোধ
করিতে পারেন না । ব্রহ্মজ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া
থাকেন, তাঁহার কুলে কখনই অব্রহ্মবিদের জন্ম হয় না । ব্রহ্ম-
জ্ঞানী ব্যক্তি ইষ্টবিয়োগনিবন্ধন কোনরূপ মানসিক সন্তাপভোগ
করেন, না এবং সৰ্বপ্রকার শোক অতিক্রম করিতে পারেন ।
কোনপ্রকার পাপ, অর্থাৎ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানীকে অভিভূত
করিতে পারে না, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি সংসারবাসনারূপ হৃদয়গ্রহি
হইতে বিমুক্তিলাভ করিয়া অমৃতত্ব পাইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

তদেতদৃচাহভ্যুক্তং ক্রিয়াবল্লঃ শ্রেত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ ।
স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিঃ শ্রদ্ধয়ন্তুস্তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং
বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্ত চীর্ণম্ ॥ ১০ ॥

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণ-

অথেনানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধ্যুপদর্শনেনোপসংহারঃ ক্রিয়তে । তদে-
তদ্বিদ্যাসম্প্রদানবিধানম্ভা মন্ত্রেণাভ্যুক্তমভিপ্রকাশিতং । ক্রিয়াবন্তো
যথোক্তকর্মানুষ্ঠানযুক্তাঃ । শ্রেত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অপরাগ্নিন্ ব্রহ্মণ্যভিযুক্তাঃ
পরব্রহ্মবুভুংসবঃ স্বয়মেকর্ষিমেকর্ষিনামানমগ্নিঃ জুহ্বতে জুহ্বতি শ্রদ্ধয়ন্তুঃ
শ্রদ্ধাধনাঃ সন্তো যে তেষামেব সংস্কৃতান্ননাং পাত্ৰভূতানামেতাং ব্রহ্মবিদ্যাং
বদেত ক্রিয়াছিরোব্রতং শিরস্তগ্নিধারণলক্ষণম্ । যথাহথর্কর্ণণাং বেদে
ব্রতং প্রসিদ্ধম্ । যৈস্ত যৈশ্চ তচ্চীর্ণং বিধিবদ্যথাবিধানং তেষামেব চ
বদেত ॥ ১০ ॥

তদেতদক্ষরং পুরুষং সত্যমৃষিরঙ্গিরা নাম পুরা পূর্বেণ শৌনকায় বিধি-

সম্প্রতি ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রদানবিধি প্রদর্শনদ্বারা উপসংহার
করিতেছেন ।—পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহে ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রদানের বিধান
প্রকাশিত হইয়াছে । যাঁহারা যথোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানযুক্ত ব্রহ্ম-
নিষ্ঠ, অর্থাৎ সর্বদা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমুৎসুক ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া
একর্ষি নামক অগ্নিতে আলতি প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে
এই ব্রহ্মবিজ্ঞার উপদেশ দিবে এবং যাঁহারা মন্ত্ৰকে অগ্নিধারণ-
রূপ অথর্ববেদপ্রসিদ্ধ শিরোব্রত আচরণ করিয়া থাকেন,
তাঁহাদিগের নিকটও ব্রহ্মবিজ্ঞা বলিবে ॥ ১০ ॥

শৌনক অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধি স্তুতকার
পুরঃসর পরব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে পর, অঙ্গিরা তাঁহাকে
অব্যয় সনাতন ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন । অন্ত্যাত্ম আচার্য্যগণও
এইরূপে শ্রেয়ার্থী মুমুকু শিষ্যদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করি-

ব্রতোহধীতে । নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋ-
ষিভ্যঃ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

বহুপসন্নায় পৃষ্টবতে উবাচ । তদ্বদন্তোহপি তথৈব শ্রেয়োহর্থিনে মুমুক্শু-
মোক্ষার্থং বিধিবহুপসন্নায় ক্রয়াদিত্যর্থঃ । নৈতদ্গ্রন্থরূপমচীর্ণব্রতোহচরিত-
ব্রতো নাপ্যধীতে । নয়বতি চীর্ণব্রতস্তু হি বিদ্যাফলায় সংস্কৃতা ভবতীতি ।
সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা সা যেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যঃ পারম্পর্য্যক্রমেণ সমাপ্তা তেভ্যো
নমঃ পরমঋষিভ্যঃ । পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাদৃষ্টবন্তো যে ব্রহ্মাদয়োহবগতবস্তুশ্চ
তে পরমর্ষয়ন্তেভ্যো ভূয়োহপি নমঃ । দ্বির্দ্বচনমত্যন্তাদরার্থং মুণ্ডক-
সমাপ্ত্যর্থঞ্চ ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকস্ত

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতাৰ্থাধর্ষণমুণ্ডকো-

পনিষদ্ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

বেন । যাহারা অকৃতব্রত, অর্থাৎ সদনুষ্ঠান পরাজুখ, তাহারা
এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে না । ব্রতাদি সদনুষ্ঠানদ্বারা যাহা-
দিগের চিত্তের নিৰ্ম্মলতা নাধিত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষেই
এই ব্রহ্মবিজ্ঞা ফলপ্রদান করিতে পারে । এইক্ষণ এই ব্রহ্ম-
বিজ্ঞা পরিসমাপ্ত হইল । যে সকল ঋষি গুরু পরম্পরাক্রমে
এই ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা-
দিগকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়খণ্ড সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ সম্পূর্ণ ॥

। * ॥ ও তৎসৎ ॥ * ॥



ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় ।

শ্রীগৌড়পাদীয়ারিকাসহিতাথর্ববেদীয়-

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ।

(শ্রুতি, শাক্তরভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ-সম্মত)



শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবান্ সাক্জানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্বেদান্তগত “অষ্টোত্তরশতোপনিষৎ” “বেদান্তসার”

“পঞ্চদশী” এবং “দর্শনশাস্ত্রাদি” প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

(বোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট ; কলিকাতা ।)



কলিকাতা ।

বোড়াসাঁকো ; শিবকৃষ্ণ দ্বার লেন, ৭ নং ভবনে জ্যোতিষপ্রকাশ-যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-কর্তৃক মুদ্রিত ।



শকাব্দা ১৮০৬, ভাদ্র ।

(All rights reserved.)

॥ ॐ তৎসৎ ॐ ॥

ত্রীগোড়পাদৌয়কারিকাসহিতাথর্ববেদীয়- মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

উপনিষদারম্ভঃ।

॥ ৐ ॥ নমঃ পরমাত্মনে ॥ ৐ হরিঃ ৐ ॥

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বং তন্ত্রোপব্যাখ্যানং ভূতং

অথর্ববেদীয়মাণ্ডুক্যোপনিষদ্রাষ্যম্ ॥

প্রজ্ঞানাং প্রতানৈঃ স্থিরচরনিকরব্যাপিভির্ক্যাপ্য লোকান্
ভুক্ত্বা ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্ পুনরপি ধিষগোক্তাসিতান্ কামজ্ঞান্ ।

পীত্বা সৰ্গান্ বিশেষান্ অপিতি মধুব্রতায়য়া ভোজয়ম্নো-
মায়াসজ্জাতুরীয়ং পরমমৃতমজং ব্রহ্ম যত্তমতোহস্মি ॥ ১ ॥

যো বিখ্যাত্বা বিধিজবিষয়ান্ প্রাপ্ত্বা ভোগান্ স্থবিষ্ঠান্
পশ্চাচ্ছাত্তান্ স্বমতিবিতবান্ জ্যোতিষা শ্বেন হৃদ্মান্ ।

সৰ্গানেতান্ পুনরপি শটনৈঃ স্বাস্থনি স্থাপয়িত্বা

হিত্বা সৰ্গান্ বিশেষান্ বিগতশুণশুণঃ পাস্বসৌ নক্তরীরঃ ॥ ২ ॥

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বং তন্ত্রোপব্যাখ্যানম্ ॥ বেদান্তার্থসাম-

“ওম্” এই অক্ষর সৰ্বপ্রকারেই সেই ঈশ্বরের স্বরূপ,

এব ৐ এই অক্ষরের ব্যাখ্যাদ্বারাই সেই ঈশ্বরের ব্যাখ্যা হয় ।

৐ এই অক্ষরার্থে বেদান্তার্থের সারসংগ্রহীত আছে । বেদান্তে

তবদ্ভবিষ্যদিতি সৰ্বমোক্ষার এব । যচ্চাত্তজিকালাতীতং
তদপ্যোক্ষার এব ॥ ১ ॥

সংগ্রহভূতমিদং প্রকরণচতুষ্টয়মোমিত্যেতদক্ষরমিত্যাদ্যরভ্যতে । অত-
এব ন পৃথক্‌সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানি বক্তব্যানি । যাশ্চেব তু বেদান্তে
সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানি তাশ্চেবেহ উচিতুমর্হন্তি । তথাপি প্রকরণ-
ব্যাচিধ্যাস্থনা সংক্ষেপতো বক্তব্যানি । তত্র প্রয়োজনবৎ সাধনাভিযাজ-
কত্বেনাভিধেয়সম্বন্ধঃ শাস্ত্রং পারম্পর্যেণ বিশিষ্টসম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন-
বদ্ভবতি । কিং পুনস্তৎপ্রয়োজনমিত্যুচ্যেত । রোগার্ভশ্চেব রোগনিবৃত্তৌ
স্বস্থত্বা । তথা দুঃখান্নকস্তান্ননো দ্বৈতপ্রপঞ্চোপশমে স্বস্থতা । অদ্বৈত-
ভাবঃ প্রয়োজনম্ । দ্বৈতপ্রপঞ্চস্তাবিদ্যাকৃতদ্বাদ্বিদ্যায়া তদুপশমঃ স্তাদিতি
ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশনাস্তারম্ভঃ ক্রিয়তে । যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি । যত্র
বাহুদ্বিভব স্তাত্তজ্ঞাত্তোহিত্যৎ পশ্চেন্দন্তোহিত্ত্বিকানীয়াৎ । যত্র বস্তু সৰ্ব-
যে পরমব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা ওঁ এই অক্ষরা-
র্থের প্রতিপাদ্য । অতএব প্রকরণচতুষ্টয়েই “ওমিত্যেদক্ষরং”
ইত্যাদিরূপে আরম্ভ করিয়াছেন । বেদান্তের যে সম্বন্ধ, প্রয়ো-
জন ও অভিধেয় উক্ত আছে, তাহাই এই স্থলে সম্বন্ধ, প্রয়ো-
জন ও অভিধেয়রূপে নির্দিষ্ট হইল । অতএব আর সম্বন্ধ, প্রয়ো-
জন ও অভিধেয় নিরূপণের আবশ্যক নাই, তথাপি প্রকরণ
ব্যাখ্যাকারীরা সংক্ষেপতঃ সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অভিধেয়ের
উল্লেখ করিয়া থাকেন । অদ্বিতীয় ব্রহ্মনিরূপণই এই গ্রন্থের
প্রয়োজন । যেমন রোগার্ভ ব্যক্তির রোগনিবৃত্তি হইলেই
শরীরের সুস্থতা হয়, সেইরূপ দুঃখময় আত্মার দ্বৈতপ্রপঞ্চের
উপশম হইলেই দুঃখনিবৃত্তি হইয়া আত্মা সুস্থ হইয়া থাকেন ।
জ্ঞানীরা অবিজ্ঞানরূপ দ্বৈতপ্রপঞ্চের উপশম হয়, অতএব
ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশনার্থ এই গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছে । যাবৎ
দ্বৈতজ্ঞান থাকে, যাবৎ ব্রহ্মাভিমিত্ত জ্ঞান হয়, তাবৎ “আত্মা

মাত্মৈবাত্মত্বং কেন কং পশ্যেৎ কেন কং তদ্বিকানীয়াদিভ্যাঃ প্রতিভ্যোহ-
 স্ত্যর্থস্ত সিদ্ধিঃ । তত্র তাবদোক্তারনির্ণয়স্য প্রথমং প্রকরণমাগমপ্রধান-
 মাস্ততত্ত্বপ্রতিপত্ত্যুপায়ভূতম্ । যন্ত বৈতপ্রপঞ্চশ্রোপশমেহৈতপ্রতিপত্তিঃ
 রজামিব সর্পাদিবিকল্পোপশমে রজুতত্ত্বপ্রতিপত্তিঃ । তন্ত বৈতন্ত হেতুতো
 বৈতত্বাঃ প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়ং প্রকরণম্ । তথাহবৈতন্তাপি বৈতত্বাপ্রসঙ্গ-
 প্রাপ্তৌ যুক্তিতন্তথাং দর্শনায় প্রকরণং তৃতীয়ম্ । অবৈতন্ত তথাং প্রতি-
 পত্তিপ্রতিপক্ষভূতানি যানি বাদান্তরাণ্যবৈদিকানি তেষামন্তোত্তবিরোধি-
 ত্বাদতথার্থত্বেন তদুপপত্তিভিরেব নিরাকরণায় চতুর্থং প্রকরণম্ । কথং

ব্রহ্মকে দর্শন করেন এবং ব্রহ্মকে জানেন” এইরূপ বুদ্ধি থাকে ।
 পরে যখন “সকলই ব্রহ্মময়” এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন
 কে কাহাকে দর্শন করে এবং কে কাহাকে জানে ? ইত্যাদি
 প্রশ্নবাক্যের তাৎপর্যার্থ অবগতি হইলেই সেই ব্রহ্মবিজ্ঞা
 প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই উপনিষদের প্রথমপ্রকরণে ওক্তা-
 রের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের উপায় সবিস্তর
 বর্ণিত হইবে । যেমন রজুতে সর্পভ্রম হইলে যখন সেই ভ্রম-
 জ্ঞানের নিরসি হয়, তখন রজুজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ
 দ্বৈতজ্ঞানের উপশম হইলেই অবৈত তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেই
 দ্বৈতজ্ঞানের হেতুর অলীকত্ব প্রতিপাদনার্থ দ্বিতীয়প্রকরণ
 আরম্ভ করিয়াছেন । ব্রহ্মবিজ্ঞান বিষয়ে যেমন দ্বৈতজ্ঞানের
 বিফলতা, সেইরূপ অবৈতজ্ঞানেরও বিফলতাপত্তি হইতে
 পারে, এইনিমিত্ত তৃতীয়প্রকরণে যুক্তিদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান বিষয়ে
 অবৈতজ্ঞানের উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন । চতুর্থপ্রক-
 রণে ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান বিষয়ে অবৈতজ্ঞানের উপযোগিতা
 প্রতিপক্ষভূত যে সকল অবৈদিকবাক্য আছে, সেই সকল
 বাক্যের পরস্পর বিরোধিতাহেতু তাহাদিগের অলীকত্ব প্রদ-
 র্শনদ্বারা সেই সকল অবৈদিক বাক্যের নিরাস করিয়াছেন ।

পুনরোঙ্কারনির্গম আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যাপায়ত্বং প্রতিপদ্যত ইত্যাচ্যতে । ও
মিত্যেতৎ এতদালম্বনম্ এতদৈ সত্যকামং পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ ।
তস্মাৎবিদ্যানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমম্বেতি । ওমিত্যাঙ্কানং যুজীত ওমিতি
ব্রহ্ম ওঙ্কার এবোৎ সৰ্ব্বমিত্যাदिश्रुतिभ्याः । রজাদিরিব সর্পাদিবিকল্পস্তা-
স্পদোহম্বয় আত্মা পরমার্থতঃ সন্ প্রাণাদিবিকল্পস্তাস্পদো যথা তথা সর্বো-
হপি বাক্ প্রপঞ্চঃ প্রাণাদ্যাভ্যবিকল্পবিষয় ওঙ্কার এব । স চাত্মস্বরূপমেব ।
তদভিধায়কত্বাৎ । ওঙ্কারবিকারশব্দাভিধানাভিধেয়শ্চ সৰ্ব্বঃ প্রাণাদিরাভ্য-
বিকল্পোহভিধানব্যতিরেকেণ নাস্তি । বাচারম্ভগং বিকারো নামধেয়ং
তদশ্বেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সৰ্ব্বং সিতম্ । সৰ্ব্বং হীদং নাম-
নীত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ । অত আহ ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্ব্বমিতি । যদিদমর্থ-

এইরূপ প্রকরণচতুষ্টয়েই ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইবে এবং চারি-
প্রকরণেই এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ হইবে । এইক্ষণ ওঙ্কারের স্বরূপ
নির্গমে কিরূপে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইতে পারে, তাহাই প্রাতি-
পাদন করিতেছেন ।—ওঙ্কার পরমব্রহ্মের অবলম্বনস্বরূপ,
ইহাকে আশ্রয় করিলে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হয় । শ্রুতিতে
লিখিত আছে যে, যেমন প্রাতিমাকে অবলম্বন করিয়া বিষ্ণু-
জ্ঞানে পূজা করিতে হয়, সেইরূপ এই ওঙ্কার আশ্রয় করিয়া
ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিলে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ।
পক্ষান্তরে—যখন এই ওঙ্কারকে পরাপর ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা
করা যায়, তখন সেই উপাসনাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয় । অত-
এব ব্রহ্মপরায়ণ পণ্ডিতগণ এই ওঙ্কারদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া
থাকেন । সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি “ওম্” এই শব্দ উচ্চারণ করি-
লেই আত্মাকে ব্রহ্মেতে যুক্ত করিতে পারেন, “ওম্” এই শব্দই
পরমব্রহ্মস্বরূপ এবং ওঙ্কারই নিখিল জগতের আধার, অতএব
ওঙ্কারের উপাসনাতেই ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়া থাকে । যদি বল,

জাতমভিধেয়ভূতং তত্তাভিধানাব্যতিরেকাৎ । অভিধানস্ত চোক্তারব্যতি-
রেকাৎ ওক্তারএবেদং সৰ্ব্বম্ । পরঞ্চ ব্রহ্মাভিধানাভিধেয়োপায়পূৰ্ব্বকমেব
গম্যতইত্যোক্তার এব । তস্মৈতস্ত পরাপরব্রহ্মরূপস্তাকরশ্চোমিত্যেতস্তো-
পব্যাখ্যানম্ । ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বাক্রসমীপতয়া বিস্পষ্টং প্রকথনমুপ-
ব্যাখ্যানং প্রস্তুতং বেদিতব্যমিতি বাক্যশেষঃ । ভূতং ভবন্তবিষ্যদিত্তি
কালত্রয়পরিচ্ছেদ্যং যন্তদপ্যোক্তার এবোক্তন্যায়তঃ । যচ্চাত্তত্রিকালাতীতং
কার্য্যাধিগম্যং কালাপরিচ্ছেদ্যমব্যাক্ততাদি তদপ্যোক্তার এব । অভি-
ধানাভিধেয়যোরেকত্বেহ্যভিধানপ্রাধান্যেন নির্দেশঃ কৃতঃ ॥ ১ ॥

অনুভব করিয়া দেখিলে আত্মাকেই জগতের আধার বলিয়া
প্রতীতি হইবে, ওক্তারের সৰ্ব্বাধারত্ব কখনও অনুভূত হয় না ।
তথাপি যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শক্তিকাতে রজতভ্রম হয়,
তখন যেমন রজ্জু ও শক্তি ইহারাই প্রকৃত অধিষ্ঠান, কিন্তু সর্প
ও রজ্জু ইহারা ভ্রমের আশ্পদমাত্র, সেইরূপ আত্মা প্রাণাদির
আশ্রয় বটে, কিন্তু প্রাণ ও আত্মা ইহাদিগের সকলেরই আশ্রয়ী-
ভূত ওক্তার ; সুতরাং ওক্তার যে জগতের অধিষ্ঠাতা ইহা প্রতি-
পন্ন হইল । অতএব সেই ওক্তারই আত্মস্বরূপ, ওক্তারই আত্মার
বাচক । যেহেতু ওক্তার জগতের বাচক, অতএব সৰ্ব্বপ্রকার
শব্দই ওক্তারের বিকার । এইনিমিত্তই ‘ও’ এই অক্ষরই সৰ্ব্ব-
ময় । অন্যান্য বহু বহু শ্রুতিতেও ইহার প্রমাণ আছে, যেহেতু
এই অনন্ত জগৎই ওক্তারের অভিধেয় এবং ওক্তারই জগতের
প্রতিপাদক, এই নিমিত্তই ওক্তারকে সৰ্ব্বময় বলা যায় ।
সুতরাং পরব্রহ্মই ওক্তারের অভিধেয় এবং ওক্তারই পর-
ব্রহ্মের প্রতিপাদক । এইরূপে পরাপর ব্রহ্মরূপে ওক্তারের
ব্যাখ্যা হইয়া থাকে ; সুতরাং ওক্তারই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়
বলিয়া প্রতিপন্ন হইল । যে বস্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান
এই কালত্রয়ের অতীত, তাহাও এই ওক্তার এবং অন্যান্য

সৰ্বস্বং হেদব্রজায়মাত্মা ব্রহ্ম সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥২॥

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সৰ্বমিত্যায়াভিধানপ্রাধিক্তম নির্দিষ্টম্ পুনঃ-
 ভিধেয়প্রাধিক্তেন নির্দেশোহভিধানাভিধেয়রোরেকত্বপ্রতিপত্তার্থঃ । ইত-
 রথা হুভিধানং তত্রাভিধেয়প্রতিপত্তিরিত্যভিধেয়ত্বাভিধানত্বং গোণমিত্যা-
 শঙ্কা স্তাৎ । একত্বপ্রতিপত্তেচ্চ । প্রয়োজনমভিধানাভিধেয়রোরেকেনৈব
 প্রযত্নেন যুগপৎপ্রবিলাপয়ন্ তদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যতেতি । তথা চ
 বক্ষ্যতি । পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা ইতি । তদাহ । সৰ্বং হেতদ্বুদ্ধেতি ।
 সৰ্বং যদুক্তমোক্ষারমাত্রমিতি তদেতদ্বুদ্ধ তচ্চ ব্রহ্ম পরোক্ষাভিহিতং প্রত্য-
 ক্ষতো বিশেষণে নির্দিশতি । অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি । অয়মিতি চতুষ্পাশ্চেন
 'প্রবিতজ্যমানঃ প্রত্যগায়তরাহভিনয়েন নির্দিশতি । অয়মাত্মেতি ।

ত্রিকালাতীত যে সকল পদার্থ (প্রকৃত্যাদি) আছে, তাহাও
 ওঙ্কার স্বরূপ । অতএব ওঙ্কারের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত
 হইল ॥ ১ ॥

পূৰ্ব্বশ্রুতিতে ওঙ্কারের জগৎপ্রতিপাদকস্বরূপে তাহার
 সৰ্বস্বরূপত্ব উক্ত হইয়াছে, এই শ্রুতিতে ওঙ্কারের প্রতিপাদ্যত্ব
 রূপে সৰ্বস্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হইবে।—প্রতিপাদক ও
 প্রতিপাদ্য এই উভয়ের একস্বরূপত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত
 পুরোক্ত ওঙ্কারের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে ।—ওঙ্কার সেই পর-
 ব্রহ্মের বাচক এবং সেই ওঙ্কারই পরব্রহ্মস্বরূপ । অতএব এক
 ওঙ্কারই বাচ্য ও বাচকরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, ওঙ্কারের বাচ্য
 বাচকত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল বাচকত্ব স্বীকার করিলে
 তাহার বাচ্যত্বও হইতে পারে না । অতএব এই ওঙ্কারই সৰ্ব-
 ন্নম, অর্থাৎ এই জগতের সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম এবং ওঙ্কারই ব্রহ্ম ও
 ব্রহ্মই ওঙ্কার এইরূপে ওঙ্কারের ও পরব্রহ্মের অভিন্নরূপে জান-
 করিবে । সেই ওঙ্কারই আত্মা এবং পরাপন্ন ব্রহ্মরূপে সৰ্বত্র

জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একেনবিংশতিমুখঃ
স্থূলভূগুবৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

সৌহৃদমায়া ওকারাভিধেয়ঃ পরাপরত্বম ব্যবস্থিতচতুষ্পাং কার্বাপগবন্
গৌরিবেতি ত্রয়াণাং বিশ্বাদীমাং পূৰ্বপূৰ্বপ্রবিলাপনেন তুরীয়স্ত প্রতি-
পত্তিরিতি করণসাধনঃ পাদশব্দস্তুরীয়স্ত । পদ্যত ইতি কর্ণসাধনঃ পাদ-
শব্দঃ ॥ ২ ॥

কথং চতুষ্পাদমিত্যাহ জাগরিতং স্থানমন্তেতি । জাগরিতস্থানঃ
বহিঃপ্রজ্ঞঃ স্বায়ব্যাতিরিক্তে বিষয়ে প্রজ্ঞা যন্ত স বহিঃপ্রজ্ঞো বহির্বিষয়েব
প্রজ্ঞাঃ বিদ্যাকৃতাহবভাসত ইত্যর্থঃ । তথা সপ্তাঙ্গাত্ত তন্ত হ বৈতস্তা-
নো বৈশ্বানরস্ত মূর্ধ্বেব স্ততেজাশ্চক্ষুর্দ্বিধরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্য়াদ্যা সন্দেহো
বহলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবয়বোত্রকল্পনালেশযেহেনাদিমূখত্বে-
নাবনীয় উক্ত ইত্যেবং সপ্তাঙ্গানি যন্ত স সপ্তাঙ্গঃ । তথৈকেনবিংশতি
মুখাত্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ দশ বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ মনো
বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিন্তামিতি মুখানীব মুখানি তান্ম্যপলঙ্কিত্বারণীত্যর্থঃ । স

বিद्यমান আছেন । এই ওকারই চতুষ্পাদ । (পর পরবর্তী
ক্রটিতে ওকাররূপী পরব্রহ্মের পাদচতুষ্টয় বিস্তৃত হইবে ।
যেমন লৌকিক ব্যবহার সাধনার্থ ষোড়শপদাত্মককার্বাপণের
এক চতুর্থাংশকে পাদরূপে কল্পনা কুরে এবং “কার্বাপণ চতু-
ষ্পাদবিশিষ্ট” এইরূপ লৌকিকপ্রতিপত্তি হয়, ওকার স্বরূপ পর-
ব্রহ্মও সেইরূপ চতুষ্পাদ । কিন্তু গবাদি চতুষ্পদ জন্তুর ত্রায়
চতুষ্পাদ মনেন) ॥ ২ ॥

পূর্বে প্রতিষ্ঠিতে ওকারের চতুষ্পাদ উক্ত হইয়াছে, এইরূপ
ক্রমভঃ সেই চতুষ্পাদ বর্ণিত হইতেছে ।—বাস্তবিক তাঁহার
পাদচতুষ্টয় না থাকিলেও কাল্পনিক পাদচতুষ্টয়দ্বারা তাঁহার
বিশ্বময় প্রতীপাদন করিয়াছেন । বৈশ্বানর পূর্কধ, তাঁহার
প্রথমপাদ, জাগ্রদস্থাই ইহার স্থান, এই বৈশ্বানর কেবল অভি-

এবং বিশিষ্টো বৈশ্বানরো যথোক্তৈর্জ্ঞানৈঃ। শব্দাদীনুস্থানং বিবরান্ ভুক্ত ইতি স্থলভুক্ত। বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা নয়নাভিধানরঃ। যথা বিশ্ব-
শাস্ত্রো নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ। সর্বপিণ্ডাত্মানজ-
জ্ঞাৎ স প্রথমঃ পাদঃ। এতৎপূর্বকত্বাহুতরপাদাধিগমস্ত প্রাথম্যমস্ত।
কথময়মায়া ব্রহ্মেতি প্রত্যগাত্মনোহস্ত চতুষ্পাদে প্রকৃতে হ্যালোকাদীনাং
মূর্ত্যাদ্যজমিতি নৈষদ্যোযঃ। সর্বস্ত প্রপঞ্চস্ত সাধিদৈবিকস্তানেনা-
জ্ঞানা চতুষ্পাদস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সর্বপ্রপঞ্চোপশমেহদৈব-
সিদ্ধিঃ। সর্বভূতস্থচাত্মৈকো দৃষ্টঃ স্তাৎ। সর্বভূতানি চাত্মনি। যন্ত
সর্বানি ভূতানীত্যাদিশ্রুতার্থ উপসংস্কৃতশ্চৈবং স্তাৎ। অত্থা হি স্বদেহ-
পরিচ্ছিন্ন এবপ্রত্যগাত্মা সাংখ্যাদিতিরিশ দৃষ্টঃ স্তাত্থা চ সত্যবৈতমিতি
শ্রুতীকৃতো বিশেষো ন স্তাৎ। সাংখ্যাদিদর্শনেনাবিশেষাৎ। ইযাতে চ
সর্বোপনিষদাং সর্বাষ্টৈকাপ্রতিপাদকত্বম্। অতো যুক্তমেবাস্তাধ্যাত্মিকস্ত
পিণ্ডাত্মনো হ্যালোকাদ্যজ্ঞেন বিরাড়াত্মনাধিদৈবিকনৈকত্বমভিপ্রো-
তাপ্তাভবচনম্। মূর্তী তে ব্যপতিষাদিত্যাদিনিগদর্শনাচ্চ। বিরাজৈ-
কত্বমুপলক্ষণার্থং হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতাত্মনোঃ। উক্তধৈতন্যধূব্রাক্ষণে। যশ্চায়-

মানের বিষয়ীভূত, কোনরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার প্রত্যক্ষ হয়না।
সেই বৈশ্বানর পুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞ, স্বাত্মব্যতিরিক্ত বিষয়ে তাঁহার
প্রজ্ঞা প্রতিভাসিত হয় না। তিনি সপ্তাদবিশিষ্ট, স্বর্গলোক
তাঁহার মস্তক, সূর্য্য চক্ষুঃ, বায়ু প্রাণ, আকাশ মধ্যদেহ, জল
বস্তি (নাভির অধোভাগ) পৃথিবী পাদ এবং অগ্নি মুখ; সেই
বৈশ্বানর পুরুষ এইরূপ সপ্তাদবিশিষ্ট হয়েন। চক্ষুঃ, কর্ণ,
নাসিকা, জিহ্বা ও ভ্রূক এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পানি, পাদ,
পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়; প্রাণ, অপান, সমান, উদান
ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই উন-
বিংশতি সেই বৈশ্বানর পুরুষের মুখ। এই সকল মুখই তাঁহার
বিশ্বোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ। সেই বৈশ্বানর পুরুষ গন্ধরসাদি

স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমূখঃ প্রবি-
বিন্তভুক্ত তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

মস্তাং পৃথিব্যাং তেজোময়োহিমূতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মমিত্যাदि ।
অষ্টপাদাংকৃতয়োশ্চেকত্বং সিদ্ধমেব । নির্বিশেষত্বাৎ । এবঞ্চ সত্যোতৎ-
সিদ্ধং ভবিষ্যতি সর্বদ্বৈতোপশমে চাষ্টৈতমিতি ॥ ৩ ॥

স্বপ্নঃ স্থানমন্ত তৈজসন্ত স্বপ্নস্থানো জাগ্রৎপ্রজ্ঞানেকসাধনা বহির্বিষয়ে-
বাবভাসমানা মনঃস্পন্দনমাত্রা সত্যী তথা ভূতং সংস্কারং মনস্তাধন্তে ।
তন্মনস্তথা সংস্কৃতং চিত্রিত ইব পটো বাহুসাধনানপেক্ষমবিদ্যাকার্মিকশ্রুতিঃ
প্রের্যমাণং জাগ্রদবভাসতে । তথা চোক্তম্ । অস্ত লোকস্ত সর্বাভ্যন্তো
মাত্রামপাদায়েতি । তথা পরে দেবে মনস্তেকীভবতীতি প্রস্তুত্যাষ্টৈব
দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমুভবতীত্যাকর্ষণে । ইন্দ্রিয়াপেক্ষয়াহন্তস্থদ্বান্ননস-

স্থূলবিষয় ভোগ করেন । ইনি সকল নরকে নানাপ্রকারে নয়ন
করেন, এইনিমিত্ত ইহার নাম বৈদ্বানর হইয়াছে ॥ ৩ ॥

এই ক্ষতিতে ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের দ্বিতীয়পাদ বর্ণন করিতে-
ছেন ।—তৈজসপুরুষ তাঁহার দ্বিতীয়পাদ, এই তৈজসপুরুষ
স্বপ্নস্থানীয়, স্বপ্নাবস্থাই ইহার স্থান । এই তৈজস অর্থাৎ
স্বপ্নকালেও আপন মহিমা প্রকাশ করেন । তিনি অন্তঃ-
প্রজ্ঞ, কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, কেবল মনোবর্তীমাত্র,
মনের বাসনাই তাঁহার প্রজ্ঞাস্বরূপ, সেই প্রজ্ঞা বিষয়শূন্য
হইয়া প্রকাশ পায় । সেই বাসনা বিষয়সম্পদ হইলে স্থূল-
রূপে বিষয়ভোগ করে । পুনরায় যখন বিষয়শূন্য হয়, তখন
কেবল স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশ পায় এবং তখন ভোগসকল পরি-
ভূত হয় । ইনিও সপ্তাঙ্গ, স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক, সূর্য্য
নেত্র, বায়ু প্রাণ, আকাশ শরীরের মধ্যভাগ, জল বস্তি অর্থাৎ
শরীরের নিম্নভাগ, পৃথিবী পাদ এবং অগ্নি তাঁহার মুখ এইরূপে

যত্র সূপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং

স্তদ্বাসনারূপা চ স্বপ্নে প্রজ্ঞা যন্তোত্যন্তঃপ্রজ্ঞাঃ । বিষয়শূন্যানাং প্রজ্ঞায়াং কেবলপ্রকাশস্বরূপায়াং বিষয়িৎসেন ভবতীতি তৈজসঃ । বিশ্বস্ত সবিষয়-
ত্বেন প্রজ্ঞায়াঃ স্কুলীয়া ভোজ্যত্বম্ । ইহ পুনঃ কেবলা বাসনামাত্রা প্রজ্ঞা
ভোজ্যেতি প্রবিবিক্তো ভোগ ইতি । সমানমন্তঃ । দ্বিতীয়ঃ পাদ-
তৈজসঃ ॥ ৪ ॥

দর্শনাদর্শনবুদ্ধ্যোঃ স্বাপত্ত তুলাত্বাৎ সুষুপ্তিগ্রহণার্থং যত্র সূপ্ত ইত্যাদি-
বিবেষণম্ । অথবা ত্রিষপি স্থানেষু তদ্বাপ্রতিবোধলক্ষণঃ স্বাপোহবিশিষ্ট
ইতি পূর্বাভ্যাং সুষুপ্তং বিভজতে । যত্র যস্মিন্ স্থানে কালে বা সূপ্তো

সেই তৈজস পুরুষও পূর্বোক্ত বৈশ্বানর পুরুষের স্তায় সপ্তাঙ্গ-
বিশিষ্ট । এই তৈজস পুরুষেরও পূর্বোক্ত বৈশ্বানর পুরুষের
স্তায় ঊনবিংশতি মুখ আছে । চক্ষুঃ, কণ, নাসিকা, জিহ্বা ও
অক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ
এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই
পঞ্চবায়ু এবং মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই ঊনবিংশতি
পদার্থই তৈজস পুরুষের মুখ । এই সকল মুখদ্বারাই তিনি
বিশ্বের উপলব্ধি করিয়া থাকেন । অতএব এই সকলই তাঁহার
বিশ্বোপলব্ধির দ্বারস্বরূপ । ইনি বিষয়শূন্য প্রজ্ঞাতে স্বপ্রকাশ-
রূপে প্রকাশ পায়েন, এইনিমিত্ত তিনি তৈজস পুরুষ বলিয়া
বিখ্যাত হইলেন । এই তৈজস পুরুষই ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের
দ্বিতীয়পাদ ॥ ৪ ॥

এইক্ষণ সেই ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মপুরুষের তৃতীয়পাদ বর্ণিত হই-
তেছে ।—প্রাক্ত পুরুষ ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের তৃতীয়পাদ, এই প্রাক্ত
সুষুপ্তস্থানীয় । যে কালে অথবা যে স্থানে সুষুপ্ত হইলে কোন
প্রকার কাম্যবস্তুতে কামনা করিতে পারেন না এবং কোনরূপ

পশ্যতি তৎ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞাঘন এবা-
নন্দময়ো হানন্দভুক্ত চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞত্বীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥

ন কঞ্চন কামং কাময়তে ম কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি । ন হি সূক্ষ্মে পূর্বয়ো-
রিবাভূতা গ্রহণলক্ষণং স্বপ্নদর্শনং কামো বা কঞ্চন বিদ্যাতে । তদেতৎ
সূক্ষ্মং স্থানমস্মেতি সূক্ষ্মস্থানঃ । স্থানদ্বয়প্রবিভক্তং মনঃস্পন্দিতং দ্বৈত-
জাতম্ । তথারূপাপরিভ্যাগেনাবিবেকাপন্নং নৈশতমোগ্রস্তমিবাংসঃ স্বপ্নপঞ্চ
কমেকীভূতমিচ্ছাচ্যতে । অত এব স্বপ্নজাগ্রদ্ব্যনঃস্পন্দনানি প্রজ্ঞানানি ঘনী-
ভূতানীব স্নেহমবস্থাহবিবেকরূপত্বাৎ প্রজ্ঞাঘন উচ্যতে । যথা রাজৌ নৈশেন
তমসাহবিভজ্যমানং সর্করং ঘনমিব তদ্বৎ প্রজ্ঞাঘন এব । এবশব্দাৎ জাত্য-

স্বপ্ন দর্শন করে না, তাহাই সূক্ষ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্ম হইলে
কোনরূপ কামনা থাকে না । উক্তরূপ সূক্ষ্মই সেই প্রাজ্ঞের
অবস্থিতি স্থান । পূর্বোক্ত পাদদ্বয়স্বরূপ পুরুষদ্বয়ের মধ্যে
বৈশ্বানর পুরুষ জাগরণ স্থানীয় এবং তৈজস পুরুষ স্বপ্নস্থানীয়
এই প্রাজ্ঞ উক্ত পুরুষদ্বয় হইতে অতিরিক্ত । ইহার কোন-
রূপ স্বপ্ন দর্শন অথবা কামনা নাই । যেমন রাজার অঙ্ক-
কারে (কুজ্জ্বটিকাতে) সমাচ্ছন্ন হইলে দিন ও রাত্রি একীভূত
হয়, সেইরূপ ইনিও কার্য্য কারণভাবে একীভূত হইয়াছেন,
অর্থাৎ এই প্রাজ্ঞই কার্য্য কারণস্বরূপ । যেহেতু তিনি কার্য্য-
কারণরূপে অবস্থিত আছেন, অতএব তিনিই প্রজ্ঞানঘন
অর্থাৎ স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও মনঃ এই সকল একত্র ঘনীভূত হইয়া
সেই প্রাজ্ঞ পুরুষে বিद्यমান আছেন । যেমন রাজ্যকালে
ধৃৎক পৃথক পদার্থ সকল নৈশঅঙ্ককারে আবৃত হইয়া একত্র
ঘনীভূতের ভাষা অনুমিত হয়, সেইরূপ তাহার স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও
মনঃ একত্র ঘনীভূত হইয়া আছে । তিনি আনন্দময়, উপাভূত-
বিষয়স্বরূপ বিষ বিকৃত করিতে পারে না এক তাহার স্পন্দন,

এষ সৰ্বেশ্বর এষ সৰ্বজ্ঞ এষোহন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ
সৰ্বম্ভু প্রভবাপ্যায়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥

স্বরমজ্ঞানব্যতিরেকেণাস্তীত্যর্থঃ । মনসো বিষয় বিষয়াকারস্পন্দনায়া-
সহঃখাভাবানন্দময় আনন্দপ্রায়ো নানন্দ এব । অনাত্যস্তিকত্বাৎ ।
যথা লোকে নিরায়াসস্থিতঃ সুখানন্দভূগুচ্যতে । অত্যন্তানায়াসরূপা
হীযং স্থিতিরনেনাভূয়ত ইত্যানন্দভূক্ । এষোহন্ত পরম আনন্দ ইতি
শ্রুতেঃ । স্বপ্নাদিপ্রতিবোধচেতঃ প্রতিদারীভূতত্বাচ্চেতোমুখঃ । বোধ-
লক্ষণং বা চেতো দ্বারং মুখমন্ত স্বপ্নাদ্যাগমনং প্রতীতি চেতোমুখঃ । ভূত-
তবিষয়জ্ঞাত্বং সৰ্ববিষয়জ্ঞাত্বমন্ত্যেতি প্রাজ্ঞঃ । স্নবুপ্তোহপি হি
ভূতপূৰ্ণগত্যা প্রাজ্ঞ উচ্যতে । অথবা প্রজ্ঞপ্তিমাভ্রমন্তৈবাসাধারণং রূপ-
মিতি প্রাজ্ঞঃ । ইতরয়োৰ্কিংশিষ্টমপি বিজ্ঞানমন্তি সোহয়ং প্রাজ্ঞন্তৃতীয়ঃ
পাদঃ ॥ ৫ ॥

এষ হি স্বরূপাবস্থঃ সৰ্বেশ্বরঃ সাধিদৈবিকস্ত ভেদজাতস্ত সৰ্বশ্রেণীত

আয়াস ও দুঃখ নাই, এইনিমিত্ত তিনি আনন্দময় হইয়াছেন ।
কিন্তু আনন্দস্বরূপ নহেন, তিনি আনন্দভূক্ । যেমন লোকসকল
অনায়াসে অবস্থিতি করিয়া মুখ্যানন্দভোগ করে, সেইরূপ
তিনি যে অবস্থাতে অবস্থিত আছেন, ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র
আয়াস নাই, এইনিমিত্ত তাঁহাকে আনন্দভূক্ বলিয়া অনুমান
করা যায় । তিনি চেতোমুখ, যেহেতু স্বপ্নাদি প্রতিবোধের
চিত্তরূপ দ্বারস্বরূপ, অতএব তিনি চেতোমুখ অর্থাৎ চিত্তই
তাঁহার স্বপ্নাদি পরিজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ । তিনি ভূত ভবিষ্যৎ
দকল বিষয়ই জানিতেছেন, অতএব তিনি প্রাজ্ঞ । সৰ্ববিষয়ের
জ্ঞাত্বং সেই প্রাজ্ঞ পুরুষেরই আছে । পূৰ্বোক্ত বৈশ্বানর
পুরুষ ও তৈজস পুরুষ হইতে ইহার বিশিষ্ট প্রজ্ঞা আছে, এই
জনিত ইহাকে প্রাজ্ঞ বলা যায়, এই প্রাজ্ঞ পুরুষই সেই ওঙ্কার
রূপী ব্রহ্মের তৃতীয়পাদ ॥ ৫ ॥

নাস্তঃপ্রজঃ ন বহিঃপ্রজঃ নোভয়তঃপ্রজঃ ন
প্রজ্ঞানমনঃ ন প্রজঃ নাপ্রজম্ । অদৃষ্টব্যবহার্যমগ্রাহ-

নৈতন্মাজ্জাতাস্তরভূতোহিত্তেযামিব । প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি
শ্রুতেঃ । অয়মেব হি সৰ্বশ্চ সৰ্বভেদাবস্থো জ্ঞাতেত্যেব সৰ্বজ্ঞ এষোহন্ত-
হস্তর্যামস্তরমুপ্রবিশ্চ সৰ্বেষাং ভূতানাং নিয়ন্তাহপোষ এব যথোক্তং সভেদং
জগৎপ্রসূয়ত ইত্যেব যোনিঃ সৰ্বশ্চ যত এবং প্রভবশ্চাপ্যরশ্চ প্রভবাপ্যরৌ
হি ভূতানামেব এব ॥ ৬ ॥

ন হি রজ্জাদীনামবিদ্যাস্বভাবব্যতিরেকেণ সর্পাদ্যাতাসম্বন্ধে কারণং
শক্যং বক্তুম্ । চতুর্থঃ পাদঃ ক্রমপ্রাপ্তো বক্তব্য ইত্যাহ নাস্তঃপ্রজ-
মিত্যাदि । সৰ্বশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তশূন্যত্বান্ত শব্দানামাধেয়ত্বমিতি বিশেষ-
প্রতিষেধেনৈব চ তুরীয়ং নিৰ্দ্ধিষ্টমিতি । শূন্যমেব তর্হি তন্ম । মিথ্যা-
বিকল্পশ্চ নিৰ্ণিমিত্তত্বাপত্তেঃ । ন হি রজতসর্পপুরুষমৃগভূতিকাदि-
বিকল্পাঃ শুক্তিকারজ্জুস্থাপুঘরাদিব্যতিরেকেণাবস্থাস্পদাঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্ ।
এবং তর্হি প্রাণাদিসৰ্ববিকল্পাস্পদত্বাতুরীয়শ্চ শব্দবাচ্যত্বমিতি ন প্রতি-
ষেধেঃ প্রত্যাব্যত্মদকাধারাদেবৈব ঘটাদেঃ । ন প্রাণাদিবিকল্পস্তাস্বা-
চ্ছুক্তিকাস্বিব রজতাদেঃ । ন হি সদসতোঃ সম্বন্ধঃ শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত-

পুরুষশ্চ ত্যক্ত প্রাজ পুরুষই সৰ্বেশ্বর । অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-
স্থিতি প্রায় ইনিই করিতেছেন । এই প্রাজই সৰ্বপ্রকার
অবস্থাপন্ন হইয়া অপরিণীম ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানিতেছেন, এইনিমিত্ত
ইনিই সৰ্বজ্ঞ । ইনি অন্তর্যামী, অর্থাৎ সৰ্বভূতের অন্তরে প্রবেশ
করিয়া সেই সকল ভূতকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন । এই
প্রাজ পুরুষ সৰ্বযোনি, ইনিই এই অনন্ত জগৎপ্রসব করিয়া-
ছেন । এই প্রাজ হইতেই সৰ্বভূতের উৎপত্তি ও বিনাশ
হইতেছে ॥ ৬ ॥

ইতিপূর্বে ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের পাদত্রয় বর্ণিত হইয়াছে, এই-

মলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশমেকাগ্র্যপ্রত্যয়সায়ং প্রপঞ্চোপ-

ভাগবজ্জ্ঞাৎ । নাপি প্রমাণান্তরবিষয়ত্বং স্বরূপেণ গবাদিবৎ । নাপি
ক্রিয়াবত্বং পাচকাদিবৎ । নাপি গণবত্বং নীলাদিবৎ অতো নাভিধানেন
নির্দেশমহঁতি । শশবিষাণাদিসমত্বান্নিরর্থকত্বং তর্হি ন । আত্মতাবগমে
তুরীয়স্তানাত্মত্বাব্যবৃতিহেতুত্বং গুতিকাবগম ইব রজতত্বায়াঃ । ন
হি তুরীয়স্তাত্মত্বাবগমে সত্যবিদ্যাভূতাদিদোষণাং সম্ভবোহস্তি । ন চ
তুরীয়স্তাত্মত্বানবগমে কারণমস্তি । সর্বৌপনিষদাত্মদর্থো নোপক্ষয়াৎ ।
তত্ত্বমসি । অয়মাত্মা ব্রহ্ম । তৎ সত্যম্ । স আত্মা যৎ সাক্ষাদপরোক্ষা-
ব্রহ্ম । স বাহ্যাত্মস্তরো হৃজঃ । আত্মবেদং সর্বমিত্যাदिना सोऽयमাত্মা
পরমার্থরূপশ্চতুষ্পাদিত্বাং তত্ৰাপরমার্থরূপমবিদ্যাকৃতং রজ্জুসর্পাদিসমমুক্তং
পাদত্রয়লক্ষণং বীজাকুরস্থানীয়ম্ । অথেনাদীনীমবীজাত্মকং পরমার্থস্বরূপং
রজ্জুস্থানীয়ং সর্পাদিস্থানীয়োক্তস্থানত্রয়নিরাকরণেনাহ নাস্তঃপ্রজ-
মিত্যাदि । নয়াত্মনশ্চতুষ্পাদং প্রতিজ্ঞায় পাদত্রয়কথনেনৈব চতুর্থস্তাস্তঃ-
প্রজাদিভ্যোহন্তত্বে সিদ্ধে নাস্তঃপ্রজমিত্যাदिप्रतिषेधोऽनर्थकः । ন সর্পাদি
বিকল্পপ্রতিষেধেনৈবরজ্জুস্বরূপপ্রতিপত্তিবৎ । ত্র্যবস্থান্তেবাত্মনস্তুরীয়ত্বেন
প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাং তত্ত্বমসীতি বৎ । যদি হি ত্র্যবস্থাত্মবিলক্ষণং
তুরীয়মন্তত্বং প্রতিপত্তিধারাভাবাচ্ছ্রোপদেশানর্থক্যং শূন্যতাপত্তিকী
রজ্জুরিব সর্পাদিভিক্কিকল্প্যমানা স্থানত্রয়েহপি আত্মক এবাস্তঃপ্রজাদিত্বেন
বিকল্প্যতে যদা ভদাস্তঃপ্রজাদিত্বপ্রতিষেধবিজ্ঞানপ্রমাণসমকালমেবাত্ম-
নর্থপ্রপঞ্চনিবৃত্তিলক্ষণকলং পরিসমাপ্তমিতি তুরীয়াধিগমে প্রমাণান্তরং
সাধনান্তরং বা ন মুগ্যম্ । রজ্জুসর্পবিবেকসমকাল ইব রজ্জাং সর্পমিবৃত্তি-
ফলে সতি রজ্জুধিগমস্ত বেবাং পুনস্তমোহপনয়ব্যতিরেকেণ ষটীধিগমে
প্রমাণং ব্যাপ্রিয়তে তেবাং ছেদ্যাবয়বসম্বন্ধরিয়োগব্যতিরেকেণাত্তর-
বয়বেহপি ছিদির্য্যাপ্রিয়ত ইত্যুক্তং ত্বাৎ । যদা পুনর্ঘটতমসৌর্কিবেক-
রণে প্রবৃত্তঃ প্রমাণমমুপাদিৎসিততমসো নিবৃত্তিকলাবসানং ছিদিরিব

চতুর্থপাদ বর্ণিত হইতেছে ।—রজ্জুপ্রভৃতিতে যে সর্পাদির
কাতাক্ষ বস, তদ্বিবক্রে অবিত্তার স্বভাব তিন্ন অস্ত কারণ বলা-

শমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স
বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

ছেদ্যাবয়বসম্বন্ধবিবেককরণে প্রবৃত্তা তদবয়ববৈধীভাবফলাবসানান্তদা
নাস্তরীয়কং ষটবিজ্ঞানং ন তৎ প্রমাণফলম্ । ন চ তদ্বদপ্যাত্মত্বাধ্যারো
পিতান্তঃপ্রজ্ঞাদিবিবেককরণে প্রবৃত্তস্ত প্রতিবেধবিজ্ঞানপ্রমাণস্তানু-
পাদিত্বসিতান্তঃপ্রজ্ঞাদিনিবৃত্তিবিষয়ত্বকরণে তুরীয়ে ব্যাপারোপপত্তিঃ ।
অন্তঃপ্রজ্ঞাদিনিবৃত্তিসমকালমেব প্রমাতৃত্বাদিভেদনিবৃত্তেঃ । তথা চ
বক্ষ্যতি । জ্ঞাতেহদ্বৈতং ন বিদ্যত ইতি । জ্ঞানস্ত দ্বৈতনিবৃত্তিলক্ষণব্যতি-
রেক্ষণ লক্ষণান্তরানবস্থানাং । অবস্থানে চানবস্থাপ্রসঙ্গাদ্ভেদানিবৃত্তিঃ ।
তস্মাৎ প্রতিবেধবিজ্ঞানপ্রমাণব্যাপারসমকাল এবাত্মত্বাধ্যারোপিতান্তঃ-
প্রজ্ঞাদানর্থনিবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্ । নাস্তঃপ্রজ্ঞমিতি তৈজসপ্রতিবেধঃ ।
ন বহিঃপ্রজ্ঞমিতি বিশ্বপ্রতিবেধঃ । নোভয়তঃ প্রজ্ঞমিতি জাগ্রৎস্বপ্নয়ো-
রন্তরালবস্থাপ্রতিবেধঃ । ন প্রজ্ঞানঘনমিতি সুষুপ্তাবস্থাপ্রতিবেধঃ ।
বীজাভাববিবেকরূপত্বাৎ । ন প্রজ্ঞমিতি যুগপৎ সর্ববিষয়জ্ঞাত্বপ্রতি-

যায় না । এই অবিজ্ঞাবশতঃই পরমাত্মাতে নানারূপ কল্পনা
করিয়া থাকে । কিন্তু যিনি ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের চতুর্থপাদস্বরূপ,
তঁাহাতে কোনরূপ জন্ম কল্পনার সম্ভব নাই । ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ
নহেন, যিনি তৈজসপুরুষ, তিনিই অন্তঃপ্রজ্ঞ, সুতরাং ইনি
তৈজসপুরুষ হইতে ভিন্ন । ইনি বহিঃপ্রজ্ঞ, অর্থাৎ বৈশ্বানরপুরুষও
নহেন । ইনি অন্তঃ ও বহিঃ এই উভয় প্রজ্ঞ নহেন, অর্থাৎ জাগ্রৎ
ও স্বপ্ন এই উভয়াবস্থার অন্তরালবর্তী নহেন । ইনি প্রজ্ঞানঘন
নহেন, অর্থাৎ ইহার সুষুপ্তাবস্থা নাই । ইনি প্রজ্ঞ, অর্থাৎ সম্যক্
জ্ঞানী নন, ইহার যে একদা সর্ববিষয়ের জ্ঞান আছে, তাহা
বলি যায় না । ইনি অজ্ঞও নন, অর্থাৎ ইনি যে অচেতন, তাহাও
নহেন । তিনি অদৃষ্ট, কেহ তঁাহাকে দর্শন করিতে পারে না ;

বেধঃ । নাপ্রজ্ঞমিত্যুচৈতন্তপ্রতিবেধঃ । কথং পুনরন্তঃপ্রজ্ঞাদীনা-
 মাত্মনি গম্যমানানাং রজ্জ্বাদৌ সর্পাদিবৎপ্রতিষেধাদসৎ গম্যত ইত্যা-
 চ্যতে । জ্ঞস্বরূপাবিশেষেহপীতরেতরব্যভিচারং । রজ্জ্বাদাবিব সর্পা-
 ধারাদিবিকল্পিতভেদবৎ সর্বত্রাব্যভিচারাজ্ঞস্বরূপস্ত সত্যত্বং সুষুপ্তে
 ব্যভিচরতীতি চেন্ন । সুষুপ্তস্তাহুভ্রম্যানত্যাং । ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতো-
 র্কিপরিণ্যেপো বিদ্যত ইতি চ শ্রুতেঃ অত এবাদৃষ্টং যস্মাদদৃষ্টং তস্মাদ-
 ব্যবহার্যম্ । অগ্রাহং কস্মৈন্দ্রিয়ৈরলক্ষণমলিঙ্গমিত্যেতদহুমেষমিত্যর্থঃ ।
 অত এবাচিন্ত্যম্ । অত এবাব্যপদেশঃ শব্দৈঃ । একাত্মপ্রত্যয়সারং জ্ঞাপ্র-
 দাদিত্বানেন্বেকোহয়মাশ্নেতাব্যভিচারী যঃ প্রত্যয়ন্তেনাহুসরণীয়ম্ । অথ-

সুতরাং তিনি অব্যবহার্য । যে বস্তু দর্শনের অযোগ্য, তাহার
 সহিত কোনরূপ ব্যবহার সম্ভবে না । তিনি অগ্রাহ, হস্তপাদাদি
 কোনপ্রকার কস্মৈন্দ্রিয়দ্বারা কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে
 না । অতএব তিনি অলক্ষণ, কোনরূপ চিহ্ন বা অনুমানদ্বারা
 তাঁহাকে ধারণ করা যায় না । যেহেতু তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য
 এবং বাক্যপাণি প্রভৃতি কস্মৈন্দ্রিয়ের অগ্রাহ, অতএব তিনি
 অচিন্ত্য । যে পদার্থ কোনরূপেও দৃশ্য বা ব্যবহার্য হয় না,
 তাহাকে কেহ চিন্তা করিতে পারে না । যেহেতু তিনি অচিন্ত্য,
 অতএব অব্যপদেশঃ, অর্থাৎ কোনপ্রকার শব্দদ্বারা তাঁহাকে
 ব্যক্ত করিতে পারে না । “জ্ঞাপ্রদাদি অবস্থাত্রেয়তে এক-
 যাত্র আত্মাই বিদ্যমান থাকেন” এই বাক্যে যে জ্ঞান হয়, তিনি
 সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত, অথবা “একমাত্র আত্মাই সত্য” এই
 জ্ঞানে প্রমাণীকৃত । উক্ত জ্ঞানভিন্ন তাঁহার সত্তা স্বীকারে আর
 প্রমাণ নাই । তিনি কেবল উক্ত জ্ঞানানুভবমাত্রের বিষয়ী-
 হৃত । তাঁহার সর্বপ্রকার প্রপঞ্চধর্ম শাস্ত হইয়াছে । জ্ঞানং,
 ব্রহ্ম ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধস্থানধর্ম তাঁহার নাই, অতএব তিনি

সোহয়মাত্মাধ্যক্ষরমোক্ষারোহধিমাত্রঃ পাদা মাত্রা
মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥

বৈক আয়প্রত্যয়ঃ সারং প্রমাণং যন্ত তুরীয়শ্রাদ্ধিগমে তৎ তুরীয়মেকাত্ম-
প্রত্যয়সারম্ । আয়েত্যেবোপাসীত ইতি শ্রুতেঃ । অন্তঃপ্রকৃত্বাদি
স্থানিধর্ম্মপ্রতিষেধঃ কৃতঃ । প্রপঞ্চোপশমমিতি জাগ্রদাদিস্থানধর্ম্মাভাব
উচ্যতে । অতএব শাস্ত্রমবিক্রিয়ং শিবং যতোহদৈবতং ভেদবিকল্পরহিতং
চতুর্থং তুরীয়ং মত্ত্বৈ । প্রতীয়মানপাদত্রয়রূপবৈলক্ষণ্যং । স আত্মা
সবিজ্ঞেয়ইতিপ্রতীয়মানসর্বভূচ্ছিত্রদণ্ডাদিব্যতিরিক্তা যথা রজুস্তথা তত্ত্বমসী
ত্যাদিবাক্যার্থঃ । আত্মাহৃদষ্টো দ্রষ্টা । ন হি দ্রষ্টৃদৃষ্টৈর্কিপরিণামো বিদ্যাত
ইত্যাদিত্রিক্তো যঃ স বিজ্ঞেয় ইতি ভূতপূর্ব্বগত্যা জ্ঞাতে বৈতাভাবঃ ॥ ৭ ॥

অভিধেয়প্রধান ওঙ্কারশ্চতুষ্পাদায়েতি ব্যাখ্যাতো যঃ সোহয়মাত্মা-
ধ্যক্ষরমক্ষরমধিকৃত্যভিধানপ্রধানেন বর্ণ্যমানোহধ্যক্ষরম্ । কিং পুন-
স্তদক্ষরমিত্যাহ । ওঙ্কারঃ । সোহয়মোঙ্কারঃ পাদশঃ প্রবিভজ্যমানোহধি-

শাস্ত্র । তাঁহার কোনপ্রকার ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ সর্বক্রিয়ার
অতীত । তিনি অদ্বৈত ও ভেদরহিত ; তিনি শিবস্বরূপ, অর্থাৎ
সর্বমঙ্গলপ্রদ । ইহাকেই সেই ওঙ্কাররূপী পরব্রহ্মের চতুর্থপাদ
বলিয়া জানিতে হইবে । ইনি পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয় হইতে অতি-
রিক্ত । ইনিই পরমাত্মা এবং ইনিই বিজ্ঞেয়, ইহাকে জানিলেই
জীব সর্বপ্রকার সংসারের মায়াপাশ ছেদন করিয়া ভববন্ধন
হইতে মুক্ত হইতে পারে ॥ ৭ ॥

ইতিপূর্বে যাহারা তত্ত্বজ্ঞানে সমর্থ, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা
উত্তম ও মধ্যমাধিকারী, তাহাদিগের জ্ঞান পরিপাকের নিমিত্ত
ওঙ্কাররূপী চতুষ্পাদ আত্মা বর্ণিত হইয়াছে । এইক্ষণে যাহারা
তত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ, অর্থাৎ অধম অধিকারী, তাহাদিগের আত্ম-
ধ্যান সাধনার্থ আত্মস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ।—সেই আত্মা
অক্ষরস্বরূপ ; সেই অক্ষর ওঙ্কার, এই ওঙ্কার মাত্রা আশ্রয়

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরা-

মাত্রাং মাত্রামধিকৃত্য বর্তত ইত্যধিমাত্রম্ । কথমাশ্বনো যে পাদান্ত
ওঙ্কারস্ত মাত্রাঃ । কাস্তাঃ । অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥

তত্র বিশেষনিয়মঃ ক্রিয়তে । জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরো যঃ স
ওঙ্কারস্তাকারঃ প্রথমা মাত্রা । কেন সামান্তেনেত্যাহ । আপ্তেরাপ্তি-
র্যাপ্তিরকারেণ সৰ্ব্বা বাগ্‌ব্যাপ্তা । অকারো বৈ সৰ্ব্বা বাগ্‌গতি ঋতেঃ । তথা
বৈশ্বানরেণ জগৎ তস্ত হ বৈতস্তাশ্বনো বৈশ্বানরস্ত মূর্দ্ধৈব স্মৃতেজ ইত্যাদি

করিয়া পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া বর্তমান আছেন, সেই পাদই
ওঙ্কারের মাত্রাস্বরূপ এবং অকার, উকার ও মকার ইহারাই
তাহার পাদস্বরূপ মাত্রা, অতএব মাত্রা ও পাদ ইহারাই অভিন্ন ।
(অকার, উকার ও মকার এই সকল মাত্রাস্বরূপ পাদেই ওঙ্কার
হইয়াছে, এই ওঙ্কারের ধ্যান করিলেই অধম অধিকারিদিগের
তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে) ॥ ৮ ॥

এইক্ষণ সেই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্মের পাদস্বরূপ মাত্রার বিশেষ
বিবরণ কথিত হইতেছে ।—যিনি জাগরিত স্থানীয় বৈশ্বানর
পুরুষ, তিনিই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্মের অকারস্বরূপ প্রথম মাত্রা ।
এই অকার সৰ্ব্বপ্রকার বাক্য ব্যাপিয়া রহিয়াছে, শ্রুতিতে
লিখিত আছে যে, অকারই সৰ্ব্বপ্রকার বাক্যস্বরূপ । অতএব
সেই বৈশ্বানরপুরুষই জগৎ । এই বৈশ্বানরপুরুষের মস্তকই পর-
ব্রহ্ম । অকার, উকার ও মকার ইহাদিগের মধ্যে অকারই
আদি । যেমন অকার এই অক্ষর আদিমান, সেইরূপ বৈশ্বানর-
পুরুষও আদি । যদিও অকার, উকার ও মকার ইহারাই অভিন্ন
রূপে মিলিত হইয়া ওঙ্কার হইয়াছে বটে, তথাপি মাত্রা সকলের
মধ্যে আদিস্থিত বিধায় অকারকে আদি বলা হইয়াছে । যিনি
এইরূপে ওঙ্কার ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি সৰ্ব্বপ্রকার

দিমদ্বাদ্বাপ্নোতি হ বৈ সৰ্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং
বেদ ॥ ৯ ॥

স্বপ্নস্থানতৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাভূভয়-

প্রভেদে:। অভিধানাভিধেয়োরৈকত্বপ্ৰাচীন। আদিতস্ত বিদ্যত ইত্যাদি-
মদ্যথৈবাদিমদকারাখ্যমক্ষরং তথৈব বৈশ্বানরস্তস্মাদ্ভা সামাভ্যাদকারস্তং
বৈশ্বানরস্ত। তদেকত্ববিদঃ ফলমাহ। আপ্নোতি হ বৈ সৰ্বান্ কামা-
নাদিঃ প্রথমশ্চ ভবতি মহতাং য এবং বেদ যথোক্তমেকত্বং বেদে-
ত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স্বপ্নস্থানতৈজসো যঃ স ওঙ্কারস্তোকারো দ্বিতীয়া মাত্রা। কেন
সামান্তেনেত্যাহ। উৎকর্ষাৎ। অকারাভূৎকৃষ্ট ইব হ্যকারস্তথা তৈজসো
বিশ্ভাভূভয়ত্বাদ্ভা অকারমকারয়োর্মধ্যস্থ উকারস্তথা বিশ্বপ্রাজ্ঞয়োর্মধ্যে

কাম্যফল লাভ করিতে পারেন এবং তিনিই সকলের প্রথম
হয়েন। এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্মের স্বরূপপরিজ্ঞান হইলেই সেই
ব্যক্তি সকল অপেক্ষা প্রাধান্য পদাভিষিক্ত হইতে পারে ॥ ৯ ॥

ওঙ্কাররূপ পরব্রহ্মের দ্বিতীয় মাত্রা উকারের স্বরূপ বলিতে-
ছেন।—যিনি স্বপ্নস্থানীয় তৈজসপুরুষ, তিনিই ওঙ্কাররূপ
পরব্রহ্মের দ্বিতীয়মাত্রা উকার। অকার হইতে উকারের উৎকর্ষ
আছে এবং বৈশ্বানরপুরুষ হইতে তৈজসপুরুষের উৎকর্ষ
আছে। উকার অকার ও মকার এই উভয় মাত্রার মধ্যবর্তী এবং
তৈজসপুরুষও বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যবর্তী। অতএব উকারের
অকার ও মকার এই উভয় অপেক্ষা জ্ঞানময়ত্ব উক্ত আছে।
এই উকার সাধককে জ্ঞান প্রদান করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান
বর্দ্ধিত করেন। উক্তরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শত্রু মিত্র উভয়পক্ষেরই
মূল্য। যেমন মিত্রপক্ষীয়েরা ইহাকে দ্বেষ করে না, সেইরূপ ইনি

ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যা-
ব্রহ্মবিৎকূলে ভবতি য এবং বেদ ॥ ১০ ॥

স্বপুংস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারন্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপী-

তৈজসোহত উভয়ভাভসামাশ্রাদ্বিধংফলমুচ্যতে । উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞান-
সন্ততিম্ । বিজ্ঞানসন্ততিং বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ । সমানস্তল্যাশ্চ মিত্রপক্ষশ্চেব
শত্রুপক্ষণামপ্যপ্রবেশ্যো ভবতি । অব্রহ্মবিদস্ত কূলে ন ভবতি য এবং
বেদ ॥ ১০ ॥

স্বপুংস্থানঃ প্রাজ্ঞো যঃ স ওঙ্কারস্ত মকারন্তৃতীয়া মাত্রা । কেন
সাম্যভ্যুতানেতাহ সামাশ্রমিদমত্র । মিতেশ্চিতিস্থানং মীয়েত ইব হি বিশ্ব-
তৈজসৌ প্রাজ্ঞেন প্রলয়োৎপত্ত্যোঃ প্রবেশনির্গমাত্ম্যাম্ । প্রস্থেনেব

শত্রুপক্ষেরও অদ্বৈত । যে ব্যক্তি উক্তরূপে ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের
দ্বিতীয় মাত্রা উকারের স্বরূপ জানিতে পারেন, কখনও তাহার
অব্রহ্মজ্ঞের কূলে জন্ম হয় না । (সেই ব্যক্তি ব্রহ্মবিৎ কূলে জন্ম
পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভকরতঃ ভবসাগরের পারে
গমনপূর্ব্বক মোক্ষপদ পাইয়া থাকেন) ॥ ১০ ॥

এইক্ষণ ওঙ্কাররূপ পরব্রহ্মের তৃতীয় মাত্রার স্বরূপ নিরূপণ
করিতেছেন ।—যিনি স্বপুংস্থানীয় প্রাজ্ঞ, তিনিই ওঙ্কাররূপী
পরব্রহ্মের মকারস্বরূপ তৃতীয়মাত্রা । এই তৃতীয়মাত্রা ও
তৃতীয়পাদ ইহা অভিন্ন । প্রাজ্ঞেতে বৈশ্বানর ও তৈজস
পুরুষের প্রবেশ ও নির্গম হয়, তাহাতেই উৎপত্তি ও প্রলয়
ইয়া থাকে । ওঙ্কারের উচ্চারণে যেমন অকার ও উকার মকা-
রতে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রয়োগকালে তাহা পুনর্বার নির্গত
হয়, সেইরূপ বৈশ্বানর ও তৈজস পুরুষ প্রাজ্ঞেতে প্রবেশ এবং
দই প্রাজ্ঞ হইতে নির্গত হইয়া থাকেন । ওঙ্কার উচ্চারণে যেমন

তেৰ্কা মিনোতি হ বা ইদং সৰ্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং
বেদ ॥ ১১ ॥

অমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈত

যবাঃ। তথা ওঙ্কারসমাপ্তৌ পুনঃ প্রয়োগে চ প্রবিষ্ট নির্গচ্ছত ইবা-
কারোকারৌ মকারে। অপীতেৰ্কাহপীতিরপায়একীভাবঃ। ওঁকারো-
চ্চারণেহন্ত্যেহঙ্করে একীভূতাবিবাকারোকারৌ। তথা বিশ্বতৈজসৌ
সুষুপ্তকালে প্রাজ্ঞে। অতো বা সামান্যাদেকত্বং প্রাজ্ঞমকারয়োঃ। বিদং-
ফলমাহ। মিনোতি হ বেদং সৰ্বং জগদ্বাখ্যাত্ম্যং জানাতীত্যর্থঃ। অপী-
তিশ্চ জগৎকারণাত্মা ভবতীত্যর্থঃ ॥ অত্রাবাস্তুরফলবচনং প্রধানসাধনঃ
স্তুত্যর্থম্ ॥ ১১ ॥

অমাত্রো মাত্রা যন্ত নাস্তি সোহমাত্র ওঙ্কারশ্চতুর্থস্তরীয় আত্মৈব
কেবলোহিভিধানাতিধেয়রূপয়োৰ্কাঙ্কনসয়োঃ কীণত্বাদব্যবহার্য্যঃ। প্রপঞ্চো

অন্ত্যবর্ণ মকারে অকার ও উকার প্রবেশ করে, সেইরূপ বৈশ্বা-
নর ও তৈজস সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞেতে প্রবিষ্ট হয়। অতএব
প্রাজ্ঞ ও মকারের একত্ব প্রতিপন্ন হইল। যে ব্যক্তি এইরূপে
ওঙ্কারের পাদ, মাত্রাত্রয় ও তাহাদিগের স্বরূপ অভেদরূপে
জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি এই জগতের তত্ত্ব জানিয়া জগৎ-
কারণ পরমাত্মস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব এই ওঙ্কারই ব্রহ্ম-
ধ্যানের প্রধান সাধন। এই ওঙ্কারের ধ্যান করিলেই ব্রহ্ম-
বিজ্ঞান লাভ হয় ॥ ১১ ॥

যিনি ওঙ্কারের চতুর্থপাদ, তিনি মাত্রাবিহীন এবং তিনিই
পরমাত্মা। তিনি অব্যবহার্য্য, যেহেতু সেই পরমাত্মা বাক্য
ও মনের অগোচর, অতএব সৰ্ব্বপ্রকার ব্যবহারের আদ্য।
পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে বাক্য এবং মনঃ উভয়ই কীণ হয়।
তিনি সৰ্ব্বপ্রকার বিকারবিহীন, মঙ্গলময়, কেবল, পরমানন্দ-

এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাশ্রয়ানাশ্রয়ানং য এবং বেদ
য এবং বেদ ॥ ১২ ॥

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদ্বূলমন্ত্রাঃ সমাপ্তিস্কৃতাঃ ॥

* ॥ ওঁ তৎসৎ হরিঃ ওঁ ॥ *

পশমঃ শিবোহষ্টৈতঃ সংবৃত্ত এবং যথোক্তবিজ্ঞানবতা প্রযুক্ত ওঙ্কারস্ত্রি-
মাত্রাস্ত্রিপাদঃ । আত্মৈব সংবিশত্যাশ্রয়ানাশ্রয়ানং স্বেনৈব স্বং পারমার্থিকমাশ্রয়ানং
য এবং দেব । পরমার্থদর্শিনাং ব্রহ্মবিদাং তৃতীয়ং বীজভাবং দণ্ডা-
শ্রয়ানং প্রবিষ্ট ইতি ন পুনর্জ্জায়তে তুরীয়শ্রাবীজহাৎ । ন হি রজ্জুসর্পয়ো-
র্কির্বেদৈক রজ্জাং প্রবিষ্টঃ সর্পো বুদ্ধিসংস্কারাং পুনঃ পূর্ববত্তদ্বিবেকিনা-
মুখান্ততি । মন্দমধ্যমধিয়ান্ত প্রতিপন্নসাধকভাবানাং সম্মার্গগামিনাং
সন্ন্যাসিনাং মাত্রাণাং পাদানাঞ্চ কল্পনামাত্রবিদাং যথা বহুপান্তমান
ওঙ্কারো ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে আলম্বনী ভবতি । তথা চ বক্ষ্যতি । আশ্রমা-
স্ত্রিবিধা হীনা ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যজ্ঞ
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ মাণ্ডুক্যোপনিষদ্বূলমন্ত্রভাষ্যম্
সমাপ্তম্ ॥

স্বরূপ এবং অদ্বৈত, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই । এই পরমাত্মা
স্বয়ং আত্মাতে প্রবেশ করিয়া আছেন । যাঁহারা এইরূপে
সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, সেই সকল পরমার্থদর্শী
ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ সাধকগণ এই সংসার দণ্ড করিবার নিমিত্ত
আত্মাতে প্রবিষ্ট হয় । পরন্তু তাহাদিগের আর জন্মপরিগ্রহ
হয় না ॥ ১২ ॥

ইতি অর্থর্কবেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষদ্বূলমন্ত্রের
ভাষ্যার্থ সম্পূর্ণ ॥

॥ ॐ তৎসৎ ॐ ॥

শ্রীগোড়পাদাচার্য্যকৃতমাণ্ড ক্যোপনিষ- দর্থাবিস্করণরূপকারিকাবতারণম্ ।

প্রথমপ্রকরণং ।

॥ ৐ ॥ নমঃ পরমায়নে ॥ ৐ হরিঃ ৐ ॥

বহিঃপ্রজ্ঞো^(১) বিভূর্বিশ্বো^(২) হুন্তঃপ্রজ্ঞস্ত^(৩) তৈজসঃ ।

ঘনপ্রজ্ঞস্তথা^(৪) প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধা স্মৃতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীগোড়পাদীয়কারিকায়াম্ ভাষ্যম্ ।

অত্রৈতদ্বিন্ম যথোক্তেহর্থে এতে শ্লোকা ভবন্তি । বহিঃপ্রজ্ঞ ইতি । পর্যা-
য়েণ ত্রিহানত্বাৎ সৌহর্মিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্ব-
মেকত্বং শুদ্ধত্বমসঙ্গত্বঞ্চ সিদ্ধমিত্যাভিপ্রায়ঃ । মহামৎস্তাদিদৃষ্টান্তশ্রুতেঃ ॥১॥

বহিঃপ্রজ্ঞ বৈশ্বানর, অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস ও ঘনপ্রজ্ঞ প্রাজ্ঞপুরুষ, এক
আত্মাই এই ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছেন । বৈশ্বানর জাগরণস্থানীয়, তৈজস-
পুরুষ স্বপ্নস্থানীয় এবং প্রাজ্ঞপুরুষ জাগ্রুপ্তস্থানীয় । পরমাত্মা এই স্থানত্রয়-
ব্যাপী পুরুষত্রয় হইতে অতিরিক্ত ; স্মৃতরাং তিনি শুদ্ধ, অসঙ্গ ও অদ্বিতীয়
ইহাই প্রতিপন্ন হইল । তাঁহার রাগদ্বेषাদি কোনরূপ মলসম্পর্ক নাই ।
যেমন অতি বলবান্ তিমিমৎস্ত মহানদীর স্রোতোমধ্যে সঞ্চরণ করে,
কিন্তু তাহাতে সেই নদীকূলস্থিত কোন দোষ বা গুণ সেই তিমিতে আসক্ত

দক্ষিণাক্ষিমুখে বিস্থো মনস্তত্ত্বচ তৈজসঃ ।

জাগরিতাবস্থায়ামেব বিখাদীনাং ত্রয়ানামহুভবপ্রদর্শনার্থোহয়ং
শ্লোকঃ । দক্ষিণাক্ষীতি । দক্ষিণমক্ষ্যেব মুখং তস্মিন্ প্রাধাত্তেন দ্রষ্টা
স্থলানাং বিস্থোহহুভূয়তে । ইক্কে হ বৈ নানৈষ যোহয়ং দক্ষণেক্শন্ পুরুষ
ইতি শ্রুতেঃ । ইক্কো দীপ্তিগুণো বৈখানর আদিত্যাস্তর্গতো বৈরাজ
আয়া চক্ষুর্ষি চ দ্রষ্টা একঃ । নমন্তো হিরণ্যগর্ভঃ ক্ষেত্রজো দক্ষিণেহ-
ক্ষিণ্যক্কোনিয়ন্তা দ্রষ্টা চাত্মো দেহস্বামী ন স্ততো ভেদানভ্যুপগমাৎ ।
একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ় ইতি শ্রুতেঃ । ক্ষেত্রজঞ্চাপি মাং বিদ্ধি
সর্বক্ষেত্রেষু ভারত । অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতমিতি স্মৃতেঃ ।
সর্বেষু করণেষু বিশেষেষুপি দক্ষিণাক্ষিপালকিপাটবদর্শনাত্তত্র বিশেষণ
নির্দেশো বিস্তৃত । দক্ষিণাক্ষিগতা রূপং দৃষ্ট্বা নিম্নগিতাক্ষস্তদেব স্মরন্
মনস্তত্ত্বঃ স্বপ্ন ইব তদেব বাসনারূপাভিব্যক্তং পশুতি । যথাহত্র তথা
স্বপ্নে । অতো মনস্তত্ত্বস্ত তৈজসাপি বিশ্ব এব । আকাশে চ হৃদি
স্মরণাখ্যাপারোপরমে প্রাজ্ঞ একীভূতো ঘনপ্রজ্ঞ এব ভবতি । মনো-
ব্যাপারাত্বাৎ । দর্শনস্মরণ এব হি মনঃস্পন্দিতে তদভাবে হৃদ্যোবা-
বিশেষণ প্রাণান্নাবস্থানম্ । প্রাণো হেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃক্ত ইতি
শ্রুতেঃ । তৈজসো হিরণ্যগর্ভো মনঃস্বভাৎ । লিঙ্গং মনঃ মনোময়োহয়ং
পুরুষ ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । নহু ব্যাকৃতঃ প্রাণঃ স্মৃশ্চে তদাত্মকানি কর-

হইতে পারে না । যেমন শ্রৌনাদিপক্ষী আকাশমার্গে সঞ্চরণ করে,
কিন্তু কখনও তাহারা সেই আকাশ হইতে লুপ্ত হয় না ; সেইরূপ আত্মা
ক্রমতঃ স্থানক্রম সঞ্চরণ করিয়াও কোনরূপে সেই সেই স্থানে আশ্রিত
হইবে না ॥ ১ ॥

জাগরণাবস্থাতেও বৈখানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই ত্রয়ের অহুভব
প্রদর্শন করিতেছেন ।—ওকাররূপী ত্রয়ের দক্ষিণাক্ষিমুখে বৈখানর,
মনে তৈজস এবং হৃদয়াকাশে প্রাজ্ঞ বিলম্বমান আছেন । এই ত্রিবিধ
পুরুষই সেই ওকাররূপী ত্রয়ের পুরুষের দেহেতে অবস্থিতি করিতে
ছেন । (এই বৈখানরপুরুষই সেই স্থলভূতের দ্রষ্টা, অতএব সহজেই তাহার

আকাশেচ হৃদি প্রাজ্ঞজিহ্বা দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২ ॥

গানি ভবন্তি কথমব্যাকৃততা । নৈষ দোষঃ অব্যাকৃতস্ত দেশকাল-
বিশেষাভাবাৎ । যদ্যপি প্রাণাভিমানো সতি ব্যাকৃততৈব প্রাণস্ত তথাপি
পিণ্ডপরিচ্ছিন্নবিশেষাভিমাননিরোধঃ প্রাণে ভবতীত্যব্যাকৃত এব প্রাণঃ
স্বযুগ্মে পরিচ্ছিন্নাভিমানবতাম্ । যথা প্রাণলয়ে পরিচ্ছিন্নাভিমানিনাং
প্রাণো ব্যাকৃতস্তথা প্রাণাভিমানিনোহ্যবিশেষাপত্তাব্যাকৃততা সমান্
প্রসববীজাঙ্কজত্বঞ্চ তদধ্যক্ষশ্চৈকোহব্যাকৃতাবস্থঃ । পরিচ্ছিন্নাভিমানিনা-
মধ্যক্ষাণাঞ্চ তেনৈকত্বমিতি পূর্ব্বোক্তং বিশেষণমেকীভূতঃ প্রজ্ঞানবন ইত্যা-
দ্যপপন্নম্ । তস্মিন্নৈতস্মিন্মুক্তহেতুত্বাচ্চ কথং প্রাণশব্দত্বমব্যাকৃতস্ত ।
প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি শ্রুতেঃ । নমু তত্র সদেব সৌম্যোতি
প্রকৃতং সত্ত্বক প্রাণশব্দবাচ্যম্ । নৈষ দোষঃ । বীজাঙ্কজত্বভূতপগমাৎ
সতঃ যদ্যপি সত্ত্বক প্রাণশব্দবাচ্যং তত্র তথাপি জীবপ্রসবং বীজাঙ্কজ-
মপরিচ্যাজ্যেব প্রাণশব্দত্বং সতঃ সচ্ছব্দবাচ্যতা চ । যদি নিব্বীজরূপং
বিবক্ষিতং ব্রহ্মাহভবিষ্যৎ নেতি নেতি যতো বাচো নিবৰ্ত্তন্তে অন্তদেব
তদ্বিদিবাদ্যো অবিদিবাদিত্যবক্ষ্যৎ । ন সত্ত্বাসচ্ছ্যত ইতি শ্রুতেঃ ।
নিব্বীজতয়েব চেৎ সতি লীনানাং সম্পন্নানাং স্বযুগ্মপ্রলয়বোঃ পুনরুৎপা-
নানুপপত্তিঃ স্তাৎ । মুক্তানাঞ্চ পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ । বীজাভাবাবিশেষাৎ ।
জ্ঞানদাহবীজাভাবে চ জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ । তস্মাৎ সবীজত্বভূতপগম-
নৈব সতঃ প্রাণত্বব্যাপদেশঃ সৰ্ব্বশ্রুতিবুচ কারণত্বব্যাপদেশঃ । অত এবা-
ক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ । সবাছাভ্যন্তরো হৃজঃ । যতো বাচো নিবৰ্ত্তন্তে ।
নেতি নেতীত্যাदिना बीजवत्तापनयनेन व्यापदेशः । तामबीजावस्थां
तस्त्रैव प्राञ्जशब्दावाच्या तुरीयत्वेन देहादिसम्बन्धरहितां पारमार्थिकीं
पृथक्प्रकृति । बीजावस्थापि न किञ्चिदवेदिवमित्याख्यतस्तु अत्रायमदर्शना-
'देहेहहृत्तुरत एवेति जिह्वा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते ॥ २ ॥

অনুভব হইতেছে । সকলপ্রকার ইঞ্জিয় অবিশেষ হইলেও দক্ষিণ-
চক্র জ্ঞানসাধনে পটুতাহেতু দক্ষিণচক্ররূপে বিশেষ প্রদর্শন করি-
য়াছেন । দক্ষিণচক্রস্থিত বৈশ্বানর রূপসকল দর্শন করিয়া নিম্নলিখিত

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ।

বিশ্বো হি স্থূলভূত্বনিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্তভূক্ ।
আনন্দভূক্ তথা প্রাজ্ঞস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত ॥ ৩ ॥
স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং প্রবিবিক্তস্ত তৈজসম্ ।
আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞঃ ত্রিধা তৃপ্তিঃ নিবোধত ॥ ৪ ॥
ত্রিষু ধামসু যন্তোজ্যং ভোক্তা যশ্চ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

উক্তার্থো শ্লোকৌ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ত্রিষু ধামসু জাগ্রদাদিসু স্থূলপ্রবিবিক্তানন্দাধাং ভোজ্যমেকং ত্রিধা
ভূতম্ । যশ্চ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞাখ্যো ভোক্তৈকঃ সোহহমিত্যেকত্বেন
প্রজ্ঞানান্যং দৃষ্ট্বাবিশেষাচ্চ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । যো বেদৈতদুভয়ং ভোজ্য-

হইলেও মনে মনে বাসনার অমুরূপ স্মরণ হয়, ইহাই মনোগত তৈজস-
পুরুষের কার্য্য । যখন স্মরণাখ্য মানসিকব্যাপার নিবৃত্ত হয়, তখন
সেই হৃদয়াকাশগত প্রাজ্ঞ একীভূত হইয়া ঘনপ্রজ্ঞ হয়েন । মনঃ-
স্পন্দিত হইলেই দর্শন ও স্মরণ হয়, সেই মনঃস্পন্দনের অভাব হইলেই
হৃদয়াকাশে অবিশেষে প্রাণরূপে অবস্থান হয় ॥ ২ ॥

পূৰ্ণকারিকাতে বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞের দেহাবস্থান প্রদর্শন
করিয়া এই শ্লোকে সেই বৈশ্বানরাদির ত্রিবিধভোগ দেখাইতেছেন ।—
বৈশ্বানরপুরুষ স্থূলভোক্তা ইনি ধিধ্যভোগ করিয়া থাকেন, তৈজসপুরুষ
প্রবিবিক্তভূক্, অর্থাৎ বাসনামাত্র ভোগ করেন এবং প্রাজ্ঞপুরুষ আনন্দ-
ভোগ করেন । অতএব ওকাররূপী ব্রহ্মের ত্রিবিধভোগ অমুমিত হইল ॥ ৩ ॥

পূৰ্ণকারিকাতে ত্রিবিধভোগ প্রদর্শন করিয়া এইরূপ সেই ভোগজ্ঞ
ত্রিবিধ তৃপ্তি নিরূপণ করিতেছেন ।—বৈশ্বানরপুরুষের বিষয়ভোগে তৃপ্তি
হয়, তৈজসপুরুষের তৃপ্তি বাসনাভোগজ্ঞ এবং আনন্দভোগে প্রাজ্ঞের
তৃপ্তি হইয়া থাকে ; এইরূপে ত্রিবিধ তৃপ্তি জানিবে ॥ ৪ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই স্থানত্রেয়ে স্থূল, প্রবিবিক্ত ও আনন্দ এই
ত্রিবিধ ভোজ্য এবং বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই ত্রিবিধ ভোক্তা উক্ত

বৈদৈতহুভয়ং যন্তু সতুঞ্জানো ন লিপ্যতে ॥ ৫ ॥

প্রভবঃ সর্বভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ ।

ভোক্তৃত্যাহনেকথা ভিন্নং স তুঞ্জানো ন লিপ্যতে । ভোক্তাশ্চ সর্বস্ত্রে-
কশ্চ ভোক্তুর্ভোজ্যত্বাৎ । ন হি যন্তু যো বিষয়ঃ স তেন হীয়াতে বদ্ধতে
বা । ন হ্যগ্নিঃ স্ববিষয়ং দধ্বা কাষ্ঠাদি তদ্বৎ ॥ ৫ ॥

সতাং বিদ্যমানানাং স্বেনাবিদ্যাকৃতনামরূপমায়াম্বরূপেণ সর্ব-
ভাবানাং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞভেদানাং প্রভব উৎপত্তিঃ । বক্ষ্যতি চ । বক্ষ্যা-
পুঞ্জো ন তত্বেন মায়য়া বাপি জায়ত ইতি । যদি হ্যসত্যমেব জন্ম স্তাদ্ব-
ন্ধগো ব্যবহার্যশ্চ গ্রহণদ্বারাভাবাদসত্ত্বপ্রসঙ্গঃ । দৃষ্টঞ্চ রজ্জুসর্পাদীন-
মবিদ্যাকৃতমায়াবীজোৎপন্নানাং রজ্জ্বাদ্যাশ্চনা সত্ত্বম্ । ন হি নিরাস্পদা
রজ্জুসর্পমৃগতৃষ্ণিকাদয়ঃ কচিৎপলভ্যন্তে কেনচিৎ । যথা রজ্জ্বাং প্রাক্
সর্পোৎপত্তেঃ রজ্জ্বাশ্চনা সর্পঃ সন্নেবাসীৎ । এবং সর্বভাবানামুৎপত্তেঃ
প্রাক্প্রাণবীজাশ্চনৈব সত্ত্বমিতি । অতঃ স্ত্রুতিরপি বক্তি ব্রহ্মৈবেদমাত্মৈ-
বেদমগ্র আসীদিতি । সর্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোঃ হৃশুনঃশব ইব রবেশ্চিদা-

হইয়াছে । উক্ত ভোজ্যত্রয়ও ত্রিবিধ ভোক্তা এবং এই ভোজ্য ও ভোক্তা
উভয়ই এক । যে ব্যক্তি এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি কোন
বিষয়ে লিপ্ত হয় না এবং (উক্ত ত্রিবিধ ভোজ্যেরই ভোগকর্তা এক) যে
বস্তু যাহার ভোজ্য সেই বস্তুভোগে ভোক্তার কোন হ্রাস বৃদ্ধিও হয় না ।
যেমন অগ্নিকাষ্ঠাদি দধ্ব করে বটে, কিন্তু তাহাতে অগ্নির কোন ইতরবিশেষ
হয় না, সেইরূপ ভোগকর্তা স্ব স্ব বিষয়ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার
কোন বৈষম্য হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই ত্রিবিধ পুরুষের মধ্যে প্রাজ্ঞই বিশ্বের
কারণ, অতএব এইরূপ এই সংশয় হইতে পারে যে, তিনি কি সত্ত্বন্তর,
অথবা অসত্ত্বন্তরকারণ ? এই সংশয়ের নিরাকরণার্থ বলিতেছেন ।—সেই
প্রাজ্ঞই বৈশ্বানর, তৈজস ও প্রাজ্ঞপ্রভৃতি সত্ত্বের কারণ, তাহার মায়াতেই
বৈশ্বানরাদি সর্বভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার সৃষ্টি আশ্চিন্দ্যাক্তি ; যথাঃ

সর্বং জনয়তি প্রাণশ্চেতোঃশূন পুরুষঃ পৃথক্ ॥ ৬ ॥

বিভূতিং প্রসবন্ত্যে মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ ।

অপ্রমায়াস্বরূপেতি সৃষ্টিরনৈকিকল্পিতা ॥ ৭ ॥

অকল্প পুরুষস্ত চेतোরূপা জলার্কসমাঃ প্রাজ্ঞতৈজসবিশ্বভেদেন দেব-
তিৰ্য্যগাদিদেহভেদেবু বিভাব্যমানাশ্চেতোঃশূনবো যে তান্ পুরুষঃ পৃথ-
গ্ধিয়ন্তাবাবিলক্ষণান্নিবিস্কুলিঙ্গবৎ সলক্ষণান্ জলার্কবচ্চ জীবলক্ষণাং-
দ্বিতরান্ সর্বভাবান্ প্রাণবীজায়া জনয়তি যথোন্নতিঃ । যথাগ্ধে-
র্লিঙ্গুলিঙ্গা ইত্যাদি ঐতেঃ ॥ ৬ ॥

বিভূতিরীকৃত্যর ঈশ্বরস্ত সৃষ্টিরিতি সৃষ্টিচিন্তকা মন্তন্তে ন তু পরমার্থ-
চিন্তকানাং সৃষ্টাবাদর ইত্যর্থঃ । ইহ্মো মায়াভিঃ পুরুষপ ঈয়ত ইত্যাদি-
ঐতেঃ । ন হি মায়াবিনঃ সূত্রমাক্রাশে নিঃকিপ্যতে ন তদাযুধমাক্রহ
চক্ষুর্গোচরভামতীত্য যুধেন খণ্ডশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুখিতঞ্চ পশ্যতাং
তৎকৃতমায়াদি সত্যচিন্তারামাদরো ভবিষ্যতি । তথৈবায়ং মায়াবিনঃ
সূত্রপ্রসারণসমঃ সুপুণ্ড্রপাদিবিবিকাসন্তদাক্রুতমায়াবিসমঞ্চ তৎসূত্রপ্রাজ্ঞতৈজ-
সাদিঃ সূত্রতদাক্রুতভ্যামন্তঃ পরমার্থমায়াবী । স এব ভূমিষ্ঠো মায়া-
চ্ছন্নোহদৃশ্যমান এব স্থিতো যথা তথা তুরীয়াধ্যং পরমার্থতত্ত্বম্ । অত-
স্তচিন্তায়ামেবাদরো মুমুক্শুণামার্য্যাণাং ন নিশ্চয়োজনায়াং সৃষ্টাবাদর
ইতি । অতঃ সৃষ্টিচিন্তকানামেবৈবতে বিকল্পা ইত্যাং অপ্রমায়াস্বরূপেতি ।
অপ্রস্বরূপা চেতি ॥ ৭ ॥

নহে । মায়াং আশ্রয়ে সৃষ্টি হইয়া থাকে । যেমন “বক্ষ্যার পুত্র” ইহা
কেবল ভ্রান্তিভিন্ন যথার্থ নহে ; সেইরূপ প্রাজ্ঞপুরুষ পৃথক্ পৃথক্ৰূপে
প্রাণচিত্তপ্রজ্ঞতি বীজরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

অন্তান্ত সৃষ্টিবিচারতৎপর পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই সৃষ্টি কেবল
তাহার মাহাত্ম্য বিস্তারমাত্র । অন্তান্ত সৃষ্টিবাদীরা এই সৃষ্টিকে স্বপ্ন ও
মায়াস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । তাহার পরমার্থচিন্তক তাহা
দিগের সৃষ্টিবিষয়ে আসন্ন নাই । পরমার্থচিন্তকপণ্ডিতগণ কেবল ঈশ্বরের

ইচ্ছামাত্রঃ প্রভোঃ সৃষ্টিরিত্তি স্কৌ বিনিশ্চিতাঃ ।

কালোৎ প্রসূতিং ভূতানাং মন্বন্তে কালচিত্তকাঃ ॥ ৮ ॥

ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্ত্যন্তে ক্রীড়ার্থমিত্তি চাপরে ।

দেবশ্চৈব স্বভাবোহ্যমাপ্তকামস্ত কা স্পৃহা ॥ ৯ ॥

ইচ্ছামাত্রঃ প্রভোঃ সত্যসঙ্কল্পাৎসৃষ্টিবীটাদিঃ সঙ্কল্পনামাত্রঃ ন সঙ্কল্প-
নাতিরিক্তং কালাদেব সৃষ্টিরিত্তি কেচিৎ ॥ ৮ ॥

ভোগার্থং ক্রীড়ার্থমিত্তি চান্তে সৃষ্টিং মন্বন্তে । অন্তর্যোঃ পক্ষয়োদৃষণং
দেবশ্চৈব স্বভাবোহ্যমিত্তি । দেবস্ত স্বভাবপক্ষমাপ্তিত্য সর্বেষাং বা পক্ষা-
ণামাপ্তকামস্ত কা স্পৃহেতি ॥ ৯ ॥

স্বরূপ নির্ণয়ে তৎপর থাকেন, সৃষ্টি বিচার করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য
নহে । কেবল যাঁহারা সৃষ্টিচিন্তক, তাঁহারা এই সৃষ্টিবিষয়ে নানারূপ
কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

অন্তান্ত বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, প্রভুর ইচ্ছামাত্রই সৃষ্টি হইয়া
থাকে । যাঁহারা কালচিত্তক, অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ, তাঁহারা বলিয়া থাকেন
যে, কালক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে । অতএব সৃষ্টিবিষয়ে কোন কারণ নাই,
কালে সমুদার পদার্থ আপনিই উৎপন্ন হইয়া থাকে । সমস্ত কারণ বিদ্যা-
মান থাকিলেও কুন্তকারের ইচ্ছা না হইলে ঘটের উৎপত্তি হয় না এবং
যখন সেই কুন্তকারের ইচ্ছা হয়, তখনই ঘটের উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই-
স্থলে যেমন কুন্তকারের ইচ্ছাই কারণ, সেইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই জগৎ-
সৃষ্টির প্রতি কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৮ ॥

অপর্যাপ্ত সৃষ্টিবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, ভোগের নিমিত্ত অথবা
ক্রীড়ার্থ ঈশ্বর এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সুসঙ্গত পক্ষ নহে ; যেহেতু
প্রাপ্তকামীর কোনরূপ স্পৃহা নাই । পরমেশ্বর সর্বপ্রকারে পূর্ণকামী,
সুতরাং তিনি স্পৃহাবিহীন । অতএব তিনি যে আপন ভোগার্থ, কিবা
ক্রীড়ানিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সম্ভবপর নহে । অপর্যাপ্ত বাদীরা
বলিয়া থাকেন যে, উৎপাদন করাই পরমেশ্বরের স্বভাব, তাহাতে কোন

নিবৃত্তে: সৰ্ব্বহুঃখানামীশানঃ প্রভুরব্যয়ঃ ।

অদ্বৈতঃ সৰ্ব্বভাবানাং দেবস্তুৰ্য্যো বিভূঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥

কার্য্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যোতে বিশ্বতৈজসৌ ।

অত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি ॥ প্রাক্ততৈজসবিশ্বলক্ষণানাং সৰ্ব্বহুঃখানাং নিবৃত্তেরীশানন্তরীয় আত্মা । ঈশান ইত্যস্ত পদস্ত ব্যাখ্যানং প্রভুরিতি । হুঃখনিবৃত্তিঃ-প্রতি প্রভূর্ভবতীত্যর্থঃ । তদ্বিজ্ঞাননিমিত্তত্বাদ্‌হুঃখনিবৃত্তে: । অব্যয়ো ন ব্যতি, স্বরূপান্ন ব্যভিচরতীতি যাবৎ । এতৎকৃতঃ । যস্মাদদ্বৈতঃ সৰ্ব্বভাবানাং রজ্জুসৰ্পবন্মৃষাদ্বাৎস এষ দেবো দ্যোতনাত্তুরীয়চতুর্থো বিভূর্ক্সাপী স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বাদীনাং সামান্যবিশেষভাবো নিরূপাতে তুর্য্যযাথাহ্ম্যাবধারণার্থম্ ।

কারণ নাই । তিনি আপন স্বভাববশতঃই উৎপাদন করিতেছেন, ইত্যাদি নানাপ্রকার উৎপাদনের কারণ উক্ত হইয়াছে । কিন্তু ঐরূপ সৃষ্টি যুক্তিযুক্তবোধ হয় না, কেবল সেই পরমাত্মার মায়াই সৃষ্টির কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । অতএব ঈশ্বর মায়াময় হইয়া এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

যিনি ওঙ্কাররূপী পরব্রহ্মের চতুর্থপাদস্বরূপ পরমাত্মা, তিনি সৰ্ব্বপ্রকার হুঃখনিবৃত্তির প্রভু এবং সেই পরমাত্মাই বৈখানর, তৈজস ও প্রাক্ত ইহাদিগের সৰ্ব্বপ্রকার হুঃখনিবারণ কর্ত্তন, অর্থাৎ সেই পরমাত্মার পরিজ্ঞান হইলেই সৰ্ব্বপ্রকার হুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে । তিনি অব্যয়, কখনও তাঁহার স্বরূপের অশ্রুতাভাব হয় না, সেই পরমাত্মা সৰ্ব্বদা একরূপই থাকেন । যেহেতু তিনি সৰ্ব্বভাবের অদ্বৈত । যেমন রজ্জুতে সৰ্পভ্রম হয়, কিন্তু কোনরূপেও সেই রজ্জুকে সৰ্প বলিয়া স্বীকার করা যায় না । সেইরূপ জগৎকেও সূত্যজ্ঞান করা যাইতে পারে না, কেবল সেই পরমাত্মাই সত্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং এই পরমাত্মাই চতুর্থপাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

তুরীয়পাদস্বরূপ পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয়ার্থ বৈখানর, তৈজস ও প্রাক্ত

প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্ত্ব হৌ তৌ তুর্যো ন সিধ্যতঃ ॥ ১১ ॥

নাগ্নানং নাপরাংশ্চৈব ন সত্যং নাপি চাহনৃতম্ ।

প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি তুর্যং তৎ সৰ্বদৃক্ সদা ॥ ১২ ॥

কার্য্যং ক্রিয়ত ইতি ফলভাবঃ । কারণং করোতীতি বীজভাবঃ । তত্ত্বাগ্রহণা-
ত্থাগ্রহণাভ্যাং বীজফলভাবাভ্যাং তৌ যথোক্তৌ বিশ্বতৈজসৌ বদ্ধৌ
সংগৃহীতাবিষ্যতে । প্রাজ্ঞস্ত্ব বীজভাবেনৈব বদ্ধঃ । তত্ত্বাপ্রতিবোধমাত্র
মেব হি বীজং প্রাজ্ঞত্বেনিমিত্তম্ । ততো হৌ তৌ বীজফলভাবৌ তত্ত্বা-
গ্রহণাশ্রুণাগ্রহণে তুর্যো ন সিধ্যতো ন বিদ্যোতে ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কথং পুনঃ কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞস্ত্ব তুরীয়ে বা তত্ত্বাগ্রহণাত্থাগ্রহণলক্ষণৌ
বদ্ধৌ ন সিধ্যত ইতি । যস্মাদানুবিদ্যাবীজপ্রভূতং বাহ্যং বৈতং
প্রাজ্ঞো ন কিঞ্চন সংবেত্তি যথা বিশ্বতৈজসৌ ভূতশচাসৌ তত্ত্বাগ্রহণেন
তমসা অন্তথাগ্রহণবীজভূতেন বদ্ধো ভবতি । যস্মাদু বীয়ং তৎসৰ্বদৃক্ সদা
তুরীয়াদন্তান্তাভাবাৎসৰ্বদা সর্দেবেতি । সৰ্ব্বঞ্চ তদদৃক্চেতি সৰ্বদৃক্শাস্ম-
তত্ত্বাগ্রহণলক্ষণং বীজম্ । তত্র তৎপ্রহতন্তাত্থাগ্রহণস্তাপ্যত এবাভাবো
ন হি সবিতির সদা প্রকাশায়কে তদ্বিকল্পমপ্রকাশনং অন্তথা প্রকাশনং
বা সম্ভবতি । ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টৈর্কিপরিলোপো বিদ্যত ইতি শ্রুতেঃ । অথবা
অগ্রং স্বপ্নয়োঃ সৰ্বভূতাবস্থঃ সৰ্ববস্তুদৃগান্তাস্তুরীয় এবেতি সৰ্বদৃক্ সদা ।
নান্তদতোহন্তি দ্রষ্টু ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

ইহাদিগের সামান্ত বিশেষভাব নিরূপণ করিতেছেন।—বৈশ্বানরাদির
অবান্তর বিশেষ নিরূপণদ্বারা সেই পরমাত্মপরিজ্ঞান হইয়া থাকে । বৈশ্বা-
নর ও তৈজস ইহারা কার্য্যকারণভাবে আবদ্ধ আছেন এবং প্রাজ্ঞ ও
কারণরূপে সম্বদ্ধ রহিয়াছেন । কিন্তু তুরীয়পরমাত্মাতে বীজভাব অথবা
ফলভাব কিছুই নাই, অর্থাৎ তিনি কার্য্যকারণতাবিহীন ॥ ১১ ॥

কিরূপে প্রাজ্ঞ কারণবদ্ধ এবং কেনই বা তুরীয়ব্রহ্ম কার্য্যকারণতাবি-
হীন, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—প্রাজ্ঞ আত্মা, পর, সত্য ও মিত্যা
কিছুই জানেন না ; কিন্তু তুরীয়পরমাত্মা সৰ্বদা সর্ববিষয় জানিতে পারেন,

দ্বৈতত্বাৎ হণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্য্যয়োঃ ।

বীজনিদ্রায়ুতঃ প্রাজ্ঞঃ সা চ তুর্য্যো ন বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥

নিমিত্তান্তরপ্রাপ্তাশঙ্কানিবৃত্তার্থোহয়ং শ্লোকঃ । কথং দ্বৈতাগ্রহণস্ত তুল্যত্বাৎ কারণবদ্ধত্বং প্রাজ্ঞশ্চৈব ন তুরীয়স্তেতি প্রাপ্তাশঙ্কা নিবৃত্ত্যতে । যস্মাবীজনিদ্রায়ুতস্ত্বাপ্রতিবোধো নিদ্রা । সৈব চ বিশেষপ্রতিবোধ-
প্রসবস্ত বীজং । সা বীজনিদ্রা । তয়া যুতঃ প্রাজ্ঞঃ সদা দৃক্ স্বভাবত্বা-
ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণা নিদ্রা তুরীয়ে ন বিদ্যতে । অতো ন কারণবদ্ধত্বমি-
ত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩ ॥

যেহেতু তিনি সর্বদা সর্বপদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন । যিনি সর্বদৃক্
তাহার কোন পদার্থই অগোচর থাকে না । যেমন জগৎপ্রকাশক সূর্য্য
সর্বদা সকল পদার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার কখনও অপ্রকাশের
সম্ভব নাই । সেইরূপ তুরীয়ব্রহ্মও সর্বদ্রষ্টা, অতএব তাহার কদাচ সেই
দৃষ্টির বিলোপ হয় না ॥ ১২ ॥

অনুমানাদি কোন নিমিত্ত বশতঃ যদি সেই তুরীয়ব্রহ্মেতে কারণা-
শঙ্কা হয়, এই শ্লোকে তাহাই নিবারণ করিতেছেন, অর্থাৎ দ্বৈত-
জ্ঞানের তুল্যত্বহেতু কেবল প্রাজ্ঞেতেই বা কারণবদ্ধ কেন এবং সেই
তুরীয় ব্রহ্মেতেই কারণবদ্ধ নাই কেন? এইরূপ উপস্থিত প্রশঙ্কার নিবৃত্তি
হইবে ।—যেমন তুরীয়ব্রহ্মের দ্বৈতজ্ঞান হয় না, সেইরূপ প্রাজ্ঞেরও
দ্বৈতজ্ঞানের সম্ভব নাই । অতএব যদিও উভয়ই কারণবদ্ধ হইতে
পারেন, কিন্তু প্রাজ্ঞ বীজনিদ্রায়ুক্ত এবং তুরীয়ব্রহ্মের সেই বীজ নিদ্রা
নাই । প্রাজ্ঞ তত্ত্বের অপ্রতিবোধরূপ নিদ্রায় অভিভূত আছেন, অতএব
তাহার বিশেষরূপ প্রতিবোধ হইতে পারে না, কিন্তু তুরীয়ব্রহ্মে সেই
অপ্রতিবোধরূপ নিদ্রা নাই, সুতরাং তাহার বিশেষ প্রতিবোধের কোন-
রূপ প্রতিবদ্ধকও নাই । অতএব প্রাজ্ঞই কারণবদ্ধ এবং তুরীয়ব্রহ্ম কারণ-
বদ্ধ নহেন ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রশঙ্কার নিবৃত্তি হইল ॥ ১৩ ॥

স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্তস্বপ্ননিদ্রয়া ।

ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্যথা গৃহুতঃ স্বপ্নো নিদ্রাতদ্বমজানতঃ ।

স্বপ্নোহন্থথাগ্রহণং সৰ্প ইব রজ্জ্বাং । নিদ্রোক্তা তত্বাপ্রতিবোধলক্ষণং তম ইতি । তাভ্যাং স্বপ্ননিদ্রাভ্যাং যুক্তৌ বিশ্বতৈজসৌ । অতন্তৌ কার্য্য-
কারণবদ্ধাবিত্যুক্তৌ । প্রাজ্ঞস্ত স্বপ্নবজ্জিতঃ কেবলমৈব নিদ্রয়া যুত ইতি
কারণবদ্ধ ইত্যুক্তম্ । নোভয়ং পশ্যন্তি তুরীয়ে নিশ্চিতা ব্রহ্মবিদো বিরুদ্ধ-
দ্বাংসবিতরীব তমঃ । অতো ন কার্য্যকারণবদ্ধ ইত্যুক্তস্তুরীয়ঃ ॥ ১৪ ॥

কদা তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীত্যাচ্যতে । স্বপ্নজাগরিতয়োরন্থথা রজ্জ্বাং
সৰ্প ইব গৃহুতস্তদ্বং স্বপ্নো ভবতি । নিদ্রাতদ্বমজানতস্তিস্বপ্নবদ্ব্যাহ
তুল্যা । স্বপ্ননিদ্রয়োস্তান্যদ্বাষিখতৈজসময়োরেকরাশিভ্বম্ । অন্থথাগ্রহণং প্রাধা-
ত্যাচ্চ গুণভূতা নিদ্রেতি তস্মিন্ বিপর্য্যাসঃ স্বপ্নঃ । তৃতীয়ে তু স্থানে তত্বা-

পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে যে, বৈশ্বানর ও তৈজসপুরুষ কার্য্যকারণবদ্ধ
এবং প্রাজ্ঞ কারণবদ্ধ, এই শ্লোকে উক্ত কার্য্যকারণবদ্ধের বিশেষ বিবরণ
করিতেছেন।—যেমন রজ্জ্বতে সৰ্পের ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ এক পদার্থে
অন্থপ্রকার জ্ঞানের নাম স্বপ্ন এবং তদ্ব্যের অপ্রতিবোধই নিদ্রা । বৈশ্বা-
নর ও তৈজস এই উভয়েই স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত, অতএব সেই বৈশ্বানর ও
তৈজস ইহার কার্য্যকারণবদ্ধ । প্রাজ্ঞের স্বপ্ন নাই, কিন্তু কেবল নিদ্রা-
দ্বারা অভিভূত, এইনিমিত্ত সেই প্রাজ্ঞ কারণবদ্ধ । কিন্তু তুরীয়ব্রহ্মে
স্বপ্ন ও নাই এবং নিদ্রাও নাই, অতএব তিনি কার্য্যকারণবদ্ধও নহেন এবং
কারণবদ্ধও নহেন । যেমন সূর্য্যোতে অন্ধকারের সম্ভব নাই, সেইরূপ
তুরীয়ব্রহ্মে স্বপ্ন ও নিদ্রা নাই, অতএব তাঁহাকে কার্য্যকারণবদ্ধ, অথবা
কারণবদ্ধ বলা যায় না ॥ ১৪ ॥

কখন বা স্বপ্ন হয় এবং কখনই বা নিদ্রা হয়, এই আশঙ্কায় বলিতে-
ছেন।—যেমন রজ্জ্বতে সৰ্পভ্রম হইলে, রজ্জ্বকে রজ্জ্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে
পারে না, সেইরূপ যখন স্বপ্ন ও জাগরণ এই উভয়ের তদ্ব্যগ্রহণ করিতে

বিপর্যাসে তয়োঃ ক্ষীণে তুরীয়ে পদমশ্নুতে ॥ ১৫ ॥

অনাদিমায়য়া সৃষ্টো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে ।

জ্ঞানলক্ষণা নিদ্রৈব কেবলা বিপর্যাসঃ । অতন্তয়োঃ কার্যাকারণস্থানয়ো-
রন্তথাগ্রহণাগ্রহণলক্ষণবিপর্যাসে কার্যাকারণবন্ধরূপে পরমার্থতত্ত্বপ্রতি-
বোধতঃ ক্ষীণে তুরীয়ে পদমশ্নুতে তদোভয়লক্ষণং বন্ধরূপং তত্রাপশ্যন্
তুরীয়ে নিশ্চিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

যোহয়ং সংসারী জীবঃ স উভয়লক্ষণেন তত্ত্বপ্রতিবোধরূপেণ বীজা-
শ্রুত্যা অন্তথাগ্রহণলক্ষণেন চানাদিকালপ্রবৃত্তেন মায়ালক্ষণেন স্বপ্নেন মমায়ং
পিতা পুত্রোহিহং নপ্তা ক্ষেত্রং পশুবোহিহমেবাং স্বামী স্ত্রী দুঃখী ক্ষয়িতো-
হহম'নেন বন্ধিতশ্চানেনেত্যেবং প্রকারান্ স্বপ্নান্ স্থানদ্বয়েহপি পশ্যন্ সৃষ্টো
যদা বেদান্তার্থতত্ত্বাভিজ্ঞেন পরমকার্ষণিকেন গুরুণা নাশ্তেবং স্বং হেতু-
ফলায়কঃ কিন্তু তত্ত্বমসীতি প্রতিবোধ্যমানো যদা তদৈবং প্রতিবুধ্যতে ।
কথং নাশ্মিন্ বাহুমাভ্যস্তরং বা জ্ঞানাদিভাববিকারোহস্ত্যতোহজং সবাছা-

পারে না, তখনই স্বপ্ন হইয়া থাকে এবং যখন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সূক্ষ্মপ্তি এই
অবস্থাভ্রমের তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারে না এবং অবস্থাভ্রমই তুল্যরূপে জ্ঞান
হয়, তখনই নিদ্রা হইয়া থাকে । স্বপ্ন ও নিদ্রা এই উভয়ের বিপর্যাস
ক্ষীণ হইলেই তুরীয়পাদ নিশ্চিত হইয়া থাকে । স্বপ্ন ও নিদ্রা এই উভ-
য়ের তুল্যত্বহেতু বৈশ্বানর ও তৈজস এই উভয়েরও একত্ববোধ হয় ।
অথম পরমার্থতত্ত্বের প্রতিবোধ হইয়া কার্যাকারণ সম্বন্ধক্ষয় প্রাপ্ত হয়,
তখনই সেই তুরীয়তত্ত্ব নিশ্চয় জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কখন তত্ত্বজ্ঞানের কারীগীড়ত সংসারের সত্যত্ব জ্ঞানের ক্ষয় হইয়
সেই তুরীয়তত্ত্ব প্রকাশ পায় ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—সংসারী
জীব যখন অনাদিমায়াদ্বারা প্রসূত হইয়া পরে প্রতিবোধ প্রাপ্ত হয়
তখনই জাগ্রৎ, অনিদ্রা, স্বপ্ন ও অদ্বৈত তুরীয়তত্ত্বকে জানিতে পারে । যখন
জীব সংসারে থাকে, তখন অনাদিমায়াক্রম স্বপ্ন অর্থাৎ আমা
পিতা, আমার পুত্র, আমার বপ্তা, (নাতি) আমার ক্ষেত্র, আমার

অজমনিদ্রমস্বপ্নমদৈতং বুধ্যতে তদা ॥ ১৬ ॥

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্তেত ন সংশয়ঃ ।

ভাস্করসর্বভাববিকারবজ্জিতমিত্যর্থঃ । যস্মাচ্ছান্মাদিকারণভূতং নাস্মিন্ন-
বিদ্যাতমোবীজং নিদ্রা বিদ্যত ইত্যনিদ্রম্ । অনিদ্রং হি তত্তুরীয়মত
এবাস্বপ্নম্ । তন্নিমিত্তত্বা দত্তত্বা গ্রহণস্ত । যস্মাচ্ছান্নিদ্রমস্বপ্নং তস্মাদজমদৈতং
তুরীয়মাশ্রয়ঃ বুধ্যতে তদা ॥ ১৬ ॥

প্রপঞ্চনিবৃত্তা চেৎপ্রতিবুধ্যতেইনিবৃত্তে প্রপঞ্চো কথমদৈতমিতি ।
উচ্যতে । সত্যমেবং স্তাৎপ্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত রজ্জ্বাং সর্প ইব কল্পিতত্বাৎ
ন তু স বিদ্যতে বিদ্যমানশ্চেন্নিবর্তেত ন সংশয়ঃ । ন হি রজ্জ্বাং লাস্তি-
বুদ্ধা কল্পিতঃ সর্পো বিদ্যমানঃ সন্ বিবেকতো নিবৃত্তঃ । নৈব মায়া মায়া-

পশু, আমি পুত্ৰাদির স্বামী, আমি স্বামী, আমি ছঃখী ; আমি
ইহাদিগের ক্ষয়ে ক্লীণ হই এবং আমি ইহাদিগের বুদ্ধিতে বুদ্ধি প্রাপ্ত
হইয়া থাকি, ইত্যাদি স্বপ্ন দর্শনকরত জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় স্তব্ধ
থাকে, অর্থাৎ উক্ত গুলকলহাদির মায়াবারা সমাচ্ছন্ন হইয়া তত্ত্বপর্যা-
লোচনা করিতে পারে না । পরে যখন বেদান্ততত্ত্বপারদর্শী পরমহিতৈষী
করণাময় গুরু পুত্ৰাদির অসারত্ব প্রমাণীকৃত কবিয়া “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি
বাক্যাবারা সেই সংসারীকে প্রতিবোধিত করেন, তখনই সেই সংসারী
জীব প্রতিবোধিত হয় এবং সেই তুরীয়ব্রহ্মকে জানিতে পারে । সেই
তুরীয়ব্রহ্মের কোনরূপ বাহ, কিম্বা আন্তরিক বিকার স্বরূপ জন্মাদি
হয় না ॥ ১৬ ॥

প্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইলেই চিৎ প্রতিবোধিত হয়, কিন্তু প্রপঞ্চের নিবৃত্তি
না হইলে কিরূপে দৈতনিবৃত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতে-
ছেন ।—যাবৎ প্রপঞ্চ নিবৃত্ত না হয়, অর্থাৎ সংসারের মায়া পুরিত্যাগ না
হয়, তাবৎ সংশয় নিবৃত্ত হয় না । সংশয় নিবৃত্তি না হইলে দৈত ও
অদৈত ইহার একতর নিশ্চয় হয়না । এই প্রপঞ্চ মারার কার্য্য, বাস্তবিক
সেই প্রাজ্ঞ অদৈত ; তিনি কোনবিষয়ে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত নহেন । যেখন

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥ ১৭ ॥

বিকল্পো বিনিবর্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ ।

উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥

বিনা প্রযুক্তা তদর্শনাং চক্ষুর্লক্ষ্যাপগমে বিদ্যামানা সতী নিবৃত্তা । তথৈদং
প্রপঞ্চাখ্যং মায়ামাত্রং দ্বৈতং রজ্জুবন্যায়্যবিবচ্ছাদৈবতং পরমার্থতন্তস্মান্ন
কশ্চিৎপ্রপঞ্চঃ প্রযুক্তো বাস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭ ॥

নহু শাস্তা শাস্ত্রং শিষ্য ইতি বিকল্পঃ কথং নির্বৃত্ত ইত্যাচ্যতে । বিকল্পো
বিনিবর্তেত যদি কেনচিৎকল্পিতঃ স্তাৎ । যথাহয়ং প্রপঞ্চো মায়া রজ্জু সর্প-
বস্ত্রথাহয়ং শিষ্যাদিভেদবিকল্পোহপি প্রাক্ প্রতিবোধাদেবোপদেশনিমিত্তো-
হত উপদেশাদয়ং বাদঃ শিষ্যঃ শাস্তা শাস্ত্রমিত্যুপদেশকার্য্যো তু জ্ঞানে
নির্বৃত্তে জ্ঞাতে পরমার্থতস্তে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥

রজ্জুতে ভ্রান্তিবুদ্ধিধারা সর্পজ্ঞান হয় বটে, কিন্তু বিশেষরূপ বিবেচনা
করিয়া দেখিলে সেই ভ্রান্তির নিবৃত্তি এবং সর্পজ্ঞান অন্তরিত হইয়া প্রকৃত
রজ্জুজ্ঞান হইয়া থাকে । সেইরূপ মায়া নিবারণপূর্বক বিবেচনা করিয়া
দেখিলে তিনি কালক্রয়েই প্রপঞ্চের সম্বন্ধবিহীন, এইরূপ জ্ঞান হইলেই
অদ্বৈতজ্ঞান হইবে । এইক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই প্রপঞ্চের কাল-
ক্রয়ে সত্তা নাই, কেবল সেই পরমায়্যাই কালক্রয়ে বিদ্যমান আছেন ॥ ১৭ ॥

প্রকারান্তরে অদ্বৈতজ্ঞানের অমুপপত্তি, আশঙ্কা নিবারণ করিতে-
ছেন ।—যদি বল, উপদেশক গুরু, শাস্ত্র ও শিষ্য এই সকল পৃথক্ পৃথক্
দেখা যাইতেছে, অতএব অদ্বৈতজ্ঞান কিরূপে হইতে পারে ? শিষ্যাদির
পার্থক্যবশতঃ দ্বৈতজ্ঞানই হইতেছে, তথাপি যেমন রজ্জুতে বৃথা সর্পজ্ঞান
হয় ; সেইরূপ এই প্রপঞ্চমায়া কল্পিত, বাস্তবিক সত্য নহে । বাবৎ মায়া
বিদ্যমান থাকে, তাবৎ এই প্রপঞ্চ সত্য বলিয়া বোধ হয়, আবার যখন
সেই মায়া অন্তরিত হয়, তখন এই প্রপঞ্চ অসত্যজ্ঞান হইয়া অদ্বৈতজ্ঞান
হয় । এইরূপ বাবৎ গুরুর উপদেশদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান না হয়, তাবৎ এই গুরু,
ইহা উপদেশকশাস্ত্র এবং আমি শিষ্য ইত্যাদি দ্বৈতজ্ঞান থাকে, পরে যখন

বিশ্বস্যাত্ত্ববিবক্ষায়ামাদিসামান্যমুৎকটম্ ৥ ১৮ ৥

মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্যাদাপ্তিসামান্যমেব চ ॥ ১৯ ॥

তৈজসস্যোত্ত্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটম্ ।

মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্যাচ্ছভয়ত্বং তথাবিধম্ ॥ ২০ ॥

অত্রৈতে শ্লোকা মন্ত্রা ভবন্তি । বিশ্বাত্ত্ববিবক্ষারমাত্রত্বং যদা বিবক্ষ্যতে তদাদিত্ত্বসামান্যমুক্তভাবেনোৎকটম্ভূতং দৃশ্যত ইত্যর্থঃ । অত্বেবিবক্ষায়ামিত্যন্ত ব্যাখ্যানং মাত্রাসম্প্রতিপত্তাবিতি । বিশ্বাত্ত্ববিবক্ষারমাত্রত্বং যদা সম্প্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ । আপ্তিসামান্যমেব চোৎকটমিত্যম্ববর্ততে চ শব্দাৎ ॥ ১৯ ॥

তৈজসস্যোত্ত্ববিজ্ঞানে উকারত্ববিবক্ষায়ামুৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটং স্পষ্ট ইত্যর্থঃ । উভয়ত্বঞ্চ স্ফুটমেবেতি । পূর্ববৎসর্বম্ ॥ ২০ ॥

গুরু উপদেশদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন গুরু, শাস্ত্র ও শিষ্য ইত্যাদি পৃথক জ্ঞান থাকে না এবং অষ্টৈতজ্ঞানের কোন হানিও নাই ॥ ১৮ ॥

ওকারের পাদ ও মাত্রা ইহাদিগের যে একত্ব উপনিষৎভাগের মূল-প্রতিপাদিত উক্ত আছে, এই শ্লোকে সেই মাত্রা ও পাদের একত্ব সর্বিশেষ প্রতিপাদিত হইতেছে ।—বৈখানরপুরুষকে যে অকার মাত্রা ও প্রথম-পাদস্বরূপ বলা হইয়াছে তাহাতেই জানিয়া যায় যে, তিনিই আদিক্রমে উদ্ভূত হইলেন । আর যখন সেই বৈখানরকে মাত্রাস্বরূপে বলা যায়, তখনই বৈখানর সর্বময়ত্বরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন । সেই বৈখানরপুরুষ সকলের আদি এবং সর্বময়, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৯ ॥

পূর্বশ্লোকে প্রথমমাত্রা ও প্রথমপাদের ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছেন, এইক্ষণ উকারস্বরূপ দ্বিতীয়মাত্রা ও দ্বিতীয়পাদের ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছেন ।—উকার ওকারের দ্বিতীয়মাত্রা এবং তৈজসপুরুষ দ্বিতীয়পাদ, এই দ্বিতীয়মাত্রা ও দ্বিতীয়পাদ উভয়ই এক । যখন এইরূপে মাত্রা ও পাদের ঐক্যজ্ঞান হইবে, তখনই তাহার উৎকর্ষ স্পষ্ট দৃশ্য হয় । উকার-

মকারভাবে প্রাক্তস্য মানসামান্যমুৎকটম্ ।

মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ তু লয়সামান্যমেব চ ॥ ২১ ॥

ত্রিষু ধামস্ব যতুল্যাং সামান্যং বেত্তি নিশ্চিততঃ ।

সম্পূজ্যঃ সৰ্বভূতানাং বন্দ্যশ্চৈষ মহামুনিঃ ॥ ২২ ॥

অকারো নয়তে বিশ্বমকারশ্চাপি তৈজসম্ ।

মকারে প্রাক্তস্ত মিতিলয়াবৃৎকৃষ্টে সামান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যথোক্তস্থানদ্বয়ে তুল্যমুক্তং সামান্যং বেত্যেবমেবৈতদিতি নিশ্চিতো
যঃ সম্পূজ্যো বন্দ্যশ্চ ব্রহ্মবিলোকে ভবতি ॥ ২২ ॥

যুথোক্তৈঃ সামান্তৈরাঙ্গপাদানাং মাত্রাভিঃ সঠৈকত্বং কৃত্বা যথোক্তো-
ক্তারং প্রতিপদ্য যে ধ্যায়ীত তমকারো নয়তে বিশ্বং প্রাপয়তি অকারা-

স্বরূপ বিতীয়মাত্রার সম্যক্জ্ঞান হইলেই আদি ও মধ্য এই উভয়জ্ঞান
হইবে ॥ ২০ ॥

প্রতিতে যে মকারস্বরূপ ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা ও প্রাক্তের একত্ব কথিত
হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহাই প্রকাশ করিতেছেন ।—ওঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা
মকার এবং তৃতীয়পাদ প্রাক্ত, এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান হইলেই সেই প্রাক্ত-
পুরুষে যে সকলের পরিমাণ ও লয় হয়, ইহাই পরিজ্ঞাত হইবে । সেই
পুরুষই জগতের লয়সাধন করেন এবং সেই মাত্রার সম্যক্প্রকার পরি-
জ্ঞান হইলে লয়সামান্য জ্ঞান হইবে ॥ ২১ ॥

পূর্ব পূর্ব শ্লোকে বৈখানর তৈজস ও প্রাক্ত এই পাদত্রয়ের সহিত
ক্রমতঃ অকার, উকার ও মকার এই মাত্রাত্রয়ের একত্ব প্রতিপাদন করিয়া
এইক্ষণ সেই ঐক্যজ্ঞানের ফল নিরূপণ করিতেছেন ।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও
শুশ্রুতি এই অবস্থাত্রয়, বৈখানর, তৈজস ও প্রাক্ত এই পাদত্রয় এবং
অকার, উকার ও মকার এই মাত্রাত্রয় এই সকলকে যে ব্যক্তি এক বলিয়া
জানিতে পারেন, সেই ব্যক্তি সৰ্বভূতের পূজ্য এবং সকলের বন্দনীয়
মহামুনিত্বা হইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

ওঙ্কারের প্রথমমাত্রা অকার বৈখানর, দ্বিতীয়মাত্রা উকার তৈজস

মকারশ্চ পুনঃ প্রোজ্ঞঃ নামাত্রে বিদ্যাতে গতিঃ ॥ ২৩ ॥

ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাং পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ ।

ওঙ্কারং পাদশোক্তাত্মা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৪ ॥

লঘনোঙ্কারং বিদ্বান্ বৈশ্বানরো ভবতীত্যর্থঃ । তথোঙ্কারতৈজসম্ । মকারশ্চাপি পুনঃ প্রোজ্ঞঃ শব্দায়ত ইত্যম্বর্ততে । ক্ষীণে তু মকারে বীজ-
ভাবক্ষয়াদমাত্রা ওঙ্কারে গতির্ন বিদ্যাতে কচিদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্ববদত্রৈতে শ্লোকা ভবন্তি । যথোক্তৈঃ নামাত্রৈঃ পাদা এব মাত্রা
মাত্রাশ্চ পাদাশ্চ শব্দাংদোঙ্কারং পাদশো বিদ্যাডিত্যর্থঃ । এবমোঙ্কারে জ্ঞাতে
দৃষ্টার্থমদৃষ্টার্থং বা ন কিঞ্চিৎপ্রয়োজনং চিন্তয়েৎকৃতার্থাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

এবং তৃতীয়মাত্রা মকার প্রোজ্ঞ, এইরূপে অকারাদিমাত্রার সহিত বৈশ্বান-
রাদিপাদের ঐক্যজ্ঞান করিয়া ধ্যান করিবে । তাহাহইলেই যে প্রথম-
মাত্রা অকারস্বরূপ প্রথমপাদ বৈশ্বানর বিশ্বব্যাপ্ত, দ্বিতীয়মাত্রা উকারস্বরূপ
দ্বিতীয়পাদ তৈজসের উৎকর্ষ এবং তৃতীয়মাত্রা মকারস্বরূপ তৃতীয়পাদ প্রোজ্ঞে
পরিণাম ও লয় হয়, ইহা জানিতে পারিবে ; কিন্তু যিনি অমাত্র পরমাত্মা,
তুরীয়ব্রহ্ম, তিনি অবগতির অবিষয় । যেমন প্রথমমাত্রা অকারের ধ্যান
করিলে বৈশ্বানরপ্রাপ্তি, সেইরূপ দ্বিতীয়মাত্রা উকারের ধ্যান করিলে
তৈজসপ্রাপ্তি এবং তৃতীয়মাত্রা মকারের ধ্যান করিলে প্রোজ্ঞপ্রাপ্তি হয় ।
পরে এই বৈশ্বানরাদির পরিজ্ঞান হইয়া সেই পরমাত্মাতে বুদ্ধির অবস্থান
হয়, কিন্তু এই পরমাত্মাকে কেহ কোনরূপে মানাদিধারা পরিচ্ছিন্ন করিতে
পারে না ॥ ২৩ ॥

ওঙ্কারের পাদ ও মাত্রা এই সকল জানিবে, অর্থাৎ পাদই মাত্রা ও
মাত্রাই পাদ, এইরূপে অভিন্নজ্ঞান করিয়া ওঙ্কারকে ধ্যান করিবে । ওঙ্কা-
রের মাত্রা ও পাদের ঐক্যজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া সম্যকপ্রকারে ওঙ্কারের স্বরূপ
পরিজ্ঞান হইলে তাহার চিন্তনীয় আর কিছুই থাকে না । তখন সেই
ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়া থাকে এবং দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কোনবিষয়েই তাহার প্রয়ো-
জন থাকে না । পরন্তু তখন তাহার সেই ওঙ্কারেই সর্বপ্রয়োজন পর্য্যবসিত
হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

যুক্তীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্ ।

প্রণবে নিত্যযুক্তস্ত ন ভয়ং বিদ্যাতে কচিৎ ॥ ২৫ ॥

প্রণবো হুপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরঃ স্মৃতঃ ।

যুক্তীত সমাদধ্যাত্য যথা ব্যাখ্যাতে পরমার্থরূপে প্রণবে চেতো মনো
ব্রহ্মাৎপ্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্ । ন হি তত্র সদা যুক্তস্ত ভয়ং বিদ্যাতে কচিদি-
দ্বাদ্ধ বিভেতি কুতশ্চেনেতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫ ॥

পর্যাপরে ব্রহ্মণি প্রণবঃ পরমার্থতঃ ক্ষীণেষু মাত্ৰাপাদেষু পর এবাদ্বা
ব্রহ্মেতি ন পূৰ্বে কারণমস্ত বিদ্যাত ইতাপূৰ্বে । নাত্তাত্তরং ভিন্নজাতীয়ঃ

ইতিপূৰ্বে যাহারা প্রণবাহুসজ্জানে কুশল, অর্থাৎ ওঙ্কারের পাদ, মাত্ৰা-
প্রভৃতি অহুসজ্জান করিতে পারে, তাহারা কিরূপে ওঙ্কারের ধ্যান করিবে
এবং সেই ধ্যানে কিরূপ ফল ফলিবে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে পরন্তু যাহারা
যেইরূপে প্রণবের মাত্ৰাপাদাদি অহুসজ্জান করিতে অক্ষম, তাহারা
কিরূপে প্রণবের ধ্যান করিবে, তাহাই এইক্ষণ বলিতেছেন।—যাহারা
প্রণবের মাত্ৰাদি অহুসজ্জানে অক্ষম, তাহারা প্রণবে চিত্ত সমর্পণ করিবে
অর্থাৎ অনন্তচিত্তে সেই প্রণবের ধ্যান করিবে । সেই প্রণবই পরব্রহ্ম
ও নির্ভয়, যাহারা সেই প্রণবেতে সৰ্ব্বপ্রকারে চিত্ত সমর্পণ করিতে
পারে, তাহাদিগের কোন স্থলেও ভয় থাকে না, তাহারা সৰ্ব্বত্র অভয়-
চিত্তে বিচরণ করিতে পারে ॥ ২৫ ॥

যাহারা মন্দ ও মধ্যমাধিকারী, তাহারা কিরূপে প্রণবের ধ্যান করিবে,
তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—প্রণব অপর ব্রহ্ম, অর্থাৎ মাত্ৰা ও পাদসমম্বিত ।
যখন প্রণবের মাত্ৰা ও পাদ ক্ষীণ হয়, তখনই তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া
জ্ঞান করিবে । তাঁহার কোন কারণ নাই, অন্তএব সেই প্রণব অপূৰ্ণ,
তাঁহার দ্বন্দ্ব জাতীয় আর কিছুই নাই, এইনিমিত্ত সেই প্রণব অনন্ত,
অর্থাৎ প্রণবই সৰ্ব্বময় এবং বাহ্য ও তাঁহার ভিন্ন কেহ নাই, এইহেতু তিনি
অবাহ । যেমন সৈন্ধবপিণ্ড বাহ্যে ও অন্তরে সৈন্ধব ভিন্ন আর কিছুই
নাই, সেই পিণ্ড কেবল সৈন্ধবময় । সেইরূপ প্রণব অন্তরে ও বাহ্যে সৰ্ব্ব-

অপূর্বোহনস্তরো বাহো ন পরঃ প্রণবোহম্যয়ঃ ॥ ২৬ ॥

সর্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ন্যামান্তস্তথৈব চ ।

এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যাপ্তু তে তদনন্তরম্ ॥ ২৭ ॥

প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎসর্বস্য হৃদি সংস্থিতম্ ।

কিকিৰিষ্যত ইত্যনন্তরঃ । তথা বাহুমন্তর বিদ্যাজ ইত্যবাহুঃ । অপরং কার্যমন্ত ন বিদ্যত ইত্যনপরঃ । স বাহ্যভ্যন্তরো হুজঃ সৈক্যবচনবদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আদিমধাত্বা উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়াঃ । সর্বশ্রেণ্য মায়াহস্তিরজ্জুসর্প-
মৃগভৃক্ষিকান্ধগ্নাদিবহুংপদ্যমানস্ত বিয়দাদিপ্রপঞ্চস্ত যথা মায়াব্যাধুরঃ ।
এবং হি প্রণবমাঙ্গানং মায়াব্যাধিস্থানীয়ং জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাদেব তদান্ধভাবং
ব্যাপ্তু ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

সর্বপ্রাণিজাতস্ত স্মৃতিপ্রত্যয়ান্ধাদে হৃদয়ে স্থিতমীশ্বরং প্রণবং বিদ্যাৎ-
ময়, তত্ত্বম্ আর কিছুই নাই । তাঁহার অপর কিছুই কার্য্য নাই, এই-
নিমিত্ত সেই প্রণবকে অনপর বলিয়া জ্ঞান করিবে । এইরূপ মধ্যম
ও অধমাধিকারীরা প্রণবকে ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া ধ্যান করিবে, তাহাই হইলেই
তাঁহাদিগের ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইতে পারে ॥ ২৬ ॥

প্রণব হইতেই অখণ্ডব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে ।
এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় সকলই প্রণবের অধীন । এইরূপে
প্রণবকে জানিয়া ধ্যান করিলেই সাক্ষর কৃতকৃত্য হইতে পারে । প্রণব-
ধ্যান করিলেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে, এবং এই জ্ঞানই মুক্তির আদি কারণ,
তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির আর উপায় নাই । অতএব ব্রহ্মরূপে প্রণবের ধ্যান
করিলেই তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান আবির্ভূত হইয়া মুক্তিপ্রদান করে ॥ ২৭ ॥

প্রণবই ঈশ্বর, তিনি সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন এবং এই ওঙ্কারই
সর্বব্যাপী, এইরূপে সূর্য্যব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান প্রণবের ধ্যান করিলে আর
তিনি কোনরূপ শোকে পরিতপ্ত হইবেন না । যেমন আকাশ সর্বব্যাপী,
সেইরূপ প্রণবও জগদ্ব্যাপী । এইরূপে প্রণবের মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইলে
সংসারী ব্যক্তিরও সংসারনিবৃত্ত হইয়া যায় । অতএব তখন তাঁহার আর

সৰ্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২৮ ॥

অমাত্রোহনন্তমাত্রাশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ ।

ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরোজনঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিস্করণপরায়াং গোড়পাদীয়
কারিকায়াং প্রথমমাগমপ্রকরণম্ ॥ ১ ॥

সৰ্বব্যাপিনং ব্যোমবদোঙ্কারমাত্মানমসংসারিণং ধীরো বুদ্ধিমান্ মত্বা ন
শোচতি । শোকনিমিত্তানুপপত্তেঃ । তরতি শোকমাত্মবিদিতিশ্রুতিভ্যাঃ ॥ ২৮ ॥

অমাত্রস্তরীয় ওঙ্কারো মীয়তেহনয়েতি মাত্রাপরিচ্ছিত্তিঃ সা অনন্তা যন্ত
সোহনন্তমাত্রঃ । নৈতাবস্তুমন্ত পরিচ্ছেদ্যুং শক্যত ইত্যর্থঃ । সৰ্ববৈতো-
পশমত্বাদেব শিবঃ । ওঙ্কারো যথা ব্যাখ্যাতো বিদিতো যেন স পরমার্থ-
তত্ত্বমননান্বিনিঃ । নেতরো জনঃ শাস্ত্রবিদপীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি ত্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যন্ত পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাস্ত শঙ্কর-
ভগবতঃ কৃতাবাগমশাস্ত্রবিবরণে গোড়পাদীয়কারিকাসহিতমাণ্ডুক্যো-

পনিষদ্ভাষ্যে প্রথমমাগমপ্রকরণং সম্পূর্ণম্ ॥ ১ ॥

শোকের কোন কারণ থাকে না, সুতরাং প্রণবধারীর শোকের সম্ভব
নাই । শ্রুতিতে জানা যায় যে, “আত্মবিদ্ পণ্ডিত শোক হইতে পরি-
ত্ৰাণ পাইয়া থাকেন” ॥ ২৮ ॥

সেই ওঙ্কার মাত্রাহীন তুরীয়ব্রহ্ম এবং তিনি অনন্তমাত্র অর্থাৎ কেহ
তাঁহাকে পরিমাণাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ করিতে পারে না । তাঁহার সৰ্ব-
প্রকার দ্বৈতশাস্তি হইয়াছে, তিনি সৰ্বমঙ্গলময়, যে ব্যক্তি এই ওঙ্কারের
স্বরূপ জানিতে পারেন, তিনি যথার্থ মুনি এবং সেই ব্যক্তি মননদ্বারা সৰ্ব-
বিষয় জানিতে পারেন । শাস্ত্রবিদগণ যথার্থ মুনি নহেন, কারণ তাঁহা-
দিগের মননশক্তি নাই ॥ ২৯ ॥

ইতি কারিকারাম প্রথমমাগমপ্রকরণম্ ॥ ১ ॥

অথ গোড়পাদীয়কারিকায় বৈতথ্যার্থং দ্বিতীয়ং প্রকরণং ।

বৈতথ্যং সৰ্বভাবানাং স্বপ্ন আত্মস্মরণীষিণঃ ।

অন্তঃস্থানান্তু ভাবানাং সংবৃত্তেন হেতুনা ॥ ১ ॥

ও ॥ জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যত ইত্যুক্তম্ । একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাदि-
শ্রুতিভাঃ । আগমমাত্রাং তত্ত্বত্রোপপত্ত্যপি দ্বৈতস্ত বৈতথ্যং শকাতে-
হবধারয়িতুমিতি দ্বিতীয়ং প্রকরণমারভাতে । বৈতথ্যমিত্যাदि-
ভাবো বৈতথ্যং অসত্যত্বমিত্যর্থঃ । কস্ত সৰ্বেষাং বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং
ভাবানাং পদার্থানাং স্বপ্ন উপলভ্যমানানামাহঃ কথয়ন্তি মনীষিণঃ প্রমাণ-
কুশলাঃ । বৈতথ্যে হেতুমাং । অন্তঃস্থানাং । অন্তঃশরীরস্ত মধ্যে স্থানং
যেষাম্ । তত্র হি ভাবা উপলভ্যন্তে পর্ত্তহস্তাদয়ো ন বহিঃ শরীরে ।
তস্মাৎ তে বিতথ্য ভবিতুমর্হন্তি । নহু অপবরকাদাস্তরুপলভ্যমানৈর্ষটাদি-
ভিন্ননৈকান্তিকো হেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ । সংবৃত্তেন হেতুনেতি । অন্তঃ সংবৃত্ত-
স্থানাদিত্যর্থঃ । ন হন্তঃ সংবৃত্তে দেহান্তর্নাড়ীষু পর্ত্তহস্তাদীনাং ভাবো-
হন্তি । নহি দেহে পর্ত্ততোহন্তি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে ~~ব্রহ্মজ্ঞান~~ থাকে না, যেহেতু শ্রুতিপ্রমাণে
জ্ঞানী যায় যে, সেই পরব্রহ্ম এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই; এইরূপে প্রথমপ্রক-
রণে পরব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন । দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈত-
জ্ঞানের বিরোধী, যাৎ দ্বৈতজ্ঞান থাকে, তাৎ অদ্বৈতজ্ঞান হয় না । অত-
এব দ্বৈতজ্ঞানের বিষয়ীভূত সৰ্বপ্রকার বিষয়ের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনার্থ
দ্বিতীয়প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন ।—এই দ্বিতীয়প্রকরণে • সৰ্বভাবের
মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইবে । ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞান
হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । পণ্ডিতগণ বাহ ও আত্ম-
'রিক্ত সকলপ্রকার পদার্থকে মিথ্যা বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন । কেবল বিদ্য-

অদীর্ঘত্বাচ্চ কালস্য গত্বা দেশান্ন পশ্যতি ।

প্রতিবুদ্ধাচ্চ বৈ সৰ্ব্বস্তস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥ ২ ॥

স্বপ্নদৃষ্টানাং ভাবানামন্তঃ সংবৃত্তস্থানমিত্যেতদসিদ্ধম্ । যস্মাৎপ্রাচ্যেযু
জুপ্ত উদকু স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে ইত্যেতদাশঙ্ক্যাহ । ন দেহাদ্বহির্দেশা-
স্তরং গত্বা স্বপ্নান্ পশ্যতি । যস্মাৎজুপ্তমাত্র এব দেহদেশাদ্যোজনশতাস্তরিতে
মাসমাত্রপ্রাপ্যে দেশে স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব দৃশ্যতে । নচ তদেদ্যপ্রাপ্তোরাগ-
মনস্ত চ দীর্ঘঃ কালোহিহি । অতো দীর্ঘত্বাচ্চকালস্ত ন স্বপ্নদৃগ্দেশাস্তরং
গচ্ছতি । কিন্তু প্রতিবুদ্ধাচ্চ বৈ সৰ্ব্বঃ স্বপ্নদৃক্ স্বপ্নদর্শনদেশে ন বিদ্যতে ।
যদি চ স্বপ্নে দেশাস্তরং গচ্ছেৎ যস্মিন্ দেশে স্বপ্নান্ পশ্যেৎ তত্রৈব প্রতি-
বুধোত । নচৈতদসিদ্ধি । রাত্রৌ স্রপ্তোহিহনি ইব ভাবান্ পশ্যতি বহুভিঃ
সঙ্গতো যৈশ্চ সঙ্গতো ভবতি তৈর্গৃহ্যেত । নচ গৃহ্যতে । গৃহীতশ্চেৎ জ্ঞানদা
তত্রোপলব্ধবস্তো বয়মিতি জ্ঞায়ুঃ । নচৈতদসিদ্ধি । তস্মান্ন দেশাস্তরং গচ্ছতি
স্বপ্নে ॥ ২ ॥

জ্ঞান বাক্যই যে মিথ্যাত্বের কারণ, এমত নহে ; যুক্তিদ্বারাও সৰ্ব্বভাবে
মিথ্যাত্বপরিজ্ঞান হইতে পারে । যেহেতু সকল পদার্থেরই অন্তর্গতস্থান
আছে এবং বাহ্যেও আবরণ আছে, অতএব যে সকল পদার্থ নানারূপ-
ধারী, তাহারা স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের ভায় অনিত্য ॥ ১ ॥

দেহের বহির্ভাগে দেশান্তর গমন করিয়াও কেহ স্বপ্নদর্শন করে না ।
জুপ্ত হইলে যেখানে শয়ন করিয়া থাকে, তাহাইহইতে যোজনাস্তর স্থিত
ঋধবা মাসমাত্র লভ্যপ্রদেশে স্বপ্নদর্শন হয় । পরন্তু যেখানে শয়ন ছিল,
সেইস্থান হইতে দেশান্তরে গমন করিয়া পুনর্বার আগমন করিতে পারে,
এমত দীর্ঘকালও নাই । অতএব কালের শব্দীর্ণতাবশতঃ স্বপ্নদর্শনকারী
ব্যক্তি যে দেশান্তরে গমন করিয়াছিল, তাহাও সম্ভব নহে এবং যখন
সেই ব্যক্তি জাগরিত হয়, তখন সে স্বপ্নদর্শনপ্রদেশে থাকে না, যাহারা
স্বপ্নদর্শনকালে বেদেপে গিয়াছিল, সেই দেশেও জাগরিত হয় না ; কিন্তু
যেখানে শয়ন করিয়া স্বপ্নদর্শন করে, সেইস্থানেই জাগরিত হয় এবং

অভাবশ্চ রথাদীনাং ক্ষয়তে শ্রায়পূর্বকম্ ।

বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আছঃ প্রকাশিতম্ ॥ ৩ ॥

অন্তঃস্থানাত্ ভেদানাং তস্মাজ্জাগরিতে স্মৃতম্ ।

ইতশ্চ স্বপ্নদৃশ্য ভাবা বিতথাঃ । যতো অভাবশ্চৈব রথাদীনাং স্বপ্ন-
দৃশ্যানাং ক্ষয়তে শ্রায়পূর্বকং যুক্তিতঃ ক্ষতো ন তত্র রথা ইত্যত্র তেনাস্তঃ-
স্থানসংবৃত্তাদিহেতুনা প্রাপ্তং বৈতথ্যং তদমুবাদিহা শ্রুত্যা স্বপ্নে স্বয়ং
জ্যোতিষ্টপ্রতিপাদনপরয়া প্রকাশিতমাত্র ক্ষবিদঃ ॥ ৩ ॥

জাগ্রদৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যমিতি প্রতিজ্ঞাদৃশ্যাদিহি হেতুঃ স্বপ্ন-
দৃশ্যভাববদিতিদৃষ্টান্তঃ । যথা তত্র স্বপ্নে দৃশ্যানাং ভাবানাং বৈতথ্যং তথা
জাগরিতেহপি দৃশ্যস্বপ্নবিশিষ্টমিতি হেতুপনয়ঃ । তস্মাজ্জাগরিতেহপি বৈতথ্যং

রাত্রিতে শয়ন করিয়াও দিবা স্বপ্নদর্শন হয় । যখন রাত্রিতে শয়ন করিয়া
স্বপ্নদর্শন হয়, তখন বোধ হয় যে, আমি দিবাতে বিদ্যমান থাকিয়া কার্য্য
করিতেছি । অতএব স্বপ্নদৃশ্যপদার্থ যে মিথ্যা, তাহা সর্বিশেষ প্রতিপন্ন
হইল ॥ ২ ॥

স্বপ্নদৃশ্যপদার্থের মিথ্যাস্ব বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন ।—
স্বপ্নদৃশ্যপদার্থসমুদায়ই অসত্য । যেহেতু যেখানে রথগতি নাই ও পহা
নাই সেই স্থানেও স্বপ্নদর্শন হইয়া থাকে । অতএব স্বপ্নে যে সকল
পদার্থকে সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেই সকলই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন
হইতেছে । যে যুক্তিতে স্বপ্নদৃশ্যপদার্থ সকল অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন
হইল, সেই যুক্তিবারা জাগ্রৎপদার্থেরও মিথ্যাস্বপ্রতিপাদিত হইয়া থাকে ।
বারা তত্ত্বজ্ঞ ও প্রমাণকুশল, সেই সকল বিষয় বলিয়া থাকেন যে, স্বপ্নদৃশ্য
পদার্থের স্মৃতি এই অগৎও অসত্য ॥ ৩ ॥

যে যুক্তিতে স্বপ্নদৃশ্যপদার্থসকলের অনিত্যস্ব প্রমাণীকৃত হইল, সেই
যুক্তিবারা জাগ্রৎপদার্থ সকলেরও অনিত্যস্ব প্রতিপন্ন হইবে । অন্তঃস্থ-
পদার্থ সকল সংবৃত্তহেতু জাগ্রদৃশ্যপদার্থ হইতে স্বপ্নদৃশ্যপদার্থের বিভিন্নতা
জ্ঞান বায় । যোগ্যদেশাদির অভাবপ্রযুক্ত স্বপ্নদৃশ্যপদার্থের মিথ্যাস্ব

যথা তত্র তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে ॥ ৪ ॥

স্বপ্নজাগরিতে স্থানে হ্যেকমাহুর্মনীষিণঃ ।

ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিক্তেনৈব হেতুনা ॥ ৫ ॥

আদাবস্তে চ যম্মাস্তি বর্তমানেহপি তত্থা ।

বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোহবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥ ৬ ॥

স্বতমিতি নিগমনম্ । অন্তঃস্থানাং সংবৃতত্বেন স্বপ্নপ্রদৃশানাং ভাবানাং
জাগ্রদ্ভ্রুভ্যো ভেদঃ । দৃশুত্বমসত্যত্বাবশিষ্টমুভয়ত্র ॥ ৪ ॥

প্রসিক্তেনৈব ভেদানাং গ্রাহগ্রাহকত্বেন হেতুনা সমত্বেন স্বপ্নজাগরিত-
স্থানয়োরেকত্বমাহ । বিবেকিন ইতি । পূর্ক্বে প্রমাণসিক্তভেব ফলম্ ॥ ৫ ॥

ইতচ্চ বৈতথ্যং জাগ্রদৃশানাং ভেদানামাদ্যন্তয়োরাভাবাং যদাদাবস্তে
চ নাস্তি বস্তু যুগতৃক্ষিকাদি তন্মধ্যেহপি নাস্তীতি নিশ্চিতং লোকে ।
তথেষ্মে জাগ্রদৃশা ভেদাঃ । আদ্যন্তয়োরাভাবদ্বিতথৈব যুগতৃক্ষিকা-
দিভিঃ সদৃশত্বাবিতথা এব তথাহ্যবিতথা ইব লক্ষিতা মূঢ়ৈরনান্য-
বিস্তিঃ ॥ ৬ ॥

সুপ্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং জাগ্রদৃশ্যপদার্থের উচিত দেশাদির সম্ভাবপ্রযুক্ত
তাহার মিথ্যাত্ব অব্যক্ত, অর্থাৎ স্বপ্নাহুসন্ধান করিয়া না দেখিলে জাগরিত
পদার্থের মিথ্যাত্ব সহজে প্রতীয়মান হয় না ॥ ৪ ॥

পূর্বে ক্ত যুক্তিতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, যেমন স্বপ্নদৃশ্যপদার্থ
মিথ্যা, সেইরূপ জাগরিতপদার্থও মিথ্যা; স্মৃতরাং স্বপ্ন ও জাগরণের তুল্যত্ব
সিদ্ধ হইতেছে । অতএব তত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণ স্বপ্ন ও জাগরণকে এক
বলিয়া থাকেন । স্বপ্ন ও জাগরিতপদার্থ গ্রাহগ্রাহকত্বরূপে বিভিন্ন
বটে, কিন্তু উভয়েরই মিথ্যাত্বরূপে তুল্যত্ব প্রসিদ্ধ, ইহাই বিবেকিদিগের
অভিমত । পূর্বেও এই বিষয়টি প্রমাণিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

জাগ্রদৃশ্যপদার্থের মিথ্যাত্ববিষয়ে প্রমাণাত্মক প্রদর্শন করিতেছেন ।—
যদি জাগ্রদৃশ্যপদার্থসকল মিথ্যাত্বরূপে স্বপ্নদৃশ্যপদার্থের সহিত সমান
রহিয়া অতিপন্ন হইল, তাহাহইলে “এই বট, এই গট” ইত্যাদি ব্যবহার,

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে ।

তস্মাদাদ্যন্তবন্তেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

স্বপ্নদৃশ্যবজ্জাগরিতদৃশ্যানামপ্যস্বমিতি যদুক্তং তদযুক্তম্ । যস্মাজ্জাগ্র-
দৃশ্যা অন্নপানবাহনাদয়ঃ ক্ষুৎপিপাসাদিনিবৃত্তিং কুর্যন্তঃ । গমনাগমনাদি-
কার্য্যঞ্চ সপ্রয়োজনা দৃষ্টাঃ নতু স্বপ্নদৃশ্যানাং তদন্তি তস্যাং স্বপ্নদৃশ্যবজ্জাগ্র-
দৃশ্যানামসত্ত্বং মনোরথমাত্রমিতি । তত্র কস্মাদস্ম্যাং সপ্রয়োজনতা দৃষ্টা বা
অন্নপানাদীনাং সা স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে । জাগরিতে হি ভুক্তা পীত্বা চাতৃপ্তৌ
বিনিবর্তিততৃটু স্তপ্তমাত্র এব ক্ষুৎপিপাসাদ্যার্তমহোরাত্রৌষিতমভুক্তবস্ত-
মাস্থানং মন্ততে । যথা স্বপ্নে ভুক্তা পীত্বা চাতৃপ্তোখিতস্তথা । তস্মাজ্জাগ্রদৃ-
শ্যানাং স্বপ্নেহপি বিপ্রতিপত্তিদৃষ্টা । অতো মন্ত্যামহে তেষামপ্যসত্ত্বং
স্বপ্নদৃশ্যবদনাশঙ্কনীয়মিতি । তস্মাদাদ্যন্তবন্তমুভয়ত্র সগানমিতি মিথ্যৈব
খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

কিঞ্জেপে হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যে সকল পদার্থ
আদিতে ছিল না, পরেও থাকিবে না এবং বর্তমানকালেও নাই, সেই
সকল কালত্রয়ে অসৎ পদার্থ যে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইবে, তাহা
অসম্ভব নহে ॥ ৬ ॥

স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের জায় জাগ্রদৃশ্য পদার্থ যে অসত্য বলিয়া উক্ত
হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে । যেহেতু অন্নপান বাহনাদি জাগ্রদৃশ্য
পদার্থ সকল ক্ষুৎপিপাসাদি নিবৃত্তি করে এবং গমনাগমনাদি কার্য্যসাধন
করিয়া থাকে । ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন । অন্ন ভোজন
করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, জল পানদ্বারা পিপাসা বারণ হইয়া থাকে এবং
বাহনদ্বারা গমনাগমনাদি কার্য্য সাধিত হয়, তবে আর জাগ্রদৃশ্য পদা-
র্থকে কিঞ্জেপে অসত্য বলা যাইতে পারে? স্বপ্ন দৃশ্যপদার্থের উক্ত প্রকার
কার্য্যসাধনতা শক্তি নাই, সুতরাং তাহাকে অসত্য বলা যাইতে পারে ।
কিন্তু জাগ্রদৃশ্য পদার্থের সর্বদা প্রয়োজন দেখা যায়, অতএব তাহাকে
অসত্য বলা যায় না । জাগ্রৎকালে অন্নপানাদির যে প্রয়োজন দেখা

অপূৰ্বং স্থানিধৰ্ম্মো হি যথা স্বৰ্গনিবাসিনাম্ ।

তানিয়ং প্রেক্ষতে গতা ঘদৈবেহ হুশিক্ষিতঃ ॥ ৮ ॥

স্বপ্নজাগ্রদেদয়োঃ সমত্বজাগ্রদেদ্যানামসঙ্ঘমিতি যুক্তং তদসৎ ।
কস্মাৎ । দৃষ্টান্ততালিকত্বাৎ । কথং নহি জাগ্রদৃষ্টা এবৈতে ভেদাঃ স্বপ্নে
দৃষ্টান্তে কিস্তুহি অপূৰ্বং স্বপ্নে পশ্যতি চতুর্দন্তগজমাক্রমষ্টভুজমাখ্যানং
শ্রুতং । অন্তদপোষং প্রকারমপূৰ্বং পশ্যতি স্বপ্নে । তন্মাত্ৰেনাসত্যাসম-
মিতি নদেবতো দৃষ্টান্তোহসিদ্ধত্বাৎ স্বপ্নবজ্জাগরিতস্তাসঙ্ঘমিত্যুক্তম্ ।
তত্র স্বপ্নে দৃষ্টমপূৰ্বং ধন্যত্বেন ন তত্ত্বতঃ সিদ্ধম্ । কিস্তুহি অপূৰ্বং স্থানি-
ধৰ্ম্মো হি স্থানিনো দ্রষ্টুরেব হি স্বপ্নস্থানবতো ধৰ্ম্মঃ । যথা স্বৰ্গনিবাসিনা-

যায়, তাহা স্বপ্নকালে সম্ভবে না । জাগ্রদবস্থাতে ভোজন ও পানীয়দ্বারা
ক্ষুধা পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া প্রমুগ্ধমাত্রই আপনাকে ক্ষুধা পিপাসায়
পীড়িত ও অহোরাত্র উপবাসী জ্ঞান করে এবং স্বপ্নকালে ভোজন পানদ্বারা
পরিতৃপ্ত হইয়া উখিতমাত্রই আপনাকে ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া জ্ঞান করে, অতএব
জাগ্রৎকালের দৃশ্য পদার্থ সকল যে স্বপ্নকালে বিপরীত তাবাপন্ন এবং
স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ সকল জাগ্রৎকালে বিপ্রতিপন্ন হয়, তাহা লবিশেষ প্রতাপন্ন
হইল; এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, স্বপ্ন দৃশ্য পদার্থের স্থান জাগ্রদৃশ্য
পদার্থের অসত্যত্ব আশঙ্কাও হইতে পারে না । অতএব স্বপ্ন দৃশ্য পদার্থই
মিথ্যা, ইহাই প্রতাপন্ন হইতেছে; সুতরাং স্বপ্নদৃশ্য ও জাগ্রদৃশ্য উভয়ই
ক্ষুধা বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥ ৭ ॥

পূৰ্ব্ব ন্যোকে উক্ত হইয়াছে যে, স্বপ্নদৃশ্য ও জাগ্রদৃশ্য উভয় পদার্থই
তুল্য, অর্থাৎ যেমন স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ অসৎ, সেইরূপ জাগ্রদৃশ্য পদার্থও
অসত্য, সিদ্ধ হইল। বুদ্ধিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয় না, যেহেতু যে দৃষ্টান্ত
প্রদর্শন করিয়া জাগ্রদৃশ্য পদার্থের অসত্যত্ব আশঙ্কা করিয়াছে, তাহাই
অসিদ্ধ হইতেছে । স্বপ্নদৃশ্যপদার্থমাত্রকে অসত্য বলা যায় না; কাবণ
কখন কখন জাগ্রদৃশ্যপদার্থেরও স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে । কিন্তু স্বপ্ন

মিত্রাদীনাং সহস্রাক্ষরাদি তথা স্বপ্নদৃষ্টোপকরণাদিঃ ধর্মঃ । ন সত্যং সিদ্ধো
দ্রষ্টুঃ স্বরূপবৎ । আনেবং প্রকাশনপূর্ব্বান্ স্ফুটবিকল্পানয়ং স্থানো স্বপ্নদৃক্
স্বপ্নস্থানং গচ্ছা প্রেক্ষতে । যথৈবেহ লোকে সুশিক্ষিতো দেশান্তরমার্গেণ
মার্গেণ দেশান্তরং গচ্ছা তান্ পদার্থান্ পশ্যতি তদ্বৎ । তস্মাদন্থা স্থান-
ধর্ম্মাণাং রজ্জুসর্পমৃগতৃষ্ণিকাদীনামসত্ত্বং তথা স্বপ্নদৃষ্টানামপূর্ব্বাণাং স্থানি-
ধর্ম্মমমেবেত্যসত্ত্বং অতো ন স্বপ্নদৃষ্টান্তস্তাসিদ্ধম্ ॥ ৮ ॥

কালে নানাপ্রকার অপূর্ব্ব দর্শন হয় । স্বপ্নকালে “আমি চতুর্দন্তগজে
আকূত হইয়া আছি এবং আমি অষ্টভুজধারী হইয়াছি” এইরূপ জ্ঞান
হইয়া থাকে ; ইত্যাদি প্রকারে নানারূপ স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে,
অতএব অত্র অসদ্বস্তুর ত্রায় স্বপ্ন দৃশ্য পদার্থমাত্রকে অসৎ বলা যায় না,
সুতরাং দৃষ্টান্ত অসিদ্ধহেতু “স্বপ্নদৃশ্য পদার্থেব ত্রায় জাগ্রদৃশ্য পদার্থ অসত্য”
এই কথা অযুক্ত । স্বপ্নকালে যে সকল অপূর্ব্ব পদার্থ দর্শন হয় বলিয়া
জ্ঞান করিতেছ, তাহা স্বতঃসিদ্ধপদার্থ নহে, উহা স্বপ্নদ্রষ্টার ধর্ম্মবিশেষ ।
যেমন স্বর্গবাদী ইচ্ছাদির ধর্ম্ম সহস্রাক্ষরাদি, সেইরূপ অপূর্ব্ব স্বপ্নদর্শন
ও স্বপ্নদর্শন কর্তার ধর্ম্ম, বাস্তবিক স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম নহে । অথাপি স্বপ্ন-
দর্শনকারী ব্যক্তি যে উক্তরূপে প্রকাশমান স্বপ্ন দর্শন করে, উহা কেবল
চিত্তের বিকল্পমাত্র । স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ স্বপ্নস্থানে গমন করিলেই ঐরূপ
অপূর্ব্ব পদার্থ সকল দর্শন করে ; যেকূপ সুবস্থা সর্ব্বদা ভাবনা করে, স্বপ্ন-
কালে তাহাই দর্শন হয় । যেমন সুশিক্ষিতমার্গ আশ্রয় করিয়া দেশান্তরে
গমন করিলে সেই দেশস্থ পদার্থ সকল দর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ
অভ্যন্ত পদার্থ সকলই স্বপ্নকালে দেখা যায় । অতএব যেমন স্থান বিশেষে
সর্পহেতু রজ্জু বলিয়া জ্ঞান হয় এবং মরীচিকাকালে স্থলেতে জলজ্ঞান হয়,
কিন্তু ঐ সর্প ও জল প্রকৃত সর্প বা জল নহে, কেবল স্থান বিশেষের ধর্ম্ম-
বশতই ঐরূপ ধর্ম্ম ও জল বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বপ্ন
দ্রষ্টা অপূর্ব্বপদার্থ সকলও স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের ধর্ম্ম, অতএব তাহা সত্য
নহে ॥ ৮ ॥

স্বপ্নবৃত্তাবপি ত্বন্ত্ৰেচতসা কল্পিতত্বসৎ ।

বহির্শ্চেতোগৃহীতং সদ্যুক্তং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥ ৯ ॥

জাগ্রদ্বৃত্তাবপি ত্বন্ত্ৰেচতসা কল্পিতত্বসৎ ।

বহির্শ্চেতো গৃহীতং সদ্যুক্তং বৈতথ্যমেতয়োঃ ॥ ১০ ॥

অপূর্বদ্বাশঙ্কাঃ নিরাকৃত্য স্বপ্নদৃষ্টান্তস্ত পুনঃ স্বপ্নতুল্যাং জাগ্রন্তেদানাং
প্রপঞ্চয়মাং । স্বপ্নবৃত্তাবপি স্বপ্নস্থানেহপ্যন্ত্ৰেচতসা মনোরথসঙ্কল্পিতমসৎ ।
সঙ্কল্পানন্তরসমকালমেবাদর্শনাত্তত্রৈব স্বপ্নে বহির্শ্চেতসা গৃহীতং চক্ষুরাদি-
দ্বারেণোপলব্ধং ঘটাদি সদিত্যেবমসত্যমিতি নিশ্চিতংহপি সদসদ্বিভাগো
দৃষ্টঃ । উভয়োরপ্যন্তর্যহির্শ্চেতঃ কল্পিতয়োর্কৈতথ্যমেব দৃষ্টম্ ॥ ৯ ॥

সদস্যতোর্কৈতথ্যং যুক্তম্ । অন্তর্যহির্শ্চেতঃ কল্পিতদ্বাবিশেষাদিতি
ব্যাখ্যাতমন্তঃ ॥ ১০ ॥

স্বপ্নকালেও যে সকল বস্তু মনে মনে চিন্তা করা যায়, সেই সকল
পদার্থ অসৎ, যেহেতু যাবৎ মনে মনে চিন্তা করা যায়, তাবৎই সেই সক-
লকে সৎ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন সেই চিন্তার অভাব হয়, তখন আর
সেই সঙ্কল্পিত পদার্থের দর্শন হয় না । আর যখন চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা
ঘটপটাদি যে সকল পদার্থ লাভ করা যায়, তখন সেই সকল ঘট পটাদিকে
সৎ বলিয়া বোধ হয় । যদি স্বপ্নকালেও এইরূপে সৎ ও অসদ্বিভাগ দৃষ্ট
হয় বটে, কিন্তু একতপক্ষে স্বপ্নকালে মনঃকল্পিত ও বাহ্য চক্ষুরাদিদ্বারা
লব্ধ উভয়বিধ পদার্থই অসৎ । অতএব স্বপ্ন দৃষ্টপদার্থমাত্রই অসৎ বলিয়া
প্রতীতি হইতেছে ; সুতরাং স্বপ্ন দৃষ্টান্তদ্বারা কোন কার্যসাধন হইতে
পারে না ॥ ৯ ॥

জাগ্রৎকালেও যে সকল বস্তু মনে মনে ভাবনা করা যায়, সেই সকল
পদার্থ অসৎ । যেহেতু যতকাল মনে মনে ভাবনা করা যায়, তাবৎকালই
সেই ভাবিত পদার্থ সকল সৎ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন সেই ভাবনা
অন্তর্যহিৎ হয়, তখন আর সেই চিন্তিত পদার্থের দর্শন হয় না । এবং চক্ষু-
প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা ঘটপটাদি যে সকল পদার্থ লাভ করা যায়, সেই

উভয়োরপি বৈতথ্যং ভেদানাং স্থানয়োর্যদি ॥

ক এতান্ বুধ্যতে ভেদান্ কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ ॥ ১১ ॥

কল্পয়ত্যাত্মনা ত্বানমাত্মদেহঃ স্বমায়য়া ।

স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

চৌদকশ্যাহ । স্বপ্নজাগ্রৎস্থানয়োর্ভেদানাং যদি বৈতথ্যং ক এতানন্ত-
র্নহিচ্ছেতঃ কল্পিতান্ বুধ্যতে । কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ । স্মৃতিজ্ঞানয়োঃ
ক আলম্ব ইত্যভিপ্রায়ঃ । ন চেন্নিরাশ্ববাদ ইষ্টঃ ॥ ১১ ॥

স্বয়ং স্বমায়য়া স্বমাত্মানমাত্মা দেব আত্মন্তেব বক্ষ্যমাণং ভেদাকারং
কল্পয়তি রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদীন । স্বয়মেব চ তান্ বুধ্যতে ভেদান্ তদ্বদেব-
তোবাং বেদান্তনিশ্চয়ঃ । নাহন্তোহস্তি জ্ঞানস্মৃত্যাশ্রয়ঃ । নচ নিরাশ্বপদে এব
জ্ঞান স্মৃতি বৈনাশিকানামিবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২ ॥

সকল ঘটপটাদিকে সং বলিয়া বোধ হয় । যদি জাগরণকালেও এইরূপে
সং ও অসংবিভাগ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক জাগ্রৎকালেও মনঃ কল্পিত
ও বাহ্য চক্ষুরাদি দ্বারা গ্রাহ্য উভয় প্রকার পদার্থই অসং । অতএব জাগ্রৎ-
দৃষ্ট পদার্থও অসং বলিয়া প্রতীতি হইতেছে ॥ ১০ ॥

যদি স্বপ্নদৃষ্ট ও জাগ্রদৃষ্ট উভয়বিধ পদার্থই অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন
হইল, তবে অন্তঃকল্পিত ও বহিরিঙ্গিয় গ্রাহ্য এইসকল পদার্থ কে জানিবে ?
এই সকল পদার্থের বিকল্পই বা কি ? অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তকল্পিত ও বহি-
রিঙ্গিয়গ্রাহ্য এই উভয়বিধ পদার্থের কোন নির্মাণ কর্তা থাকে না এবং
স্মৃতি ও জ্ঞানের বিষয়ই বা কি হইবে ? যদি সকল পদার্থই মিথ্যা হইল,
তবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া শ্রবণ ও জ্ঞান হইবে, পরন্তু কর্তৃকর্ম ব্যবহারেও
বিরোধ হয় । যদি কর্তা কর্ম ইচ্ছা না কর, তাহাহইলে নিরাশ্ববাদই
ইষ্ট হইতে পারে ॥ ১১ ॥

পূর্বলোকে যেরূপ কর্তৃকর্মবিরোধ হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এইলোকে
সেই কর্তৃকর্ম বিরোধ তজ্জন করিতেছেন ।—আত্মা স্বয়ংই আত্মাকে কল্পনা
করেন, তিনি কোনরূপ কারণাদির সাহায্য অপেক্ষা করেন না । আত্মা

বিকারোত্তাপরান্ ভাবানন্তশ্চিহ্নে ব্যবহিতান্ ।

নিয়তাংশচ বহিষ্কৃত্ত্ব এবং কল্পয়তে প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥

সঙ্কল্পয়ন্ কেন প্রকারেণ কল্পয়তীত্বাচ্যতে । বিকরোতি নাম্না করোত্য-
পরান্ লৌকিকান্ ভাবান্ পদার্থান্ শব্দাদীন্যাংশচাস্তশ্চিহ্নে বাসনারূপেণ
ব্যবহিতানব্যাকৃতানিয়তাংশচ পৃথ্বাদীন্ অনিয়তাংশচ কল্পনাকালান্ বহি-
ষ্কৃত্ত্বঃ সন্ । তথাহন্তশ্চিহ্নতো মনোরথাদি লক্ষণানিত্যেবং কল্পয়তি । প্রভু-
রীশ্বর আত্মেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

আপন মায়াবলে আপনাকে কল্পনা করিয়া থাকেন । সকল পদার্থ মিথ্যা
হইলেও মায়াদ্বারাই কর্তৃকর্ম ব্যবহারের সিদ্ধি আছে ; সুতরাং বিরোধের
সম্ভব নিবারিত হইল । সেই আত্মাই সকলের ভেদ জানিতে পারেন ;
এখন আর স্জাতা ও জ্ঞেয় বিরোধ রহিল না । এক অদ্বিতীয় আত্মাতেই
সর্বপ্রকার ব্যবস্থা কল্পিত আছে, ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের নিশ্চয় । যেমন
ঘটকর্তা কুন্তকারই সেই ঘটের অধিষ্ঠাতা, অস্ত্র মৃত্তিকাদি সেই ঘটের অধি-
ষ্ঠাতা নহে । সেইরূপ আত্মাই জ্ঞান ও বৃত্তির আশ্রয়, আত্মা ভিন্ন জ্ঞান
ও বৃত্তির আশ্রয় আর কেহ নাই । যেমন ঘটাদি নির্মাণকালে একমাত্র
মৃত্তিকাই সেই ঘটের উপাদান, সেইরূপ আত্মাই আত্মার উপাদান ;
তত্ত্বিন্ন অস্ত্র উপাদান নাই । যেমন ঘটকারী কুন্তকারের পক্ষে ভূতল
অধিকরণ হয়, সেইরূপ আত্মাই আত্মার অধিকরণ । আত্মা দ্বাভ্যারাই
জগৎ নির্মাণ করেন । যিনি জগৎকর্তা ও জগতের প্রমোদ । তিনি ভিন্ন
জ্ঞান ও বৃত্তির আশ্রয় আর কেহ নাই ॥ ১২ ॥

পূর্বপ্রকারে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা দ্বাভ্যারাই জগৎ কল্পনা করেন,
এইপ্রকারে সেই জগৎ কল্পনারূপে বর্ণিত হইয়াছে ।—বিভূ আত্মা সর্ব
প্রকার লৌকিকপদার্থ সকল কল্পনা করেন, স্রষ্টা ও অনিরন্ত সকল
প্রকার পদার্থ সেই আত্মার কর্তৃত্ব । আত্মা ভিন্ন জ্ঞান নাই । ইহা অত্যন্ত
শব্দাদি এবং বস্তুরূপে ব্যবহারযোগ্য পৃথিব্যাদি কল্পিত হয় । যেমন
শেষক কুন্তাল ও তত্ত্বিন্ন ঘট ও মৃত্তকনির্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়া ক্রিয়া

চিত্তকাল হি য়েহন্তস্ত দ্বয়কালশ্চ য়ে বহিঃ ।

কল্পিতা এষ তে সর্বৈ বিশেষো নাত্তহেতুকঃ ॥ ১৪ ॥

স্বপ্নবচ্ছিত্তপরিকল্পিতং সৰ্বমিত্যেতদাশঙ্কতে । যন্মচ্ছিত্তপরিকল্পিতৈ-
ৰ্গ্ননোরখাদিলক্ষণৈশ্চিত্তপরিচ্ছেদ্যৈর্কৈলক্ষণ্যাং বাহ্যনামন্তোহন্তপরি-
চ্ছেদ্যত্বমিতি সা ন যুক্তা আশঙ্কা । চিত্তকাল হি য়েহন্তস্ত চিত্তপরিচ্ছেদ্যাঃ
চিত্তকালব্যতিরেকেণ পরিচ্ছেদকঃ কালো যেষাং তে চিত্তকালঃ । কল্পনা
নাত্তকাল এবোপলভ্যন্ত ইত্যর্থঃ । দ্বয়কালশ্চ ভেদকাল অন্তোন্তপরি-
চ্ছেদ্যাঃ । যথা গোদোহনমাস্তে বাবদাস্তে তাবদগাং দোদ্ধি বাবদগাং দোদ্ধি

কার্য করিলে লোকের ব্যবহারযোগ্য ঘট ও বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা
মনে মনে কল্পনা করিয়া পরে লোকের ব্যবহারযোগ্য ঘট ও বস্ত্রনিৰ্মাণ
করিয়া থাকে । সেইরূপ আদিকর্তা জগদীশ্বর বাসনারূপে সকল পদার্থ
কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ নামরূপাদি বিশিষ্ট এবং লৌকিক ব্যবহারের উপ-
যুক্ত ব্যক্তীভূত পৃথিব্যাदि সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

চিত্তপরিকল্পিত পদার্থ সকল স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, কল্পনা কালপর্যন্তই
কল্পিত পদার্থের বিদ্যমানতা দেখা যায়, যখন সেই কল্পনার নিবৃত্তি
হয়, তখন আর সেই কল্পিত পদার্থ সকল থাকে না, কিন্তু জাগ্রৎ পদার্থ
সকল কল্পনা কালের অন্তীতাবস্থাতেও বিদ্যমান থাকে ; সুতরাং কল্পিত
পদার্থ সকল মিথ্যা বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে । কিন্তু এই আশঙ্কা হইতে
পারে না, যেহেতু কল্পনা কালে যে সকল পদার্থ মনেতে বর্তমান থাকে,
আর কল্পনায় পূর্ণাপর কালে যে সকল পদার্থের স্মরণ হইয়া ব্যবহার
যোগ্য রূপে জুড়ি হয়, সেই সকল পদার্থও কল্পিত হইলে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান
হয় । যেমন স্বপ্নকালে দৃষ্টহাস পদার্থও কল্পিত হইয়া মিথ্যা হয়, সেইরূপ
জাগরণকালে দৃষ্ট পদার্থ সকলও কল্পিত হইলে মিথ্যা হইয়া থাকে, সুতরাং
এখনও কল্পিত পদার্থমিথ্যা, কিস্তি, তাহা নির্দ্বারিত হইতেছে না । এই
বিষয়ের হেতু এই যে,—চিত্তপরিকল্পিত পদার্থ সকল কেবল মনে মনেই
থাকে, বাহ্য পদার্থ সকল পরম্পরবিভিন্ন, অন্তঃপ্রসূত আশঙ্কা মিথ্যা-

অব্যক্তা এব মেহস্তস্তক্ষুটী এব চ মে বহিঃ ।

কল্পিতা এব তে সর্বৈ বিশেষস্তিস্ত্রিয়ান্তরে ॥ ১৫ ॥

তাবদাস্তে । তাবানয়মেতাবান্ স ইতি পরস্পরপরিচ্ছেদকত্বং বাহ্যানাং ভেদানাং তে দ্বয়কালো অন্তশ্চিহ্নকালো বাহ্যশ্চ দ্বয়কালো কল্পিতা এব তে সর্বৈ ন বাহ্যে কালদ্বয়বিশেষঃ কল্পিতদ্ব্যতিরেকেণাত্তহেতুকঃ । অত্রাপি হি স্বপ্নদৃষ্টান্তো ভবত্যেব ॥ ১৪ ॥

যদ্যপ্যন্তরব্যক্তত্বং ভাবানাং মনোবাসনামাত্রাভিব্যক্তানাং ক্ষুটত্বং বা বহিঃশ্চুরাদীশ্চিয়ান্তরে বিশেষঃ । নাসৌ ভেদানামন্তিস্ত্রয়কৃতঃ স্বপ্নেহপি তথা দর্শনাৎ । কিন্তুহীশ্চিয়ান্তরকৃত এবান্তঃ কল্পিতা এব । আগ্রস্তাবা অপি স্বপ্নভাববদিতি সিদ্ধম্ ॥ ১৫ ॥

রিত হইল । যেমন যাবৎ গোদোহন থাকে, তাবৎ দোদ্ধা পুরুষও থাকে ; যাবৎ সেই দোদ্ধা পুরুষ থাকে, তাবৎ গোদোহন হয় এবং যাবৎকাল গোদোহন করে, তাবৎকাল দোদ্ধা পুরুষও থাকে, সেইরূপ যাবৎ মানসিক কল্পনা থাকে, তাবৎ সেই কল্পিত পদার্থও থাকে । গোদোহনের অবসান হইলে যেমন সেই দোদ্ধা পুরুষ চলিয়া যায়, সেইরূপ চিত্ত পরিকল্পনার অভাব হইলেই সেই সকল কল্পিত পদার্থও অন্তর্হত হইয়া যায় ॥ ১৪ ॥

যদি স্বপ্নও আগরিত পদার্থের মিথ্যাও প্রমাণীকৃত হইল, তাহাহইলে ব্যাক্ত্যবাক্তভেদে কোন বিভাগ থাকে না ; সুতরাং সকল পদার্থই মিথ্যাওরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে । যে সকল পদার্থ কেবল মনেতে বর্তমান থাকে, সেই সকল মনঃকল্পিত পদার্থ অব্যক্ত এবং যে সকল পদার্থ বহিরিহিত্রিগ্রাহ্য, সেই সকল পদার্থ ব্যক্ত, অতএব মনঃকল্পিত পদার্থ সকল মিথ্যা এবং বহিরিহিত্রিগ্রাহ্য পদার্থ সকল ব্যক্ত কি অমিথ্যা কিছুই উপস্থিত হয় না । যেহেতু মিথ্যাত্বত পদার্থের ব্যক্তত্ব প্রতীকৃত হইয়া, অতএব যে সকল বস্তু মনঃকল্পিত এবং যে যে পদার্থ বহিরিহিত্রিগ্রাহ্য, উভয় বিধ পদার্থই কল্পিত । কেবল ব্যক্ত ও অব্যক্ত এইমাত্র প্রভেদ, ইহার বিশেষ ইতিবচন পরিহার্য হয় ॥ ১৫ ॥

জীবং কল্পয়তে পূর্বং ততো ভাবান্ পৃথগ্ধিধান্ ।

বাহ্যানাধ্যাত্মিকান্শৈব যথাবিদ্যন্তথান্মৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

বাহ্যানাধ্যাত্মিকানাং ভাবানামিতরেতরনিমিত্তনৈমিত্তিকভয়া কল্পনায়াঃ কিং মূলমিতি উচ্যতে । জীবং হেতুফলাত্মকমহং করোমি মম স্বথঃস্থে ইত্যেবং লক্ষণম্ । অনেনৈবং লক্ষণ এব শুদ্ধে আত্মনি রজ্জ্বামিব সৰ্পং কল্পয়তে পূৰ্বম্ । ততস্তাদর্থেন ক্রিয়াকারকফলভেদেন প্রাণাদীদ্বানাবিধান্ ভাবান্ বাহ্যানাধ্যাত্মিকান্শৈব কল্পয়তে । তত্র কল্পনায়াং কো হেতুরিত্যুচ্যতে । যোহসৌ স্বয়ং কল্পিতো জীবঃ সৰ্ব্বকল্পনায়ামধিকৃতঃ স যথাবিদ্যো-

পূৰ্ব পূৰ্বল্লোকার্থে জানা যাইতেছে যে, সৰ্ব পদার্থই পরিকল্পিত, কিন্তু কিরূপে সৰ্বপ্রকার কল্পনা হইয়াছে, এই ল্লোকে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—আত্মা স্বীয়মায়াবশে সৰ্বপ্রকার কল্পনা করণাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ জীব কল্পনা করেন । পরন্তু শ্রুতিপ্রমাণেও জানা যায় যে, আত্মা সৰ্বাণ্ জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । অনন্তর সেই জীবদ্বারা নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন । সেই জীবের জ্ঞান ও শ্রুতির বৈষম্যবশতঃ সৃষ্ট পদার্থ সকলেরও বৈষম্য হইয়াছে । বাহ্য ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার পদার্থই আত্মার সৃষ্ট । যে সকল পদার্থ সাধ্য সাধন রূপে অবস্থিত, সেই সকল পদার্থই বাহ্য এবং স্বথ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি পদার্থ সকল আধ্যাত্মিক । ঐ সকল পদার্থেরও পরস্পর নিমিত্ত নৈমিত্তিকভাব আছে । বাহ্য পদার্থ সকলকে হেতু করিয়া আধ্যাত্মিক পদার্থ সকল প্রবৃত্ত হয়, আবার সেই সকল আধ্যাত্মিক পদার্থ সকলকে নিমিত্ত করিয়াও অন্ত্য পদার্থ সকল উৎপন্ন হয় । এইরূপে পরস্পর নিমিত্ত নৈমিত্তিকভাবই কল্পনার মূল বলা যায়, যেহেতু অকারণে কোন কল্পনাই হইতে পারে না । ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, জীবই কল্পনার মূল কারণ ; কারণ “আমি করিতেছি, আমার স্বথ এবং দুঃখ” ইত্যাদি জ্ঞান জীবেরই হইয়া থাকে । আত্মা পরিতুষ্ট, কোনরূপেও তাহার হেতু

বাদ্যাদী বিদ্যাং বিজ্ঞানমভ্যন্তেতি যথ্যবিদ্যাস্তথাবিদ্যেব স্মৃতিস্তন্তেতি তথা স্মৃতিভ-
বতি স ইতি। অতো হেতুকল্পন্যবিজ্ঞান্যকল্পবিজ্ঞানং ততো হেতুকল্পস্মৃতি-
স্ততস্তদ্বিজ্ঞানতদর্থক্রিয়াকারকতৎফলভেদবিজ্ঞানানি। তেভ্যস্তৎ স্মৃতেশ্চ
পুনস্তদ্বিজ্ঞানানি তেভ্যস্তৎ স্মৃতিস্তৎ স্মৃতেশ্চ পুনস্তজ্ঞানানীত্যেবং বাহা-
নাধ্যাত্মিক্যাং শ্চেতরেতরনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবোনেকথা কল্পয়তে ॥ ১৬ ॥

ফল ভাব নাই, কিন্তু জীব যে সকল কল্পনা করে, আত্মাই তাহাদিগের
অধিষ্ঠানভূত। যেমন রজুতে সর্পরূপে পরিকল্পনা হয়; সেইরূপ পরিপূর্ণ
আত্মাতেও জীবকর্তৃক কল্পনার অধিষ্ঠানত্ব আরোপিত হয়। জীব কল্পিত
হইয়া প্রাণাদি নানাবিধ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভাব কল্পনা করে। যদিও
জীবই কল্পনা সকলের মূল কারণ; তথাপি বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে
তাহার কল্পনা সম্ভব হয় না। সেই জীবের যেরূপ বিদ্যাও যেরূপ স্মৃতি, সেই
রূপই কল্পনা হইয়া থাকে। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেহেতু
কল্পনাবিজ্ঞান হইতেই ফলবিজ্ঞান হইয়া থাকে। অন্নভোজন ও জল-
পানাদিবিষয়ই লোকের তৃপ্তি হয়, পরন্তু অন্নপানাদির উপভোগ না করিলে
কখনও তৃপ্তি হয় না, অতএব ভোজনাদিই তৃপ্তির প্রাতি কারণ বলিয়া
স্থিরীকৃত হইতেছে এবং সেই তৃপ্তি হইতে সন্তোষরূপ ফল হইয়া থাকে;
এইরূপ কল্পনায় বিজ্ঞান হয়। এই প্রকারে হেতু ফলের বিজ্ঞান হইলে
তৎপরদিবস সেই হেতু ফলেই স্রবণ হয়, অর্থাৎ অন্নপানাদিবিষয়া তৃপ্তি
এবং সেই তৃপ্তিবারা যে সন্তোষ হইয়াছিল, তাহা মনে মনে অল্পভূত
হইতে থাকে। তৎপর সেই ফল সাধনের সমামজাভীর কার্যে কর্ত-
ব্যতা বিজ্ঞান হয়, অনন্তর অভিলষিত অন্নাদি সাধনার্থ পাকাদি ক্রিয়া
করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, পরে সেই পাক ক্রিয়ার হেতুভূত তণ্ডুলাদি
জগ্ৰহ এবং সেই সকল তণ্ডুলাদি পাক নিষ্পত্তির প্রকির্ত্তন হইয়া থাকে,
অনন্তর সেই সকলের স্রবণ হইয়া পূর্ণোক্তকারণ কার্যবিজ্ঞান হয়। এই
রূপে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক পদার্থ সকল পরস্পর নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে
উপলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরূপকারে বিকল্পিতা ।

সর্পাদিভিত্তিকৈবজ্জবদায়া বিকল্পিতঃ ॥ ১৭ ॥

তত্র জীবকল্পনা সর্বকল্পনামূলমিত্যুক্তং সৈব জীবকল্পনা কিং নিমিত্তেতি
দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি । যথা লোকে শ্বেন রূপেণানিশ্চিতানবধারিতা
এবমেবেতি রজ্জুরূপকারে কিং সর্প উদকধারা দণ্ড ইতি বানেকধা
বিকল্পিতা ভবতি পূর্বং স্বরূপানিশ্চয়নিমিত্তম্ । যদি হি পূর্বমেব রজ্জুঃ
দর্পেণ নিশ্চিতা স্তাৎ ন সর্পাদিবিবল্লোভবিষ্যৎ । ন যথা স্বহস্তানুলাদিমু
এষ দৃষ্টান্তস্তত্ত্বৈক্যলাদিসংসারধর্ম্মানর্থবিলক্ষণতয়া । শ্বেন বিবুদ্ধবিজ্ঞপ্তি-
যাত্রসম্বাদয়রূপেণানিশ্চিতস্তাৎজীবপ্রাণাদ্যনন্তভাবেভেদৈরায়া বিকল্পিত-
ইত্যেব সর্বোপনিষদাং সিদ্ধান্তঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্ব পূর্ব শ্লোকে যত প্রকার কল্পনা উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের
মধ্যে জীবকল্পনাই সর্বপ্রকার কল্পনার মূলভূত । সেই জীবকল্পনা কি
নিমিত্তে হয় ? দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন ।—যেমন
লোকে মন্দ মন্দ অন্ধকারমধ্যে প্রকৃতরূপ নিশ্চয় করিতে না নানাপ্রকার
পারিয়া রজ্জু দর্শন করিলে সর্প, কি জলধারা, অথবা দণ্ড ইত্যাদি
বিকল্পভাদের মনোমধ্যে উদ্ভিত হয় । (পূর্বস্বরূপ নিশ্চয় না হওয়াই
উক্ত নানাপ্রকার বিকল্পের নিমিত্ত ; যদি পূর্বেই রজ্জুরূপে জ্ঞান হইত,
তাহাইহলে আর সর্পাদি নানাপ্রকার বিকল্প হইত না ।) সেইরূপ আত্মার
অপরিস্রাব্য না হওয়াই আত্মাবিশয়ে নানাপ্রকার বিকল্পের নিমিত্ত হইয়া
 থাকে । যদি প্রকৃতরূপে আত্মার স্বরূপপরিজ্ঞান হইত, তবে কোন বিকল্পই
 থাকিত না । যেহেতু কোন ব্যক্তির হস্তাদি অবয়ব সকল পরিষ্কৃত
 আছে ; সুতরাং তাহাতে সর্পাদিকল্পনা হয় না, সেইরূপ পুরোবর্তী
 রজ্জুতে যথার্থ রজ্জু বলিয়া নিশ্চয় হইলে তাহাতে সর্পাদি বিকল্প হইতে
 পারে না । বিবুদ্ধ জ্ঞানময় সত্ত্বস্বরূপ অদ্বয়রূপ আত্মার পরিজ্ঞান
 যু হওয়াতেই জীবপ্রাণাদি অনন্তপ্রকারে আত্মার পরিকল্পনা হইয়া থাকে ।
 যতএব আত্মাস্বরূপের অপরিজ্ঞানই জীবকল্পনার কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন
 হইল ॥ ১৭ ॥

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবৰ্ত্ততে ।

রজ্জুরেবেতি চাঐতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৮ ॥

প্রাণাদিভিরনন্তৈশ্চ ভাবৈরেতৈর্বিবকল্পতঃ ।

মায়ৈষা তস্মৈ দেবস্মৈ যয়া সম্মোহিতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥

রজ্জুরেবেতি নিশ্চয়ে সর্ববিকল্পনিবৃত্তৌ রজ্জুরেবেতি চাঐতং যথা তথা
নেতি নেতীতি সর্বসংসারধর্মশূন্যপ্রতিপাদকশাস্ত্রজনিতবিজ্ঞানসূর্যালোক-
কৃতাত্মবিনিশ্চয়ঃ । আট্মবেশঃ সর্বং অপূর্বো ন পরো ন স্তরো বাহুঃ সবাহা-
ভ্যন্তরো হুজ্জোজরো মরো মৃতো ময় এবাধম ইতি ॥ ১৮ ॥

‘যদ্যাত্মৈক এবেতি নিশ্চয়ঃ কথং প্রাণাদিভিরনন্তৈর্ভাবৈরেতৈঃ
সংসারলক্ষণৈর্বিবকল্পিত ইতি । উচ্যতে শৃণু মায়ৈষা তস্মাত্মনো দেবস্মৈ ।

যেমন এইটি রজ্জু, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইলে রজ্জুতে সর্বপ্রকার
বিকল্পের নিবৃত্তি হইয়া রজ্জুজ্ঞানই দৃঢ়ীভূত হয়, সেইরূপ তত্ত্বতত্ত্বরূপে
সাংসারিক তাবৎ বস্তুর প্রতি আত্মজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া আত্মজ্ঞানপ্রতি-
পাদক শাস্ত্রের আলোচনাজনিত জ্ঞানময় সূর্য্যের আলোকে আত্মত্ব
দর্শনে আত্মজ্ঞান নিশ্চিত হইয়া থাকে । তখন এই আত্মা সর্বময়, অপূর্ব,
অনপর, অনন্তর, অবাহ অথচ বাহু, অভ্যন্তরবর্ত্তী, অজ, অজর, অমর,
অমৃত, অভয় এবং অদ্বয় এইরূপে আত্মার পরিজ্ঞান হয় । অবিদ্যা দ্বারা
আত্মার জীবপ্রাণাদিরূপ নানা প্রকৃতির কল্পনা হইয়া থাকে । এই অবিদ্যার
নিবৃত্তি হইলেই অদ্বয় আত্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হয় ॥ ১৮ ॥

পূর্বলোকে আত্মা অদ্বয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ যদি আত্মাকে
অদ্বয় বলিয়াই স্বীকার কর, তাহা হইলে এই সংসারে প্রাণাদি অনন্ত
ভাবের পরিকল্পনা কি প্রকারে সম্ভবিত্তে পারে ? ইহার উত্তর এই যে,—
সেই আত্মার দ্বারা এই সংসারে প্রাণাদি অসম্ভবভাবের কল্পনা করিয়া
থাকে । সেই অনন্ত শক্তির দ্বারা অনন্ত শক্তি দেখা যায় । যেমন এই
আকাশ স্বভাবতঃ নির্মল, কিন্তু দ্বারা দ্বারা সেই আকাশকে কুহুমপলাশে
পরিশোভিত তরুণে পূরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় । সেইরূপ আত্মা

প্রাণ ইতি প্রাণবিদো ভূতানীতি চ তদ্বিদঃ ।

শুণা ইতি শুণবিদস্তত্ত্বানীতি চ তদ্বিদঃ ॥ ২০ ॥

যথা মায়াং বিনা বিহিতমায়াগগনমতিবিমলং কুম্মমিঠৈঃ সপলাশৈশ্চরু-
ভিরা কীর্ণমিব কুরোতি তথেষ্মমপি দেবশ্চ মায়া যস্মৈঃ স্বয়মপি মোহিতো
ভবতি । মম মায়া দূরত্যয়েতুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

প্রাণঃ প্রাজ্ঞো বীজাত্মা তৎকার্যভেদা হীতরে স্থিত্যন্তাঃ । অস্ত্রে চ

অদ্বিতীয় হইলেও তাঁহার মায়াই এই সংসারকে প্রাণাদি অনন্ত ভাবে
কল্পিত করে । এমন কি, তিনি স্বয়ং এই মায়ার আক্রমণে বিমোহিত
হইয়া থাকেন । স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমার মায়া দূরতীক্রম্য,
কেহই এই মায়ার হস্ত হইতে বিমুক্তি পাইতে পারেন না । সকলকেই
মায়ার বশীভূত হইতে হয়, মায়া করিতে না পারে, এমন কার্যই নাই ;
হুতরাং মায়া বলেই প্রাণাদি অনন্ত ভাবের কল্পনা হয়, ইহাই প্রতিপন্ন
হইতেছে ॥ ১৯ ॥

মায়া যে প্রাণাদি অনন্ত ভাবরূপে আত্মাকে কল্পনা করে, সেই প্রাণা-
দির কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন ।—যাঁহারা প্রাণবাদী বৈশে-
ষিক, তাঁহারা হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রাণকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, ইহা
কেবল কল্পনামাত্র । হিরণ্যগর্ভই যে জগতের কারণ, তদ্বিষয়ে কোন প্রশ্ন
নাই । অপরূপ ব্যক্তিগণ অর্থাৎ যাঁহারা ভূতবাদী, তাঁহারা ক্ষিতি, জল,
তেজঃ ও বায়ু এই ভূতচতুষ্টয়কে আত্মা বলিয়া কল্পনা করেন । ভূতবাদীরা
বলিয়া থাকেন যে, ক্ষিত্যাদি ভূতচতুষ্টয়ই জগতের কারণ । ইহাও সংপক্ষ
নহে, কারণ ক্ষিত্যাদি ভূতসকল জড়পদার্থ, তাহারা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কোন
কার্যই করিতে পারে না, অতএব ভূত সকলকে জগৎকর্তা বলিয়া স্বীকার
করা যুক্তিসিদ্ধ নহে । সাংখ্যবাদিরা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে
জগৎকারণ আত্মা বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে,
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাতেই জগতের উৎপত্তি হয়, এই মতও অসঙ্গত । বুদ্ধি
গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহাই হইলে প্রলয়

পাদা ইতি পাদবিন্দো বিবর্য ইতি চ তদ্বিদঃ ।

লোকা ইতি লোকবিন্দো দেবাইতি চ তদ্বিদঃ ॥ ২১ ॥

স্বীকার করিতে পার না । যদি বল, সাম্যাবস্থার ভঙ্গ হইলেই প্রলয় হইতে পারে, কিন্তু সেই গুণত্রয়ের বৈষম্যাবস্থা কে করিবে ? অতএব গুণত্রয়কে আত্মা বলা যায় না । যাহারা শৈব, তাঁহারা আত্মা, বিদ্যা ও শিব এই তত্ত্বত্রয়কে জগৎকারণ পরমাত্মা বলিয়া কল্পনা করেন । তত্ত্ববাদী শৈবগণ বলিয়া থাকেন যে, তত্ত্বত্রয় হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে ; এই কথাও সূক্ষ্মত নহে । যদি আত্মাকে পৃথক স্বীকার কর, তাহা হইলে শিব ঘটাদির ভ্রায় অভূপদার্থ এবং আত্মার সহিত শিবের অভেদ স্বীকার করিলে তত্ত্বত্রয়ের বিরোধ হয় । অতএব তত্ত্বত্রয়কে আত্মা বলা যায় না ॥ ২০ ॥

যাহারা শিবাদিকে পরমাত্মার অংশ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা পরমাত্মার পাদস্বরূপ শিবাদিকে পরমাত্মা বলিয়া কল্পনা করেন, কিন্তু পরমাত্মা নিরংশ, অতএব উক্ত মত গ্রাহ্য নহে । বাৎস্তায়ন প্রভৃতি বিষয় বাদিরা শব্দাদি বিষয়কে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করেন, এইমতও সং বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু বিষয়ের নিল্লাশ্রয় আছে । বিষয়ের নিন্দা বিষয়ে প্রবাদ আছে যে, বিষ ও বিষয় এই উভয়ের অতিশয় প্রভেদ দেখা যায়, বিষকে ভক্ষণ করিলেই সেই বিষ ভোক্তাকে বিনাশ করে, কিন্তু বিষয়কে স্মরণ করিলেও সেই বিষয় স্মরণ-কর্তাকে বিচলিত করিয়া থাকে ; সুতরাং বিষয় যে বিষ হইতেও অধিক অনিষ্টসাধন করে, তাহাই প্রতিপন্ন হইল । অতএব বিষয়কে পরমাত্মা বলা যায় না । পৌরাণিকেরা বলিয়া থাকেন যে,—ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই লোকত্রয়ই পরমাত্মা, ইহাও কল্পনামাত্র, প্রকৃতপক্ষে ভূবাদিলোকত্রয় পরমাত্মা নহে । ভূবাদি লোকত্রয়কে পরমাত্মা বলিলে তাঁহার অনন্তত্ব স্বীকার করিতে পারেন না এবং পরমাত্মার স্বাতন্ত্র্যও অসিদ্ধ হইতে পারে । অতএব অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন । তাঁহারা বলেন, দেবগণ যেমন আপন আপন অভিলষিত ফল প্রাপ্ত করিয়া থাকেন, তদ্বৎ তাহা দিতে পারেন না ; অতএব দেবগণই পরমাত্মা । এইমতও কল্পনামাত্র, যেহেতু দেবগণ যে

বেদা ইতি চ বেদবিদো যজ্ঞা ইতি চ তদ্বিদঃ ।

ভোক্তেতি চ ভোক্তৃবিদো-ভোজ্যমিতি চ তদ্বিদঃ ॥২২॥

ফল প্রদান করেন, তাহাও আমাদিগের যত্ন সাপেক্ষ । আমরা দেব-
গণের আরাধনা না করিলে তাঁহারা কোন ফলপ্রদান করিতে পারেন না ।
যাহারা তাঁহাদিগের উপাসনা করে, তাহাদিগের অপেক্ষা দেবগণের
বিশেষ ভাব আছে । যদি তাঁহারা স্বয়ংই ফলপ্রদান করিতেন, তবে
তাঁহাদিগের উপাসনা বিফল হইত । বিশেষতঃ যাহারা সেই দেবগণের
ভক্ত, তাহাদিগেরই বিশেষ প্রতিপত্তি দেখা যায় । অতএব দেবগণকে
আত্মা বলিয়া স্বীকার করা অযুক্ত ॥ ২১ ॥

যাহারা বেদবিদ, তাঁহারা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই বেদচতুষ্টয়কে
জগৎকারণ পরমাত্মা বলিয়া মানেন । এইমতও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়
না, কারণ বেদ সকল লৌকিকবর্ণ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে । যথাক্রমে
বিশুদ্ধবর্ণ সকলকে বেদ বলা যায়, ক্রমপরিপ্রাপ্ত উচ্চারিত বর্ণ স্বরূপ
বেদেতে পরমার্থরূপ আত্মার পরিকল্পনা যুক্তিযুক্ত হয় না ॥ বৌদ্ধাশ্রম
প্রভৃতি যান্ত্রিকগণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করেন,
এই যজ্ঞও অসঙ্গত, কারণ দ্রব্য, দেবতা ও দান এই সমুদায় নির্রাই যজ্ঞ
হয়, দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ । এইরূপ বিবেচনা
করিয়া দেখিলে যজ্ঞের অনাত্মত্ব বোধ হইবে । যে সকল পদার্থ লইয়া যজ্ঞ
হয়, সেই সমুদায় বস্তুই অনিত্য, অতএব যজ্ঞের আত্মত্ব সম্ভব হয় না ।
সাংখ্যেরা বলিয়া থাকেন, যিনি ভোক্তা তিনিই আত্মা, জগৎকর্তা পর-
মাত্মা নহেন, অতএব সাংখ্যেরা ভোক্তাকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া
থাকেন । এই মতও সঙ্গত নহে, কারণ বিক্রিয়াকেই ভোগ বলিয়া
স্বীকার করা যায় ; সুতরাং ভোগকর্তাও অনিত্য হইতে পারে । যদি
ভোগই অনিত্য হইল, তবে ভোগকর্তাও যে অনিত্য হইবে, তাহা
অসম্ভব নহে । অতএব ভোক্তাকে যাহারা আত্মা বলিয়া স্বীকার
করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত । সুপকারগণ ভোজ্য বস্তুকে আত্মা বলিয়া
থাকেন, ইহাও অযুক্ত পক্ষ । কারণ মধুরাদি রসপূর্ণ বস্তুজন্য ভোজ্য

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ।

সূক্ষ্ম ইতি সূক্ষ্মবিদোঃ স্থূল ইতি চ তদ্বিদঃ ।

মূর্ত্ত ইতি মূর্ত্তবিদোঃ অমূর্ত্ত ইতি চ তদ্বিদঃ ॥ ২৩ ॥

পূর্বে লৌকিকাঃ সর্ব প্রাণিপরিকল্পিতা ভেদা রজ্জ্বামিব সর্পাদয়ঃ তচ্ছুন্তে

স্ত বটে, কিন্তু সর্বদাই তাহার অগ্রথাভাব দৃষ্ট হয়। ব্যঞ্জন পাকের প্রথ-
্যাবস্থায় যে রূপ থাকে, চরমাবস্থায় সেইরূপ থাকে না, তখন ভাবান্তর
প্রাপ্ত হয় এবং ঐ ব্যঞ্জন সময়ান্তরে বিশ্বাদয়ুক্ত হইয়া থাকে, কখনও
তাহার এক রূপ থাকে না, এইরূপ সময় সময় পরিবর্ত্তনশীল পদার্থকে পর-
্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করা নিতান্ত অসম্ভব ॥ ২২ ॥

কোন কোন মতাবলম্বীরা আত্মাকে সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করেন,
টাহারা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা সূক্ষ্ম অর্থাৎ অণুপরিমাণবিশিষ্ট।
এই মতও অসৎ বলিয়া জানিবে, কারণ পরমাত্মার সূক্ষ্মত্ব স্বীকার
করিলে, একদা অনন্ত শরীরে সেই আত্মার অধিষ্ঠান অসম্ভব।
মতএব আত্মাকে সূক্ষ্ম বলা যাইতে পারে না। লৌকিক ব্যবহারে
'আমি স্থূল দেহবান্' সকলেরই এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, লৌকিক
ব্যবহারবাদীরা আত্মাকে স্থূল বলিয়া স্বীকার করে, এই মতও অব্যক্তিক,
স্থূল পদার্থকে আত্মা বলিলে মৃত ও সুযুগ্ম ব্যক্তিরও চৈতন্ত্য স্বীকার
করিতে হয়। তাহাদিগেরও স্থূল দেহ বর্ত্তমান আছে, কিন্তু কোন
ব্যক্তিরও মতাবস্থার চৈতন্ত্য দেখা যায় না। অতএব দেহাদি স্থূল
পদার্থকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা যায় না। আগমিকেরা বলিয়া থাকেন,
ত্রিশূলাদিধারী মহেশ্বর এবং চক্রাদিধারী বিষ্ণু প্রভৃতি-মূর্ত্তিমান দেবতারাই
পরমাত্মা এবং তাঁহারা অখণ্ড জগতের কর্তা। এই মতও ভ্রান্তিসম্বল;
বহেতু আমাদিগের শরীরের জায় হরবিষ্ণুদিগের শরীর পাঞ্চভৌতিক।
টাহারা সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ দ্বারাই নামাশ্রয়কারীলা করিয়া করেন।
পাঞ্চভৌতিক দেহদ্বারা এই অনিত্য আমাদিগের দেহ যেমন অনিত্য
সেইরূপ বিষ্ণু প্রভৃতির দেহও অনিত্য, অতএব মূর্ত্তিমান শিব, বিষ্ণু
প্রভৃতিকে পরমাত্মা বলিতে পারা যায় না। বাহারা শূন্যবাদী, তাঁহারা

কাল ইতি কালবিদো দিশ ইতি চ তদ্বিদঃ ।

বাদা ইতি বাদবিদো ভুবনানীতি তদ্বিদঃ ॥ ২৪ ॥

পরমাআকে সর্বপ্রকার আকারবিহীন, নিঃস্বভাব, শূন্যময় বলিয়া স্বীকার করেন ; কিন্তু এই মতও কল্পনামাত্র । বাস্তবিক পরমাআ নিঃস্বভাব ও শূন্য-স্বরূপ নহেন । “আআ নিঃস্বভাব” কথাচ এইরূপ প্রতীতি হয় না, অতএব পরমাআ অমূর্ত্য হইতে পারেন না ॥ ২৩ ॥

জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ কালকে পরমাআ বলিয়া স্বীকার করেন । এই কথা সর্বথা অসঙ্গত ; কালকে এক বলিলে মুহূর্ত্ত দণ্ডাদি ব্যবহার হইতে পারে না এবং সেই কালকে নানা বলিয়া স্বীকার করিলে আআও নানা কল্পনা করিতে হয় । উদয়কাল ও অন্ত্যকাল ইত্যাদিরূপে কালের নানা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অতএব কালকে পরমাআ বলিয়া স্বীকার করা যায় না । যাঁহারা স্বরোদয়বেত্তা, তাঁহারা দিক্কে পরমাআ কহেন । এই মতও ভ্রান্ত ; যেহেতু উত্তর পূর্বাদিভেদে দিকের নানা ব্যবহার হইয়া থাকে, অতএব দিগাদী স্বরোদয়বেত্তাদিগেরও পরাজয় দেখা যায়, অর্থাৎ দিক্কে আআ বলিয়া স্বীকার করা অসঙ্গত বোধ হইতেছে । যাঁহারা ধাতুবাদী ও মন্ত্রবাদী, তাঁহারা ধাতু ও মন্ত্রকেই পরমাআ বলিয়া থাকেন । এ মতও প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে, কারণ ধাতু ও মন্ত্র উভয়ই নানাপ্রকার দেখা যায় । তাম্রাদি ধাতুতে কখনও কনকহাদির সম্ভব হয় না এবং মন্ত্রকেও সারভূত বলা যায় না, যেহেতু কালদষ্ট ব্যক্তিকে কখনও মন্ত্রবলে জীবিত করা যায় না এবং অকালদষ্ট ব্যক্তি স্বয়ংই উখিত হয়, অতএব মন্ত্রেরও কোনরূপ বিশেষ শক্তি নাই ; স্তূতরাং ধাতু ও মন্ত্র সারভূত বস্তু বলিয়া প্রতীতি হয় না । যাঁহারা ভুবনকোষবাদী, তাঁহারা ভুবনকোষবস্তুকে সারভূত বস্তু বলিয়া জ্ঞান করেন, ভুবনকোষবাদিগের এই মতও অসং বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ সেই সকল ভুবনকেই কখন দর্শন করে মাই এবং কখন এই সকল ভুবন হইতে তাহাদিগের দর্শন হয় না, অতএব পরম্পর তাহাদিগের বিরোধ আছে । এক

মন ইতি মনোবিদো বুদ্ধিরিতি চ উদ্ভিদঃ ।

চিত্তমিতি চিত্তবিদো ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ চ তদ্বিদঃ ॥ ২৫ ॥

ভুবনে থাকিয়া যদি কেহ অল্প ভুবনকে জানিতে না পারে; তবে ভুবনই যে সারভূত বস্তু, এ কথা অগ্রাহ্য বোধ হয় ॥ ২৪ ॥

লৌকিক তত্ত্ববাদীরা মনকে আত্মা বলিয়া জানেন, এই মতও ভ্রান্তি-সঙ্কুল। কারণ মনের স্বাতন্ত্র্য থাকিলে ক্রেশের অনুভব হইতে পারে না এবং স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে ঘটপটাদির জ্ঞায় অনাস্বরূপই হইল। তবে আর মনকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেমন প্রদীপ প্রকাশের কারণমাত্র, কিন্তু সেই প্রকাশের ফলভোগী নহে; সেইরূপ মনও সূত্র দুঃখাদির কারণ বটে, কিন্তু সূত্রাদির ভোক্তা নহে, অতএব মনকে আত্মা বলা যায় না। বৌদ্ধেরা বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন, বৌদ্ধ-দিগের এই মতও নিশ্চয় ভ্রান্ত, বুদ্ধিকে আত্মা জ্ঞান করিলে সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি থাকে না, কিন্তু তখনও আত্মার অসত্তা হয় না। যদি বুদ্ধিই আত্মা হইত, তবে সুষুপ্তিকালেও তাহার বিদ্যমানতা থাকিত; সূত্রাং বুদ্ধিকে আত্মজ্ঞান করা নিতান্ত অজ্ঞের কার্য। অপরাপর বাদীরা বাহ্য আকারশূন্য জ্ঞানময় চিত্তকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। পূৰ্ব্বোক্ত হেতু স্মরণ করিলে চিত্তবাদীর এই মতও ভ্রম সঙ্কুল বলিয়া প্রত্যয় হইবে, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে চিত্তের অন্তর্ভূতমানতাপ্রযুক্ত চিত্তকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন যে, বিধি নিষেধ অল্প ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মই পরমাত্মা, বিধিবাক্য পালন করিলে যে ধৰ্ম্ম হয় এবং সেই বিধি লঙ্ঘন করিলে যে অধৰ্ম্ম হয়, এই-ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মই লোকের শুভাশুভ ফল বিধান করে, অতএব ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মই আত্মা; ইহাই মীমাংসকদিগের মত। কিন্তু এই মতও সৎ নহে; যেহেতু দেশকাল ভেদে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মেরও বিশেষজ্ঞাতি দেখা যায়। এক দেশেতে যাহা ধৰ্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে, অন্য দেশে তাহা অধৰ্ম্ম মধ্যে পরিণত হয় এবং এক সময়ে যাহাকে ধৰ্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া জ্ঞান করে, অন্য সময়ে তাহাকে নরকের নিদানভূত অধৰ্ম্ম জ্ঞানে পরি-

পঞ্চবিংশক ইত্যেকৈ ষড়্বিংশ ইতি চাপরে ।

একত্রিংশক ইত্যাহরনন্ত ইতি চাপরে ॥ ২৬ ॥

ত্যাগ করে, অতএব ধর্মাধর্মকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা কেবল ভ্রান্তির কার্য্য ॥ ২৫ ॥

সাংখ্যমতাবলম্বীরা “প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়, মনঃ এবং পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি বস্তুকেই পরমাত্মাস্বরূপে নির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু এই সাংখ্যমতও কল্পনামাত্র । যদি উক্ত মতই যথার্থ হয়, তাহাহইলে পঞ্চবিংশতি বিশেষণ ব্যর্থ হয় । পরমাত্মা কখনও পঞ্চবিংশতি অবয়ব বিশিষ্ট নহেন, অতএব পূর্বোক্ত পঞ্চবিংশতি পদার্থকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করা অবিধেয় । পাণ্ডুল মতে উক্ত পঞ্চবিংশতি এবং ঈশ্বর এই ষড়্বিংশতিকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দেশ করেন, ইহাও অযৌক্তিক মত বলিয়া বোধ হইতেছে । যেহেতু ঈশ্বরও পুরুষের অন্তর্গত, পুরুষের অতিরিক্ত ঈশ্বরত্বের উপপত্তি প্রমাণবিরুদ্ধ । যিনি পুরুষ, তিনিই ঈশ্বর, কেহই পুরুষ ভিন্ন ঈশ্বরকে অতিরিক্ত স্বীকার করেন না, অতএব ষড়্বিংশতিবাদিদিগের মত যুক্তিযুক্ত নহে । বিশেষতঃ পুরুষাতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার করিলে ঘটাদিরত্মায় অনীশ্বরত্ব প্রতিপত্তি হইতে পারে । পাণ্ডপত-গণ পূর্বোক্ত ষড়্বিংশতি এবং রাগ, অবিদ্যা, নিয়তি, কালকলা ও মায়ী এই একত্রিংশ পদার্থকে পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন । এইরূপ পাণ্ডপত-দিগের উক্তিও অলীক বলিয়া বোধ হইতেছে । কারণ রাগ ও অবিদ্যা এই উভয়ই ক্লেশস্বরূপ হইলেও তাহাদিগের যেমন অবাস্তব বিভেদ আছে, অর্থাৎ জ্ঞান ও অবিদ্যা ইহারা পরস্পর বিভিন্ন, সেইরূপ অন্যান্য সকল পদার্থের অবাস্তব বিভেদ আছে ; সুতরাং অসাংখ্য পদার্থ স্বীকার করিতে হয় । কেহ কেহ বলেন, এই জগতে অনন্ত পদার্থ আছে, অতএব পরমাত্মা সেই অনন্ত পদার্থ স্বরূপ । এইকথাও অগ্রাহ্য, যেহেতু জগতে

লোকান্ লোকবিন্দুঃ প্রাহুরাজমা ইতি তদ্বিদঃ ।

জীপুংনপুংসকং লৈঙ্গাঃ পরাপরমখাপরে ॥ ২৭ ॥

আত্মানাত্মস্বরূপানিশ্চয়হেতোরবিদ্যায়া কল্পিতা ইতি পিণ্ডীকৃতোহর্থঃ ।

অনন্ত পদার্থ স্বীকার করিলে বাদিগণের বিবাদই হইতে থাকিল । অজ্ঞ লোকেরা অজ্ঞান বশতই পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকে, অতএব অজ্ঞানই বিবাদের মূল কারণ বলিয়া জানা যায় । যদি পদার্থের ইয়ত্তা না হয়, তবে সেই অজ্ঞান থাকিয়া গেল, অতএব ইহাতে কোনরূপেও পরমাত্মতত্ত্ব নির্ণয় হইতে পারে না; সুতরাং অনন্ত পদার্থ বাদীরা পরাজিত হইল ॥২৬॥

“লৌকিক বাদীরা বলিয়া থাকেন, লোকাহুরঞ্জনই প্রকৃত তত্ত্ব । লোক সকলের সন্তোষ সম্পাদন করিতে পারিলেই পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হয় । লৌকিক বাদিদিগের এই মতও অদ্রাস্ত নহে, কারণ এই জগতে অসংখ্য লোক আছে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই অভিরুচি পৃথক, অতএব সকলের সন্তোষসাধনকরা ঈশ্বরেরও অসাধ্য । অতএব লোকাহুরঞ্জন বাদিদিগের মত নিতান্তই ভ্রম সম্বুল বলিয়া বোধ হইতেছে । দক্ষপ্রভৃতিরা আশ্রমকেই পরমার্থ বলিয়া সমর্থন করেন । এই পক্ষও অসৎ, যেহেতু আশ্রম শব্দের অর্থ প্রবেশ; সুতরাং শূদ্রাদিরও আশ্রম সম্ভব আছে । জাতির নির্ণয় করা সকলেরই দুঃসাধ্য এবং জাতির মূলই আশ্রম, তাহারও ইয়ত্তা করা অসম্ভব । আর আমি শূদ্র ইত্যাদি জাতি সংস্কার দেহগত ধর্ম, তাহার পারলৌকিক সম্বন্ধ সম্ভব হয় না; সুতরাং অসঙ্গ আত্মারও আশ্রমের সম্ভব হইতে পারে না, অতএব আশ্রমবাদিদিগের মত অনাদরনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে । ব্যাকরণশাস্ত্রবেত্তারা জী, পুং ও নপুংসক শব্দসকলকে পরমার্থরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন । বৈয়াকরণদিগের এই মতও অযুক্ত । যেহেতু ত্রীলিঙ্গপ্রভৃতি শব্দের স্বভাব, সুতরাং সর্বাদি শব্দের ত্রিলিঙ্গভ্রমোৎপত্তি সম্ভবিত্তে পারে না; অতএব ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতিকে পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না । অপরাপর কোন কোন বাদীরা পরাপররূপে ব্রহ্মকে বিবিধরূপে কল্পনা করেন, তাহা;

সৃষ্টিরিত্তি সৃষ্টিবিদো লয় ইতি চ তদ্বিদঃ ।

স্থিতিরিত্তি স্থিতিবিদঃ সর্ব্বেষ্টেহ তু সর্ব্বদা ॥ ২৮ ॥

যং ভাবং দর্শয়েদ্যন্ত তং ভাবং স তু পশ্যতি ।

তৎখাবতি স ভূত্বাসৌ তদগ্রহঃ সমুপৈতি তম্ ॥ ২৯ ॥

প্রাণাদিশ্লোকানাং প্রত্যেকং পদার্থব্যাখ্যানে ফল্গুপ্রয়োজনত্বাৎ ন
কৃতঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

কিং বহুনা প্রাণাদীনামন্ততমমুক্তমুক্তং বাহুতং যং ভাবং পদার্থং
দর্শয়েদন্ত্যাচার্যোহন্তো বাস্তুপ্ত ইদমেব তত্ত্বমিতি স তং ভাবমাশ্রভূতং
পশ্যত্যয়মহমিতি বা মমেতি তৎ দ্রষ্টারং সম্ভাবোহবতি যো দর্শিতো
ভাবো স ভূত্বা রক্ষতি । স্বেনাশ্রনা সর্ব্বতো নিরুগন্ধি । তস্মিন্ গ্রহন্তদ-

দিগের মতে পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম স্বীকৃত হয়, কিন্তু এই মতও সৎ নহে ।
ব্রহ্ম কখনও পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন,
অতএব পরাপর ব্রহ্মবাদিদিগের মত যুক্তিসিদ্ধ নহে ॥ ২৭ ॥

পৌরাণিকেরা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কে প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার
করেন, কিন্তু এই মতও কল্পনামাত্র, কারণ যে বস্তু বিদ্যমান আছে, তাহার
উৎপত্তি নাই এবং যে বস্তু অসৎ তাহারও প্রলয় অসম্ভব ; অতএব
পৌরাণিকদিগের মত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে । এইরূপে
কতিপয় কল্পনামাত্র উক্ত হইল, এই প্রকার অনেকানেক কল্পনা অমুক্ত
আছে । সেই সমুদয়েরই অধিষ্ঠাতা পরমাশ্রা, পরমাশ্রাতে রূপ কল্পিত হয়,
কিন্তু পরমাশ্রা কখন কল্পিত হয়েন না ॥ ২৮ ॥

আর বহু উদাহরণ প্রদর্শন নিম্নপ্রয়োজন । প্রাণাদি যে সকল পদার্থ
উক্ত হইয়াছে ও অজ্ঞাত বাহা বাহা অমুক্ত রহিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে
যে যে পদার্থকে “ইদমেব তত্ত্বং” বলিয়া যাহার গুরু যেরূপ উপদেশ করিয়া-
ছেন, তিনি সেইরূপেই সেই সকল পদার্থকে আশ্রয়রূপে অবলোকন
করুন । যাহার যাহার যে যে আশ্রয় প্রদর্শিত হইল, সেই সেই ভাব তাহাদি-
গকে রক্ষা করে । আর “ইদমেব তত্ত্বং” এইরূপে যাহার যে ভাবের অভি-

এতৈরেষোহপৃথগ্ভাবৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতঃ ।

এবং যো বেদ তত্বেন কল্পয়েৎ সোহবিশঙ্কিতঃ ॥ ৩০ ॥

গ্রহস্তুদভিনিবেশঃ । ইদমেব তদ্ব্যমিতি স তং গৃহীতারমুপৈতি । তস্তা-
ন্বভাবং নিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এতৈঃ প্রাণাদিভিরাশ্বানোহপৃথগ্ভূতৈরপৃথগ্ভাবৈরেব আত্মা রজ্জুরিব
সর্পাদিবিকল্পনারূপৈঃ পৃথগেবেতি লক্ষিতোহপ্যলক্ষিতো মূটচরিত্যর্থঃ ।
বিবেকিনাস্ত রজ্জ্বামিব কল্পিতাঃ সর্পাদয়ো নাশ্বব্যতিরেকেণ প্রাণাদয়ঃ
সস্তীত্যভিপ্রায়ঃ । ইদং সর্বং পদমাশ্নোতি শ্রুতেঃ । এবমাশ্বব্যতিরৈ-
কেণাস্ত্বং রজ্জু সর্পবদাশ্বানি কল্পিতানামাশ্বানঞ্চ কেবলং নির্বিকল্পং যো
বেদ তত্বেন শ্রুতিতো যুক্তিতশ্চ সোহবিশঙ্কিতো বেদার্থং বিভাগতঃ কল্প-

নিবেশ হইয়াছে, সেই অভিনিবেশই তাহাকে আশ্রয় করে । যে ব্যক্তি
যাহাকে আশ্বভাবে গ্রহণ করে, সেই ভাবেই সেই ব্যক্তির আশ্বপরি-
গ্রহ হয় ॥ ২৯ ॥

অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই আত্মাকে প্রাণাদি অনন্তভাবে গ্রহণ করিয়া
থাকেন । প্রাণাদি সকলই আত্মার অপৃথগ্ভূত ভাব । যেমন এক রজ্জুই
সর্পাদি অনন্তরূপে কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞেরা প্রাণাদি অনন্ত-
ভাবে আত্মার কল্পনা করিয়া থাকে । কিন্তু তাহাতে তাহারা প্রকৃতরূপে
আশ্বত্ব জানিতে পারে না । অর্থাৎ যাহারা বিবেকী, অর্থাৎ যাহাদিগের
জ্ঞানের পরিপাক হইয়া সদসদ্বিবেচনার শক্তি জন্মিয়াছে, তাহারা বলিয়া
থাকেন, যেমন রজ্জুতেই নানাপ্রকার কল্পনা হইয়া থাকে, কিন্তু কল্পিত
পদার্থ সকলই মিথ্যা, কেবল একমাত্র রজ্জুই সত্য । সেইরূপ আত্মাতে
প্রাণাদি অনন্তভাবে কল্পনা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রাণাদি কোন
পদার্থই আত্মাতিরিক্ত নহে । অন্তান্ত শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, এই
আত্মাই সর্বময়, অতএব এই অগতে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই ।
যেমন রজ্জুতে সর্পাদি কল্পিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে সকল পদার্থ
কল্পিত হইয়া থাকে, অতএব কেবল আত্মাই নির্বিকল্প । এইরূপে যে

স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্বনগরং যথা ।

তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥ ৩১ ॥

য়েৎ কল্পয়তীত্যর্থঃ । ইদমেব পরং বাক্যমদোহস্তপরমিতি । নহন-
ধ্যাত্মবিষেদান্ জ্ঞাতুং শক্লোতি তত্ত্বতঃ । নহনাশ্রবিৎকশিৎক্রিয়াকল-
মুপান্নুত ইতি হি মানবং বচনম্ ॥ ৩০ ॥

যদেতদ্বৈ তত্ত্বাঃ সঙ্কমুক্তং যুক্তিতত্ত্বদেদান্তপ্রমাণাবগতমিত্যাহ । স্বপ্নশ-
চ মায়া চ স্বপ্নমায়ে অসদ্ব্যবস্থিকেষুতো সদ্ব্যবস্থিকৈ ইব লক্ষ্যেতে
অবিবেকিভিঃ । যথা চ প্রসারিতপণ্যাপগৃহপ্রাসাদস্ত্রীপুংজনপদব্যব-
হারাকীর্ণমিব গন্ধর্বনগরং দৃষ্টমানমেব সদকস্মাদভাবতাং গতং দৃষ্টম্ ।
যথা চ স্বপ্নমায়ে দৃষ্টেঃসজ্জপে তথাবিশ্বমিদং দৈতং সমস্তমসদৃষ্টং কেত্যাঁহ ।
বেদান্তেষু নেহ না নাস্তি কিঞ্চন । ইত্ৰো মায়াভিঃ । আত্মবেদমগ্র
আসীৎ । ব্রহ্মবেদমগ্র আসীৎ দ্বিতীয়াদৈ ভয়ং ভবতি । নতু তদ-
দ্বিতীয়মস্তি । যত্র ত্ত্ব সৰ্ব্বমাত্মৈবাত্মভূদিত্যাদিষু বিচক্ষণৈর্নিপুণতরবস্ত-

ব্যক্তি যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণদ্বারা আত্মাকে জানিতে পারেন, সেই ব্যক্তি
বেদান্তের মৰ্ম্ম বুঝিতে পারিয়া সৰ্ব্বত্র নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া থাকিতে
পারেন ॥ ৩০ ॥

যেমন স্বপ্নকালে ও মায়াবলে অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া বোধ হয়,
সেইরূপ অজ্ঞানীরা এই অনিত্য জগৎকে সজ্জপে জ্ঞান করে । এই বে
গন্ধর্বনগর দেখিতেছে, এইক্ষণ এই নগরের গৃহসকল নানাবিধ পণ্যদ্রব্য
পরিপূর্ণ এবং প্রাসাদ সকলে নিয়ত স্ত্রী ও পুরুষগণ বিবিধ ব্যবহার করি-
তেছে, এইরূপ গন্ধর্বনগরও অকস্মাৎ বিনাশ পাইয়া থাকে । এই সকল
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তদ্বারা বেদান্তবিচক্ষণ ব্যক্তির। এই জগৎকে অনিত্য
বলিয়া জ্ঞানেন । যেমন স্বপ্নদৃষ্টপদার্থ অনিত্য, মায়াময় ও অলীক এবং
গন্ধর্বনগরও বিনশ্বর, সেইরূপ এই জগৎ অনিত্য ও বিনশ্বর । “এই
জগতে কিছুই সৎ নহে, এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই মায়াময়, জগৎ সৃষ্টির পূর্বে
কেবল একমাত্র আত্মাই বর্তমান ছিলেন, একমাত্র ব্রহ্মই জগতের পূর্ববর্তী,

ন নিরোধো নচোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ ।

ন মুমুক্শুনবৈ যুক্ত ইত্যোমা পরমার্থতা ॥ ৩২ ॥

দর্শিভিরেভিঃ পণ্ডিতৈরিতার্থঃ । তমঃ স্বদ্রনিভং দৃষ্টং বর্ষবৃদ্ধসমিভম্ ।
নাশপ্রায়ং সুখাঙ্গীনং নাশোত্তরমভাবগমিতি হি ব্যাসম্বতে: ॥ ৩১ ॥

প্রকরণার্থোপসংহারার্থেইয়ং শ্লোকঃ যদা বিতথং দ্বৈতমাত্মৈবৈকঃ
পরমার্থতঃ সনু তদেদং নিস্পন্নং ভবতি । সর্বোইয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ
ব্যবহারোহবিদ্যাবিষয় এবৈতি । তদা ন নিরোধঃ । নিরোধনং নিরোধঃ
প্রলয় উৎপত্তির্জননং বদ্ধঃ সংসারী জীবঃ সাধকঃ সাধনাম্যোকস্ত মুমুক্-
শ্চোচনার্থী যুক্তো বিমুক্তবদ্ধঃ । উৎপত্তিপ্রলয়রোরভাবাবচ্ছাদয়ো ন সত্তী-
তোযং পরমার্থতা । কথংউৎপত্তিপ্রলয়দোরভাব ইত্যুচ্যতে । দ্বৈতস্তাস্ত্রা-
সত্ত্বাৎ । যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি । য ইহ নানৈব পশ্যতি । আত্মৈবেদং
সর্বম্ । ব্রহ্মৈবেদং সর্বং একমেবাদ্বিতীয়মিদং সর্বম্ । বদয়মাত্মৈত্যাদিনা
দ্বৈতস্তাসত্ত্বং সিদ্ধম্ । সতো হুৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা স্ত্রান্নাসতঃ শশবিষা-
ণাদেঃ । নাপ্যদ্বৈতমুৎপদ্যতে লীয়তে বা । অদ্বয়কোৎপত্তিপ্রলয়বচ্চেতি
বিপ্রতিষিদ্ধম্ । যস্ত পুনর্দ্বৈতসংব্যবহারঃ স রজ্জুসর্পবদান্বনি প্রাণাদি-
লক্ষণঃ কল্লিত ইত্যুক্তম্ । ন হি মনোবিকল্পনায়াঃ রজ্জুসর্পাদিলক্ষণায়া

যাহারা দ্বৈতবাদী, চিরকালই তাহাদিগের ভর থাকে, বাস্তবিক পরমাশ্রয়
দ্বিতীয় কেহ নাই, এই জগতে সকলই আত্মস্বরূপ” এই সঙ্কল ক্রটি
প্রমাণদ্বারা বেদান্তনিপুণ বস্তুতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই জগৎকে অনিত্য
বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন । ব্যাসস্বতীতেও উক্ত আছে যে, এই জগৎ
ভ্রমোন্ময় বিবরের স্তায় ক্লেশপ্রদ, জল বৃহদেব স্তায় অচিরস্থায়ী, বিনাশ-
শীল, সুখবিহীন এবং বিনাশপরিণামী ॥ ৩১ ॥

“এই দ্বৈত জগৎ অনিত্য, কেবল একমাত্র আত্মাই সৎ । লৌকিক
ও বৈদিক ব্যবহারসকল মায়াময়” কখন কোন ব্যক্তির এইরূপ নিশ্চয়
হয়, তখন তাহার বিনাশ হয় না, উৎপত্তি হয় না এবং সে কখনও
পংসারে আবদ্ধ হয় না, কোনপ্রকার সাধন করে না, মুক্তি ইচ্ছা করে

রজ্জাং প্রলয় উৎপত্তির্বা । ন চ মনসি রজ্জুসর্গস্তোৎপত্তিঃ প্রলয়ো বা ন
 চোভয়তো বা তু তথা মানসাবিশেষাদবৈততত্ত্ব । ন হি নিয়তে মনসি
 সুষুপ্তে বা বৈতং গৃহ্যতে । অতো মনোবিকল্পনামাত্রং বৈতমিতি সিদ্ধম্ ।
 তন্মাৎসুক্যং বৈতন্ত্যাস্তান্নিরোধাদ্যভাবঃ পরমার্থতেতি । যদ্যেবং বৈতন্ত্য-
 ভাবে শাস্ত্রব্যাপারো নাবৈততে বিরোধাত্ । তথা চ সত্যবৈততত্ত্ব বস্ত্ত্বে
 প্রমাণাভাবাৎ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ । বৈতন্ত্য চাভাবাৎ ন রজ্জুসর্পাদিবিকল্পনায়
 নিরাপ্পাদস্থাপপত্তিরিতি প্রত্যুক্তমেতৎ কথমুজ্জীবসীত্যাহ । রজ্জুরপি
 সর্করিকল্পস্তাপ্পদীভূতা বিকল্পিতৈবেতি দৃষ্টান্তস্থাপত্তিঃ ন বিকল্পনা-
 কয়েবিকল্পিতস্তাবিকল্পিতত্বাদেব সত্ত্বোপপত্তেঃ । রজ্জুসর্পবদস্বয়িতি
 চেৎ । ন একান্তেনাবিকল্পিতত্বাদবিকল্পিতরজ্জুশবৎপ্রাকৃসর্পাভাববিজ্ঞা-
 নাৎ বিকল্পয়িতুশ্চ প্রাকৃবিকল্পনোৎপত্তেঃ সিদ্ধত্বাভ্যুপগমাদেব সত্ত্বাইপ-
 পত্তিঃ । কথং পুনঃ স্বরূপে ব্যাপারভাবে শাস্ত্রস্ত বৈতবিজ্ঞাননিবর্তকত্বম্ ।
 নৈব দোষঃ । রজ্জাং সর্পাদিবদাত্মনি বৈতন্ত্যাবিদ্যাধ্যস্তত্বাৎ কথং স্বত্বাৎ
 হুঃখী মুচ্যো জাতো মৃতো জীর্ণো দেহবান্ পশ্যামি ব্যক্তাব্যক্তঃ কৰ্ত্তা
 কলী সংযুক্তো নিযুক্তঃ ক্ষীণো বৃদ্ধোহহং মমৈতদিত্যেবমাদয়ঃ সর্কে
 আত্মস্তথ্যারোপ্যন্তে । আত্মাতেষুগতঃ সর্কজ্ঞাতিচারাত্ যথা সর্পধারাদি-
 ভেদেষু রজ্জুঃ । যদা চৈবং বিশেষ্যস্বরূপপ্রত্যয়স্ত সিদ্ধত্বান্ন কৰ্ত্তব্যত্বং
 শাস্ত্রেণ । অকৃতকর্চ্ চ শাস্ত্রং কৃতানুকারিত্বেপ্রমাণম্ । যতোহবিদ্যা-
 ধ্যারোপিততত্ত্বখাদিবিশেষপ্রতিবন্ধাদেবাত্মনঃ স্বরূপেণানবস্থানং স্বরূপা-

না এবং সেই ব্যক্তি মুক্তও নহে । যাহার উৎপত্তি বা প্রলয় নাই, তাহার
 বন্ধন ও মোক্ষ কিছুই হইতে পারে না ; এইরূপ জ্ঞানই পরমার্থ জ্ঞান ।
 যদি বল, বৈতন্ত্যপদার্থের উৎপত্তি বিনাশ নাই, একথা অসম্ভব । কারণ
 সর্কজ্ঞাতার প্রতিভে বৈতপদার্থের অসত্ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে । যে পদার্থ
 সৎ, তাহারই উৎপত্তি ও প্রলয় হইতে পারে । যেমন শশবিধাণের উৎপত্তি
 ও প্রলয় তাইই অসম্ভব, সেইরূপ অসম্ভব উৎপত্তি প্রলয় অসম্ভব এবং
 অবৈতপদার্থ কখনও উৎপন্ন বা লীন হয় না । যাহারা বৈতবাদী, তাহার
 রজ্জুত সর্প-কল্পনার ভ্রান্ত আত্মাতে প্রাণাদির কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু

ভাবৈরসন্তিরেবায়মদ্বয়েন চ কল্পিতঃ ।

ভাবা অপ্যদ্বয়েনৈব ভাস্মাদদ্বয়তা শিবা ॥ ৩৩ ॥

বস্থানঞ্চ শ্রেয় ইতি। স্রুতিত্বাদিনিবর্তকং শাস্ত্রমাত্মন্ত্রস্রুতিত্বাদি প্রত্যয়করণেন নেতি নেত্যস্থলাদিবাতৈক্যরাশ্ত্রস্বরূপবদস্রুতিত্বাদ্যপি স্রুতিত্বাদিভেদেন্নানাহুস্তোহস্তি ধর্মঃ। যদ্যাহুবৃত্তান্তান্নাধ্যারোপিতস্রুতিত্বাদিলক্ষণে বিশেষঃ। যথোক্তত্বগুণবিশেষবত্যাগৌ শীততা তস্মিন্নির্বিশেষ এবাস্মানি স্রুতিত্বাদয়ো বিশেষাঃ কল্পিতাঃ। যত্স্রুতিত্বাদিশাস্ত্রমাত্মনন্তং স্রুতিত্বাদি বিশেষনিবৃত্ত্যর্থমেবেতি সিদ্ধম্। সিদ্ধস্ত নিবর্তকত্বাদিত্যাগমবিদ্যাং সূত্রম্ ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্বল্লোকাথন্ত হেতুমাংহ। যথা রজ্জ্বাসত্তিঃ সর্পধারাদিভিরদ্বয়েন রজ্জুদ্রব্যেণ সত্যং সর্প ইয়ং ধারাদণ্ডোহয়মিতি বা রজ্জুদ্রব্যমেব কল্প্যতে। এবং প্রাণাদিভিরনন্তৈরসন্তিরেবাবিদ্যামাতৈনঃ পরমার্থতঃ। ন হপ্রচলিতে মনসি কশ্চিত্তাব উপলক্ষয়িতুং শক্যতে কেনচিৎ। ন চাস্মানঃ প্রচলনমস্তু। প্রচলিতস্তৈবোপলভ্যমানা ভাবা ন পরমার্থতঃ সন্তঃ কল্পয়িতুং শক্যাঃ। অতোহসন্তিরেব প্রাণাদিভাবৈরদ্বয়েন চ পরমার্থসত্য-

এইমত অযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। কেবল মনে মনেই রজ্জুতে সর্প-পরিকল্পনা হইয়া থাকে, তাহাতে রজ্জুতে সর্পকল্পনার প্রলয় বা উৎপত্তি হয় না এবং রজ্জুতেও সর্পের উৎপত্তি বা প্রলয় হইতে পারে না। অতএব বৈতত্ত্ব কেবল মানসিক কল্পনামাত্র; স্রুতরাং পূর্ব্বোক্ত বৈতপদার্থের উৎপত্তি ও প্রলয়ভাব অসঙ্গত নহে ॥ ৩২ ॥

যেমন যখন রজ্জুতে “এই সর্প, এই জলাধারা, অথবা এই দণ্ড” ইত্যাকার জ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া রজ্জুস্বরূপের নিশ্চয় জ্ঞান হয়। সেইরূপ অবিনষ্টাকল্পিত প্রাণাদি অনন্তভাবেব অভাব হইলেই অবৈত আত্মার পরমার্থতা প্রকাশ পায়। যখন মনঃ নিশ্চল থাকে, তখন কেহই তাহাতে কোন ভাব উপলব্ধিত করিতে পারে না। কিন্তু আত্মা নিশ্চল, কখনও আত্মার চঞ্চল্য হয় না। প্রচলিত পদার্থেরই নামাপ্রকার ভাব উপলব্ধিত হয়, কিন্তু আত্মার কোনরূপ ভাবই কল্পনা করা যায় না। অতএব

নাঅভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন ।

ন পৃথগ্ণাপৃথক্কিঞ্চিদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥

অনা রজ্জুৎ সর্ববিকল্পাস্পদভূতেনায়ং স্বয়মেবাশ্রা কল্পিতঃ । সৈদক-
 স্বভাবোহপি সংস্বে চ প্রাণাদিভাবা অদ্বয়েনেব সত্যানা বিকল্পিতাঃ ।
 ন হি নিরাপ্পাদা কাচিংকল্পনোপলভ্যতে অতঃ সর্বকল্পনাস্পদত্বাৎ স্বেনা-
 অনাহ্বয়ত্বাব্যভিচারং । কল্পনাবস্থায়ামপ্যদ্বয়তা শিবা । কল্পনা এব
 ত্ৰিশিবাঃ । রজ্জু সর্পাদিবৎত্রাসাদিকারিণ্যোহিতাঃ । অদ্বয়তা অভয়া অতঃ
 সৈব শিবা ॥ ৩৩ ॥

কুতচ্চাদ্বরতা শিবা নানাভূতং পৃথক্ক্ষমন্তাত্মান্নাদ্যত্র দৃষ্টং তত্রাশিবং
 ভবেৎ । ন হ্যত্রাহয়ে পরমার্থসত্যানি প্রাণাদিসংসারজাতমিদং জগদাশ্র-
 ভাবেন পরমার্থস্বরূপেণ নিরূপ্যমাণং নানাবস্তুত্বভূতং ভবতি । যথা
 রজ্জুস্বরূপেণ প্রকাশেন নিরূপ্যমাণেন নানাভূতঃ কল্পিতঃ সর্পোহস্তি
 তবৎ । নাপি স্বেন প্রাণাদ্যাশ্রেনেদং বিদ্যতে । কদাচিদপি রজ্জু সর্পবৎ-

প্রাণাদিভাব সকলই অসৎ, বাস্তবিক আশ্রা অদ্বয় । যেমন রজ্জু সর্পাদি
 বিকল্পের আশ্রাদ, সেইরূপ আশ্রাই প্রাণাদি অনন্ত কল্পনার আধাররূপে
 স্বয়ং কল্পিত হইয়া থাকেন । আশ্রা সর্বদা একস্বভাব হইলেও তৎ-
 কৰ্ত্ত্বক প্রাণাদিভাব কল্পিত হইয়া থাকে । নিরাশ্রয়ে কোন কল্পনাই
 হইতে পারে না, সুতরাং সর্বকল্পনার আশ্রাদীভূত আশ্রাই অদ্বয় ;
 তাহাতে কোন ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না । অতএব কল্পনাকালেও আশ্রার
 অদ্বয়ত্ব জ্ঞান মঙ্গলকর এবং কল্পনাই অনিষ্টকর । যেমন রজ্জুতে সর্প-
 ভ্রম হইলেও সেই ভ্রমজ্ঞানই ত্রাস উৎপাদন করে, সেইরূপ আশ্রাতে
 প্রাণাদি কল্পনাও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে । অতএব অবৈতজ্ঞানই
 সর্বথা শ্রেয়সাধন করে ॥ ৩৩ ॥

আশ্রার বিরূপ অদ্বয়ত্বজ্ঞান মঙ্গলকর, এইক্ষণ তাহাই নিরূপণ করি-
 তেছেন ।—আশ্রাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আশ্রা আশ্রাস্বরূপে
 নানাপ্রকার নহেন । তাহার আশ্রাস্বরূপে নানাত্ব জ্ঞান শ্রেয়স্কর নহে ;

বীতরাগভয়ক্রোধৈশ্চ মুনিভির্বেদপারগৈঃ ।

নির্বিবকল্লো হ্রস্বং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোহৃষয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

কল্পিতত্বাদেব । তথাহ্যেছোত্তং ন পৃথক্ প্রমাণাদি রস্তু । যথা অশ্বান্মহিষঃ
পৃথগ্বিদ্যতএব অতোহিস্তান্মা পৃথগ্বিদ্যতেহ্যেছোত্তং পরেণ বা কিঞ্চিদিত্তি ।
এবং পরমার্থতত্ত্বমাত্মবিদো ব্রাহ্মণা বিহুঃ । অতোহশ্বিবহেতৃত্বাভাবাদ-
হ্রস্বতৈব শিবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

তদেতৎ সমাগদর্শনং স্তূয়তে । বিগতরাগভয়দ্বৈষক্রোধাদিসর্বদোষৈঃ
সর্বদা মুনিভির্মননশীলৈর্বিবেকিভির্বেদপারগৈরবগতবেদার্থতদ্বৈজ্ঞানি-
ভিনির্বিবকল্লঃ সর্ববিকল্পশূন্যোহ্রস্বমাত্মা দৃষ্ট উপলব্ধো বেদাস্তার্থতৎপটৈঃ ।
প্রপঞ্চোপশমঃ প্রপঞ্চো বৈততেদবিস্তারন্তপ্রোপশমোহভাবো যস্মিন্ স
আত্মা প্রপঞ্চোপশম অতএবাহ্রস্বঃ । বিগতদ্বৈষেরেব পণ্ডিতৈর্বেদাস্তার্থ-
তৎপটৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ পরমাত্মা দ্রষ্টুং শক্যোনাতিতৈঃ রাগাদিকলুষিত-
চেতোভিঃ স্বপক্ষপাতদর্শনৈস্তার্কিকাদিভিরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

পরন্তু তাহা অমঙ্গলপ্রদ । অদ্বয় আত্মাতে প্রাণাদি সংসার ধর্ম নাই ।
তঁাহাকে জগতের আত্মস্বরূপে পরমার্থভাবে নিরূপণ করিবে । তিনি
নানা বস্তুর অন্তরবর্তীরূপে বিদ্যমান আছেন, যেমন রজ্জু স্বীয় আকারে
প্রকাশিত হইয়াও সর্বপ্রকারেই স্পর্শরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ আত্মাও
স্বীয়রূপে প্রকাশ পাইয়া প্রাণাদি অনন্তভাবে কল্পিত হইয়া থাকেন ।
তিনি প্রাণাদিরূপে বিদ্যমান থাকেন না, কারণ কখনও তঁাহাকে রজ্জু
স্পর্শের জ্ঞান করিয়া এবং আত্মাকে পৃথগ্ভূত প্রাণাদি বস্তুর জ্ঞান
বিভিন্ন বলা যায় না । যেমন অশ্ব মহিষ হইতে পৃথক্, আত্মা সেইরূপ
প্রাণাদি হইতে পৃথক্ নহেন ॥ ৩৪ ॥

যাহাদিগের রাগ, দ্বৈষ, ক্রোধাদি সর্বপ্রকার দোষ তিরোহিত হই-
রাছে এবং যাহারা বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ, সেই সকল বিবেকী মুনিগণ নির্বিবকল্লক
অদ্বয় আত্মাকে জানিতে পারেন । সেই আত্মতত্ত্বপরিতোষ হইলে বৈত
প্রপঞ্চের উপশম হয় । রাগদ্বৈষাদিশূন্য বেদার্থিতৎপর সন্ন্যাসীরাই পর-

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনমৈবৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্ ।

অদ্বৈতং সমনুপ্রাপ্য জড়বল্লোকমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥

নিম্বুতির্নির্মম্কারো নিঃস্বধাকার এব চ ।

চলাচলনিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥

বস্মাৎসর্বানর্থপ্রশমনরূপভাদহয়ং শিবং অভয়ং অত এবং বিদিত্বা-
২দ্বৈতে স্মৃতিং যোজয়েৎ । অদ্বৈতাবগমায়ৈব স্মৃতিং কুর্যাদিত্যর্থঃ ।
তচ্চাষ্টমতমবগম্যাহমস্মি পরং ব্রহ্মৈতি বিদিত্বাংশনায়াদ্যতীতং সাক্ষাদ-
পরোক্ষানুভবমাত্মনং সর্বলোকব্যবহারাতীতো জড়বল্লোকমাচরেৎ ।
অপ্রখ্যপায়রাশ্বানমহমেবংবিধ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

কয়া চর্যায়া লোকমাচরেদিত্যাহ । স্তুতিনমস্কারাদিসর্বকর্মবর্জিত-
স্ত্যক্তসর্ববাহ্যৈষণঃ প্রতিপন্নপারমহংস্তপারিত্রাজ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ । এতং

মাত্মাকে জানিতে পারেন, তন্নিম্ন যাহাদিগের চিত্ত রাগদ্বৈষাদিদোষে কলু-
ষিত হইয়াছে, সেই সকল স্বপক্ষপাতী তাকিকেরা আত্মতত্ত্ব জানিতে
পারেন না ॥ ৩৫ ॥

যেহেতু আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেই বৈতপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হইয়া সর্ব-
প্রকার অনর্থেরও নিবৃত্তি হয়। অতএব সেই আত্মা অহম, সর্বমঙ্গলপ্রদ ও
অভয়, এইরূপে আত্মাকে জানিয়া সর্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিবে, আত্মাকে
অদ্বৈতরূপে জানিতে পারিলেই “আমিই সেই পরব্রহ্মস্বরূপ” ইত্যাকার
জ্ঞান হয়। তখন সেই ব্যক্তি জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষুধাপিপাসাদি
কোনরূপ লৌকিক ব্যবহার থাকে না। সেই ব্যক্তি সর্বলোকের অতীত
হয় ॥ ৩৬ ॥

আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার লৌকিক ব্যব-
হারের অতীত হয়; সে কাহাকে স্তুতি বা নমস্কার করে না এবং স্বধা
শব্দক্রোধগণিষারূপিত্বকৃত্যাদি কোন কার্যেই তাহার প্রবৃত্তি হয় না ।
আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি দেবপুঞ্জাদি সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে, কেবল পারমহংস্ত
প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান করিবে । প্রতিপ্রমাণেও

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা ভূ বাহ্যতঃ ।

বৈ তমাত্মানং বিদিস্বেত্যাদিশ্রুতঃ । তদবুদ্বয়ন্তদাত্মানন্তরিত্যন্তং পরায়ণা ইত্যাদিস্বতেন্দ্র । চলং শরীরং প্রতিকল্পমন্তথাভাবাৎ । অচলমাত্মতত্ত্বম্ । যদা কদাচিত্তোজনাদিব্যবহারনিমিত্তমাকাশবদচলং স্বরূপমাত্মতত্ত্বমাত্মনো নিকেতনমাত্মশয়মাত্মস্থিতিং বিস্মৃত্যাহমিতি মন্ততে যদা তদা চলো দেহো নিকেতো যন্ত সৌহর্যমেবং চলাচলনিকেতো বিদ্বান্ ন পুনর্কাহবিষয়াশ্রয়ঃ । স চ যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ । যদৃচ্ছাপ্রাপ্তকৌপীনাচ্ছানপ্রাসমাত্মদেহস্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বাহ্যং পৃথিব্যাদি তত্ত্বমাধ্যাত্মিকঞ্চ দেহাদিলক্ষণং রজ্জুসর্পাদিষৎ । স্বপ্ন-
মাত্মাদিবচ্চাসৎ । বাচারম্ভণং বিকারোনামধেরমিত্যাশ্রিত্যাদিশ্রুতঃ । আত্মা চ

এইরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে । স্মৃতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি আত্ম-
জ্ঞানী, সেই ব্যক্তি লৌকিক কার্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই
আত্মাকেই চিন্তা করে, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করে এবং সর্বদা সেই আত্মা-
তেই একান্ত অনুরক্ত থাকে । আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করে
যে, সর্বদাই এই দেহের অন্তথাভাব হইতেছে । অতএব দেহ-চল, অর্থাৎ
চিরস্থায়ী নহে এবং আত্মা সর্বদাই একভাবে থাকেন, তাঁহার কখনও
ভাবান্তর হয় না, পরন্তু আত্মাই অচল । দেহ ভোজনাদি ব্যবহার জন্ত,
কিন্তু আত্মা আকাশবৎ অচল, ভোজনাদি ব্যবহার অপেক্ষা করে না ।
এইরূপে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি দেহ ও আত্মার স্বরূপ পর্যালোচনা করিয়া
থাকেন । আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানপারদর্শী বিদ্বান্ যতি ব্যক্তি যাদৃচ্ছিক, অর্থাৎ
অযত্নলভ্য কৌপীনাদি আচ্ছাদন ও একপ্রাসমাত্র ভোজনাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত
থাকেন । কোনরূপ উত্তম বস্ত্রপরিধান করিব বা সুস্বাদু উত্তম ভোজ্যদ্রব্য
ভোজনদ্বারা রসনার পরিতৃপ্তি করিব, একজন্ত ব্যগ্র হইবেন না ॥ ৩৭ ॥

পৃথিব্যাদি বাহ্যতত্ত্ব এবং দেহলক্ষণাদি আধ্যাত্মিকতত্ত্ব পর্যালোচনা-
দ্বারা আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া আত্মসমর্পণ হইবে, কখনও সেই আত্মতত্ত্ব
পর্যালোচনা হইতে নিবৃত্ত হইবে না । যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়,
বাহ্যবিক সেই সর্প মিথ্যা, সেইরূপ এই পৃথিব্যাদি বাহ্যপদার্থ সকলই

তদ্বীভূতস্তদারামস্তদ্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিস্করণপরায়্যাং গৌড়পাদীয়াং-
কারিকায়্যাং বৈতথ্যাং দ্বিতীয়মাগম-

প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

সবাহ্যাত্তরো হ্রজোহপূর্কোহনপরোহনস্তরোহবাহঃ কুংস্র আকাশবৎসর্ক-
গতঃ স্ত্রম্ভোহচলো নিগুণো নিরুলো নিষ্ক্রিয়স্তৎসতাং স আত্মা তত্ত্বমসীতি-
শ্রুতেঃ । ইত্যেবং তদ্বদৃষ্ট্যা তদ্বীভূতস্তদারামো ন বাহরমণো যথাহতত্ত্বদর্শী
কশিচ্চিত্তমান্বয়েন প্রতিপন্নশিত্তচলনমহুচলিতমান্বানং মন্থমানস্তদ্বা-
চলিতং দেহাদিভূতমান্বানং কদাচিন্নত্বতে প্রচ্যুতোহহমান্বতদ্বাদিদানী-
মিতি । সমাহিতে তু মনসি কদাচিত্তত্ত্বতঃ প্রসন্নান্বানং মন্থতে ইদানীমস্মি
তদ্বীভূত ইতি । ন তথ্যাবিস্তবেৎ । আত্মন এবরূপত্বাৎ স্বরূপপ্রচ্যবনাস্ত-
বাক । সৈদেবং ব্রহ্মাস্মীত্যপ্রচ্যুতো ভবেত্তদ্বাং সদাহপ্রচ্যুতান্বদর্শনো

অসৎ, উহা কেবল মায়াপরিকল্পিত । স্বপ্নকালে যেমন অসত্য পদার্থকে
সৎ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ মায়াবলে এই অসত্য জগৎকে সত্য বলিয়া
প্রতীতি জন্মে । অতএব পৃথিব্যাদি বাহ্যপদার্থ সমুদায়ই অনিত্য এবং সেই
আত্মাই বাহ্য ও অভ্যন্তরবর্তী অজ, অপূর্ণ, অনপর, অনস্তর, অবাহ্য,
আকাশবৎ সর্বব্যাপী, স্ত্রম্ভ, অচল, নিগুণ, নিরুল, নিষ্ক্রিয় এবং সত্য ;
এইরূপে আত্মতত্ত্ব পর্যালোচনার দ্বারা সর্বদা আত্মপরায়ণ হইয়া থাকিবে ।
কদাচ পৃথিব্যাদি বাহ্য বিষয়ে অনুরাগ করিবে না । বাঁহারা আত্মতত্ত্ব-
দর্শী, তাঁহারা কখনও চিন্তকে আত্মা বলিয়া জ্ঞানকরতঃ চিন্তের চাক্ষুশ-
ভব দৃষ্টে আত্মারও চাক্ষুশ বোধ করিয়া আত্মতত্ত্ব পর্যালোচনা হইতে
নিবৃত্ত হইবেন না । পরন্তু বাঁহারা সমাহিতচিত্ত, তাঁহারা “আমিই ব্রহ্মস্বরূপ”
এইরূপ জ্ঞান করিয়া সর্বদা সেই আত্মতত্ত্ব চিন্তনে তৎপর থাকেন । অতএব
এইরূপে সর্বদা আত্মপরায়ণ হইয়া অনন্তচিত্তে তত্ত্ব পর্যালোচনা করিলেই
তাঁহারা আত্মদর্শন হয় । তখন তাঁহারা কোনরূপ ভেদজ্ঞান থাকে না, সর্ব-

ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ । শুনি চৈব স্বপাকে চ । সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ইত্যাদি-
ন্বতেঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্ত পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্ত
শঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গোড়পাদীয়ে আগমশাস্ত্রভাষ্যে
দ্বিতীয়প্রকরণং বৈতথ্যাখ্যং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

ভূতকে সমজ্ঞান করে । সে কুকুর চাণ্ডালদিকেও ঘৃণা করে না এবং দেব-
তাকেও ভক্তি করে না ; সর্বভূতে সমদর্শী হয় ॥ ৩৮ ॥

ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকায়াং দ্বিতীয়মাগমপ্রকরণ ॥ ২ ॥

অথ গোড়পাদীয়কারিকায়। অদ্বৈতাখ্যং তৃতীয় প্রকরণং ।

ওঁ উপাসনাপ্রিতোধর্মো জাতে ব্রহ্মণি বর্ততে ।

প্রাণ্ডপতেরজং সর্বং তেনামো কৃপণঃ স্মৃতঃ ॥ ১ ॥

ওঁকারনির্ণয়ে উক্তঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈত আয়েতিপ্রতিজ্ঞা-
মাজ্ঞেণ । জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যত ইতি চ । তত্র দ্বৈতভাবস্ত বৈতথ্য-
প্রকরণেন স্বপ্নমায়াগন্ধর্ষনগরাদিদৃষ্টাশ্চৈতদ্গোড়াদ্যস্তবদ্বাদিহেতুভিত্ত্যর্কেণ
চ প্রতিপাদিতঃ । অদ্বৈতং কিমাগমমাজ্ঞেণ প্রতিপত্তব্যমাহোশ্বিত্ত্যর্কে-
ণাপীত্যত আহ শক্যতে তর্কেণাপি জ্ঞাতুম্ তৎকথমিত্যদ্বৈতপ্রক-
রণমারভ্যতে । উপাস্ত্রোপাসনাদিভেদজাতং সর্বং বিতথং কেবলশ্চাত্মা
অদ্বয়ঃ পরমার্থ ইতি স্থিতমভীতপ্রকরণে । যত উপাসনাপ্রিত উপাসনা-
মাত্মনো মোক্ষসাধনম্বেন গত উপাসকোহহং মমোপাস্ত্রং ব্রহ্ম । তচ্ছ-
পাসনং কৃত্বা জাতে ব্রহ্মণি ইদানীং বর্তমানোহহং ব্রহ্ম শরীরশাতাৎদুর্জং

ওঁকারের স্বরূপ নির্ণয় হইলে যে প্রপঞ্চের উপশম হয়, তাহা প্রথম
প্রকরণে উক্ত হইয়াছে । “আত্মা মঙ্গলময় ও অদ্বিতীয়” এইরূপে আত্মজ্ঞান
হইলে আর দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না, ইত্যাদিরূপে অনেকপ্রকারে প্রপঞ্চের
শান্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় প্রকরণে স্বপ্ন, মায়া, গন্ধর্ষনগরাদি
দৃষ্টাশ্চ প্রদর্শনপূর্বক বহু বহু হেতুবাদ ও তর্কবিতর্কদ্বারা দ্বৈতভাব প্রতী-
পাদিত হইয়াছে । এই প্রকরণে ইহাই বিবেচনীয় হইবে যে, সেই অদ্বৈত
জ্ঞান কি কেবল আগমমাত্রই হয়, কিম্বা তর্কদ্বারা হইয়া থাকে ? এই আশ-
ঙ্ক্যতর্কদ্বারা কিরূপে অদ্বৈতজ্ঞান হয়, এই প্রকরণে তাহাই নিরূপিত হইবে ।
পূর্ব প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, উপাস্ত্র উপাসকভাব মিথ্যা, কেবল অদ্বয়
আত্মাই পরমার্থ । যিনি এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলেও
উপাস্ত্র উপাসকভাব বর্তমান থাকে, অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিয়াও মনে করে

অতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমজ্ঞাতিসমতাপ্ততম্ ।

যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমং ততঃ ॥ ২ ॥

প্রতিপ্রপ্তে প্রাপ্তপ্তেষ্টেচাজমিদং সৰ্বমহক্ । যদাশ্বকোহহং প্রাপ্তপ্ত-
প্তেষ্টেরিদানীং জাতো জাতে ব্রহ্মণি চ বর্তমান উপাসনয়া পুনস্তদেব প্রতি-
প্তপ্ত ইত্যেবমুপাসনাশ্রিতো ধর্ম্যঃ । সাধকো যেনৈবঃ ক্ষুদ্রব্রহ্মবিৎ তে
নাসৌ কারণেন রূপণো দীনোহন্নকঃ স্তুতো নিত্যাজব্রহ্মদর্শিত্বিন্ধ্রাহ্ম-
ভিরিত্যতিপ্রায়ঃ । যদাচা নাভ্যাদিতং যেন বাগভূদ্যাতে তদেব ব্রহ্ম যং
বিক্রি নেদং যদিদমুপাসত ইত্যাদি শ্রুতেস্তলবকারাণাম্ ॥ ১ ॥

সুবাহ্যাতান্তরমজমাত্মানং প্রতিপত্তুমশরু ব্রহ্মবিদ্যায়া দীনমাত্মানং মন্ত-
মানো জাতোহহং জাতে ব্রহ্মণি বর্তে ততুপাসনাশ্রিতঃ সন্ ব্রহ্ম প্রতিপ্তপ্ত
ইত্যেবং প্রতিপন্নঃ রূপণো ভবতি যস্মাদতো বক্ষ্যাম্যকার্পণ্যমরূপণভাব-
মজং ব্রহ্ম । তন্নি কার্পণ্যাস্পদং যত্রাশ্বোহহং পতন্ত্যত্মচ্ছূণোত্যত্মবি-
জ্ঞানতি তদন্নং মর্ত্যং সদ্ধাচারন্তপং বিকারো নামধেয়মিত্যাদিশ্রুতিভ্যাঃ ।
তদ্বিপরীতং সবাহ্যাতান্তরমজমকার্পণ্যং ভূমাধ্যং ব্রহ্ম যংপ্রাপ্যাবিন্যাকৃত-

যে, “এই ব্রহ্ম আমার উপান্ত এবং আমি তাঁহার উপাসক, অতএব ইহার
উপাসনা করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়াছে এবং এক্ষণে আমি বর্তমান আছি,
যখন এই দেহের পতন হইবে, তখন সর্বময় সনাতন ব্রহ্মকে পাইব”
তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ মহাত্মা যোগিগণ রূপণ বলিয়া থাকেন । সে কখনও
ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে নাই । তাহাকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মজ্ঞানী বলা যায় ॥ ১ ॥

যে আত্মাকে বাহ ও অভ্যন্তরবর্তী অদ্বৈত বলিয়া নিশ্চয় করিতে না
পারিয়া আপনাকে অজ্ঞানী জ্ঞান করে, অর্থাৎ “আমি এখনও ব্রহ্মলোকে
অশান্ত আছি এবং ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে, তাঁহার উপাসনা করিয়া ব্রহ্মকে
লাভ করিতে পারিব” এইরূপে নিত্য দৈনন্দিন প্রাপ্ত হয়,
তাঁহার সেই দৈনন্দিন নিবারণের উপায় বলিব । বাহাতে তাঁহার ব্রহ্মকে
পাইয়া অবিন্যাকৃত সর্বদৈত্বের নিবৃত্তি করিতে পারে, তাঁহাই বলিতেছি ।
এই উপদেশে কার্পণ্য দোষের নিবৃত্তি হইয়া সর্ব সাম্যভাব প্রাপ্ত

আত্মা হাকাশবজ্জীবৈষট্যাকাশৈরিবোদিতঃ ।

ঘটাদিবচ্চ সজ্জাতৈজ্জাতাবেতন্নিদর্শনম্ ॥ ৩ ॥

সর্বকার্পণ্যনিবৃত্তিস্তদকার্পণ্যং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ । তদজ্জাতি অবিদ্যমানা জাতিরন্ত । সমতাক্ততঃ সর্বসাম্যং গতম্ কক্ষ্যাম্ । অবয়ববৈষম্যাভাবাৎ । বন্ধি সাবয়বং বস্ত্ত তদবয়ববৈষম্যং জায়ত ইত্যাচ্যতে । ইদন্ত নিরবয়ব-
ত্বাৎসমতাক্ততমিতি ন কৈশ্চিদবয়বৈঃ ক্ষুটতাতোহজাত্যাকার্পণ্যম্ । সম-
ন্ততঃ সমস্তাদবধা ন জায়তে কিঞ্চিদন্তমপি ন ক্ষুটতি রজ্জুসর্পবদবিদ্যাকৃত
দৃষ্ট্যা জায়মানং যেন প্রকারেণ ন জায়তে সর্বতোহজ্জমেবং ব্রহ্ম ভবতি
তথা তৎ প্রকারং শৃণুত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অজাতি ব্রহ্মাকার্পণ্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং তৎসিদ্ধার্থং ইহতুং
দৃষ্টান্তং বক্ষ্যামীত্যাহ । আত্মা পরো হি যস্মাদাকাশবৎ সূক্ষ্মো নিরবয়বঃ
সর্বগতঃ আকাশবদ্রুক্তো জীবৈঃ ক্ষেত্রজৈষট্যাকাশৈরিব ঘটাকাশতুল্যা
উদিত উক্তঃ । স এবাকাশসমঃ পর আত্মা । অথবা ঘটাকাশৈষথোদিত
উৎপন্নস্তথা পরো জীবাত্মভিরুৎপন্নো জীবাত্মনাং পরস্মাদাত্মন উৎপত্তির্থা
ক্রমতে বেদান্তেষু সা মহাকাশাদবটাকাশোৎপত্তিসমানঃ পরমার্থত ইত্যভি-

হয়, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানীর অবয়বের বৈষম্য থাকে না, যে বস্ত্ত সাবয়ব,
তাহার অবয়ব বৈষম্য হইয়া থাকে । আত্মা নিরবয়বপ্রযুক্ত সমতা প্রাপ্ত
হইয়াছেন । তাঁহার কোন অবয়বই প্রকাশিত নাই ; সুতরাং জাতি কার্পণ্যও
নাই । যে প্রকার আচরণ করিলে তাহার কোন স্থানে অল্প পরিমাণেও
প্রকাশ না হয়, অর্থাৎ রজ্জু সর্পাদির স্থায় অবিদ্যাকৃত দৃষ্টিদ্বারা কোন
প্রকার অন্তজ্ঞান না থাকে এবং সর্বতোজোন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারে,
সেই প্রকার বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

হেতু ও দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্বক পূর্বপ্রতিজ্ঞাত অর্থবিবৃত্ত করিতেছেন।—
আত্মা সূক্ষ্ম, অবয়ববিহীন এবং যেমন আকাশ সর্বগত, সেইরূপ আত্মা
সর্বব্যাপী । আকাশ যেমন বিভূতাদি গুণবিশিষ্ট, আত্মাও সেইরূপ বিভূ,
তাঁহার কোনরূপ ভেদ নাই । যেমন মহাকাশ ঘটাকাশাদি নানাকারে

ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা ।

আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাশ্মনি ॥ ৪ ॥

যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভিষুতে ।

প্রায়ঃ । তন্মাদেবাকাশাদ্ঘটাদয়ঃ সজ্জাতা যথোৎপদ্যন্তে এবমাকাশস্থানী-
রাৎপরমাত্মনঃ পৃথিব্যাদিভূতসজ্জাতা আধ্যাত্মিকাশ্চ কার্য্যাকারণলক্ষণা
রজ্জুসৰ্পবন্ধিকল্পিতা জায়ন্তে । অত উচ্যতে ঘটাদিবচন সজ্জাতৈরুদিত
ইতি । যদা মন্দবুদ্ধিপ্রতিপিপাদয়িষয়া শ্রুত্যাশ্রনো জাতিকুচ্যতে জীবা-
দীনাং তদা জাতাবুগম্যমানায়ামেতন্নিদর্শনং দৃষ্টান্তো যথোদিতাকাশ-
বদিত্যাदिঃ ॥ ৩ ॥

যথা ঘটাত্ম্যপত্ত্যা ঘটাকাশাত্ম্যপত্তিঃ । যথা চ ঘটাদিপ্রলয়ে ঘটাকা-
শাদিপ্রলয়স্তদদগৃহাদিসজ্জাতোৎপত্ত্যা জীবোৎপত্তিস্তৎপ্রলয়ে চ জীবানা-
মিহাশ্মনি প্রলয়ো ন স্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সৰ্বদেহেষ্টাশ্মকেষু একস্মিন্ জননমরণস্থখাদিমত্যাশ্মনি সৰ্ব্বাশ্মনাং

প্রতীত হয়, সেইরূপ আত্মাও নানাবিধ জীবাকারে প্রতীতির বিষয় হয়েন ।
যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি নানাপ্রকার বস্তু উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক
আত্মা হইতে পৃথিব্যাদি নানাপ্রকার পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।
পুনরায় যেমন সেই ঘটাদির বিনাশ হইলে ঘটাকাশাদি মহাকাশে বিলীন
হয়, সেইরূপ জীবাদির বিনাশ হইলেও পরমাত্মাতে লয় পায় ॥ ৩ ॥

যেমন ঘটাদির উৎপত্তি হইলেই ঘটাকাশাদির উৎপত্তি হয় এবং
সেই ঘটাদির বিনাশেই ঘটাকাশাদি মহাকাশ বিলীন হয় । সেইরূপ দেহা-
দির উৎপত্তি হইলেই জীবের উৎপত্তি হয় এবং সেই দেহের বিনাশেই
জীব আত্মাতে লয় পায় । বাস্তবিক যেমন আকাশের উৎপত্তি ও বিনাশ
নাই, সেইরূপ জীবেরও উৎপত্তি বা বিনাশ নাই । দেহাদি উপাধির
উৎপত্তি প্রলয়েই জীবেরও উৎপত্তি প্রলয়প্রতীতি হয় ॥ ৪ ॥

যদি সৰ্ব্ব দেহেতে আত্মার একত্ব স্বীকার কর, তাহাহইলে এক ব্যক্তির
জন্ম, মরণ, সুখ অথবা দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাতে অন্তের জন্ম, মরণ,

ন সৰ্ব্বৈ সস্প্রযুক্ত্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ স্থখাদিভিঃ ॥ ৫ ॥

তৎসম্বন্ধঃ ক্রিয়াফলসাক্ষ্যার্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতি য আহৈবৈতিনস্তান্ প্রতীদমুচ্যতে ।
যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমানিভির্যুতে সংযুক্তে ন সৰ্ব্বৈ ঘটাকাশাদয়-
স্তদ্বজ্জোধূমানিভিঃ সংযুক্ত্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ স্থখাদিভিঃ । নধ্বেক এবাশ্রা ।
বাচম্ । নহু ন শ্রুতং ত্বয়া আকাশবৎসৰ্ব্বসজ্জাতেষ্টেক এবাশ্র্যেতি । যদি
এক এবাশ্রা তর্হি সর্বত্র স্থখী হুঃখী চ শ্রুতং । ন চেদং সাক্ষ্যচোদ্যং সম্ভ-
বতি । ন হি সাক্ষ্য আশ্রয়ঃ স্থখহুঃখাদিমত্বমিচ্ছতি বুদ্ধিসমবায়াত্তাপ-
গর্মাৎ স্থখহুঃখাদীনাম্ । ন চোপলব্ধিস্বরূপশ্রুতানো ভেদকল্পনায়াং
প্রমাণমন্তি । ভেদাভাবে প্রধানশ্চ পারার্থ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ । ন ।
প্রধানকৃতশ্রুতার্থশ্রুতসমবায়াত্ । যদি হি প্রধানকৃতো বন্ধো মোক্ষো-
বার্থঃ পুরুষেষু ভেদেন সমবৈতি ততঃ প্রধানশ্চ পারার্থ্যমাত্মৈকত্বেনোপ-
পদ্যত ইতি যুক্তা পুরুষভেদকল্পনা । ন চ সাংখ্যৈর্কো মোক্ষো বার্থঃ
পুরুষসমবেতোহুপগম্যতে । নির্বিশেষাশ্চ চেতনমাত্রা আশ্রয়নোহুপ-
গম্যন্তে । অতঃ পুরুষসত্ত্বমাত্রপ্রযুক্তমেব প্রধানশ্চ পারার্থ্যং সিদ্ধং ন তু
পুরুষভেদপ্রযুক্তমিতি । অতঃ পুরুষভেদকল্পনায়াং হেতুঃ । নচাশ্রাৎ পুরুষ-

স্থখ কিম্বা হুঃখ হয় না কেন? এবং এক ব্যক্তি যে ভোজনাদি ক্রিয়া
করে, সেই ভোজনাদিতে সকলেরই ভোজনাদি ক্রিয়া হইতে পারে । এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—ধেমন একটি ঘটের মধ্যভাগ ধূলি ও ধূমাদি
দ্বারা আবৃত হইলে, তাহাতে সকল ঘটাকাশ ধূলি ও ধূমাদিদ্বারা
আচ্ছন্ন হয় না । সেইরূপ এক ব্যক্তির জন্ম মরণাদিতে অন্তের জন্ম মৃত্যু
হইতে পারে না, কারণ জন্ম মরণাদি সকলই উপাধিগত ধর্ম বিশেষ ।
পূর্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দেহাদি উপাধির জন্ম মৃত্যুতেই জীবের
জন্মমৃত্যু অমৃত্ত হয় ; সুতরাং এক ব্যক্তির জন্ম মরণে অপরের জন্ম মরণ
আশঙ্কা হইতে পারে না । অতএব আশ্রায় একত্ব স্বীকার করিলে “এক
ব্যক্তির ভোজনাদি ক্রিয়াতে, অপরের ভোজনাদির আশঙ্কা দ্বারা ব্যবস্থার

ভেদকল্পনায়াং । প্রমাণমস্তি সাংখ্যানাম্ । পরমজ্ঞানাত্মেব চৈতন্যমিতী-
 কৃত্য স্বয়ং বধ্যতে মুচ্যতে চ প্রধানম্ । পরশোপলক্ষ্যমাত্মসত্ত্বরূপেণ
 প্রধানপ্রকৃতি হেতুর্ন কেনচিৎশেষেণেতি । কেবলমূঢ়তয়ৈব পুরুষভেদ-
 কল্পনা বেদার্থপরিচ্যাগচ্চ । বেদাহর্কৈশেষিকাদয় ইচ্ছাদয় আত্মসমবায়িন
 ইতি । তদপ্যসৎ । স্মৃতিহেতুনাং সংস্কারাণামপ্রদেশবত্যাশ্রয়সমবায়ঃ ।
 আত্মমনঃসংযোগাচ্চ স্বত্বাৎপত্তেঃ স্মৃতিনিয়মানুপপত্তিঃ । যুগপদ্বা সর্ব-
 স্বত্বাৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ । ন চ ভিন্নজাতীয়ানাং স্পর্শাদিহীনানামাত্মনাং মন-
 আদিভিঃ সঙ্ঘোধো যুক্তঃ ন চ দ্রব্যাক্রপাদয়ো গুণাঃ কৰ্মসামান্যবিশেষ-
 সমবায়ী ভিন্নাঃ সন্তি । পরেষাং যদি হৃত্যন্তভিন্না এব দ্রব্যাত্ম স্মারিচ্ছাদয়-
 শ্চাত্মনন্তথাসতি দ্রব্যেণ তেষাং সম্বন্ধানুপপত্তিঃ । অযুতসিদ্ধানাং সমবায়-
 লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধত্ব ইতি চেৎ ন ইচ্ছাদিভ্যোহনিত্যোভ্য আত্মনো
 নিত্যস্ত পূর্বসিদ্ধয়ান্নায়ুতসিদ্ধত্বোপপত্তিঃ । আত্মনা যুতসিদ্ধত্বে চৈচ্ছাদী-
 নামাত্মগতমহত্ত্বব্রিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ । স চানিষ্টঃ আত্মনোহনির্ব্যাক্রপ্রসঙ্গাৎ ।
 সমবায়স্ত চ দ্রব্যাদত্বত্বে সতি দ্রব্যেণ সম্বন্ধান্তরং বাচ্যম্ । যথা দ্রব্য-
 গুণয়োঃ সমবায়ো নিত্যসম্বন্ধ এবেতি ন বাচ্যমিতি চেৎ । তথা সমবায়-
 সম্বন্ধতাং নিত্যসম্বন্ধপ্রসঙ্গাৎ পৃথক্তানুপপত্তিঃ । অত্যন্তপৃথক্তে চ দ্রব্য-
 দ্বীনাং স্পর্শবদস্পর্শদ্রব্যয়োরিব যষ্ঠার্থানুপপত্তিঃ ইচ্ছাদ্রাবজ্ঞানাপারবদগুণ-
 বতে চাত্মনো নিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ । দেহফলাদিবৎ সাবয়বত্বং বিক্রিয়াবয়বত্বঞ্চ
 দেহাদিবদেবেতি দোষাবপরিহার্যো । যথা স্বাকাশস্বাহবিদ্যাধ্যারোপিত-
 রজোধূমমলম্বাদি দোষবত্বং তথাআনোহবিদ্যাধ্যারোপিতবুদ্ধ্যাত্ম্যপাধি-
 কৃতস্বত্বত্বঃখাদিদোষবত্বে বদ্ধমোক্ষাদয়ো ব্যবহারিকা ন বিরুদ্ধান্তে ।
 সর্ববাদিভিরবিদ্যাকৃতব্যবহারাত্ম্যপপমাৎ পরমার্থানুপপত্তিমাচ্চ । তস্মা-
 দাত্মভেদপরিকল্পনা কুঠৈব তর্কিতকৈঃ ক্রিয়ত ইতি ॥ ৫ ॥

অনুপপত্তি হয়” এই বলিয়া বাহার্য বৈতম্যত আশ্রয় করেন, তাহার পরিত
 হইলেন । বিশেষতঃ যেহেতু আত্মার জ্ঞান, মরণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কিছুই
 নাই, অতএব আত্মা এক হইলেও এক ব্যক্তির সঙ্গ মরণপ্রভৃতি অপরের
 জ্ঞান মরণাদি নিত্যক অনন্তব ॥ ৫ ॥

রূপকার্যাসমাখ্যাশ্চ ভিদ্যন্তে তত্র তত্র বৈ ।

আকাশশ্চ ন ভেদোহস্তি তদ্বজ্জীবেষু নির্ণয়ঃ ॥ ৬ ॥

নাকাশশ্চ ঘটাকাশো বিকারাবয়বৌ যথা ।

নৈবাত্মনঃ সদা জীবো বিকারাবয়বৌ তথা ॥ ৭ ॥

কথং পুনরাভেদনিমিত্তব্যবহার একস্মিন্নাত্মবিদ্যাকৃত উপপদ্যত ইতি । উচ্যতে । যথোহাকাশ একস্মিন্ ঘটকরূপবরূপাদ্যাকাশানাং-
 স্তত্ত্বমহাবাদিরূপাণি ভিদ্যন্তে তথা কার্যমুদকাহরণধারণশয়নাদিসমাখ্যাশ্চ
 ঘটাকাশকরূপাশ ইত্যাদ্যন্তংকৃত্যশ্চ ভিন্নাশ্চ দৃশ্যন্তে । তত্র তত্র বৈ
 ব্যবহারবিষয় ইত্যর্থঃ । সর্বোহয়মাকাশরূপাদিভেদকৃতো ব্যবহারো ন
 পরমার্থ এব । পরমার্থত্বাকাশশ্চ ভেদোহস্তি । ন চাকাশভেদনিমিত্তৌ
 ব্যবহারোহস্ত্যন্তরেন পরোপাধিকৃতং দ্বারং যথৈতৎ । তদ্বন্ধেহোপাধি-
 ভেদকৃতেষু জীবেষু ঘটাকাশস্থানীয়েষ্বাত্মনঃ নিরূপণাৎ কৃতো বুদ্ধিভি-
 নির্ণয়ো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

নহু তত্র পরমার্থকৃত এব ঘটাকাশাদিষু রূপকার্যাদিভেদব্যবহার ইতি ।
 নৈতদ্বস্তি যস্মাৎপরমার্থাকশশ্চ ঘটাকাশো ন বিকারঃ । যথা স্তবগন্ত রূচ-
 কাদির্বিধা বাহুপাংফেনবুদ্বুদহিমাদিনীপ্যবয়বঃ । যথা চ বৃক্ষস্ত শাখাদিঃ ।

এক আত্মাতে অজ্ঞানবশতঃ নানাপ্রকার ভেদ বুদ্ধি হইয়া থাকে ।
 যেমন একই আকাশ ঘটাকাশ পটাকাশাদিরূপে ক্ষুদ্রও মহৎ বলিয়া নির্ণীত
 হয়, বাস্তবিক আকাশের কোন ভেদ নাই । সেইরূপ নানাপ্রকার রূপ,
 অনেকপ্রকার কার্য ও নানাবিধ নামদ্বারা জীবেরও নানাপ্রকার প্রভেদ
 হইয়া থাকে । যেমন ঘটাকাশাদি সকলই মহাকাশের অভিন্ন সেইরূপ
 নানাপ্রকার জীবও সেই পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন নহে । যেমন ব্যবহারের
 নিমিত্ত ঘটাকাশাদি পরিকল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্যবহার সাধনার্থ
 নানাপ্রকারে জীবের কল্পনা হয় ॥ ৬ ॥

যেমন ঘটাকাশ মহাকাশের বিকার বা অবয়ব নহে, সেইরূপ জীবও
 আত্মার বিকার কিংবা অবয়ব নহে । যেমন কুণ্ডলাদি স্তবগের বিকার,

যথা ভবতি বালানাং গগনং মলিনং মলৈঃ । .

তথা ভবত্যবুদ্বানামাত্মাহপি মলিনো মলৈঃ ॥ ৮ ॥

ন তথাকশস্ত ঘটাকাশঃ । বিকারাবয়বৌ যথা তথা নৈবাশ্বনঃ পরস্ত
পরমার্থসতো মহাকাশস্থানীয়স্ত ঘটাকাশস্থানীয়ো জীবঃ সদা সর্বদা
যথোক্ত দৃষ্টান্তবদ বিকারো নাপাবয়বঃ । অত আত্মভেদকৃতব্যবহারো
মুর্ষেবেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

. যস্মাদযথা ঘটাকাশাদিভেদবুদ্ধিসিদ্ধিনো রূপকার্যাদিভেদব্যবহারস্তথা
দেহোপাধিজীবভেদকৃতো জন্মমরণাদিব্যবহারঃ তস্মাত্তৎকৃতমেব ক্লেশকর্ম-
ফলমলবস্ত্বমাত্মনো ন পরমার্থত ইত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষ্যমা-
যথা ভবতি । লোকে বালানামবিবেকিনাং গগনমাকাশং ঘনরজোধূমাদি-
মলৈর্মলিনং মলবদ্ব গগনং মলবৎ তদ্বাথাত্মাবিবেকিনাম্ । তথা ভব-
ত্যাত্মা পরোহপি যো বিজ্ঞাতা প্রত্যক্ ক্লেশকর্মফলমলৈর্মলিনোহবুদ্বানাং
প্রত্যগাত্মবিবেকরহিতানাং নাত্মবিবেকবতাম্ । ন হ্যবরদেশস্তত্ত্বংপ্রাথ-
ম্যারোপিতোদকফেনতরঙ্গাদিমান্ । তথা নাত্মা অবুদ্বারোপিতক্লেশাদি-
মলৈর্মলিনো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ফেন, বুদবুদ ও হিমাদি জলের এবং শাখাপল্লবাদিকে বুকের অবয়ব বলিয়া
থাকে, সেইরূপ ঘটাকাশ মহাকাশের এবং জীব আত্মার বিকার কিছা
অবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যায় না । অতএব জীবেতে যে আত্মভেদ
ব্যবহার, তাহা মিথ্যা ॥ ৭ ॥

যেমন ঘটাকাশাদির ভেদ বুদ্ধিদ্বারা তাহার রূপ কার্যাদির ভেদ ব্যব-
হার করে । সেইরূপ দেহোপাধিক জীবের ভেদ বুদ্ধিদ্বারা তাহার জন্ম
মরণাদি ব্যবহার করিয়া থাকে । তাহাতে আত্মাতে ক্লেশ কর্মরূপ মলি-
নতা বোধ করে । বাস্তবিক আত্মা নির্মল, তাহাতে কোনরূপ মল সম্পর্ক
নাই । যেমন বালকেরা অজ্ঞানবশতঃ মেঘ, ধূলি ও ধূমাদি দ্বারা আকা-
শকে মলিন জ্ঞান করে, সেইরূপ অজ্ঞানীরা আপন অবিবেকবশতঃ
দেহের জন্ম মরণাদি দ্বারা আত্মাকে মলিন জ্ঞান করে । যেমন আকাশ

মরণে সম্ভবে চৈব গত্যাগমনয়োন্নপি ।

স্থিতৌ সর্বশরীরেষু আকাশেনাবিলক্ষণঃ ॥ ৯ ॥

সজ্জাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্বৈ আত্মমায়াবিসর্জিতাঃ ।

আধিক্যে সর্বসাম্যে বা নোপপত্তিহিবিদ্যতে ॥ ১০ ॥

পুনরপ্যুক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি ঘটাকাশজন্মনাশগমনাগমনস্থিতিবৎসর্ব-
শরীরেহপ্যাত্মনো জন্মমরণাদিরাকাশেনাবিলক্ষণঃ প্রত্যোতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ঘটাদিস্থানীয়ান্ত দেহাদিসজ্জাতাঃ স্বপ্নদৃশ্যদেহাদিবন্মায়াবিকৃতদেহাদি-
বচ্ছাত্মমায়াবিসর্জিতা আত্মনো মায়াহবিদ্যা তয়া প্রত্যুপস্থাপিতা ন পর-
নির্মল, মেঘাদি তাহার ধর্ম নহে। সেইরূপ আত্মাও নির্মল, স্মরণ্য জন্ম-
মরণাদি আত্মাব ধর্ম নহে ॥ ৮ ॥

যেমন ঘটাকাশের উৎপত্তি, বিনাশ ও গমনাগমনাদি দ্বারা আকাশেব
উৎপত্তি, বিনাশ ও গমনাগমনাদি স্বীকার করিয়া থাকে। সেইরূপ শরীরের
জন্ম, মরণ ও গমনাগমনাদি দ্বারা আত্মার জন্ম, মরণ ও গমনাগমনাদি কল্পনা
করে। (যেমন ঘটাকাশেরই উৎপত্তি বিনাশাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ
দেহেরই জন্ম মরণাদি হয়। বাস্তবিক আকাশও যেমন উৎপত্তিবিনা-
শাদিবিহীন, আত্মাও সেইরূপ জন্মমরণাদিরহিত। কেবল জীবই মর-
ণের পর স্নকৃতি ফলে স্বর্গে গমন করে ও তৃষ্ণতির অমুরোধে নরক ভোগ
করিয়া ধর্মার্থের ফলস্বরূপ স্বর্গ নরকাদির ভোগাবদানে আগমনপূর্বক
জন্মগ্রহণ করে এবং যাবৎ ভোগ থাকে, তাবৎ ইহলোকে অবস্থিতি
করিয়া পুনর্বার পরলোকে গমন করে। কিন্তু আত্মার এইরূপ ইহলোকে
ও পরলোকে গমনাগমনাদি হয় না) ॥ ৯ ॥

দেহাদির সত্যত্ব প্রযুক্ত অষ্টৈতানুপপত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন।—এই দেহাদি স্বপ্নদৃশ্য দেহাদির ত্রায় অসত্য ও মায়াবিন্ত
এবং বিকৃত দেহাদি যেমন মায়া দ্বারা স্থাপিত হয়, সেইরূপ এই দেহও
অবিদ্যারূপ মায়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বাস্তবিক এই দেহ অসার,
ইহার কোন শক্তিই নাই। তির্ঘ্যাগাদির দেহ হইতে দেবাঙ্গি দেহের

রসাদয়ো হি যে কোষা ব্যাখ্যাতাত্তৈত্তিরীয়কে ।

তেষামাত্মা পরো জীবঃ খং যথা সম্প্রকাশিতঃ ॥ ১১ ॥

মার্থতঃ সত্ত্বীত্যর্থঃ । যদাধিক্যমধিকভাবস্তিধ্যাপেদহাদ্যপেক্ষয়া দেবাদি-
কার্য্যকরণসত্ত্বাতানাং যদি বা সর্বেষাং সমতৈব নৈবায়ুপপত্তিসম্ভবঃ সত্ত্বাব
প্রতিপাদকো হেতুর্কিন্দ্যতে । নাস্তি হি যস্মাত্তস্মাদবিদ্যাকৃত্য এব পর-
মার্থতঃ সত্ত্বীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

উৎপত্তাদিবজ্জিতশ্রাদয়শ্রাস্ত্রাতদ্বশ্রু শ্রুতিপ্রমাণকল্পপ্রদর্শনার্থং
ব্যাক্যাহ্যপত্তস্তত্ত্বে । রসাদয়োহন্নরসময়ঃ প্রাণময়ঃ ইত্যেবমাদয়ঃ কোশা
ইব কোশা অশ্রাদেবিরবোত্তরোত্তরস্তাপেক্ষয়া বহির্ভাবাৎ পূর্ব্বস্ত ব্যাখ্যাতা
বিশ্পষ্টমাত্মাতাত্তৈত্তিরীয়কশাখোপনিষদ্বল্যাঃ তেষাং কোশানামাত্মা
যেনাশ্রনা পঞ্চাপি কোশা আশ্রবস্তোহস্তরতমেন । স হি সর্বেষাং জীবন-
নিমিত্তত্বাজীবঃ । কোহসাবিত্যাহ । পর এবাত্মা যঃ পূর্ব্বং সত্যং জ্ঞান-
মনস্তং ব্রহ্মেতি প্রকৃতঃ । যস্মাদাত্মনঃ স্বপ্নমায়াদিবদাকাশাদিক্রমেণ

পূজ্যতমত্ব থাকিলেও তাহাতে গুণের কোন আধিক্য নাই, উহাও তির্থা-
গদির দেহের স্তায় অসত্য । কেবল অজ্ঞানীরাই দেবতাদিগের দেহের
আধিক্য জ্ঞান করে, বিবেক দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে তির্থাগা-
দির দেহ হইতে দেবাদির দেহে কিছুই বিশেষ অল্পভূত হইবে না । তির্থা-
গদির দেহও যেমন পাঞ্চভৌতিক, দেবাদির দেহও সেইরূপ পাঞ্চ-
ভৌতিক ; স্ততরাং কোন ইতর বিশেষ নাই । আর যদি সকল দেহই সমান
বিবেচনা কর, তাহাতে কোন অল্পপপত্তি দেখিতেছি না । অতএব দেহের
সত্যত্ববোধে অষ্টৈতন্ময়ের হানি হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

ইতিপূর্বে আশ্রার উৎপত্তি বিনাশাদি নাই, ইহা পুনঃ পুনঃ উক্ত
হইয়াছে, এইদণ্ড উক্ত বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন ।—তৈত্তি-
রীয় শ্রুতিতে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই
পঞ্চকোষ বর্ণিত আছে । এই সকল কোষ উত্তরোত্তরের অভ্যন্তরবর্তী,
অর্থাৎ অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময়ের অভ্যন্তরে মনোময়

দ্বয়োর্দ্বয়োর্ধ্বুজ্ঞানে পরং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্ ।

পৃথিব্যামুদরে চৈব যথাকাশঃ প্রকাশিতঃ ॥ ১২ ॥

রসাদয়ঃ কোশলক্ষণাঃ সজ্জাতা আত্মমায়াবিসর্জিতা ইত্যুক্তম্ । স
আত্মাহংস্বাভির্যথা খং তথেন্তি সম্প্রকাশিতঃ । আত্মা হ্যাকাশবদিত্যাদি-
শ্লোকৈঃ । ন তাকিকপরিকল্পিতান্নবৎ পুরুষবুদ্ধিপ্রমাণগম্য ইত্যভি-
প্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চাদিদৈবমধ্যাত্মাশ্চ তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ পৃথিব্যাদাস্তর্গতো-
যো বিজ্ঞাতা পর এবাত্মা ব্রহ্ম সর্বমিতি দ্বয়োর্দ্বয়োঁরদ্বৈতক্ষমাৎ পরং ব্রহ্ম
প্রকাশিতম্ । কেতাহ ব্রহ্মবিদ্যাখ্যং মধ্যমুতং অমৃতত্বং মোদনহেতু-
ত্বাদ্বিজ্ঞায়তে যস্মিন্নিতি মধুব্রাহ্মণঃ তস্মিন্নিত্যর্থঃ । কিমিবেত্যাহ
পৃথিব্যামুদরে চৈব যথৈক আকাশোহনুমানেন প্রকাশিতো লোকে তদ্ব-
দিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কোষ, মনোময়ের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় এবং বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরে
আনন্দময় । এইরূপে পূর্ব পূর্বকোষ পর পর কোষের অভ্যন্তরবর্তী ;
কিন্তু উক্ত পঞ্চকোষেরই অভ্যন্তরবর্তী আত্মা । এই আত্মাই পঞ্চকোষের
অধীশ্বর । আত্মাদ্বারাই পঞ্চকোষকে জীবিত বলিয়া থাকে । সেই আত্মা
আকাশের স্থায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন । তিনিই নিত্য, তাঁহার কোন
কালেও উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না, কেবল পঞ্চকোষেরই উৎপত্তি ও
বিনাশ হইয়া থাকে । ঐ আত্মাদ্বারাই প্রাণীগণ জীবিত থাকে, অতএব সেই
আত্মাকেই জীব বলে, বাস্তবিক আত্মা ও জীব পৃথক পদার্থ নহে ॥ ১১ ॥

জীব ও পরমাত্মার ঐক্য বিষয়ে তৈত্তিরীর ঋতির মর্ম্মার্থ প্রদর্শন
করিতেছেন ।—আমি মনুষ্য, আমি প্রাণী, আমি জ্ঞানী, আমি কর্তা ও
আমি ভোক্তা, এই পঞ্চপ্রকার বুদ্ধির আশ্রয় যে সাক্ষি চৈতন্য তিনিই ব্রহ্ম ;
সুতরাং জীব আর পৃথক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না । উভয়েরই ঐক্য
প্রতিপন্ন হইতেছে । “যেমন পৃথিবীর উদরেও আকাশ প্রকাশিত হয়,
সেইরূপ আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক, তেজোময়, অমৃতময় ইত্যাদি সর্ব-

জীবাগ্ননোরনশ্চক্ষমভেদেন প্রশস্ততে ।

নানাং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেবং হি সমঞ্জসম্ ॥ ১৩ ॥

জীবাগ্ননোঃ পৃথক্ যৎ প্রাণ্ডংপতেঃ প্রকীৰ্তিতম্ ।

যজ্ঞাক্তিতঃ প্রতিতঃ নির্দ্ধারিতঃ জীবন্ত পরন্ত চাগ্ননোরনশ্চক্ষমভেদেন প্রশস্ততে সূর্যতে শাস্ত্রেণ ব্যাসাদিভিঃ । যচ্চ সৰ্ব্বপ্রাণিসাধারণং স্বাভাবিকং শাস্ত্রবহিষ্কৃতৈঃ কুতार्কিকৈর্কিরচিতং নানাংদর্শনং নিন্দ্যতে । ন তু তদ্বিতীয়মস্তি । দ্বিতীয়াদৈ ভয়ং ভবতি । উদরমন্তরং কুরুতে । অথ তন্ত ভয়ং ভবতি । ইদং সৰ্বম্ যদয়মাত্মা । মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতীত্যাদিবাক্যৈশ্চাশ্রয়ঃ ব্রহ্মবিদ্বিঃ । যচ্চৈতত্তদেবং হি সমঞ্জসং ঋজুবোধঃ শ্রাব্যমিত্যর্থঃ । যন্ত তর্কিকপরিকল্পিতাঃ কুদৃষ্টত্বা অনুজ্ঞা নিরূপ্যমাণা ন ঘটানাং প্রাক্তন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩ ॥

নহু শ্রুতাপি জীবপরমাগ্ননোঃ পৃথক্ যৎ প্রাণ্ডংপতেরুৎপত্তার্থোপনিষদ্যাক্যোভাঃ । পূর্বং প্রকীৰ্তিতং কৰ্মকাণ্ডে । অনেকশঃ কামভেদত

প্রকারেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হইতেছেন” । ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রমাণে জীব ও আত্মার ঐক্য জানা যায় ॥ ১২ ॥

ব্যাস, পরাশরাদি পরমাত্মদর্শী মুণিগণ জীবাগ্না ও পরমাগ্নার অভেদরূপে বর্ণন করিয়াছেন । আর শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞান পরাশ্রয় কুতর্কিকেরা যে আত্মাকে প্রত্যেক ব্যক্তিসাধারণ বলিয়া পৃথক্ পৃথক্ কল্পনা করে, সেই তর্কিকসকলকে নিম্নিতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন ।—“বাহার ব্রহ্মের দ্বিতীয় স্বীকার করে, তাঁহারা সর্বদা ভীত হইয়া থাকেন” ইত্যাদি নামাবিধ শ্রুতি প্রমাণবলে যে ব্রহ্মজ্ঞানীরা ব্রহ্মের নামান্ত্র বাক্যদিগের মত নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ই শ্রেষ্ঠ । বাহারা অজ্ঞানমোহিত হইয়া জীব ও আত্মার ভেদজ্ঞান করে, তাহারা নিম্নের পাণী । এইরূপে ব্যাসাদি মুণিগণ জীবাগ্ন-ভেদবাদি দ্বিগুণে ভূরি ভূরি নিন্দা করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

যদি বল, শ্রুতির উৎপত্তি প্রকরণে কৰ্ম কাণ্ডীয় শ্রুতিতে জীবাগ্না ও পরমাগ্নার পৃথক্ উক্ত আছে, অতএব কৰ্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডীয় বাক্য

ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা গোণং তন্মুখ্যত্বং হি ন যুক্ত্যতে ॥ ১৪ ॥

ইদং কামোহুদঃকাম ইতি । পরঞ্চ সদাধরপৃথিবীদ্যামিত্যাদিমন্ত্রবর্গৈঃ
তত্র কথং কর্মজ্ঞানকাণ্ডবাক্যবিরোধে জ্ঞানকাণ্ডবাক্যার্থশ্চৈবৈকত্বস্ত সাম-
ঞ্জস্যমবধার্যত ইতি । অত্রোচ্যতে যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ।
যথাহ্নয়েঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গাঃ । তস্মাৎ এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সন্তুতঃ ।
তদৈক্ষত তন্ত্বেজোহস্মজতেত্যাহ্নাপত্যার্থোপনিষদ্বাক্যোভঃ প্রাক্ পৃথক্
কর্মকাণ্ডে প্রকীৰ্ত্তিতঃ যত্ত্বম পরমার্থং কিস্তুহি গোণম্ । মহাকাশঘটাকাশা-
দিভেদবৎ । যথোদনং পচতীতি ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা তদ্বৎ । ন হি ভেদ-
বাক্যানাং কদাচিদপি মুখ্যভেদার্থত্বমুপপদ্যতে । স্বাভাবিকাবিদ্যাবৎ
প্রাণিভেদদৃষ্টানুবাদিত্বাদানুভেদবাক্যানাম্ । ইহ চোপনিষৎস্বপ্নপীতি-
প্রলয়াদিবাক্যোজ্জীবপরমান্বনোরেকত্বমেব প্রতিপাদয়িষিতম্ । তত্-
মসি অত্রোহসাংব্রোহহমস্মীতি ন স বেদেত্যাদিভিঃ । অত উপনিষৎ-
শ্বেকত্বং শ্রুত্যা প্রতিপাদয়িষিতং ভবিষ্যতীতি ভাবিনামেকবৃত্তিমাশ্রিত্য-
লোকে ভেদদৃষ্টানুবাদো গোণ এবত্যভিপ্রায়ঃ । অথবা তদৈক্ষত তন্ত্বে-
জোহস্মজতেত্যাহ্নাপত্তেঃ প্রাগেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যেকত্বং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ।
তদেব চ তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসীত্যেকত্বং ভবিষ্যতীতি তাং ভবিষ্যদ-
বৃত্তিমপেক্ষ্য যজ্জীবাত্মনোঃ পৃথক্ত্বং যত্র কচিৎকো গম্যমানং তদগোণম্ ।
যথোদনং পচতীতি তদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

বিরোধ হেতু কেবল জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি বাক্যদ্বারা জীব ও পরমান্বার
ঐক্য হইতে পারে না । ইহার উত্তর এই যে, কর্মকাণ্ডীয় শ্রুতিতে
যে জীব ও পরমান্বার পার্থক্য উক্ত আছে, তাহা গোণ পার্থক্য ; প্রকৃত
পক্ষে জীব ও পরমান্বার বিভিন্নতা নাই । যেমন মহাকাশ ও ঘটাকাশাদি
আপাততঃ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহাদিগের বিভিন্নতা নাই,
সেইরূপ জীব ও আত্মার বিভিন্নতাও যথার্থ নহে । যেমন অন্নপান
করিতেছে, এইস্থলে অন্ন শব্দের গোণ অর্থ হইয়া থাকে, বস্ত্রের তণ্ডুলা-
বস্ত্রাভে অন্নের সম্ভব নাই ; সুতরাং অন্নের গোণ অর্থ স্বীকার করিতে
হয়, সেইরূপ জীব ও আত্মার পৃথক্ গোণ ॥ ১৪ ॥

মুল্লোহবিষ্কুলিঙ্গাদৈঃ সৃষ্টির্থা চোদিতাহুত্থা ।

উপায়ঃ সোহবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ১৫ ॥

নমু যত্নংপত্তেঃ প্রাগজং সৰ্বমেকমেবাবিহীতং তথাপ্যুৎপত্তেরূপং জাতমিদং সৰ্বং জীবান্ত ভিন্না ইতি । মৈবম্ অতীতদ্ব্যুৎপত্তিশ্রুতীনাং । পূৰ্বমপি পরিহৃত এবায়ং দোষঃ । স্বপ্নবদাত্মমাবিসর্জিতাঃ সজ্জ্বাতাঃ ঘটাকাশোৎপত্তিভেদাদিবজ্জীবানামুৎপত্তিভেদাদিরিতি । ইত এবোৎপত্তিভেদাদিশ্রুতিভ্যা আকুষ্যেহ পুনরুৎপত্তিশ্রুতীনামৈদম্পারম্পর্য্যপ্রতিপাদয়িষোপত্থাসঃ । মুল্লোহবিষ্কুলিঙ্গাদিদৃষ্টান্তোপত্থাসৈঃ সৃষ্টির্থা চোদিতা প্রকাশিতা অত্থা চ স সৰ্বঃ সৃষ্টিপ্রকারো জীবপরমাত্মৈকত্ববুদ্ধাবতারায়োপায়োহস্মাকম্ । যথা প্রাগসংবাদ বাগাদ্যাহুরপাণ্ডুবোধাত্মাত্মনিকা কল্পিতা প্রাগবৈশিষ্ট্যবোধাবতারায় তদপ্যসিদ্ধমিতি চেৎ ন শাখাভেদেষুত্থা চ প্রাগাদিসম্বাদশ্রবণাৎ । যদি হি বাদঃ পরমার্থ এবাত্মদেবরূপ এব সম্বাদঃ সৰ্বশাখাস্বশ্রোয়াদ্বিরুদ্ধানেকপ্রকারেণ নাশ্রোযাৎ । শ্রুতে তু তস্মিন্ন তাদর্থ্যং সম্বাদশ্রুতীনাম্ । তথোৎপত্তিবাক্যানি প্রত্যেতব্যানি । কল্পসর্গভেদাৎ সম্বাদশ্রুতীনাম্ প্রতিসর্গমন্ত্রাঘমিতি চেৎ । নিশ্চয়োজনস্বাদ্বোধোক্তবুদ্ধাবতারপ্রয়োজনব্যাতিরেকেণ । ন হুৎপ্রয়োজনবন্ধং সম্বাদোৎপত্তিশ্রুতীনাম্ শক্যংকল্পয়িতুম্ । তথাহুৎপ্রতি-

যদি বল, সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিতে জানা যায় যে, সৃষ্টির পূর্বেই একমাত্র অবিহীত সনাতন ব্রহ্ম ছিলেন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে নানাপ্রকার জীব হইয়া থাকে, অতএব অবৈতমতের বিরোধ দেখা যায়, তথাপি সৃষ্টি বিষয়ক শ্রুতির অল্প প্রকার অর্থ দ্বারা জীব ও আত্মার ঐক্য প্রতিপন্ন হইতেছে । মৃত্তিকা, লৌহ ও বিষ্কুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা যে সৃষ্টিপ্রকার উক্ত হইয়াছে, তাহাও জীব ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদনার্থ জানিবে, অতএব কোনরূপেও জীব ও আত্মার ভেদ হইতে পারে না ; সুতরাং অবৈতমতের বিরোধ নাই । যেমন স্বপ্নকালে নানাপ্রকার অলীক পদার্থের সর্জন হয়, সেইরূপ এই জগতে নানাপ্রকার জীব ও দেহা দ্বারা এবং ঘটাকাশ ও মহাকাশের বৈরূপ

আশ্রমাস্ত্রিবিধা হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ ।

উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থমমুকম্পয়া ॥ ১৬ ॥

পত্নয়ে ধ্যানার্থমিতি চেন্ন । কলহোৎপত্তিপ্রলয়ানাং প্রতিপত্তেরনিষ্টহাৎ ।
তস্মাৎপত্ন্যাদিশ্রুতর আত্মকস্ববুদ্ধাবতারাতৈব নাত্বাঃ কল্পয়িতুং যুক্তাঃ ।
অতো নাস্ত্যুৎপত্ন্যাদিকৃতো ভেদঃ কথঞ্চন ॥ ১৫ ॥

যদি পর এবায়া নিত্যবুদ্ধমুক্তস্বভাব একঃ পরমার্থঃ সস্নেহমেবা-
ধিতীয়মিত্যাদিশ্রুতিভ্যোঃসদন্তঃকিমর্থেন্মুপাসনোপদিষ্টা । আত্মা বা
অরে দ্রষ্টব্যঃ । য আত্মাপহতপাপা স ক্রতুং কুর্বাতি । আত্মোত্যোবো-
পাসীতেত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ । কৰ্ম্মাণি চাশ্বিনোত্রাদীনি । শৃণু তত্র ক্লার-
ণম্ । আশ্রমা আশ্রমিণোহধিকৃতাঃ । বর্ণিনশ্চ মার্গগাঃ । আশ্রমশব্দস্ত
প্রদর্শনার্থস্ত্রিবিধাঃ । কথং হীনমধ্যমোৎকৃষ্টদৃষ্টয়ঃ । হীনা নিকৃষ্টা
মধ্যমা উৎকৃষ্টা চ দৃষ্টিদর্শনসামর্থ্যক যেষাং তে মন্দমধ্যমোত্তম বুদ্ধিসাম-
র্থ্যোপেতা ইত্যর্থঃ । উপাসনোপদিষ্টেয়ং তদর্থং মন্দমধ্যমদৃষ্ট্যা শ্রমাদ্যর্থঃ

প্রভেদ, জীব ও আত্মার প্রভেদও সেইরূপ জানিবে । ইহাই সৃষ্টি বিষয়ক
শ্রুতির অর্থ ॥ ১৫ ॥

পরমব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদনদ্বারা সৃষ্টি বিষয়ক শ্রুতির বিরোধ
নিবারণ করিয়া এইক্ষণ উপাসনাবিধির বিরোধের পরিহার করিতেছেন ।—
ইতি পূর্বে নানাপ্রকার শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা প্রমাণীকৃত
হইয়াছে যে, নিত্য বুদ্ধ মুক্তস্বভাব একমাত্র সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই সৎ এবং
ব্রহ্মাতিরিক্ত সকলই অসৎ । এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি
একমাত্র ব্রহ্মই সৎ এবং অল্প সমুদায়ই অসৎ হইল, তাহাইলে “সর্বদা
আত্মাহুসন্ধান করিবে”, “আত্মাধ্যানে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়”, “সর্বদা যজ্ঞা-
হুষ্ঠান করিবে”, “অবশ্য আত্মার উপাসনা করিবে” এবং “অগ্নি-
হোত্রাদি যজ্ঞ অবশ্য কর্তব্য” ইত্যাদি নানা শ্রুতিতে উপাসনাকর উল্লেখ
করিলেন কেন ? ইহার উত্তর এই যে, জগতে ত্রিবিধ অধিকারী আছে,
বধা নিকৃষ্টাধিকারী, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী । উক্ত ত্রিবিধ অধি-

অসিদ্ধান্তব্যবস্থাস্থ দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্ ।

পরস্পরং বিরুদ্ধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ১৭ ॥

কর্ণাণি চ । ন চাষ্ট্মক এবাদ্বিতীয় ইতি নিশ্চিতোত্তম দৃষ্টার্থং দয়ানুনা
বেদেনাভুক্ত্যস্মা সন্মার্গগাঃ সন্তঃ কথমিমাংসুত্তমামেকত্বদৃষ্টিং প্রাপ্নুয়ুর্নিতি ।
যন্মনসা নম নুতে যেনাহ্মনোমতং তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিজি । নেদং যদি-
দমুপাসতে তত্ত্বমসি আষ্ট্মবেদং সর্কমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্রোপপত্তিভাবমধারিতত্বাৎ অদ্বয়াদ্বদর্শনং সম্যগ্দর্শনং তদ্বাহ-
দ্বান্মিথ্যাদর্শনমন্তঃ । ইতচ্চ মিথ্যাদর্শনং দ্বৈতিনাং রাগদ্বेषাদিদোষা-
স্পাদুত্বাৎ কথং সিদ্ধান্তব্যবস্থাস্থ অসিদ্ধান্তরচনানিয়মেণ কপিলকণাদ-
বুদ্ধাদিদৃষ্টান্তসারিণো দ্বৈতিনো নিশ্চিতাঃ । এবমেবৈব পরমার্থো নাস্ত্র-
থেতি তত্র তত্রাহুরক্তাঃ প্রতিপক্ষধ্যানঃ পশুন্তস্তং দ্বিবস্তুইত্যেবং রাগ-
দ্বेषোপেতাঃ অসিদ্ধান্তদর্শননিমিত্তমেব পরস্পরমন্তোন্তং বিরুদ্ধ্যন্তে ।

কারীর মধ্যে যাহারা উত্তমাধিকারী, তাঁহারা উপাসনা করেন না ।
বুদ্ধির তাবতমাই উক্তপ্রকার অধিকারিভেদের কারণ । যাহাদিগের বুদ্ধি
সংসারে, আশ্রিত আছে, তাঁহারা নিকৃষ্ট অধিকারী, যাহাদিগের বুদ্ধি
মধ্যমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা মধ্যমাধিকারী এবং যাহারা ব্রহ্মবিজ্ঞান
লাভকরিয়াছেন, তাঁহারা উত্তমাধিকারী । উত্তমাধিকারিদিগের কোনপ্রকার
উপাসনার আশ্রক নাই এবং যাহারা মধ্যম ও অধমাধিকারী তাঁহাদিগের
উপাসনা আবশ্যক । অতএব পরম রূপাস্থ বেদ অহুকম্পা করিয়া মধ্যম ও
অধমাধিকারীদিগের নিমিত্তে উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে, অদ্বৈত আত্মজ্ঞানই
বস্তুার্থ জ্ঞান । তত্ত্বিন্ন বাহ্য পদার্থ সকলের মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত দ্বৈতজ্ঞানকে
প্রকৃতজ্ঞান বলা যায় না । দ্বৈতবাদিদিগের রাগদ্বেষাদি নামাধি দোষ
দোষা যার অতএব কপিল, কণাদ, বুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ মতাবলম্বীরা স্ব-
সিদ্ধান্ত বিষয়ে নানাপ্রকার বিরোধ করিয়া থাকেন । কপিলাদিরা
আপন আপন মতসংস্থাপনার্থ আপন আপন মতকে প্রধান বলিয়া জ্ঞান

অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তত্ত্বদে উচ্যতে ।

তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনাং ন বিরুদ্ধ্যতে ॥ ১৮ ॥

তৈরন্তোত্তরোপাধিভিন্নস্বদীয়োঃ বৈদিকঃ সর্বানন্তাদ্বৈতকল্পদর্শন-
পক্ষে ন বিরুদ্ধ্যতে । যথা স্বহস্তপাদাদিভিঃ । এবং রাগদেবানাম্পদ-
দ্বাদ্বৈতকল্পবুদ্ধিরেব সম্যগ্দর্শনমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭ ॥

কেন হেতুনা তৈর্বিরুদ্ধ্যত ইত্যুচ্যতে । অদ্বৈতং পরমার্থো হীতি ।
যস্মাদদ্বৈতং নানাস্বমন্তাদ্বৈতস্ত ভেদস্তস্ত কার্যামিতার্থঃ । একমেবাদ্বিতী-
য়ম্ । তত্ত্বজ্ঞোহন্যজতেতি শ্রুতেঃ । উপপত্তেশ্চ । স্বচিন্তস্পন্দনাভাবে
সমার্থো মুচ্ছায়াং স্ফুপ্তৌ চাভাবাৎ । অতন্তত্ত্বদে উচ্যতে দ্বৈতম্ । দ্বৈতি-
নাস্ত তেষাং পরমার্থতশ্চোভয়থাপি দ্বৈতমেব । যদি চ তেষাং ভ্রান্তানাং
দ্বৈতদৃষ্টিরস্বাকমদ্বৈতদৃষ্টিরভ্রান্তানাং তেনাং হেতুনাশ্চপক্ষে ন বিরুদ্ধ্যতে
তৈঃ । ইন্দ্রো মায়্যভিঃ । ন তু তদ্বিতীয়মস্তুতিশ্রুতেঃ । যথা মন্ত-

করিয়া অপরাপরমতের প্রতি দ্বেষাদির বশীভূত হইয়া পরস্পরমতের প্রতি
নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়া থাকেন । কিন্তু আমাদের এই অদ্বৈত
বৈদিক মতকে কেহই বিরুদ্ধ বলিতে পারেন না । যেমন কোন ব্যক্তিই
আপন হস্ত পদাদির প্রতি অবিবাস করিতে পারে না, সেইরূপ অদ্বৈত
বৈদিক মতের প্রতি কেহ দোষারোপ করিতে পারে না । অতএব রাগ-
দ্বেষাদিশূদ্ধ অদ্বৈত আত্মজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৭ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈত আত্মজ্ঞান বিরুদ্ধ নহে, এইরূপ
সেই অবিরুদ্ধতার হেতু নিরূপণ করিতেছেন ।—যেহেতু নানাবিধ শ্রুতি-
প্রমাণে জানা যায় যে, অদ্বৈতই পরমার্থ এবং দ্বৈত সেই অদ্বৈতের কার্য্য ।
যখন চিন্তানিষ্পন্ন হইয়া সমাধি উপস্থিত হয়, তখন দ্বৈত বুদ্ধি থাকে না
এবং মুচ্ছাকালে স্ফুপ্তিসময়েও দ্বৈতের অভাব দেখা যায় । অতএব
বাহ্যরা দ্বৈতবাদী, তাহার ভ্রান্ত ; কিন্তু আমরা অদ্বৈতবাদী, আমাদের
ভ্রম নাই । কারণ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, পরমাত্মার দ্বিতীয় নাই ।
বাহ্যরা দ্বৈতবাদী, তাহারো-চিন্তার পরমব্রহ্মকে পরমার্থরূপে স্বীকার
করে ; সুতরাং আমাদের অদ্বৈত বৈদিক মত সর্বদা অবিরুদ্ধ ॥ ১৮ ॥

মায়া। ভিদ্যাতে হেতুমান্বধাজং কথঞ্চন ।

তত্ত্বতো ভিদ্যামানে হি মর্ত্যতামমৃতং ব্রজেৎ ॥ ১৯ ॥

গজাকুট উন্নতঃ ভূমিষ্ঠঃ প্রতি গজাকুটোহহং বাহয় মাং প্রতীতি ক্রবাণ-
মপি তং প্রতি ন বাহয়তাবিরোধবুদ্ধ্যা তৎ ॥ ততঃ পরমার্থতো ব্রহ্ম
চিদান্বৈব দ্বৈতিনাম্ । তেনায়ং হেতুনাশ্রয়পক্ষে ন বিরুদ্ধাতে তৈঃ ॥ ১৮ ॥

দ্বৈতমদ্বৈতভেদে ইত্যুক্তদ্বৈতমপ্যদ্বৈতবৎ পরমার্থসদিত্তি স্মৃৎ কস্তচিদা-
শঙ্কেত্যত আহ । যৎপরমার্থসদদ্বৈতং মায়া ভিদ্যাতে হেতুতৈমিরিকা-
নেকচন্দ্রবজ্রজ্জ্বঃ সর্পাদিধারাদিভির্ভেদৈরিব ন পরমার্থতো নিরবয়বত্বা-
নাস্ত্বনঃ । সাবয়বং স্ববয়বান্বত্বাৎ ভিদ্যাতে । যথা মৃদ্বটাদিভেদৈঃ ।
তস্মাদনিরবয়বমজং নাস্তথা কথঞ্চন কেনচিদপি প্রকারেণ ন ভিদ্যাতে ইতা-
ভিপ্রায়ঃ । তত্ত্বতো ভিদ্যামানে হমৃতমজমদ্বয়ং স্বভাবতঃ সম্মর্ত্যতাং
ব্রজেৎ । যথাহগ্নিঃ শীততাম্ । তচ্চানিষ্টং স্বভাববৈপরীত্যগমনম্ । সৰ্ব-

কেহ এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, যদি দ্বৈত অদ্বৈতের কার্য্য বলিয়া
উক্ত হইল, তবে অদ্বৈত যেমন পরমার্থ সংস্বরূপ, সেইরূপ দ্বৈতও
পরমার্থ সংস্বরূপ হইল না কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যিনি
পরমার্থ সংস্বরূপ অদ্বৈত, তিনিই মায়া বলে নানারূপে বিভিন্ন হয়েন ।
যেমন ঐন্দ্রজালিকেরা এক চন্দ্রকে অসংখ্য চন্দ্ররূপে দেখায়, সেইরূপ
সংস্বরূপ অদ্বৈত মায়া বলে নানারূপে বিভক্ত হইয়া থাকেন এবং যেমন
একমাত্র রজুতে সর্প ও জলধারাদি নানাপ্রকার ভ্রান্তি হয়, সেইরূপ এক
ব্রহ্মেতে নানাপ্রকার ভ্রান্তি হইয়া থাকে । বাস্তবিক আত্মা নিরবয়ব, তাঁহার
কোন ভেদ হইতে পারে না, কেবল সাবয়বেরই ভেদ দেখা যায় ।
যুক্তিকা সাবয়ব, তাহার ভাবান্তর হয়, অতএব ঘটাদিরূপে তাহারই
ভেদ হইতে পারে । কিন্তু আত্মা নিরবয়ব, তাঁহার ভাবান্তর হইতে
পারে না, সুতরাং ভেদও অসম্ভব । বাস্তবিক তিনি অজ ও অবয়, মায়া
বলেই মর্ত্যতাব প্রাপ্ত করেন । যেমন মায়াবলে অগ্নিও শীতল বোধ
হয়, সেইরূপ আত্মাকেও মর্ত্য বলিয়া জ্ঞান হয় ॥ ১৯ ॥

অজাতশ্চৈব ভাবস্ত জ্ঞাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ ।

অজাতো হ্মুতো ভাবো মর্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥ ২০ ॥

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যং ন মর্ত্যমমৃতস্তথা ।

প্রকৃতেরনুথাভাবো ন কথঞ্চিদুবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

স্বভাবেনামুতো যস্ত ভাবো গচ্ছতি মর্ত্যতাম্ ।

প্রমাণবিরোধাৎ । অজমব্যয়মান্নতত্ত্বং মায়ৈব ভিদ্যতে ন পরমার্থতঃ ।

তস্মান্ন পরমার্থসদৃশতম্ ॥ ১৯ ॥

যে তু পুনঃ কেচিৎপনিষদ্ব্যাখ্যাতারো ব্রহ্মবাদিনো বাবদূকা অজা-
তশ্চৈবভাবস্তমৃতস্ত স্বভাবতো জ্ঞাতিমুৎপত্তিমিচ্ছন্তি পরমার্থত এব
তেষাং জ্ঞাতং চেত্তদেব মর্ত্যতামেষ্যত্যবশম্ । স চাজাতো হ্মুতভাবঃ
স্বভাবতঃ সন্নান্না কথং মর্ত্যতামেষ্যতি ন কথঞ্চন মর্ত্যত্বস্বভাববৈপরীত্য
মেষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বস্মান্ন ভবত্যমৃতং মর্ত্যালোকেনাপি মর্ত্যমমৃতং তথা ততঃ প্রকৃতে স্বভা-
বস্যানুথাভাবঃ স্বতঃ প্রচ্যুতিন্ কথঞ্চিদুবিষ্যতি । অগ্নেরিবৌক্ষ্যস্য ॥ ২১ ॥

যস্ত পুনর্বাদিনঃ স্বভাবেনামুতো ভাবো মর্ত্যতাং গচ্ছতি পরমার্থতো

কোন কোন উপনিষদ্ব্যাখ্যাতা বাবদূক ব্রহ্মবাদীরা অজাত আত্মারও
উৎপত্তি স্বীকার করেন । বাস্তবিক যিনি অজাত, কখনও তিনি মর্ত্যভাব
প্রাপ্ত হইতে পারেন না । জাত পদার্থের মরণ ধর্ম সম্ভব ; কিন্তু অজাত হে
পদার্থ, তাহার জন্ম নাই, তাহার মরণও নাই । আত্মা অজাত, অতএব
তাহার মর্ত্যভাব স্বীকার করা যায় না ॥ ২০ ॥

কখনও অমৃত পদার্থ মর্ত্য হইতে পারে না এবং মর্ত্যপদার্থ অমৃত হই
না । যেহেতু কোনরূপেও প্রকৃতির অন্তর্থা হইতে পারে না । বাহার যে
স্বভাব, সেই স্বভাবের বৈপরীত্য হওয়া অসম্ভব । যে পদার্থের যে স্বভাব,
সেই পদার্থের সেইরূপ স্বভাবই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অমর্ত্য হইয়াও মর্ত্যভাব প্রাপ্ত হয়েন । যেহেতু তিনিই
কার্য্যকারণস্বরূপ । একমাত্র ব্রহ্মই উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপে অমর্ত্য

কৃতকেনামৃতস্তস্ত কথং স্বাস্থ্যতি নিশ্চলঃ ॥ ২২ ॥

ভূততোহভূততো বাপি স্বজ্যামানে সমা শ্রুতিঃ ।

নিশ্চিতং যুক্তিযুক্তঞ্চ যন্তস্তবতি নেতরং ॥ ২৩ ॥

জায়তে তন্ত প্রাপ্তংপতে: সভাব: স্বভাবতোহমৃত ইতি প্রতিজ্ঞা মৃষেব ।
কথং তর্হি কৃতকেনামৃতস্তস্ত স্বভাব: কৃতকেনামৃত: স কথং স্বাস্থ্যতি
নিশ্চলোহমৃতস্বভাবতয়া ন কথঞ্চিংহাস্যতি আত্মা জাতিবাদিন: সর্বদা-
হজ্ঞ: নাম নাস্ত্যেব সর্ব্যমেতন্নর্ত্যম্ । অতোহনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যভি-
প্রায়: ॥ ২২ ॥

নব্বজাতিবাদিন: সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতিন্ সঙ্গচ্ছতে প্রামাণ্যম্ ।
বাঢ়ং বিদ্যাতে সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতি: । সা স্বত্বপরা উপায়: সোহব-
তারায়ৈত্যবোচাম । ইদানীমুক্তেহপি পরিহারে পুনশ্চোদ্যপরিহারৌ বিব-
ক্ষিতার্থং প্রতি সৃষ্টি শ্রুত্যক্ষরাণামানুলোম্যবিরোধাশঙ্কামাত্রপরিহারার্থো ।
ভূতত: পরমার্থত: স্বজ্যামানে বস্তুনি অভূততো মাময়া বা মায়াং বিনেব
স্বজ্যামানে বস্তুনি সমা তুল্যা সৃষ্টিশ্রুতি: । নহু গোণমুখ্যয়োম্মুখ্যে শব্দার্থ-
প্রতিপত্তিবুক্তা ন অন্তথা: সৃষ্টিরপ্রসিদ্ধত্বান্ধ্রিয়প্রয়োজনত্বাচ্চেত্যবোচাম ।

থাকেন এবং উৎপত্তির পর সেই একই কার্যরূপে মর্ত্য্যভাব আশ্রয় করেন ।
অতএব রূপভেদে একব্রহ্মের মর্ত্য্যামর্ত্য্য উভয় ভাবই অবিরুদ্ধ বলিয়া
প্রতিপন্ন হইতেছে ; সুতরাং যাহারা বলিয়া থাকেন যে, “অমর্ত্য্যও মর্ত্য্য
হয় না, এবং মর্ত্য্যও অমর্ত্য্য হয় না” তাঁহাদের এই প্রতিজ্ঞা বৃথা হইল ।
যাহার অমৃতত্বকালনিক, সে কখনও নিশ্চল থাকিতে পারে না, অর্থাৎ যদি
আত্মার অমৃতত্ব যথার্থই না হইল, তবে মোক্ষ অসম্ভব হইতে পারে ॥২২॥

ঐশ্বর্যবাদী বলিতে পারেন, যখন ভূত অর্থাৎ পরমার্থ এবং অভূত
অর্থাৎ মায়া, উভয় হইতেই মায়াভিন্ন, অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুর উৎপত্তি সম্বন্ধে
তুল্যপ্রামাণ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন উহার প্রামাণ্য-কিরূপে সঙ্গত
হইতে পারে? ইহা স্বীকার করিতেছি, তদ্বৎ শ্রুতি আছে বটে এবং
যদি আত্মা কার্যরূপে উৎপন্ন না হয়, তবে একরূপ সৃষ্টিবিষয়ক

নেহনানেতি চান্মায়াদিস্ত্রো মায়্যাভিরিত্যপি ।

অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ ॥ ২৪ ॥

অবিদ্যা সৃষ্টিবিষয়েব সৰ্বা গোণী মুখ্যা চ সৃষ্টিঃ ন পরমার্থতঃ । সবাছা-
ভ্যন্তরোহজ ইতি শ্রুতেঃ । তস্মাচ্ছত্যা নিশ্চিতং যদেকমেবাদ্বিতীয়ম-
জন্মমৃতমিতি যুক্তিযুক্তঞ্চ । মুক্ত্যা চ সম্পন্নং তদেবেত্যবোচাম পূৰ্বেণৈবৈঃ
তদেব শ্রুত্যর্থো ভবতি নেতরং কদাচিদপি ॥ ২৩ ॥

কথং শ্রুতিনিশ্চয় ইত্যাহ । যদি হি ভূত এব সৃষ্টিঃ শ্রান্ততঃ সত্যমেব
নানা বস্তুতি তদভাবপ্রদর্শনার্থমায়্যায়ো ন স্যাৎ । অস্তি চ নেহ নানাস্তি
কিঞ্চনেত্যাদিরায়্যায়ো দ্বৈতভাবপ্রতিষেধার্থঃ । তস্মাদাষ্ট্রকত্বপ্রতিপত্তার্থা
কল্পিতা সৃষ্টিরভূতৈব প্রাণসম্বাদবৎ । ইচ্ছা মায়্যাভিরিত্যভূতার্থপ্রতিপাদ-
কেন মায়্যাশব্দেন ব্যাপদেশাৎ । নহু প্রজ্ঞাবচনো মায়্যাশব্দঃ সত্যম্ । ইন্দ্ৰিয়-
প্রজ্ঞয়া অবিদ্যাভ্যেন মায়্যাভ্যভ্যুপগমাদদোষঃ । মায়্যাভিরিঞ্জিয়প্রজ্ঞা-
ভিরবিদ্যারূপাভিরিত্যর্থঃ । অজায়মানো বহুধা বিজায়ত ইতি শ্রুতেঃ ।

শ্রুতুক্তিও অযুক্ত হইয়া পড়ে । কিন্তু দেখিতে হইবে যে, ঐ শ্রুতিতে যখন
অদ্বৈতমতের পোষকতাই উক্ত হইয়াছে, (দ্বৈতমতের নহে) তখন ঐ শ্রুতিলে
সৃষ্টিশব্দের গোণার্থই মুখ্যার্থরূপে গ্রহণপূর্বক শ্রুতির যুক্তিযুক্ত তাৎপর্যার্থ
যে মায়্যাময় সৃষ্টি, ইহাই বুঝিতে হইবে । কখনই লৌকিক মুখ্যার্থ গ্রহণ
করিতে হইবেনা । লৌকিকার্থ সত্য হউক, তাহা নিশ্চয়োজন বলিয়া
কখনই শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে । শ্রুতির মতে সৃষ্টিমাত্রই মায়্যাময়, কিছুই
সত্য নহে ॥ ২৩ ॥

আরও দেখ, যদি পূর্বোক্ত শ্রুত্যর্থ অদ্বৈতমতের অমূল্য না হইবে,
তবে এই “জগতে কিছুই নানা, অর্থাৎ বহুবিধরূপে বর্তমান নহে” এইরূপ
দ্বৈত প্রতিকূল শ্রুতিও দৃষ্ট হইতেছে কেন? অথচ উহার প্রতিষেধক শ্রুত্যা-
ন্তরও দৃষ্ট হইতেছে না কেন? “ইচ্ছা মায়্যাঘারা” ইত্যাদি যে শ্রুতি রহিয়াছে,
উহাও অবিদ্যা বিষয়কই দৃষ্ট হইতেছে । অতএব সৃষ্টিশব্দে শ্রুতিতে
কল্পিত সৃষ্টিকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে । আরও দেখ, “অজায়মান, অর্থাৎ
উৎপত্তি বিহীন, একমাত্র আত্মা মায়্যাযোগে বহুধা “উৎপন্ন হইতেছেন”

সম্বুতেরপবাদাক্ত সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে ।

কোষেনং জনয়েদিত্তি কারণং প্রতিষিধ্যতে ॥২৫॥

তস্মান্মায়ৈব জায়তে তু সঃ । তু শব্দোহবধারণার্থঃ । মায়ৈবেতি । ন
অজায়মানত্বং বহুধা জন্ম চৈকত্র সম্ভবতি । অগ্নাবিব শৈত্যমৌক্ষ্যক্য ।
ফলবত্বাচ্চৈকত্বদর্শনমেব শ্রুতিনিশ্চিতোহর্থঃ । তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ
একত্বমরূপশ্চ ত ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাং । যুতোয়াঃ স যুত্বামাপ্নোতীতি নিশ্চিত-
ত্বাচ্চ সৃষ্টাদিত্তেভদৃষ্টেঃ ॥ ২৪ ॥

অনুতমঃ এবিশস্তি যে সম্বুতিমুপাসত ইতি শ্রুতেঃ সম্বুতেরূপাস্যত্বাপ-
বাদাৎ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে । ন হি পরমার্থতঃ সম্বুত্যাং সম্বুতৌ তদ্ববাদ
উপপদ্যতে । নহু বিনাশেন সম্বুতেঃ সমুচ্চয়বিধার্থঃ সম্বুত্যাপবাদঃ । যথা-
হৃদন্তমঃ এবিশস্তি যেহবিদ্যামুপাসতে ইতি । সত্যমেব দেবতাদর্শনস্য
সম্বুতিবিষয়স্য বিনাশশব্দবাচ্যস্য কর্মণঃ সমুচ্চয়বিধানার্থঃ সম্বুত্যাপবাদঃ ।
তথাপি বিনাশাখ্যস্য কর্মণঃ স্বাভাবিকাজ্ঞানপ্রবৃত্তিরূপশ্চ যুত্যোরতিতরণা-
র্থত্বদেবতাদর্শনকর্মসমুচ্চয়স্য পুরুষসংস্কারার্থস্য কর্মফলরাগপ্রবৃত্তিরূপস্য
সাধ্যসাধনৈবগাধরলক্ষণস্য যুত্যোরতিতরণার্থত্বম্ । এবং হেবগাধরলক্ষণা-
দবিদ্যায় যুত্যোরতিতীরণস্য বিরক্তস্যোপনিষচ্ছাত্রার্থালোচনপরস্য নাস্ত-

এইরূপ শ্রুতিও বিদ্যমান রহিয়াছে । যদি উহা মায়াময় সৃষ্টিরই পরি-
পোষক না হইবে, তবে “অজায়মান বস্তু বহুধা জাত হইতেছে” এই
বাক্যার্থ অগ্নির শত্য ও উষ্ণতা উভয় বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান অসম্ভব বোধ
হইতেছে । অতএব একত্ব প্রদর্শনই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্যার্থ বলিয়া
গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

আরও দেখ, যিনি সম্বুতি, অর্থাৎ কার্যরূপ হিরণ্যগর্ত্তাখ্য শ্রেষ্ঠ
দেবতার উপাসনা করেন, তিনি গাঢ়তম অন্ধকারে প্রবেশ করিতেছেন ।
কার্যরূপ দেবতার উপাসনা সযত্নে এইরূপ নিম্নাবাদ রহিয়াছে । ঐ নিম্না
কি উৎপত্তির প্রতিষেধক নহে ? কে ইহাকে উৎপাদন করে ? শ্রুতির
আর এক সৌন্দর্যশোভিত কি কারণের প্রতিষেধক হইতেছে না ? এত-
দ্বারা অবিদ্যা জনিত নষ্ট বস্তুর যে কেহ জন্মগিতা নাই, এই অভিপ্রায়ই

স এষ নেতি নেতীতি ব্যাখ্যাং নিহুতে যতঃ ।

সর্বমগ্রাহ্যভাবেন হেতুনাহং প্রকাশতে ॥ ২৬ ॥

রীয়াসী পরমাত্মকত্ববিদ্যোৎপত্তিরিতি পূর্বভাবিনীমবিদ্যামপেক্ষ্য পশ্চা-
দ্ভাবিনী ব্রহ্মবিদ্যাহমৃতত্বসাধন। একেন পুরুষে সম্বধ্যমানা অবিদ্যায়া সমু-
চ্চীয়াত ইত্যাচ্যতে । অতোহন্তার্থবাদমৃতত্বসাধনং ব্রহ্মবিদ্যামপেক্ষ্য নিদার্থ
এব ভবতি সমুত্থাপবাদঃ । যদ্যপ্যপ্তজিবিয়োগহেতুরতস্মিষ্ঠত্বাৎ । অতএষ
সমুত্থেরপবাদাৎ সমুত্থেরাপেক্ষিকমেব সমুত্থমিতি পরমার্থসদাত্মকত্বমপে-
ক্ষ্যামুত্থাৎ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে । এবং মায়াশ্রিতস্যৈব জীবস্যাবিদ্যায়
গ্রহ্যপস্থাণিতস্যাবিদ্যানাশে স্বভাবরূপত্বাৎ পরমার্থতঃ কো যেনং জুন-
য়েৎ । ন হি রজ্জ্বাশ্রিতস্যাবিদ্যারোপিতং সর্পং পুনর্বিবেকতো নষ্টং জনয়েৎ
কশ্চিৎ । তথা ন কশ্চিৎদেনং জনয়েদিতি কো যিত্যাক্ষেপার্থত্বাৎ কারণং
প্রতিষিধ্যতে । অবিদ্যোক্তস্য নষ্টস্য জনয়িত্ব কারণং ন কিঞ্চিদস্মিত্যা-
তিপ্রায়ঃ । নাহং কুতশ্চিদ্ব বভূব কশ্চিদিতি শ্রুতেঃ ॥ ২৫ ॥

সর্ববিশেষপ্রতিষেধেনাধাতোহদেশো নেতি নেতীতি প্রতিপাদিত-
স্যাশ্রনো হ্রস্বোদ্যত্বং মন্যমানা শ্রুতিঃ পুনঃ পুনরুপায়ান্তরত্বেন তস্যৈব-
প্রতিপাদয়িত্বা যদ্বদ্যাব্যাপ্যতঃ তৎসর্বং নিহুতে । গ্রাহং জনিমদবুদ্ধি-
বিষয়মপলপ্যার্থাৎ স এষ নেতি নেতীতিয়াশ্রনোহদৃশ্যতাং দর্শয়ন্তী শ্রুতি
রুপায়স্যোপেয়তিনিষ্ঠতামজানত উপায়ত্বেন ব্যাখ্যাতস্যোপেয়বৎগ্রাহ্যতা-
য়া হ্রদিত্যাগ্রাহ্যভাবেন হেতুনা কারণেন নিহুত ইত্যর্থঃ । ততশ্চৈবমুপা-

স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে । যেহেতু এই অগতের কোন বস্তুই কোথা হইতেও
উৎপন্ন হয় নাই, শ্রুতিতে এইরূপও স্পষ্ট উক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৫ ॥

শ্রুতি আত্মার অতিহৃৎকরত্ববশতই তাহার অদৃশ্যতা জ্ঞাপনার্থ পুনঃ
পুনঃই দৃশ্য কল্পিত বস্তু হইতে তাহার বিশেষত্ব দেখাইতে যাইয়া “সেই
আত্মা এই নয়, সেই আত্মা এই নয়”, এইরূপ উক্তিপূর্বক ঐ বস্তু
ব্যাখ্যানের প্রতিষেধ করিয়া গিয়াছেন, তদ্বারাই অজ্ঞতাব আত্মার
প্রকৃতস্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

সতো হি মায়য়া জন্ম যুক্ত্যতে নতু তত্ত্বতঃ ।

তত্ত্বতো জায়তে যশ্চ জাতং তশ্চ হি জায়তে ॥ ২৭ ॥

রসোপেয়নিষ্ঠতামেব জানত উপেয়স্য চ নিত্যৈকরূপত্বমিতি তস্য সবা-
হ্যাত্মন্তরমজমাত্মতত্ত্বং প্রকাশতে স্বয়মেব ॥ ২৬ ॥

এবং হি শ্রুতিবাক্যশতৈঃ সবাহ্যাত্মন্তরমজমাত্মতত্ত্বমবয়ং ন ততোহ-
হৃদস্তীতি নিশ্চিতমেব । তদযুক্ত্যা চাধুনৈতদেব পুনর্নির্দার্য্যত ইত্যাহ ।
তত্রৈতৎ শ্রুতং সদা গ্রাহ্যমেব চেদসদেবাত্মতত্ত্বমিতি । তন্ন কার্য্যগ্রহণাৎ ।
যথা সতো মায়্যাবিনো মায়য়া জন্মকার্য্যং এবং জগতো জন্মকার্য্যং গৃহ-
মাণং মায়্যাবিনমিব পরমার্থং সন্তমাত্মানং জগজ্জন্ম মায়্যাস্পদমেব গম-
য়তি । যশ্চাৎ সতো হি বিদ্যমানাৎ কারণাৎ মায়্যানির্ম্মিতশ্চ হস্ত্যাদিকার্য্য-
শ্চেব জগজ্জন্ম যুক্ত্যতে । নাসতঃ কারণাৎ নতু তত্ত্বত এবাশ্বনো জন্ম
যুক্ত্যতে । অথবা সতো বিদ্যমানশ্চ বস্তুনো রজ্জ্বাদেঃ সর্পাদিবন্মায়য়া
জন্ম যুক্ত্যতে নতু তত্ত্বতো যথা তথাহগ্রাহশ্চ তত্শাপি সত এবাশ্বনো
রজ্জ্বসর্ব্বজ্জগদ্রূপেণ মায়য়া জন্ম যুক্ত্যতে । ন তু তত্ত্বত এবাজ্ঞাত্বানো
জন্ম । যশ্চ পুনঃ পরমার্থসদজমাত্মতত্ত্বং জগদ্রূপেণ জায়তে বাদিনো ন হি
তশ্চাজং জায়ত ইতি শক্যং বক্তুং বিরোধাৎ । ততস্তত্শার্থাজ্জাতং জায়ত
ইতাপন্নম্ । ততশ্চানবস্থাপাতাজ্জায়মানত্বেন । তন্মাদজমেকমেবাত্ম-
তত্ত্বমিতি সিদ্ধম্ ॥ ২৭ ॥

এইপ্রকার শ্রুতিবাক্যসমূহদ্বারা আত্মা যে অদ্বয়, তত্ত্বিগ্ন অশ্চ কিছুই
নাই, ইহাই নিশ্চিত হইল, তথাপি তদীয়যুক্তি বলে অধুনা সেই আত্মাই
নির্ণীত হইতেছে।—সংস্বরূপ আত্মার মায়াতেই যে জন্ম হয়, তাহাই
যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, বাস্তবিক সংপদার্থের জন্ম নাই। বাহ্যারা আত্মার
জন্ম স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে “জাতই জন্মিতেছে”, এইরূপ অর্থ
বুঝিতে হইবে; নতুবা অজ্ঞের জন্ম হয়, এই বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে । কারণ
যিনি অজায়মান, তাহার আবার জন্ম কি? এতদ্বারা আত্মা যে এক এবং
জন্মরহিত, তাহাই সিদ্ধ হইল ॥ ২৭ ॥

অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে ।

বক্ষ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে ॥ ২৮ ॥

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ ।

তথা জাগ্রদ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ ॥ ২৯ ॥

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ ।

অসদ্বাদিনামসতো ভাবস্তু মায়য়া তত্ত্বতো বা ন কথঞ্চন জন্ম যুজ্যতে ।
অদৃষ্টত্বাৎ ন হি বক্ষ্যাপুত্রো মায়য়া তত্ত্বতো বা জায়তে তস্মাদসদ্বাদো দূরত
এবানুপপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

কথং পুনঃ সতো মায়্যৈব জন্মেত্যাচ্যতে । যথা রজ্জ্বাং বিকল্পিতঃ
সৰ্পো রজ্জুরূপেণাবেক্ষ্যমাণঃ সন্ এবং মনঃ পরমার্থবিজ্ঞপ্ত্যায়ুরূপেণা-
বেক্ষ্যমাণঃ সৎ গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ দ্বয়াভাসং স্পন্দতে স্বপ্নে মায়য়া রজ্জ্বা-
স্ৰিব সৰ্পঃ । তথা তদ্বদেব জাগ্রজ্জাগরিতে স্পন্দতে মায়য়া মনঃ স্পন্দত
ইবেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

রজ্জুরূপেণ সৰ্প ইব পরমার্থত আয়ুরূপেণাদ্বয়ং সত্তদ্বয়াভাসং মনঃ
স্বপ্নে ন সংশয়ঃ । ন হি স্বপ্নে হস্ত্যাদি গ্রাহং গ্রাহকং চক্ষুরাদিদ্ধয়ং

অসদ্বাদিদিগের পক্ষে অসদ্বস্তুর জন্ম কি বাস্তবিক? অথবা মায়াকল্পিত,
কোনরূপই সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না, কারণ বক্ষ্যাপুত্রের জন্ম
বাস্তবিক অথবা মায়াকল্পিত কোনপ্রকারই দৃষ্ট হইতেছে না । অতএব
অসদ্বাদীর মত একান্তই অগ্রাহ্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২৮ ॥

কিরূপে কেবল মায়াদ্বারাই সতের উৎপত্তি অনুভূত হয়, তাহা
দেখাইতেছেন ।—যেমন রজ্জুতে বিকল্পিত সৰ্প রজ্জুরূপে দৃষ্ট হইয়াও দ্বৈত-
বৎ প্রতীভাশ হয় এবং যেমন মনঃ স্বপ্নকালে মায়াদ্বারা গ্রাহবস্তুর অগ্রা-
হকরূপে দ্বৈতবৎ আভাসমান হয়, সেইরূপ জাগ্রদবস্থায় মন একমাত্র
মায়াদ্বারাই দ্বৈতবৎ প্রতীভাশ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

রজ্জুরূপে সৰ্পবৎ অদ্বয় মনঃ স্বপ্নযোগে যে দ্বৈতবৎ প্রতীভাশ হয়,
তাহার আর সংশয় নাই । আর জাগ্রদবস্থায়ও যে সেই মনঃ অদ্বৈত

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জ্ঞাগ্রম সংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥

মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্ ।

মনসো হৃমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥ ৩১ ॥

আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা ।

অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যভাবে তদগ্রহম্ ॥ ৩২ ॥

বিজ্ঞানবাতিরেকেশান্তি । জাগ্রদপি তথৈবেত্যর্থঃ । পরমার্থসম্বিজ্ঞান-
মাত্রাবিশেষাৎ ॥ ৩০ ॥

রজ্জুসৰ্পবদ্বিকল্পনারূপং দ্বৈতরূপেণ মন এব যুক্তম্ । তত্র কিং প্রমাণ-
মিত্যুপপত্তিঃ। কথং তেন হি মনসা বিকল্প্যমানেন
দৃশ্যং মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং সৰ্পং মন ইতি প্রতিজ্ঞা । তন্মতে ভাবান্তদ-
ভাবেহ্ভাবাৎ । মনসো হৃমনীভাবে নিরুদ্ধে বিবেকদর্শনাভ্যাসবৈরা-
গ্যাভ্যাং রজ্জ্বামিব সৰ্পে লয়ন্তে বা স্বপ্নে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যত ইত্য-
ভাবাৎ সিদ্ধং দ্বৈতভ্রাসত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

কথং পুনরয়ং মনীভাব ইতি উচ্যতে । আত্মৈব সত্যাত্মসত্যং মূর্তি-
কাব্যং । বাচ্যরূপং বিকারো নামধেয়ং মূর্তিকেত্যেব সত্যমিতি ঋতে:

হইলেও দ্বৈতবৎ আভাসমান হইয়া থাকে, তাহারও কোন সংশয়
নাই ॥ ৩০ ॥

এই চরাচরের সকল বস্তুই দ্বৈতরূপ; একমাত্র মনের দর্শনীয়; কারণ
উহা মনেরই বিকল্পনামাত্র । বিবেকদর্শন অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা 'মনঃ
নিরুদ্ধ, অর্থাৎ তাদৃশ বিকল্পনা হইতে ক্ষান্ত হইলে রজ্জুতে সৰ্পের তিরো-
ভাবের স্তায় দ্বৈতজ্ঞানও বিলীন হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥

মনের অমনীভাব অথবা নিরোধ শব্দে যাহা অধুনা উক্ত হইল, তাহার
স্বরূপ কথিত হইতেছে ।—যখন আত্মাই একমাত্র সত্য; তন্মিন্ন সমস্তই
মিথ্যা, মনের এইরূপ বোধ জন্মে, তখন সঙ্কল্পনীয় বাস্তবস্তুর অভাবে দাহ
কাঠাদির অভাবে অগ্নির জ্বলন ধর্মের স্তায়; মনঃ স্বতঃই সঙ্কল্প হইতে বিরত
হয় । গ্রাহ্যবস্তুর অভাবে মনের এই সঙ্কল্পশূন্য অবস্থাকেই অমনীভাব কহে ।

অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে ।

ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

তত্ত্ব শাস্ত্রাচার্যোপদেশমম্ববোধে আত্মসত্যানুবোধঃ । তেন সঙ্কল্পাভাবা-
ত্বেন ন সঙ্কল্পতে । দাহ্যভাবে জলনমিবাপ্তে । যদা যস্মিন্ কালে তদা
তস্মিন্ কালে । অমনস্তামমনোভাবম্ যাতি গ্রাহ্যভাবে তন্মনোহগ্রহং
গ্রহণবিকল্পনাবর্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

যদ্যসদিদং দ্বৈতং কেন সমঞ্জসমায়তত্বং বিবুধ্যত ইতি উচ্যতে ।
অকল্পকং সর্বকল্পনাবর্জিতং অত এবাজং জ্ঞানং ক্ষণ্ডিতাত্মং জ্ঞেয়েন পর-
মার্থসত্য ব্রহ্মণা ভিন্নং প্রচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ । ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞা-
তের্ষিপরিলোপোবিদ্যতেহধুয্যবৎ । বিজ্ঞানমানন্দঃ ব্রহ্ম । সত্যং জ্ঞান-
মানন্দং ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিভাঃ । তস্মৈব বিশেষণং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং যন্ত স্বত্বং
তদিদং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং ঔষ্যস্তেবাগ্নিবদভিন্নম্ । তেনাত্মস্বরূপেণাজেন জ্ঞানে-

এবং শাস্ত্র ও গুরুপদেশদ্বারা ইহাই সম্পাদিত হইয়া থাকে যে, এক-
মাত্র আত্মাই সত্য ॥ ৩২ ॥

যদি দ্বৈত সমস্তই মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হইল, তবে কাহার আত্মতত্ত্বের
বোধ হইতেছে ? সত্য, কিন্তু সঙ্কল্পবর্জিত যে অজ, অর্থাৎ নিত্যজ্ঞান,
ব্রহ্মবিৎপণ্ডিতেরা তাহাকে জ্ঞেয় পরমব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া উক্ত করেন
নাই, কারণ “ব্রহ্মবিজ্ঞানও” আনন্দস্বরূপ” এইরূপ শ্রুতিদ্বারাই তাহা
প্রমাণীকৃত হইতেছে । জ্ঞানমাত্রের অবস্থানেও বোধের লোপ হইতেছে
না, কারণ কাষ্ঠাদি দাহ্যবস্তুর অভাবে কখনও অগ্নির উষ্ণতা লুপ্ত
হয় না । অগ্নির উষ্ণতা যেমন অগ্নি হইতে পৃথগ্ভূত নহে, সেইরূপ
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় একই পদার্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । অতএব
বলিতেছেন, জ্ঞানই জ্ঞেয়স্বরূপ* অস্তিত্ব আত্মাকেই দর্শন করিয়া থাকে ।
যেমন সূর্য্যদেব আপনাই হইতে প্রকাশ পান, সেইরূপ আত্মাও আত্মাকেই
অনুভব করেন, জ্ঞানান্তর অপেক্ষা করেন না ॥ ৩৩ ॥

নিগৃহীতস্ত মনসো নির্বিকল্পস্ত ধীমতঃ ।

প্রচারঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বযুপ্তেহহ্মো ন তৎসমঃ ॥ ৩৪ ॥

লীয়তে হি স্বযুপ্তে তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে ।

নাজং জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বং স্বয়মেব বিবুধ্যতে অবগচ্ছতি নিত্যপ্রকাশস্বরূপ ইব সবিভা । নিত্যবিজ্ঞানৈকরসঘনত্বান্ন জ্ঞানান্তরমপেক্ষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

আত্মসত্যাহুরোধেন সঙ্কল্পমকূর্বৎ বাহ্যবিষয়াভাবে নিরুদ্ধনাশ্বিবৎ-
প্রশান্তং নিগৃহীতং নিরুদ্ধং মনো ভবতীত্যুক্তম্ । এবঞ্চ মনসো হ্রমণীভাবে
দৈত্যাভাবশ্চোক্তঃ । তত্শ্রবং নিগৃহীতস্ত নিরুদ্ধস্ত মনসো নির্বিকল্পস্ত
সর্বকল্পনাবর্জিতস্ত ধীমতো বিবেকবতঃ প্রচরণং প্রচারো যঃ স তু প্রচার-
বিশেষেণ জ্ঞেয়ো যোগিভিঃ । নহু সর্বপ্রত্যয়াভাবে যাদৃশঃ স্বযুপ্তিস্ত
মনসঃ প্রচারস্তাদৃশ এব নিরুদ্ধস্তাপি প্রত্যয়াভাবাবিশেষাৎকিং তত্র
বিজ্ঞেয়মিতি । অত্রোচ্যতে নৈবম্ যস্মাৎ স্বযুপ্তেহহ্মঃ প্রচারোহবিদ্যা-
মোহতমোগ্রস্তান্তুলীনােনকানর্থপ্রবৃত্তিবীজবাসনাভ্যো মনস আত্ম-
সত্যাহুবোধহতাশ্বিবল্লুপ্তাবিদ্যাদানর্থপ্রবৃত্তিবীজস্ত নিরুদ্ধস্তাশ্ব এব প্রশান্ত
সর্বক্লেশরজসঃ স্বতন্ত্রঃ প্রচারঃ । অতো ন তৎসমঃ । তস্মাদ্যুক্তঃ স
বিজ্ঞাতুমিত্যাভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রচারভেদে হেতুমাং । লীয়তে হি যস্মাৎ সর্বাভিরবিদ্যাাদিপ্রত্যয়-
বীজবাসনাভিঃ সহ তমোরূপমবিশেষরূপং বীজভাবমাপদ্যতে তদ্বি-

পূর্কোক্তরূপ নিরুদ্ধ সর্বকল্পনাবর্জিত 'বিবেকবান্ মনের প্রচরণ
কেবল যোগিরাই বিশেষরূপে জানিতে পারেন । ঐ প্রচরণ নিজিতা-
বস্থায় মনের প্রচরণের অনুরূপ নহে । আত্মতত্ত্বের বোধ জন্মিলে
এবং অবিদ্যাাদি বিলুপ্ত হইলে সর্বপ্রকারে প্রশান্ত মনের যে প্রচরণ, তাহা
স্বযুপ্তাবস্থায় মনের প্রচরণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । অতএব সেই বিশেষাবস্থায়
মনঃ জ্ঞানক্রিয়াতে সমর্থ থাকে ॥ ৩৪ ॥

অধুনা মনের প্রচরণ ভেদের কারণ বলিতেছি ।—নিজিতাবস্থায় মনঃ
নিরুদ্ধ হইলও অবিদ্যাশ্বরূপ বাসনাদির সহিত অবিশেষজ্ঞানভাব

তদেব নির্ভয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানালোকং সমস্ততঃ ॥ ৩৫ ॥

অজমনিদ্রমশ্বপ্নমনামকমরূপকম্ ।

সকৃদ্বিতাতং সর্বব্রহ্মং নোপচারঃ কথঞ্চন ॥ ৩৬ ॥

বেকবিজ্ঞানপূর্বকং নিরুদ্ধং নিগৃহীতং সৎ ন লীয়তে তমোবীজভাবে নাপ-
দ্যতে তন্মাদযুক্তঃ প্রচারভেদঃ স্রষ্টৃপুত্র সমাহিতস্য মনসঃ । যদা গ্রাহ-
গ্রাহকাবিদ্যা কৃতমলম্বয়বর্জিতং তদা পরমম্বয়ং ব্রহ্মৈব তৎসংবৃত্তমিত্যত-
স্তদেব নির্ভয়ম্ । দ্বৈতগ্রহণস্ত ভয়নিমিত্তশাভাবাৎ । শাস্তমভয়ং ব্রহ্ম ।
যদিদ্ব্যঙ্গ বিভেতি কুতশ্চন । তদেব বিশেষ্যতে জ্ঞপ্তিজ্ঞানমাস্বভাব-
চৈতন্ত্যং তদেব জ্ঞানমালোকঃ প্রকাশো যন্ত তদব্রহ্ম জ্ঞানালোকং বিজ্ঞানৈ-
করসঘনমিত্যর্থঃ । সমস্ততঃ সমস্তাং সর্বতো বোমবদৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপক
মিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞাননিমিত্তাভাবাৎসবাহ্যাত্যন্তরমজম্ । অবিদ্যানিমিত্তং হি জ্ঞান
রজ্জুসর্ববদিত্যবোচাম । সা চাবিদ্যাঙ্গসত্যাহুবোধেন নিরুদ্ধা যতো-
হজং অত এবানিদ্রম্ অবিদ্যালক্ষণাহনাদিমায়া নিদ্রা স্বাপাং প্রবু-
দ্ধোহম্বয়স্বরূপেণাশ্রিতা অতোহশ্বপ্নম্ । অপ্রবোধকৃতে স্বস্য নামরূপে
প্রবোধোচ্চতে রজ্জুসর্ববদ্বিনষ্টে ন নাম্নাহতিধীয়তে ব্রহ্ম রূপ্যতে বা ন

প্রযুক্ত তমোরূপ বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া লীন হইয়া যায় । কিন্তু নিরুদ্ধা-
বস্থায় বিবেক ও বিজ্ঞান একত্রীভূত থাকিয়া লীন হয় না, অর্থাৎ তমো-
রূপ বীজভাব প্রাপ্ত হয় না ; 'সেইহেতু অবিদ্যাকৃত গ্রাহ গ্রাহকরূপ মল-
ম্বয় বর্জিত হইয়া জ্ঞানমাত্র চৈতন্ত্যস্বরূপ নির্ভয়রূপে সর্বত্র বিরাজমান
হয়েন ॥ ৩৫ ॥

এ পর্য্যন্ত যতদূর বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা বক্ষ্যমাণরূপে আত্মার স্বরূপ
নির্ণীত হইতেছে।—আত্মা অজ, অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত জ্ঞানাদিরহিত; যেহেতু
তিনি অজ, অন্তএব অনিদ্র, অর্থাৎ অবিদ্যালক্ষণ মায়ার অতীত । যেহেতু
তিনি অম্বয় স্বরূপ, অতএব সদা প্রবুদ্ধ, অর্থাৎ চৈতন্ত্যময় এবং অশ্বপ্ন ।
কোনরূপ নামদ্বারা অভিহিত নহেন, অর্থাৎ নামরূপাদি দ্বারা তাঁহাকে

সর্বাভিলাপবিগতঃ সর্বচিন্তাসমুখিতঃ ।

সুপ্রশান্তঃ সৰুজ্যোতিঃ সমাধিরচলোহভয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

কেনচিংপ্রকারেণেত্যনামকমরূপকঞ্চ তৎ । যতো বাচ্যে নিবর্তন্ত ইত্যা-
দিশ্রুতেঃ । কিঞ্চ সৰুদ্বিতাতঃ সৰ্গৈব বিভাতঃ সদা ভারূপমগ্রহণাত্মা-
গ্রহণাবির্ভাবতিরোতাববজ্জিতত্বাৎ । গ্রহণগ্রহণে হি রাত্ৰাহনী তমশা-
বিদ্যালক্ষণং সদাহপ্রভাতত্বে কারণং তদভাবাৎ নিত্যচৈতন্ত্ভারূপত্বাচ্চ
মুক্তং সৰুদ্বিতাতমিতি । অতএব সর্বঞ্চ তৎ জ্ঞস্বরূপঞ্চৈতি সর্বজ্ঞম্ ।
নেহ ব্রহ্মণ্যেবমিধে উপচরণমুপচারঃ কর্তব্যঃ । যথাহত্রেষামান্স্বরূপ-
ব্যতিরেকেণ সমাধানাহ্যুপচারঃ । নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাবাদব্রহ্মণঃ কথঞ্চন ন
কথঞ্চিদপি কর্তব্যসম্ভবোহবিদ্যানাশে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অনামকত্বাহ্যুক্তার্থসিদ্ধয়ে হেতুমাহ । অভিলপ্যতেহনেনেতি অভি-
লাপো বাকরণং সর্বপ্রকারস্যাভিধানস্ত তস্মাদ্বিগতঃ । বাগত্ৰোপলক্ষণার্থা
সর্বব্যাহকরণবজ্জিত ইত্যোতৎ । তথা সর্বচিন্তাসমুখিতঃ চিন্ত্যতেহ-
নয়েতি চিন্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বাঃ সমুখিতোহস্তঃকরণবিবজ্জিত ইত্যর্থঃ । অপ্র-
মাণো হুমান্যঃ শুভ্র ইতি শ্রুতেঃ । অক্ষরাৎপরতঃ পরঃ । যস্মাৎ সর্ব-
বিষয়বজ্জিতঃ অতঃ সুপ্রশান্তঃ । সৰুজ্যোতিঃ সৰ্গৈব জ্যোতিরান্স-
চৈতন্ত্বরূপেণ সমাধিঃ সমাধিনিমিত্তপ্রজ্ঞাবগম্যত্বাৎ । সমাধীয়তেহস্মি-
ম্মিতি বা সমাধিঃ । অচলোহবিক্রিয়ঃ । অতঃ এবাভয়ো বিক্রিয়া-
ত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥

নিরূপণ করা যায় না । অতএব তিনি আবির্ভাবতিরোতাববজ্জিত বলিয়া
সদা প্রকাশমান, সর্বময় এবং জ্ঞানস্বরূপ । তাঁহাকে উপচার, অর্থাৎ
আত্মব্যতিরিক্ত ভারাস্তরদ্বারা দ্রষ্টৃশ বলিয়া নিরূপণ করিতে পারা
যায় না ॥ ৩৬ ॥

তাঁহাকে কোনপ্রকার বাক্য বা নামদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না । তিনি
বুদ্ধাদি অন্তঃকরণরহিত ; কারণ শ্রুতিতে তিনি অপ্রমাণ, অমনাঃ
ও শুভ্র বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন । তিনি সুপ্রশান্ত ; কারণ সর্বপ্রকার

গ্রাহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে ।

আত্মসংস্থস্তদা জ্ঞানমজ্জাতি সমতাং গতম্ ॥ ৩৮ ॥

যস্মাদব্রহ্মৈব সমাধিরচলোভয় ইত্যুক্তং অতো ন তত্র তস্মিন্ ব্রহ্মণি
গ্রাহো গ্রহণং উপাদানং নোৎসর্গ উৎসর্জনং হানং বা বিদ্যতে । যত্র হি
বিক্রিয়া তদ্বিসং বা তত্র হানোপাদানে স্মৃতাং ন তৎ ব্রহ্মমিহ ব্রহ্মণি সম্ভ-
বতি । বিকারহেতোরন্তরাভাবান্নিরবয়বত্বাচ্চ । অতো ন তত্র হানো-
পাদানে ইত্যর্থঃ । চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে । সর্কপ্রকারৈব চিন্তা ন সম্ভ-
বতি । যত্রামনস্বং কুতস্তত্র হানোপাদানে ইত্যর্থঃ । যদৈবাত্মসত্যানু-
বোধো জাতস্তদৈবাত্মসংস্থং বিষয়াভাবাদধ্যাক্ষবদাত্মন্তেব স্থিতং জ্ঞানম্ ।
অজ্জাতি জাতিবর্জিতম্ । সমতাং গতং পরং সাম্যাপন্নম্ভবতি যদাদৌ
প্রতিজ্ঞাতমতো বক্ষ্যাম্যাকার্পণ্যমজ্জাতিসমতাং গতমিতি । ইদং তদুপ-
পত্তিতঃ শাস্ত্রতশ্চোক্তমুপসংহ্রিয়তে । অজ্জাতিসমতাং গতমিত্যেতন্মাদাত্ম-
সত্যানুবোধোৎসর্গং কার্পণ্যবিষয়মন্তঃ । যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাহস্মা-
ল্লোকং প্রেতি স কৃপণ ইতি শ্রুতেঃ । প্রাপ্যৈতৎ সর্কঃ কৃতকৃত্যো
ব্রাহ্মণো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য ও বিষয়বর্জিত । তিনি চৈতন্যস্বরূপে মিয়ত জ্যোতির্ময়
এবং একমাত্র মনঃসংযমজনিত প্রজ্ঞাবল্লীই বিজ্ঞেয় অতএব তিনি সমাধি
এবং বিকারশূন্য হইয়া অচলনামে আখ্যাত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

সেই ব্রহ্মের উপাদান বা উৎসর্গ নাই, কারণ তিনি নির্বিকার ও
নিরবয়ব বলিয়াই তাঁহার উপাদান সম্ভব হয় না । তিনি অমনাঃ বলিয়া
পূর্বেই উক্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাতে কোনরূপ চিন্তার অবকাশ
নাই । যখন জ্ঞানরূপে আত্মসত্যের অববোধ জন্মে, তখন আপনিই আপ-
নাতে সংস্থিত থাকেন । যেমন অগ্নির উষ্ণতা অভিন্নভাবে অগ্নিতেই
অবস্থান করে, সেইরূপ জ্ঞানিরহিত আত্মা সমতা লাভ করেন, অর্থাৎ
তিনি আপনিই আপনাতে প্রকাশ পান ॥ ৩৮ ॥

অস্পর্শযোগো বৈ নাম দুর্দর্শঃ সর্বযোগিভিঃ ।

যোগিনো বিভ্যতি হৃদাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥ ৩৯ ॥

মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্বযোগিনাম্ ।

দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাহপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ ॥ ৪০ ॥

যদ্যপীদমিখং পরমার্থতত্ত্বং অস্পর্শযোগো নামায়ং সর্বস্বক্ষাখ্যাস্পর্শ-
বর্জিতত্বাদস্পর্শযোগো নাম বৈ অর্থ্যত প্রসিদ্ধ উপনিষৎসু । দুঃখেন দৃশ্যত
ইতি দুর্দর্শঃ সর্বযোগিভির্বেদান্তবিজ্ঞানরহিতৈঃ সর্বযোগিভিরাশ্রয়ত্যা-
বোধায়ামলভ্য এবৈতার্থঃ । যোগিনো বিভ্যতি হৃদ্যাৎসর্ব মলবর্জিতাদ-
পদ্ব্যনাশরূপমিমং যোগং মন্থমানা ভয়ং কুর্কন্তি অভয়েহস্মিন্ ভয়দর্শিনো
ভয় নিমিত্তাশ্রয়নাশদর্শনশীলা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

যেষাং পুনর্রক্ষস্বরূপব্যতিরেকেণ রজ্জুস্পর্শবৎকল্পিতমেব মন ইন্দ্রিয়াদি
চ ন পরমার্থতো বিদ্যতে তেষাং ব্রহ্মস্বরূপাণামভয়ং মোক্ষাখ্যা চাক্ষয়া
শান্তিঃ স্বভাবত এব সিদ্ধা নাত্মায়ত্তা নোপচারঃ কথঞ্চনৈত্যবোচাম । যে
ত্বতোহন্ত্রে যোগিনো মার্গগা হীনমধ্যমদৃষ্টয়ো মনোহৃদদ্ব্যভ্যতিরিক্ত-
মাত্মস্বক্ৰি পশুন্তি তেষামাত্মসত্যাহুবোধরহিতানাং মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং
সর্বেষাং যোগিনাম্ । কিঞ্চ দুঃখক্ষয়োহপি । ন হ্যাত্মস্বক্ৰিনি মনসি
প্রচলিতে দুঃখক্ষয়োহন্ত্যাবিবেকিনাম্ । কিঞ্চাত্মপ্রবোধোহপি মনোনি-
গ্রহায়ত্ত এব । তথাহিক্ষয়পি মোক্ষাখ্যা শান্তিস্তেষাং মনো নিগ্রহায়-
ত্তেব ॥ ৪০ ॥

তিনি উপনিষদে অস্পর্শযোগ অর্থাৎ সর্বপ্রকার সর্বত্র বর্জিত বলিয়া
উক্ত হইয়াছেন । বেদান্তবিজ্ঞানরহিত যোগিগণ অতিক্রমণেও তাঁহাকে
জানিতে পারে না । উক্ত যোগিগণ যোগমার্গকে আশ্রয়বিনাশক শব্দ করিয়া
অভয় হইলেও অবিবেকবশতঃ তাহা হইতে ভয়দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

সকল যোগিই চিত্তের সম্যক সংযমনদ্বারা সেই সত্ত্ব ব্রহ্মকে জায়ত
করিতে পারেন । যোগদ্বারা আত্মসত্তার বোধ জন্মিলেই দুঃখনাশ ।

উৎসেক উদধেয়দ্বং কুশাগ্রৈগৈকবিন্দুনা ।

মনসো নিগ্রহস্তদ্বদবেদপরিখেদতঃ ॥ ৪১ ॥

উপায়েন নিগৃহীয়াদ্বিক্ষিপ্তং কামভোগয়োঃ ।

সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা ॥ ৪২ ॥

মনোনিগ্রহোপি তেষাং উদধেঃ কুশাগ্রৈগৈকবিন্দুনা উৎসেচনেন শোষণ-
ব্যবসায়বৎ ব্যবসায়বতামনবসন্নাস্তঃকরণানামনির্বেদাদপরিখেদতোভবতী-
ত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

কিমপরিধিন্নব্যবসায়মাত্রমেব মনোনিগ্রহ উপায়ো নেতৃত্বাচ্যতে । অপ-
রিধিন্নব্যবসায়বান্ সন্ বক্ষ্যমাণেনোপায়েন কামভোগবিষয়েষু বিক্ষিপ্তং
মনো নিগৃহীয়াৎ নিরুদ্ধাৎ আত্মত্বেবেত্যর্থঃ । কিঞ্চ লীয়তেহস্মিন্নিতি
সুপ্তো লয়স্তস্মিন্ লয়ে চ সুপ্রসন্নং আয়াসবর্জিতমপি ইত্যেতৎ নিগৃহীয়া-
নিত্যভুবর্ততে সুপ্রসন্নঞ্চৈৎ কস্মিন্নিগৃহত ইতি উচ্যতে । যস্মাদ্যথা কামোহনর্থ
হেতুস্তথা লয়োহপি । অতঃ কামবিষয়স্ত মনসো নিগ্রহবল্লাদপি নিরোদ্ধব্য
মিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

এবং অবিবেকের লোপ হইয়া প্রবোধের উদয় হয় । পরন্তু তাহাহইলেই
অক্ষরা শান্তি, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করা যায় ॥ ৪০ ॥

কুশাগ্রদ্বারা এক এক বিন্দু করিয়া সমুদ্র সেচন করিতে যেমন ব্যব-
সায়ীর ক্লেশ হয় না, প্রশান্তমনা ব্যক্তির মনের নিগ্রহও সেইরূপ অক্লেশে
সম্পাদিত হইয়া থাকে । কারণ যাহার অন্তঃকরণ অবসন্ন নহে, তাহার
কোন কার্য্যই নির্বেদ উপস্থিত হয় না ॥ ৪১ ॥

একমাত্র ক্লেশব্যবসায়ই চিত্তবিনিগ্রহের উপায় নহে । বক্ষ্যমাণ
উপায়দ্বারাও চিত্তকে বিষয়ভোগবাসনা হইতে স্বয়ংই নিবৃত্ত করিবে ।
লয়কালে অর্থাৎ সুপ্তি সময়েও সুপ্রসন্ন অর্থাৎ আয়াসরহিত মনকে
নিগ্রহ করিবে । মন সুপ্রসন্ন হইলেও যেখানে কাম, সেইখানেই লয়
পায় । অতএব কাম ও লয় এই দুই অনর্থহেতু হইতেই তুল্যরূপে মনকে
নিগৃহীত করিতে হয় ॥ ৪২ ॥

দুঃখং সৰ্বমমুশ্বত্য কামভোগান্নিবর্তয়েৎ ।

অজং সৰ্বমমুশ্বত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি ॥ ৪৩ ॥

লয়ে সম্বোধয়েচ্ছিত্তং বিক্লিপ্তং শময়েৎ পুনঃ ।

সকস্যায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

কঃ স উপায় ইতি উচ্যতে সৰ্বং দ্বৈতং অবিদ্যাবিজ্ঞত্বং দুঃখমেবে-
তামুশ্বত্য কামভোগাং কামনিমিত্তো ভোগ ইচ্ছাবিষয়ঃ তন্মাদ্ বিপ্রমুতঃ
মনো নিবর্তয়েৎ বৈরাগ্যভাবনয়া ইত্যর্থঃ । অজং ব্রহ্ম সৰ্বমিত্যেতৎ
শাস্ত্রাচার্যোপদেশতোহমুশ্বত্য তদ্বিপরীতং দ্বৈতজাতং নৈব তু পশ্যতি ।
অভ্যাসাৎ ॥ ৪৩ ॥

এবমেনে জ্ঞানাভ্যাসবৈরাগ্যদ্বয়োপায়েন লয়ে মূৰ্খে লীনং সম্বো-
ধয়েন্ননঃ । আশ্রবিবেকদর্শনেন যোজয়েৎ । চিত্তং মন ইত্যনর্থান্তরম্ ।
বিক্লিপ্তক কামভোগেষু শময়েৎ পুনঃ । এবং পুনঃ পুনরভ্যস্ততো লয়াৎ
সম্বোধিতং বিষয়েভ্যশ্চ ব্যাবৰ্ত্তিতং নাপি সাম্যাপন্নং অন্তরালবস্থং স-
ক-
স্যায়ং সরাপং বীজসংযুক্তং মন ইতি বিজানীয়াৎ । ততোহপি বহুতঃ

মনোনিগ্রহের উপায় এই,—অবিদ্যাপরিকল্পিত সকল বস্তুকেই দুঃখহেতু
জ্ঞান করিয়া কামভোগ, অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিবে ।
বিষয়বৈরাগ্যই এইরূপ জ্ঞানের কারণ, এইরূপ চিন্তা করিলে দ্বৈতজ্ঞান
আপনাহইতেই তিরোহিত হইয়া যায় ॥ ৪৩ ॥

এইরূপে জ্ঞানাভ্যাস ও বৈরাগ্য, এই দুই উপায় অবলম্বন করিয়া
সুস্থুপ্তিলীন মনকে প্রবৃত্ত করিবে । তৎপরে বিষয়ানুরক্ত মনকে শান্ত,
অর্থাৎ বিষয়জ্ঞাপ হইতে নিবৃত্ত করিবে । পুনঃ পুনঃ অভ্যাসদ্বারা বিষয়
হইতে ব্যাকৃত এবং সুস্থুপ্তি হইতে সম্বোধিত মনকেও সম্যভ্যাসপ্রাপ্ত বলিয়া
বোধ করিবে না, বিষয় ও সুস্থুপ্তি এই উভয়ের মধ্যস্থিত সামান্যরূপ বীজ-
সংযুক্ত বলিয়া জানিবে । যখন মন বিকৃত হইতে ব্যাকৃত ও সুস্থুপ্তি হইতে
প্রবোধিত হয়, তখনও ভাবিতব্য সাধনারের বীজসংযুক্ত বাসনা থাকে ।
বাসনা পরিত্যক্ত না হইলে মন সম্যভ্যাসপ্রাপ্ত হয় না । অতএব যতদূর

নাস্বাদয়েৎ স্বধং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ ।

নিশ্চলং নিশ্চরং চিত্তং একীকুর্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৫ ॥

যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ ।

অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তত্ত্বম্ ॥ ৪৬ ॥

সাম্যমাপাদয়েৎ । যদা তু সমপ্রাপ্তং ভবতি সমপ্রাপ্ত্যভিমুখী ভবতী-
তার্থঃ । ততস্তৎ ন বিচালয়েৎ বিষয়াভিমুখং ন কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

সমাধিসংসত্তো যোগিনো যৎ স্বধং জায়তে তন্মাস্বাদয়েৎ তত্র ন রজ্যো-
তেত্যর্থঃ । কথং তর্হি নিঃসঙ্গঃ নিষ্পৃহঃ প্রজ্ঞয়া বিবেকবুদ্ধ্যা যত্নপলভ্যতে
স্বধং তদবিদ্যাপরিকল্পিতং মূষেবেতি বিভাবয়েৎ । ততোহপি স্বধরাগা-
ন্থিগৃহীয়াৎ ইত্যর্থঃ । যদা পুনঃ স্বধরাগান্থিবৃত্তং নিশ্চলস্বভাবং সন্নিশ্চর-
বহির্নিগচ্ছন্তবতি চিত্তং ততস্ততো নিয়ম্যোক্তোপায়েন আত্মত্বেবৈকীকুর্যাৎ
প্রযত্নতঃ । চিত্তস্বরূপসত্ত্বামাজমেবাপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

যথোক্তেন নিগৃহীতং চিত্তং যদা অযুগ্মে ন লীয়তে ন চ পুনর্বিষয়েষু
বিক্ষিপ্যতে অনিঙ্গনমচলং নিবাতপ্রদীপকল্পম্ । অনাভাসং ন কেনচিৎ

মনের সমতা সম্পাদন করিবে; যখন সমতাপ্রাপ্ত হইবে, অথবা তৎপ্রাপ্তির
অভিমুখী হইবে, তখন আর উহাকে বিষয়ে প্রেরণ করিবে না ॥ ৪৪ ॥

সমাধিলাভেচ্ছুক যোগিদিগের যে স্বধোদয় হইয়া থাকে, তাহার
তাহাতে আসক্ত হইবেন না । প্রজ্ঞা, অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিবলে উপলব্ধ
স্বধৈক্য যোগীর অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া মিথ্যাজ্ঞান করিয়া থাকেন । অত-
এব উহার নিগৃহীত, অর্থাৎ বিষয়ত্যাগ হইতে বিরত থাকিতে পারেন ।
স্বধাসক্তিনিবৃত্ত নিশ্চলস্বভাব মনঃ যখনই আবার কাহ্নবিষয়ে প্রধাবিত
হয়, তখনই পূর্বোক্ত উপায়দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বহুপূর্বক
আত্মাভেদই সংযুক্ত করেন ॥ ৪৫ ॥

পূর্বোক্তরূপ আত্মাস্বাদে যখন চিত্ত আর অযুগ্মে লীন হইয়া
এবং বিষয়েতে বিচলিত হয় না, তখন নিবাতপ্রদেহশব্দ একীকরণ দ্বারা
নিশ্চল হইয়া থাকে এবং কোনপ্রকার কল্পিত বিষয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়া

স্বস্থং শান্তং সনির্ব্বাণং অকথাং সুখমুত্তমম্ ।

অজমজেন জ্ঞেয়েন সৰ্ব্বজ্ঞং পরিচক্ষতে ॥ ৪৭ ॥

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোহস্ম ন বিদ্যতে ।

এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিদ জায়তে ॥ ৪৮ ॥

ইতি গোড়পাদীয়কারিকায়ামদ্বৈতাত্ম্যং

তৃতীয়প্রকরণম্ ॥ ৩ ॥

কল্পিতেন বিষয়ভাবেনাবভাসতে ইতি । যদৈবং লক্ষণং চিত্তং তদা নিষ্পন্নং ব্রহ্ম ব্রহ্মস্বরূপেণ নিষ্পন্নং চিত্তং ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

যথোক্তং পরমার্থসুখমাত্মসত্যাহুবোধলক্ষণং স্বস্থং শান্তমি স্থিতম্ । শান্তং সৰ্ব্বানর্থোপশমরূপম্ । সনির্ব্বাণং নিৰ্ব্বৃতিনির্ব্বাণং কৈবল্যং সহ নিৰ্ব্বাণেন বর্ততে । তজ্জাকথাং ন শক্যতে কথয়িতুম্ । অত্যন্তসাধারণ বিষয়ত্বাৎ । সুখমুত্তমং নিরতিশয়ং হি তৎ যোগিপ্রত্যক্ষমেব । ন জ্ঞাতমিত্যজম্ । যথা বিষয়ঃ অজেনানুৎপন্নেন জ্ঞেয়েনাব্যতিরিক্তঃ সৎ যেন সৰ্ব্বজ্ঞরূপেণ সৰ্ব্বজ্ঞঃ ব্রহ্মৈব স্বস্থং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ ॥ ৪৭ ॥

সর্বোপপ্যায়ং মনোনিগ্রহাদিমূর্শোহাদিবৎ সৃষ্টিক্রপাসনা চোক্তা পরমার্থস্বরূপপ্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন ন পরমার্থসত্যোতি । পরমার্থসত্যং তু ন

লক্ষিত হয় না, তখন উহাকে অনাভাস অর্থাৎ অনাসক্ত বলা যায় । এইরূপ হইলেই মনের ব্রহ্মভাব নিষ্পন্ন হইল জানিবে ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মবিৎপণ্ডিতগণ সেই আত্মস্থ সর্বপ্রকার অনিষ্টের শান্তিকারক অনির্ব্বচনীয় অমুদ্রুয়মান অজব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মজ্ঞানস্বরূপ একমাত্র বোগিদিগের প্রত্যক্ষীভূত পরমার্থ সুখকে সৰ্ব্বজ্ঞব্রহ্ম বলিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

অতএব পূর্বোক্ত যুক্তিপরম্পরায় ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, যিনি পরমার্থসত্য, তিনি কখনও কর্তৃত্বোক্তারূপ সাধারণ জীবাকারে উৎপন্ন

কশিচৎ জায়তে জীবঃ কৰ্ত্তা ভোক্তা চ নোৎপদ্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ ।
অতঃ স্বভাবতোহজ্ঞাত্বৈস্যকস্যাখ্যনঃ সম্ভবঃ কারণং ন বিদ্যতে নাস্তি ।
যস্মিন্ন বিদ্যতেহস্য কারণং তস্মিন্ন কশিচ্ছায়তে জীব ইত্যেতৎ । পূৰ্বেষু-
পায়ষে নোক্তানাং সত্যানাং মেতদ্ব্যক্তমং সত্যং যস্মিন্ সত্যস্বরূপে ব্রহ্মণ্যণু-
মাত্রমপি কিঞ্চিন্ন জায়তে ইতি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যস্য
শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ গৌড়পাদীয়াভাষ্যে আগমশাস্ত্রবিব-
রণেহবৈতাথ্যতৃতীয়প্রকরণভাষ্যম্ ॥ ৩ ॥

হরেন না । যিনি স্বভাবতঃ অজ, তাঁহার উৎপত্তি একান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া
কখনও তাহা সম্ভবিতে পারে না । এক সত্যই শ্রেষ্ঠ, যে কিছু জগতে
উৎপন্ন হয়, তাহার কিছুই সত্য নহে । একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, সত্যস্বরূপ
ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই অলীক ; সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেতে কিঞ্চিদাত্তও
উৎপন্ন হয় না ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীগৌড়পাদীয়াকারিকার অবৈতাথ্য তৃতীয়-
প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

অথ গোড়পাদীয়কারিকায় অলাত- শান্ত্যাখ্যং চতুর্থপ্রকরণং ।

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধৰ্ম্মান্ যো গগনোপমান্ ।

জ্যেষ্ঠাভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাম্বরম্ ॥ ১ ॥

ওঙ্কারনির্গম্বারেণ আগমতঃ প্রতিজ্ঞাতস্যাদৈতস্যা বাহুবিষয়ভেদবৈত-
ধৰ্ম্মজ্ঞ প্রসিদ্ধস্য পুনরদৈতে শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং সাক্ষান্নির্ধারিতস্যোতদ্ব্যুতমং
সত্যামিত্যুপসংহারঃ কৃতঃ অস্তে তস্যোতস্যাগমার্থস্যাদৈতদর্শনস্য প্রতি-
পক্ষভূতাদৈতিনো বৈনাশিকাশ্চ তেষাং চাত্তোক্তবিরোধোক্তাগমেষোদিক্লে-
শাৎ দর্শনমিতি মিথ্যাদর্শনত্বং সূচিতম্ । ক্লেশানাপাদন্যং সমাগ্দ্দর্শন-
মিত্যদৈতদর্শনস্ততয়ে । তদ্বিহ বিভরেণাত্তোক্তবিরুদ্ধতয়া অসমাগ্দ্দর্শন-
ত্বপ্রদর্শ্য তৎপ্রতিবেদেনাদৈতদর্শনমিচ্ছিকরূপসংহর্তব্যং । আবীতজ্ঞায়েনেতা-
লাতশান্তিরারভ্যাতে তদ্রাদৈতদর্শনং সম্প্রদায়কর্তুরদৈতস্বরূপেণৈব নম-
স্কারার্থোহয়মাদ্যপ্লোকঃ । আচার্য্যপূজা হুভিপ্রেতার্থসিদ্ধিৰ্ঘেয্যতে । শাস্ত্রা-
রস্তে আকাশেনেবদসমাপ্তমাকাশকল্পমাকাশতুল্যমেতৎ । তেনাকাশ-
কল্পেন জ্ঞানেন কিং ধৰ্ম্মানাম্বনঃ । কিম্বিশিষ্টান্ গগনোপমান্ গগনমুপমা
যেষাস্তে গগনোপমাঃ তানাম্বনো ধৰ্ম্মান্ । জ্ঞানস্যৈব পুনর্কিশেষকম্ ।
জ্যেষ্ঠৈশ্চৈরাশ্রয়ভিন্নভিন্নমধ্যাক্যবৎ সীবিত্বপ্রকাশবজ্র জ্ঞানং তেন জ্যে-
ষ্ঠিন্নেন জ্ঞানেনাকাশকল্পেন জ্যেষ্ঠাস্বরূপাব্যতিরিক্তেন গগনোপমান্
ধৰ্ম্মান্ বঃসম্বুদ্ধঃ সম্বুদ্ধবানিত্যরমেবেষরো বো নারায়ণাখ্যস্তং বন্দে অভি-
বাদয়ে দ্বিপদাং বরং দ্বিপদোপলক্ষিতানাং পুরুষাণাং বরং প্রধানং পুরুষো-

অগ্নিহু-উক্ততা যেমন তাহাতেই অগ্নিহুগ্ভাবে অবস্থান করিতেছে ।
সেইরূপ যিনি আত্মা হইতে অভিন্নরূপে অবস্থিত আছেন এবং যিনি
আকাশতুল্য অপরিচ্ছিন্ন, যিনি স্বীয় জ্ঞানবোনে আকাশসদৃশ স্বর্গীয় অনন্ত

অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্বসম্বন্ধস্থো হিতঃ ।

অবিবাদোহবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্ ॥ ২ ॥

ভূতস্ত জ্ঞাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিদেব হি ।

অভূতস্থাপয়ে ধীরা বিবদন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৩ ॥

তমমিত্যভিপ্রায়ঃ । উপদেষ্টৃনমস্কারমুখেন জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বদর্শনমিহ প্রকরণে প্রতিপাদয়িষ্যতঃ প্রতিপক্ষপ্রতিবেদদ্বারেণ প্রতিজ্ঞাতঃ ভবতি ॥ ১ ॥

অধুনাহৈত্বতদর্শনযোগস্ত নমস্কারস্তৎস্বতরে স্পর্শনং স্পর্শসম্বন্ধো ন বিদ্যতে যন্ত যোগস্ত কেনচিৎকদাচিদপি সোহস্পর্শযোগো ব্রহ্মস্বভাব এব বৈনামেতি । ব্রহ্মবিদ্যাস্পর্শযোগ ইত্যেবং প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ । স চ সর্ব-সম্বন্ধস্থো ভবতি । কশ্চিদত্যস্তস্বধাধনবিশিষ্টোহপি দুঃখরূপঃ যথাতপঃ অয়ন্ত ন তথা কিস্তুহি সর্বসদ্বানাং সুখঃ । তথেষ্ট ভবতি কশ্চিদ্বিবয়ো-পভোগঃ সুখো ন হিতঃ । অয়ন্ত সুখো হিতশ্চ । নিত্যমপ্রচলিতস্বভাব-জ্ঞাৎ । কিঞ্চাবিবাদঃ বিরুদ্ধবদনং বিবাদঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহেণ যস্মিন্ন বিদ্যতেসোহবিবাদঃ । কস্মাৎ যতোহবিরুদ্ধশ্চ য জৈদৃশো যোগী দেশিত উপদিষ্টঃ শাস্ত্রেণ তং নমাম্যহং প্রথমামীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কথং বৈতিনঃ পরস্পরং বিরুদ্ধান্ত ইতি উচ্যতে । ভূতস্ত বিদ্যমানস্ত

ধর্মসমূহকে জ্ঞাত হইতেছেন । সেই পুরুষোত্তম নারায়ণাখ্য দৈবরকে বন্দনা করিতেছি ॥ ১ ॥

যে আত্মযোগ সর্বস্পর্শসম্বন্ধবর্জিত, অর্থাৎ বিবরাসম্বন্ধশূন্য বলিয়া অস্পর্শযোগ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, বাহা সর্বপ্রাণীর সুখহেতু এবং কল্যাণকর, যে আত্মযোগ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে না । কারণ উহাতে কিঞ্চিদ্ব্যজ্ঞ ও বিরোধ লক্ষিত হয় না, সেই শাস্ত্রোপদিষ্ট আত্মযোগকেও নমস্কার করিতেছি ॥ ২ ॥

বৈতম্যভাববিশিষ্টের মধ্যে কেহ বা বিদ্যমান বস্তুরই উপস্থিতি স্বীকার করিয়া থাকেন । সাংখ্যবাদিগণ কেহ বা অজুত, অর্থাৎ অবিন্যাস্যবস্তু

ভূতং ন জায়তে কিঞ্চিদভূতং নৈব জায়তে ।

বিবদন্তোহৃষ্মা হ্বেবমজাতিং খ্যাপয়ন্তি তে ॥ ৪ ॥

খ্যাপ্যমানামজাতিস্তৈরনুমোদামহে বয়ম্ ।

বিবদামো ন তৈঃ সার্কমবিবাদং নিবোধত ॥ ৫ ॥

বস্তুনো জাতিমুৎপত্তিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ কেচিৎদেব হি সাঙ্খ্যা ন সৰ্ব্ব এব
দৈতিনঃ । যস্মাদভূতস্তাহবিদ্যমানস্তাহপরে বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ ধীরা
ধীমন্তঃ প্রাজ্ঞাভিমানিন ইত্যর্থঃ । বিবদন্তোহুত্মোত্তমিচ্ছন্তি জেতুমিত্য-
ভিপ্রায়ঃ । ৩ ॥

তৈরেবং বিরুদ্ধবদনেনাত্মোত্তমপক্ষপ্রতিষেধঃ কুর্ত্তিঃ কিং খ্যাপিতং
তবভীতি উচ্যতে । ভূতং বিদ্যমানং বস্তু ন জায়তে কিঞ্চিদবিদ্যমান-
বাদেব আত্মবদিত্যেবং বদন্তসদ্বাদী সাঙ্খ্যপক্ষং প্রতিষেধতি । সজ্জন্ম তথা
অভূতমবিদ্যমানমবিদ্যমানত্বান্নৈব জায়তে শব্দবিষাণবদিত্যেবং বদন্ত
সাঙ্খ্যোহ্যপ্যবাদিপক্ষমসজ্জন্ম প্রতিষেধতি । বিবদন্তো বিরুদ্ধং বদন্তো-
হৃষ্মা অদৈতিনোপ্যেতে ত্মোত্তম পক্ষো সদসতোজ্জন্মনী প্রতিষেধন্তোহজা-
তিমুৎপত্তিমর্থং খ্যাপয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি তে ॥ ৪ ॥

তৈরেবং খ্যাপ্যমানামজাতিমেবমভিত্যনুমোদামহে কেবলং ন তৈঃ সার্কং
বিবদামঃ পক্ষপ্রতিপক্ষগ্রহণেন । যথা তেহুত্মোত্তমিত্যভিপ্রায়ঃ । অতন্তম-
বিবাদং বিবাদরহিতং পরমার্থদর্শনমমুজ্জাতমস্মাভিনির্কোষত হে শিষ্যাঃ ॥ ৫ ॥

উৎপত্তি ইচ্ছা করেন । প্রজ্ঞাভিমानी নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ এইরূপে
পরস্পর তুমুল বিবাদে প্রবৃত্ত আছেন ॥ ৩ ॥

অহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন, যে বস্তু বিদ্যমান, তাহারও উৎপত্তি
নাই এবং অবিদ্যমান পদার্থও উৎপন্ন হয় না । এইরূপে ভূত অভূত উভয়
প্রকার পদার্থ হইতেই উৎপত্তি অস্বীকারপূর্বক পরস্পর বিবাদ করিয়া
এককালে উৎপত্তিমাঝেরই সত্তা বিলুপ্ত করিতেছেন ॥ ৪ ॥

আমরাও অদৈতবাদাদিদিগের পীড়িত মতেই অনুমোদন করিতেছি ।
আমাদের সহিত তাহাদের মতের কোন বিরোধ নাই এবং আমরা অদৈত

অজাতশ্চৈব ধর্মস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ ।

অজাতো হুমুতো ধর্মো মর্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥ ৬ ॥

ন ভবত্যহমুতং মর্ত্যং ন মর্ত্যমমুতথা ।

প্রকৃतेৱশ্চথাভাবো ন কথঞ্চিদুবিষ্যতি ॥ ৭ ॥

স্বভাবেনামুতো যস্য ধর্মো গচ্ছতি মর্ত্যতাম্ ।

কৃতকেনাহমুতস্তস্য কথং শ্রাস্তি নিশ্চলঃ ॥ ৮ ॥

সদসদ্বাদিনঃ সর্বে যান্তি পুরস্তাং কৃতভাষ্যশ্লোকঃ ॥ ৬ ॥

উক্তার্থানাং শ্লোকানামিহোপাস্তাসঃ পরবাদিপক্ষাগামন্তোহস্তবিরোধ-
খ্যাপিতানুমোদনপ্রদর্শনার্থঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

বাদিদিগের সহিত বিবাদ করিতেও চাহি না, অতঃপর সেই নির্দিষ্টবাদের
কারণ শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

বাদিগণ অজাত ধর্মেরই উৎপত্তি ইচ্ছা করেন, যাহা অজাতস্বভাব,
তাহা অবিনশ্বর । উৎপত্তি স্বীকার করিলেই যখন তাহার বিনশ্বরত্বও
স্বীকার করিতে হয়, তখন অমৃতধর্ম কিরূপে মর্ত্যস্বভাব প্রাপ্ত হইতে
পারে ? ॥ ৬ ॥

জগতে যে সকল পদার্থ অমৃত, অর্থাৎ অবিনশ্বর, সেই সকল পদার্থ
বিনাশ ধর্মকে আশ্রয় করে না এবং যাহা মর্ত্ত, অর্থাৎ বিনাশশীল, তাহা
কখনও অমৃতভাব প্রাপ্ত হয় না ; কারণ যে পদার্থের যেরূপ স্বভাব, তাহার
কখনও অন্যথা হইতে পারে না । অতএব বাদিগণ যে অজাত পদার্থের
উৎপত্তি স্বীকার করেন, তাহা অবিরুদ্ধ নহে ॥ ৭ ॥

বাহার মতে স্বভাবতঃ অবিনশ্বর বস্তু আত্মাই বিনশ্বরত্বলাভ করিতে
পারেন, তাহার মতে কৃতক অর্থাৎ জাত ধর্মের অমৃতভাব কিরূপে স্থির
ধারিত হইতে পারে ? যেহেতু উৎপন্ন সমস্ত বস্তুই বিনশ্বর, অতএব ভ্রায়-
বিরোধ ঘটতেছে ॥ ৮ ॥

সাংসিদ্ধিকী স্বাভাবিকী সহজা অকৃতী চ যা ।

প্রকৃতিঃ সেতি বিজ্ঞেয়া স্বভাবং ন জহাতি যা ॥ ৯ ॥

জরামরণনিমুক্তাঃ সর্বৈ ধর্ম্মাঃ স্বভাবতঃ ।

ব্রহ্মলোকিক্যপি প্রকৃতির্ন বিপর্যোতি 'কাহসাবিত্যাহ সম্যক্‌সিদ্ধিঃ
সংসিদ্ধিস্তত্র ভবা সাংসিদ্ধিকী যথা যোগিনাং সিদ্ধানামগিমাতৈদ্যস্বর্গ্য-
প্রাপ্তিঃ । প্রকৃতিঃ সা ভূতভবিষ্যৎকালয়োরপি যোগিনা ন বিপর্যোতি
তথৈব সা । তথা স্বাভাবিকী দ্রব্যস্বভাবত এব সিদ্ধা । যথাহ্মাদীনামুক্ষ-
প্রকাশাদিলক্ষণা সাপি ন কালান্তরে ব্যভিচরতি দেশান্তরে চ তথা সহজা
অস্থানা সঠেব জাতা যথা পক্ষ্যাদীনামাকাশগমনাদিলক্ষণা । অস্থাপি
যা কাচিদকৃত্য কেনচিন্ন কৃত্য যথাহপাং নিম্নদেশগমনাদিলক্ষণা । অস্থাপি
যা কাচিৎ স্বভাবং ন জহাতি সা সর্বা প্রকৃতিরিতি বিজ্ঞেয়া । লোকে
নিমিত্ত্যাকল্পিতেষু লৌকিকেষু বস্তুষু প্রকৃতির্নাথ্যা ভবতি কিমুতাহজস্বভা-
বেষু পরমার্থবস্তুষুমতলক্ষণা প্রকৃতির্নাথ্যা ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

কিং বিষয়া পুনঃ সা প্রকৃতির্গত্যা অস্থথাভাবো বাদিভিঃ কল্প্যতে কল্প-
নায়াং বা কো দোষ ইত্যাহ । জরামরণনিমুক্তাঃ জরামরণাদিসর্ববিক্রিয়া-

যাহা সাংসিদ্ধিকী, অর্থাৎ সাঙ্গযোগালুষ্ঠান হইতে সমুৎপন্ন হয়, যেমন
অগ্নিাদি সিদ্ধি এবং যাহা স্বাভাবিকী, অর্থাৎ বস্তুমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ,
দেশকালভেদেও যাহা অস্থথাভাব প্রাপ্ত হয় না, যেমন অগ্ন্যাদির উষ্ণতাদি;
যাহা সহজ, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই জন্মিয়া থাকে, যেমন পক্ষ্যাদির আকাশ
গমনশক্ত্যাদি; আর যাহা অকৃত, অর্থাৎ অত্বকর্তৃক কৃত নহে, যেমন জলের
নিয়গমনাদি। এই সকলকে প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে, ইহার কখন
স্বধর্ম্মত্যাগ করে না। যখন উপরোক্ত লৌকিকী প্রকৃতিই অস্থথাভাব
গ্রহণ করিতেছে না, তখন অজস্বভাব অমৃতলক্ষণ পরমার্থ বস্তু যে প্রকৃ-
তিকে তাগিকরিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব হইতেছে, সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

ধর্ম্মমাত্রই স্বভাবতঃ জরামরণাদি বিকার হইতে নিমুক্ত বলিয়া জানিবে,
কখনও তাহার বিকার বা বিশাশকল্পনা করিবে না। কারণ এইরূপ

জরামরণমিচ্ছন্ত্যবস্তে তন্মনীষয়া ॥ ১০ ॥

কারণং যন্ত বৈ কার্যং কারণং তন্ত জায়তে ।

জায়মানং কথমজ্জং ভিন্নং নিত্যং কথঞ্চ তৎ ॥ ১১ ॥

বর্জিতা ইত্যর্থঃ । কে সর্কে ধর্ম্মা সর্কে আশ্বন ইত্যেতৎ স্বভাবতঃ প্রকৃ-
তিতঃ । এবং স্বভাবাঃ সন্তো ধর্ম্মা জরামরণমিচ্ছন্ত ইবেচ্ছন্তো রজ্জা-
মিব সর্পমাশ্বনি কল্পয়ন্ত্যবস্তে স্বভাবতঃ চলন্তীত্যর্থঃ । তন্মনীষয়া জন্ম-
মরণচিন্তয়া তত্ত্বাবভাবিতত্বদোষণেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কথং সজ্জাতিবাদিভিঃ সাংখ্যারমূপপন্নমুচ্যত ইত্যাহ বৈশেষিকঃ ।
কারণং মুদ্রহুপাদানলক্ষণং যন্ত বাদিনো বৈ কার্যং কারণমেব কার্যাকারণ-
পরিণমতে তন্ত বাদিন ইত্যর্থঃ । তন্তাহজমেব সংপ্রধানাদি কারণং
মহাদাদি কার্যরূপেণ জায়ত ইত্যর্থঃ । মহাদাদ্যাকারেণ চেজ্জায়মানং
প্রধানং কথমজ্জমুচ্যতে তৈর্কিপ্রতিষিদ্ধক্ষেদং জায়তেজ্জকেতি । নিত্যং
তৈরুচ্যতে । প্রধানঃ ভিন্নঃ বিদীর্ণঃ স্ফুটিতমেকদেশেন সং কথং নিত্যং
ভবেদিত্যর্থঃ । ন হি সাবয়বঃ ষটাদি একদেশস্ফুটনধর্ম্মি নিত্যং দৃষ্টং
লোক ইত্যর্থঃ । বিদীর্ণঞ্চ ত্রাদেকদেশেনাজং নিত্যক্ষেতি এতদ্বিপ্রতি-
ষিদ্ধং তৈরভিধীয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

কল্পনার বাসনাতে স্বভাবচ্যুতি জন্মিয়া থাকে । উক্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ
মরণাদিবিহীন আত্মা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ছায় স্বভাবের বিকার ও বিনাশ
চিন্তা করিয়া আত্মস্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে । অর্থাৎ উক্তরূপ চিন্তা
করিয়া তদ্বোধে আত্মাও হুযিত হইয়া পড়ে ॥ ১০ ॥

যাহারা বলিয়া থাকেন, কারণই কার্যরূপে পরিণত হয়, তাঁহাদিগের
মতে সংপ্রধান কারণই মহাদাদি কার্যাকারে উৎপন্ন হইতেছে । যদি
সংপ্রধান কারণই মহাদাদি আকারের উৎপন্ন হইল, তবে তাহাকে কোন-
রূপেও অজ বলিতে পার না । অতএব সাংখ্যবাদিগণের মতানুসারে
অজস্বভাব হইয়াও সংপ্রধানাদি কিরূপে নিত্যরূপে ক্রিতে পারে ?

কারণাদ্যদ্যনন্তমতঃ কার্যমজং যদি ।

জায়মানাক্ছি বৈকার্যাং কারণং তে কথং ধ্রুবম্ ॥ ১২ ॥

অজাঐ জায়তে যন্ত দৃষ্টান্তস্তস্মৈ নাস্তি বৈ ।

জাতাক্ষ জায়মানস্ত ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে ॥ ১৩ ॥

উক্তশ্চৈবার্থস্ত স্পষ্টীকরণার্থমাহ । কারণাদজাং কার্যস্য যদ্যনন্তমিষ্টং
ততঃ কার্যমজ্ঞেতি প্রাপ্তং ইদঞ্চাত্তদ্বিপ্রতিষিদ্ধং কার্যমজ্ঞেতি তব ।
কিঞ্চাত্তং কার্যাকারণয়োঃ নন্তমিষ্টে জায়মানাক্ছি বৈ কার্যাং কারণমনন্তমিত্যং
ধ্রুবঞ্চ তে কথং ভবেৎ । ন হি কুকুট্যা একদেশঃ পচ্যতে একদেশঃ প্রসবায়
কল্যাতে ॥ ১২ ॥

কিঞ্চাত্তদজাদন্তঃপন্নাবস্তনো জায়তে তন্ত বাদিনঃ কার্যাম্ । দৃষ্টান্ত-
স্ত নাস্তি বৈ দৃষ্টান্তাভাবেহর্থাৎদজাম্ কিঞ্চিজ্জায়ত ইতি সিদ্ধস্তবতীত্যর্থঃ ।
যদা পুনর্জাতাজ্জায়মানস্ত বস্তনোহভ্যুপগমঃ তদপ্যন্ত্রস্মাজাতান্তদপ্যন্ত্রস্মা-
দিতি ন ব্যবস্থা প্রসজ্যতে । অনবস্থানং স্তাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এক বস্তু কখনও বিভিন্নস্বভাব প্রাপ্ত হয় না, অতএব এতদ্বারা সাংখ্যমত
নিরস্তু হইতেছে ॥ ১১ ॥

আরও দেখ, যদি কারণ ও কার্য এই উভয়কে এক বলিয়া স্বীকার
করা যায়, তবে যাহার কারণ অজ্ঞ তাহার কার্যও অজ্ঞ হইল । জগতের
যাবতীয় বস্তুর বিকারসম্ভাবনাবশতঃ সাংখ্যবাদীর কারণও বিকারী
বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে । উহা কোনরূপে নিত্যতা লাভ করিতে
পারিতেছে না । কাবণ যেমুন্ কুকুটীর একদেশ পরিপক্ব হইতেছে এবং
অন্যদেশ প্রসব করিতেছে, এইপ্রকার কল্পনা করা যায় না । সেইরূপ এক
অজ্ঞকে সৎ ও অসৎ বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

আর যাহারা অজ্ঞের জাতি স্বীকার করিতেছেন, তাঁহাদিগের মতের
কোন দৃষ্টান্তও দেখা যাইতেছে না ; সুতরাং তাঁহাদিগের মত অগ্রাহ
বলিয়া বোধ হইতেছে । যদি সত্যবস্তু হইতে উৎপত্তি স্বীকার করা, তবে

হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদিহেতুঃ ফলস্ত চ ।

হেতোঃ ফলস্য চানাদিঃ কথং তৈরূপবর্ণ্যতে ॥ ১৪ ॥

হেতোরাদিঃ ফলং যেষামাদিহেতুঃ ফলস্য চ ।

তথা জন্ম ভবেত্তেষাং পুত্রাজ্জন্ম পিতুর্যথা ॥ ১৫ ॥

যত্র স্বস্ত সর্বমাত্মবাবুদিতি পরমার্থতো বৈতাভাবঃ প্রত্যোকৃত্ত-
মাশ্রিত্যাহ। হেতোর্ধর্মাদেৱাদিঃ কারণং দেহাদিসজ্জাতঃ ফলং যেষাং
বাদিনাম্। তথাপি কারণম্ হেতুর্ধর্মাদিঃ। ফলস্ত চ দেহাদিসজ্জাতস্ত।
এবং হেতুফলয়োৱিতরকার্যাকারণত্বেনাদিমত্বং ক্রবত্তিরেবং হেতোঃ ফলস্ত
চানাদিঃ কথং তৈরূপবর্ণ্যতে বিপ্রতিসিদ্ধমিত্যর্থঃ। ন হি নিত্যস্ত
কুটস্থস্তান্ননো হেতুফলাস্মকতা সন্তবতি ॥ ১৪ ॥

কথং তৈর্বিপরীতমভ্যুপগম্যত ইতি উচ্যতে। হেতুজ্ঞানাদেব ফলা-
দ্বৈতোজ্জন্মভ্যুপগচ্ছতাং তেষামীদৃশো বিরোধ উক্তো ভবতি যথা পুত্রা-
জ্জন্ম পিতুঃ ॥ ১৫ ॥

এই বস্তু জাত, ইহা আবার অন্য বস্তু হইতে জাত হয়, ইত্যাদিরূপ অনবস্থা
দোষ হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

হেতু ও ফল, এই উভয়ের মধ্যে ফলকে হেতুর কারণ এবং হেতুকে
ফলের কারণ বলিয়া যাহারা পরস্পরের পক্ষ নিরসনপূর্বক হেতু ফলাস্মক
সংসারের অনাদিত্বস্থাপন করিতেছেন, তাহারা কার্যাকারণ সম্বন্ধে হেতু ও
ফলের আদিত্ব স্বীকারপূর্বক কিরূপে আবার তুল্যরূপ বিরোধসম্বন্ধেও
উহাদিগের অনাদিত্ব বর্ণনা করিতেছেন? নিত্য কুটস্থপুরুষ আত্মার
কখনও ফলাস্মকতা সম্ভব হইতে পারে না, অর্থাৎ আত্মাকে কখনও
কার্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ১৪ ॥

যাহাদিগের মতে পূর্বোক্তরূপ হেতুর কারণ ফল এবং ফলের কারণ
হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাদিগের উৎপত্তিপ্রকার নিত্যান্ত বিরুদ্ধ
বলিয়া বোধ হইতেছে। যেমন পিতা হইতে পুত্রের জন্ম অসম্ভব, সেইরূপ
ফল হইতে কারণের উৎপত্তি বিরুদ্ধই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ১৫ ॥

সম্ভবে হেতুফলয়োরেষিতব্যঃ ক্রমস্বয়ম্ ।

যুগপৎসম্ভবে যস্মাদসম্বন্ধো বিধাণবৎ ॥ ১৬ ॥

ফলাদুৎপাদ্যমানঃ সম তে হেতুঃ প্রসিদ্ধ্যতি ।

অপ্রসিদ্ধঃ কথং হেতুঃ ফলমুৎপাদয়িষ্যতি ॥ ১৭ ॥

যথোক্তো বিরোধো ন যুক্তোহভ্যুপগন্তমিতি চেন্নত্সে সম্ভবে হেতু-
ফলয়োরুৎপত্তৌ ক্রম এষিতব্যস্বয়ম্। হেতুঃ পূৰ্ব্বং পশ্চাৎ ফল-
ক্ষেতি । ইতরশ্চ যুগপৎসম্ভবে যস্মাদ্বেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভবেনাসম্বন্ধঃ ।
যথা যুগপৎসম্ভবতো সব্যেতরগোবিধাণয়োঃ ॥ ১৬ ॥

কথমসম্বন্ধ ইত্যাহ । জ্ঞাত্যং স্বতোহলঙ্কাত্মকাত্ ফলাদুৎপাদ্যমানঃ সন্
শশবিধাণাদেদিবাসতো ন হেতুঃ সিধ্যতি জন্ম ন লভ্যতে । অলঙ্কাত্মকো-
হপ্রসিদ্ধঃ সন্ শশবিধাণাদিকল্পস্তব কথং ফলমুৎপাদয়িষ্যতি । নহীতরে-
তরাপেক্ষা সিদ্ধ্যোঃ শশবিধাণকল্পয়োঃ কার্য্যকারণভাবেন সম্বন্ধঃ কচিদৃষ্টঃ
অজ্ঞথা বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হেতু ও ফলের উৎপত্তির নিয়মে অবশ্যই পৌৰ্ব্বাপর্য্যক্রম স্বীকার
করিতে হইবে । আর যদি উভয় গোশৃঙ্গবৎ যুগপৎ উৎপত্তি স্বীকার কর,
তবে আর কার্য্যকারণসম্বন্ধ স্থির থাকিতে পারে না, অর্থাৎ কে কাহার
কার্য্য ও কে কাহার কারণ ? কিছুই নির্ণয় করা যায় না ॥ ১৬ ॥

যদি বল, কি প্রাকের সম্বন্ধ লোপ হইল ? তাহা দর্শাইতেছেন, বাহ্যকে
জ্ঞান বলিতেছে, অর্থাৎ যাহা উৎপত্তি অপেক্ষা করিতেছে, তাহা উৎপত্তির
পূৰ্ব্বকালে অবিদ্যমান থাকে । শশ শৃঙ্গের জ্ঞান অসৎ পদার্থ সতের
হেতু হইতে পারে না, অর্থাৎ অসৎ হইতে যে সতের জন্ম হয়, তাহা অস-
ম্ভব ও অপ্রাপ্য হইল । অতএব শশ শৃঙ্গবৎ অসিদ্ধ বস্তু কিরূপে ফলের
উৎপাদক হইতে পারে ? বাহাদের সিদ্ধি অজ্ঞকে অপেক্ষা করিতেছে,
তাহারা অপরের সিদ্ধির কারণ হইতে পারে না ; সুতরাং কার্য্যকারণতাব
অবশ্যই অসঙ্গী হইতেছে । ১৭ ॥

যদি হেতোঃ ফলাৎ সিদ্ধিঃ ফলসিদ্ধিচ্চ হেতুতঃ ।

কতরং পূর্বনিষ্পন্নং যন্ত সিদ্ধিরপেক্ষয়া ॥ ১৮ ॥

অশক্তিরপরিজ্ঞানং ক্রমকোপোহ্থবা পুনঃ ।

এবং হি সর্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা ॥ ১৯ ॥

অসম্বন্ধতাদোষণোপপাদিতেহপি হেতুফলয়োঃ কার্য্য কারণভাবে যদি হেতুফলয়োঃ হেতুসিদ্ধিরভ্যুপগম্যত এব তস্মা কতরং পূর্বনিষ্পন্নং হেতুফলয়োঃ পশ্চাদ্ভাবিনঃ সিদ্ধিঃ ত্রাং পূর্বসিদ্ধ্যাপেক্ষয়া তদ্বজ্রী-
ত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অথৈতন্ন শক্যতে বক্তুমিতি মন্তসে সেয়মশক্তিমপরিজ্ঞানম্ । তন্না-
বিবেকো মূঢ়তৈত্যর্থঃ । অথ বা যোহয়ং ত্রয়োক্তঃ ক্রমঃ হেতোঃ ফল-
সিদ্ধিরিতীতরেতরানন্তর্যালক্ষণন্তত্ত্ব কোপো বিপর্য্যাসোহন্তথাভাবঃ ত্রা-
ত্যভিপ্রায়ঃ । এবং হেতুফলয়োঃ কার্য্য কারণভাবানুপপত্তেরজাতিঃ সর্ব-
ত্রাহুংপত্তিঃ পরিদীপিতা প্রকাশিতাহেতুত্ৰাপেক্ষদোষঃ ক্রবত্তির্বাদিভি-
র্কুট্টৈঃ পণ্ডিতৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

আরও বলিতেছি, যদিপি ফল হইতে হেতুর নিষ্পত্তি এবং হেতু হইতে ফলের নিষ্পত্তি সম্ভব হয়, তবে বল দেখি, ইহাদের মধ্যে কোনটা অগ্রে নিষ্পন্ন এবং কোনটি বা পরে নিষ্পন্ন হয়? সুতরাং উৎপত্তি বিষয়ে পরস্পরের বিরোধ হেতু উৎপত্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে । অতএব কার্য্য কারণ সম্বন্ধে অবশ্যই পৌর্ক্সাপর্য্যক্রম স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

হেতু ও ফল ইহাদিগের মধ্যে হেতুই অগ্রে উৎপন্ন হয়, কি ফলই অগ্রে উৎপন্ন হয়, ইহার কিছুই স্থির করিয়া বলিতে পারা যায় না, কারণ উভয়ই পরস্পরের আশ্রয় অপেক্ষা করে । অতএব হেতু ও ফল ইহাদিগের উৎপত্তি-বিষয়ে পৌর্ক্সাপর্য্যক্রম স্বীকার করিতে হয় । এইক্ষণ যদি বল, কে অগ্রে নিষ্পন্ন হয়, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, তাহাও তোমার অবিবেক ও মূর্থতামাজ । অথবা ধেরূপ ক্রমের কথা বলিতেছ যে, তাহাতেও হেতুহইতে

বীজাকুরাথ্যো দৃষ্টান্তঃ সদা সাধ্যসমো হি সঃ ।

ন হি সাধ্যসমো হেতুঃ সিদ্ধৌ সাধ্যস্ত যুজ্যতে ॥ ২০ ॥

নহু হেতুফলয়োঃ কার্য্যকারণভাব ইত্যম্মাভিরুক্তং শব্দমাত্রমাশ্রিত্য
 চলমিদং স্বযোক্তং পুত্রাজ্জন্ম পিতৃরুপা বিষাণবচ্চাসম্বন্ধ ইত্যাদি । ন অম্মা-
 ভিরসিদ্ধা হেতোঃ ফলসিদ্ধিঃ অসিদ্ধায়া ফলাদ্বৈতুসিদ্ধিরভ্যুপগতা কিস্তর্হি
 বীজাকুরবৎ কার্য্যকারণভাবোহভ্যুপগম্যত ইতি । অত্রোচ্যতে । বীজা-
 কুরাথ্যো যো দৃষ্টান্তঃ স সাধেন তুল্যো মমেত্যভিপ্রায়ঃ । ন তু প্রত্যক্ষঃ
 কার্য্যকারণভাবো বীজাকুরয়োরনাদিঃ ন পূর্ব্বস্ত পূর্ব্বস্তাহপরবাদাদিমত্বা-
 হভ্যুপগমাৎ । যথেনাদানীমুৎপন্নোহপরোহকুরো বীজাদিমান্ বীজকাহপর
 মত্সমাদকুরাদিতি ক্রমেণোৎপন্নত্বাদাদিমৎ । এবং পূর্ব্বপূর্ব্বোহকুরোবীজঞ্চ
 পূর্ব্বং পূর্ব্বমাদিমদেবেতি প্রত্যেকং সর্ব্বস্ত বীজাকুরজাতস্তাদিমত্বাৎ কত-
 চিৎপন্যানিদ্ভাহুপপত্তিঃ । এবং হেতুফলানাম্ । অথ বীজাকুরসত্ত্বতের-
 নাদিমত্বমিতি চেৎ ন একত্বাহুপপত্তেঃ । ন হি বীজাকুরব্যতিরেকেণ-
 বীজাকুরসত্ত্বতিরানৈকাত্ব্যুপগমাতে হেতুফলসত্ত্বতিরী তদনাদিত্ববাদিভিঃ ।
 তস্মাৎস্বত্বং হেতোঃ ফলস্ত চানাদিঃ কথং তৈরুপবর্গ্যত ইতি । তথাচাত্ত-
 দপ্যহুপপত্তৈর্ম চলমিত্যভিপ্রায়ঃ । ন চ লোকে সাধ্যসমো হেতুঃ সাধ্য-
 সিদ্ধৌ সিদ্ধিনিমিত্তং প্রযুজ্যতে প্রমাণকুশলৈরিত্যর্থঃ । হেতুরিতি দৃষ্টা-
 ন্তোহত্রাভিপ্রৈতো গমকত্বাৎ । প্রকৃতো হি দৃষ্টান্তো ন হেতুরিতি ॥ ২০ ॥

ফলসিদ্ধি কিবা ফলহইতে হেতুসিদ্ধি হয়, তাহার অনিশ্চয়ত্ব প্রযুক্ত এক-
 কালে উৎপত্তিই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ১৯ ॥

বীজ ও অকুরের যেমন কার্য্যকারণভাব প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ হেতু
 ও ফলের কার্য্যকারণ ভাব স্বীকার করিলে আর পরস্পরের আশ্রয়ত্ব দোষ
 হইতে পারে না, অতএব “হেতু-হইতে ফলসিদ্ধি কিবা ফল হইতে হেতু-
 সিদ্ধি হয়” এইরূপ সংশয় করিতে পারেন না । এইরূপ মীমাংসার সুসঙ্গত
 বোধ হয় না, কারণ বীজাকুরের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, তাহাও সাধ্য-
 ফলা, অর্থাৎ হেতু হইতে ফলের উৎপত্তি কিবা ফল হইতে হেতুর

পূৰ্বাপরাপরিজ্ঞানমজ্ঞাতেঃ পরিদীপকম্ ।

জায়মানাদ্ধি বৈ ধৰ্ম্মাৎ কথং পূৰ্বং ন গৃহ্যতে ॥ ২১ ॥

স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিদন্ত জায়তে ।

সদসৎ সদসদ্বাহপি ন কিঞ্চিদন্ত জায়তে ॥ ২২ ॥

কথং বুদ্ধৈরজ্ঞাতিঃ পরিদীপিতেত্যাহ । যদেতদ্বৈতফলয়োঃ পূৰ্বাপরা-
পরিজ্ঞানং তচ্চৈতদজ্ঞাতেঃ পরিদীপকং অববোধকমিত্যর্থঃ । জায়মানো
হি ধৰ্ম্মো গৃহ্যতে । কথং তস্মাৎ পূৰ্বং কারণং ন গৃহ্যতে । অবশ্যং হি
জায়মানস্ত গ্রহীত্বা তজ্জনকং গ্রহীতবাম্ । জন্তজনকয়োঃ সম্বন্ধস্থানপেত-
ত্বাৎ । তস্মাদজ্ঞাতিপরিদীপকং তদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইতচ্চ ন জায়তে কিঞ্চিৎ । যং জায়মানং বস্তু স্বতঃ পরত উভয়তো
বা সৎ অসৎ সদসদ্বা জায়তে ন তন্ত কেনচিদপি প্রকারেণ জন্ম সম্ভবতি ।

উৎপত্তির যেমন স্থিরতা নাই, বীজাকুরের উৎপত্তিও সেইরূপ । বীজ হইতে
অকুরের উৎপত্তি, কি অকুর হইতে বীজের উৎপত্তি হয় ? তাহারও কোন
নিশ্চয় নাই । কখনও ফলসিদ্ধি বিষয়ে সাধ্যতুল্যাহেতু কার্য্যকারী হইতে
পারে না ॥ ২০ ॥

হেতু এবং ফলের পৌৰ্ব্বাপর্য্য না জানাই অজ্ঞাতিজ্ঞানের কারণ
বলিয়া প্রতীতি হইতেছে । যদি কার্য্যকে জায়মানরূপে গ্রহণ করিতে
যাও, তাহাতে অজ্ঞাতি অসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু কারণকে গ্রহণ করিতে
গেল অজ্ঞাতাশ্রয় দোষ হেতু স্পষ্টতই অজ্ঞাতি ব্যক্ত হইতেছে, তবে
কার্য্যের পূৰ্ব্ববর্তী অর্থাৎ কারণকে কেন গ্রহণ করিবেন । যখন জন্ত
জ্ঞানই সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া গৃহীত হইতেছে, তখন জায়মানের গ্রহণ কর্তা
অবশ্য তাহার জনককেও গ্রহণ করিবেন । অতএব পূৰ্বাপরাপরিজ্ঞান
অজ্ঞাতির অববোধক হইল, যদি কার্য্যাকারণের পৌৰ্ব্বাপর্য্যজ্ঞানই না
হইল, তাহাহইলে জন্মই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ২১ ॥

পূৰ্ব পূৰ্ব্যুক্তিধারা উপপন্ন হইতেছে যে, আস্মা, কি পর, অথবা
আত্মপর উভয় হইতেও সৎ কি অসৎ ? অথবা সদসদ্ব্যভিন্ন কোনও ভাবের

হেতুর্ন জায়তেহনাদেঃ ফলঞ্চাপি স্বভাবতঃ ।

আদির্ন বিদ্যতে যন্ত তন্ত্ৰ হ্যাদির্ন বিদ্যতে ॥ ২৩ ॥

ন তাবৎ স্বয়মেবাপরিনিষ্পন্নং স্বরূপাৎ স্বয়মেব জায়তে যথা ঘটন্তুস্বাদেব ঘটাত্ । নাপি পরতঃ অন্ত্রাদ্যন্তো যথা ঘটাত্ ঘটঃ পটাত্ পটাস্তরং তথা নোভয়তঃ । বিরোধাত্ । যথা ঘটপটভ্যাং ঘটঃ পটো বা জায়তে নহু মুদো ঘটো জায়তে পিতৃশ্চ পুত্রঃ সত্যং অস্তি জায়ত ইতি প্রত্যয়ঃ শব্দশ্চ সূচনাত্ তাবৎ শব্দপ্রত্যয়ৌ বিবেকিভিঃ পরীক্ষ্যেতে কিং সত্যমেব তৌ উত ম্বেতি যাবতা শব্দপরীক্ষ্যমাণে । শব্দপ্রত্যয়বিষয়ং বস্ত্ত ঘটপুত্রাদি-লক্ষণং শব্দমাত্রমেব তৎ । বাচারম্ভগমিতি ক্রতেঃ । সঙ্কেপ জায়তে সবাৎ মুৎপিণ্ডাদিবৎ । যদ্যসত্তথাপি জায়তে ন বিদ্যতে অসত্ত্বাদেব শশবিষাণ-বৎ । অথ সদসত্তথাপি জায়তে বিরুদ্ধত্বৈকান্তাসম্ভবাৎ । অতো ন কিঞ্চিদ্বস্ত জায়ত ইতি সিদ্ধম্ । যেবাং পুনর্জনিরেব জায়ত ইতি ক্রিয়া-কারকফলৈকত্বমভ্যুপগম্যতে ক্ষণিকত্বঞ্চ বস্তুনঃ । তে দূরত এব ত্রায়া-পেতাঃ । ইদমিখমিত্যবধারণক্ষণান্তরানবস্থানাং অননুভূতন্ত্ৰ নৃত্যামুপ-পত্তেচ্চ ॥ ২২ ॥

কিঞ্চ হেতুফলয়োরনাদিত্বমভ্যুপগচ্ছতা ত্বয়া বলাদ্ধেতুফলয়োরজন্মবা-ভ্যুপগতং ত্রাং কথং অনাদেয়াদিরহিতাং ফলাদ্ধেতুর্ন জায়তে । ন হনুং-

উৎপত্তি হয় না ; এই জগতে জাতমাত্রই মিথ্যা, সন্দেহ নাই । শব্দ-প্রত্যয়ভিত্তির বিষয়ীভূত ঘটপুত্রাদি কেবল শব্দমাত্রই স্বীকৃতিতে হইবে, তাহা সত্য নহে ॥ ২২ ॥

আরও দেখ যখন হেতু ও ফল এই উভয়ের অনাদিত্ব স্বীকার করিতেছ, তখন উহাদিগের অজ্ঞাতিই স্বীকৃত হইতেছ । যদি বল, আদি রহিত ফল হইতে কারণের উৎপত্তি হইবে না কেন ? ইহার উত্তর এইবে, তুমি স্বয়ংই আদিরহিত ফল হইতে হেতুর উৎপত্তি ইচ্ছা করিতেছ না, ইহা পূর্বেই উক্ত হইরাছে । যেমন অনাদি ফল হইতে হেতুর উৎপত্তি স্বীকৃত হইল না, সেইরূপ আদিরহিত অমুৎপন্নহেতু হইতেও ফলের উৎপত্তি অসম্ভব । অতএব হেতু ও ফলের অনাদিত্ব মানিতে গেলে

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমত্থা দ্বয়নাশতঃ ।

সংরেশাশোপলকেশচ পরতদ্রাস্তিতা মতা ॥ ২৪ ॥

পদ্মাদিনাদেঃ ফলাদ্বৈতজ্ঞান্মেব্যতে ত্বয়া ফলঞ্চ । আদিরহিতাদিনাদেহৈ-
তোরজ্ঞাৎ স্বভাবত এব নির্নিমিত্তং জায়ত ইতি নাভ্যুপগম্যতে । তদ্ভাদনা-
দিত্বমভ্যুপগচ্ছতি ত্বয়া হেতুফলয়োরজ্ঞান্মেবাভ্যুপগম্যতে । যদ্ভাদাদিঃ
কারণং ন বিদ্যতে যন্ত লোকে তন্ত আদিঃ পূর্বোক্তা জাতির্ন বিদ্যতে ।
কারণবত এব হাদিরভ্যুপগম্যতে নাকারণবতঃ ॥ ২৩ ॥

উক্তশ্চৈবারণ্য দৃষ্টীকরণচিকীর্ষয়া পুনরাঙ্কিপতি । প্রজ্ঞানং প্রজ্ঞপ্তিঃ
শব্দাদিপ্রতীতিস্তথাঃ সনিমিত্তত্বম্ । নিমিত্তং করণং বিষয় ইত্যেতত্ত্ব
নিমিত্তত্বং সবিষয়ত্বং স্বাভাব্যতিরিক্তবিষয়ত্বতোত্যৎ প্রতিজ্ঞানীমহে । ন
হি নির্কীর্ষয়া প্রজ্ঞপ্তিঃ শব্দাদিপ্রতীতিঃ স্মাৎ । তস্মাৎ সনিমিত্তত্বাৎ
অত্থা নির্কীর্ষয়ত্বে শব্দস্পর্শনীলপীতলোহিতাদিপ্রত্যয়বৈচিত্র্যদ্বয়শ্চ নাশতঃ
নাশোহ্ভাবঃ প্রসজ্যোতেত্যর্থঃ । ন চ প্রত্যয়বৈচিত্র্যশ্চ দ্বয়শ্চাত্তাবোহস্তি
প্রত্যক্ষত্বাৎ অতঃ প্রত্যয়বৈচিত্র্যশ্চ দ্বয়স্য দর্শনাৎ । পরেবাং তদ্বং পর-
তত্ত্বমিত্যন্তশাস্ত্রং তস্য পরতদ্রাস্ত্রস্য বাহ্যর্থস্য জ্ঞানব্যতিরিক্তস্যান্তিতা
মতাহিতিপ্রোক্তা । ন হি প্রজ্ঞপ্তেঃ প্রকাশমাত্রস্বরূপায়া নীলপীতাদিবাহা-
উহাদের অজ্ঞাতিও মানিতে হইতেছে । যেহেতু লোকে দেখাযাইতেছে,
যাহার আদি অর্থাৎ কারণ নাই, তাহার জাতিও নাই ; যাহার কারণ
আছে, তাহার আদিও স্বীকার করিতে হয় ; যাহার কারণ নাই, তাহার
আদিও স্বীকার করা যায় না ॥ ২৩ ॥

পূর্বোক্তদ্বৈতাকারের প্রমাণস্থাপনার্থ বলিতেছেন :—শব্দাদির বে
প্রতীতি হয়, তাহারও নিমিত্ত আছে, অর্থাৎ শব্দাদিরবিষয়ই তাহার
নিমিত্ত । অতএব শব্দপ্রতীতি অনিমিত্তক নহে । এইরূপ আমরা
ইহাই জানিতেছি যে, আত্মাভিন্ন শব্দই শব্দপ্রতীতির বিষয়, যেহেতু
কখনও নির্কীর্ষয় প্রতীতি হয় না । শব্দাদিপ্রতীতির নির্কীর্ষয়তা
স্বীকার করিলে শব্দস্পর্শাদির প্রতীতি হইতে পারে না । কিন্তু শব্দাদির
বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । নানাপ্রকার শব্দদ্বারা নানাপ্রকার প্রতীতি

প্রজ্ঞপ্তেঃ সন্নিমিত্তত্বমিষ্যতে যুক্তিদর্শনাৎ ।

নিমিত্তস্থানিমিত্তত্বমিষ্যতে ভূতদর্শনাৎ ॥ ২৫ ॥

লঘনবৈচিত্র্যমন্তরেণ স্বভাবভেদেনৈব বৈচিত্র্যং সম্ভবতি । ক্ষটিকস্যেব
নীলাছ্যপাখ্যাশ্রয়ৈর্কিনা বৈচিত্র্যং ন ঘটত ইত্যভিপ্রায়ঃ । ইতশ্চ পর-
তজ্ঞাপ্রয়স্ত বাহ্যার্থস্ত জ্ঞানব্যতিরিক্তস্তাস্তিতা । সংক্লেখনং সংক্লেশো হৃৎ-
মিত্যর্থঃ । উপলভ্যতে হৃদিদাহাদিনিমিত্তং হৃৎখং যদ্যদ্যাদিবাহুং দাদাদি
নিমিত্তং বিজ্ঞানব্যতিরিক্তং ন স্তাৎ ততো দাহাদিহৃৎখং নোপলভ্যত ।
উপলভ্যতে তু অন্তস্তেন মন্ত্রামহে অস্তি বাহোহর্থ ইতি । ন হি বিজ্ঞান-
মাত্রে সংক্লেশো যুক্তঃ । অন্তত্বাদর্শনাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৪ ॥

অত্রোচ্যতে বাহুং এবং প্রজ্ঞপ্তেঃ সন্নিমিত্তত্বং দ্বয়সংক্লেশোপলব্ধিযুক্তি-
দর্শনাদিষ্যতে ত্বয়া । স্থিরীভব তাবৎ যুক্তিদর্শনং বস্তুতন্তুধাত্বাত্মপগমে
কারণমিত্যত্র ক্রহি কিস্তত ইতি । উচ্যতে নিমিত্তস্ত প্রজ্ঞত্বালঘনাভি-
মিত্তত্বং তব ঘটাদেরনিমিত্তত্বমলালঘনত্বং বৈচিত্র্যাহেতুত্বমিষ্যতেহস্মাভিঃ
কথং ভূতদর্শনাৎ পরমার্থদর্শনাদিত্যেতৎ । ন হি ঘটো যথাত্মত্বমূজপ-
দর্শনে সতি তদ্ব্যতিরেকেণাস্তি । যথাহস্মান্নহিষঃ পটো বা তন্ত্ব ব্যতি-
হইতেছে । বাহু প্রতীতির নির্বিষয়তা স্বীকার করিলে শব্দগত
বৈচিত্র্য অপ্রসিদ্ধ হয় এবং শব্দ, স্পর্শ, লীন, পীত ও লোহিত ইত্যাদি
প্রতীতিও হইতে পারে না । পরন্তু প্রতীতির বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ।
অতএব শব্দ বৈচিত্র্য ও প্রতীতিবৈচিত্র্য উভয়ই দৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং
জ্ঞানাতিরিক্ত বাহু প্রতীতিও স্বীকার করিতে হয় । এই নিমিত্ত
কহিয়া বাহু প্রতীতি স্বীকার করে, তাহাদিগের মতঃপ্রসিদ্ধ বলিয়া
বোধ হইতেছে । বাহুপ্রতীতি অস্বীকার করিলে অগ্নিদাহাদি জন্ত
হৃৎখও হইতে পারে না । অতএব অবশ্যই বাহুপ্রতীতি স্বীকার করিতে
হয় ॥ ২৪ ॥

যুক্তিদর্শনহেতু বাহুপ্রতীতির সন্নিমিত্তত্ব ইচ্ছা করেন, কিন্তু প্রকৃত
পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেই নিমিত্তও অনিমিত্ত বলিয়া বোধ
হইবে । যেমন নামা প্রকার যুক্তি স্বায়াই ঘট ও যুক্তিকা পৃথক পদার্থ

চিত্তং ন সংস্পৃশ্যত্যাং নার্থাভাসং তথৈব চ ।

অভূতো হি যতশ্চার্থো নার্থাভাসন্ততঃ পৃথক্ ॥ ২৬ ॥

রেকের্ণ । তন্তবশচাব্যতিরেকেণেত্যেবমুত্তরোত্তরভূতদর্শনে আশঙ্ক-
প্রত্যয়নিরোধান্নৈব নিমিত্তমূলভামহ ইত্যর্থঃ । অথবা ভূতদর্শনাঙ্ক-
হার্থস্থানিমিত্তত্বমিষ্যতে । রজ্জ্বাদাবিব সর্পাদেদরিত্যাং । ভ্রান্তিদর্শন-
বিষয়ত্বাচ্চ নিমিত্তস্থানিমিত্তত্বং ভবেৎ । তদভাবেহিভানাং । ন হি অযুগ্ম
দমাহিতমুক্তানাং ভ্রান্তিদর্শনাভাবে আত্মব্যতিরিক্তো বাহ্যোহর্থ উপলভ্যাতে
ন হ্যনন্তাবগতবস্তুস্বংপত্তেরপি তথাভূতং গম্যতে । এতেন দ্বয়দর্শনং
দংক্লেশোপলব্ধিচ্চ প্রযুক্তা ॥ ২৫ ॥

যস্মান্নাস্তি বাহ্যং নিমিত্তং অতশ্চিত্তং ন স্পৃশ্যত্যাং বাহ্যালক্ষণবিষয়ম্ ।
নাপ্যার্থাভাসং চিত্তত্বাৎস্বপ্রচিত্তবৎ । অভূতো হি জাগরিতেহপি স্বপ্নার্থ-
বদেব বাহ্যঃ শব্দাদ্যর্থো যত উক্তহেতুত্বাচ্চ নাপ্যার্থাভাসচিত্তত্বাৎপৃথক্ চিত্ত-
মেব হি ঘটাদ্যর্থবদভাসতে যথা স্বপ্নে ॥ ২৬ ॥

বলিয়া বোধ হয়, অথ হইতে মহিষের পার্থক্য দেখা যায় এবং তন্তু ও
বস্ত্র হইতে পৃথক, তাহা অনায়াসেই জানিতে পারা যায়, বিবেচনা করিয়া
দেখিলে ঘট ও মুক্তিকা উভয়ই এক পদার্থ বলিয়া বোধ হইবে এবং
তন্তু ও পট এক পদার্থ বলিয়া প্রতীতি হইবে, যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জ্ব
প্রভৃতিতে সর্পাদির জ্ঞান হয়, সেইরূপ আত্মাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুতে
ভ্রান্তিহইয়া থাকে । অতএব দ্বৈতজ্ঞান কেবল ক্লেশের কারণ বলিয়া
প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ২৫ ॥

যেহেতু বাহ্য পদার্থ সকল অনিমিত্ত, অতএব তাহাকে চিত্ত
স্পর্শ করে না এবং বাহ্য বস্তুর জ্ঞানেও চৈতন্ত্যের স্পর্শ হয় না । অথবা
বস্তু সকল জাগরণ কালে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সকলের দ্বারা অসৎ ;
সুতরাং বাহ্য পদার্থের জ্ঞানও পৃথক নহে । উহাও চিত্ত স্বরূপ
জানিবে ॥ ২৬ ॥

নিমিত্তং ন সদা চিত্তং সংস্পৃশত্যধ্বনু ত্রিষু ।

অনিমিত্তো বিপর্যাসঃ কথং তস্মা ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

তস্মান্ন জায়তে চিত্তং চিত্তদৃশং ন জায়তে ।

তস্মা পশ্যন্তি যে জাতিং শ্বেবৈ পশ্যন্তি তে পদম্ ॥ ২৮ ॥

নহু বিপর্যাসস্তর্হি অসতি ঘটাদৌ ঘটাদ্যভাসতা চিত্তস্ত তথা চ সত্য-
বিপর্যাসঃ কচিৎকৃত্য ইতি । অত্রোচ্যতে । নিমিত্তং বিষয়মতীতানা-
গতবর্তমানাদ্বয় ত্রিষপি সদা চিত্তং ন স্পৃশেদেব হি । যদি হি কচিৎ-
সংস্পৃশেৎসোহবিপর্যাসঃ পরমার্থত ইতি । অতন্তদপেক্ষয়া অসতি ঘটে
ঘটাদ্যভাসতা বিপর্যাসঃ স্তাৎ ন তু তদন্তি কদাচিদপি চিত্তস্তার্থসংস্পর্শনম্
তস্মাদনিমিত্তো বিপর্যাসঃ কথং তস্মা চিত্তস্ত ভবিষ্যতি ন কথঞ্চিদ্বিপর্যা-
সোহস্তীত্যভিপ্রায়ঃ । অয়মেব হি স্বভাবশ্চিত্তস্ত । যদুতাসতি নিমিত্তে
ঘটাদৌ তদ্বদভাসনম্ ॥ ২৭ ॥

প্রজ্ঞপ্তেঃ সনিমিত্তত্বমিত্যাদ্যেতদন্তং বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধস্ত বচনং
বাহ্যার্থবাদিপক্ষপ্রতিষেধপরমাচার্যোণানুমোদিতম্ । তদেব হেতুং কৃত্বা
তৎপক্ষপ্রতিষেধায় তদিদমুচ্যতে তস্মাদিত্যাदि । যস্মাদসত্যেব ঘটাদৌ
ঘটাদ্যভাসতা চিত্তস্ত বিজ্ঞানবাদিনাহুপগতা তদনুমোদিতমস্মাভিরপি

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কোন কালেই চিত্ত বিষয়কে স্পর্শকরে না ।
যদিও কখন চিত্ত বিষয়স্পর্শী হয়, তাহা পরমার্থের বিপর্যয় । যেহেতু
কখনও চিত্তে বিষয় সংস্পর্শ হয় না, অতএব সেই চিত্তের কোন-
রূপেও অকারণে বিষয়বিপর্যাস হইতে পারে না । ইহাই চিত্তের
স্বভাব ॥ ২৭ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা যে বাহ্যার্থবাদিদিগের
পক্ষ নিরাস করিয়াছেন, আমরাদিগের আচার্য্যেরাও তাহা অনুমোদন
করিয়াছেন । এইক্ষণ সেই বিজ্ঞান বাদী বৌদ্ধদিগের মতের অপবাদ করি-
তেছেন ।—যেহেতু হেতু দ্বারা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বাহ্যার্থ বাদিদিগের
মত খণ্ডন করিয়াছেন, আমরাদিগের আচার্য্যগণও সেই হেতুকে আশ্রয়

অজাতং জায়তে যস্মাদজাতিঃ প্রকৃতিস্তুতঃ ।

প্রকৃতেরনুথাভাবো ন কথঞ্চিদ্বিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

ভূতদর্শনাং তস্মান্তস্তাপি চিত্তস্ত জায়মানাবভাসতাহসত্যেব জন্মনি যুক্তা ভবিতুমিত্যতো ন জায়তে চিত্তম্ । যথা চিত্তদৃশ্যং ন জায়তে অতস্তস্ত যেষ জাতিং পশুস্তি বিজ্ঞানবাদিনঃ ক্ষণিকত্বদ্বঃখত্বশূন্যানাশ্বাদি চ । তেইনৈব চিত্তেন চিত্তস্বরূপং দ্রষ্টুমশক্যং পশুস্তঃ যেষ বৈ পশুস্তি তে পদং পক্ষ্যাদী-
নাম্ । অত ইতরেভ্যোহপি দ্বৈতিভ্যোহত্যন্তসাহসিকা ইত্যর্থঃ । যেষপি শূন্যবাদিনঃ পশুস্ত এব সর্বশূন্যতাং স্বদর্শনস্যাপি শূন্যতাং প্রতিজানতে তে ততোহপি সাহসিকতরাঃ খং মুষ্টিনাহপি জিঘ্রক্ষন্তি ॥ ২৮ ॥

উক্তৈর্হেতুভিরজমেকং ব্রহ্মোতি সিদ্ধং যৎপুনরাদৌ প্রতিজাতং তৎ-
ফলোপসংহারার্থোহয়ং শ্লোকঃ । অজাতং যচ্চিৎতং ব্রহ্মৈব জায়ত ইতি
বাদিভিঃ পরিকল্প্যতে তদজাতং জায়তে যস্মাদজাতিঃ প্রকৃতিস্তুতস্য ততস্ত-
স্মাদজাতরূপায়াঃ প্রকৃতেরনুথাভাবো জন্ম ন কথঞ্চিদ্বিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

করিয়া বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগকে নিরস্ত করিতেছেন । যেহেতু
বিজ্ঞানবাদীরা ঘটাদির আভাসতা স্বীকার করেন, আমরাও তাহা
অনুমোদন করিবটে । অতএব চিত্তের জন্মের অসত্যতাতে তাহার জ্ঞান
যুক্ত হইতেছে না ; স্তবরাং চিত্তের জন্ম নাই এবং যেহেতু চিত্তদৃশ্য
পদার্থের ও জন্ম হয় না, তথাপিও যাহারা চিত্তের স্বরূপ জানিতে না
পারিয়া আকাশেতে পাদ দর্শন করে । অতএব যাহারা জাতিবাদী,
তাহারা অন্তান্ত দ্বৈতবাদী অপেক্ষা অধিক সাহসিক এবং যাহারা শূন্য-
বাদী তাহারা আরও অধিক সাহসান্বিত । তাহারা আকাশকে মুষ্টি মধ্যে
গ্রহণ করিতে চাহে ॥ ২৮ ॥

পূর্ব পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মই অজাত, ইহা প্রতিপন্ন
হইল । এইক্ষণ ব্রহ্ম কুটস্থ অধীতীয় বলিয়া যে পূর্বে স্বীকার করিয়া
ছেন, তাহাই প্রতিপাদন করা যাইতেছে ।—অজাত পদার্থের জন্মহর
বলিয়া বাদীরা কল্পনা করেন, কিন্তু যেমন প্রকৃতিই অজাত, কখনও তাহার

অনাদেরস্তবস্ত্বং সংসারস্ত ন সৎসৃতি ।

অনন্ততা চাদিমতো মোক্ষস্ত ন ভবিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

আদাবস্তে চ যন্মাস্তি বর্তমানেহপি তত্তথা ।

বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোহবিতথা ইব লক্ষিতাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্যথাপর আত্মনঃ সংসারমোক্ষয়োঃ পরমার্থসম্ভাব্যাদিনাং দোষ উচ্যতে । অনাদেরতীতকোটিরহিতস্য সংসারস্যান্তবস্ত্বং সমাপ্তির্ন সৎসৃতি যুক্তিতঃ সিদ্ধং নোপযাস্যতি । ন হ্যনাদিঃ সন্নন্তবান্ কশ্চিৎ-পদার্থো দৃষ্টো লোকে । বীজাকুরসম্বন্ধনৈরন্তর্য্যবিচ্ছেদো দৃষ্ট ইতি চেৎ । ন একবস্ত্বভাবেনোপোদিতত্বাৎ । তথাহনন্ততাহপি বিজ্ঞানপ্রাপ্তিকাল-প্রভবস্য মোক্ষস্যাদিমতো ন ভবিষ্যতি । ঘটাদিষদদর্শনাৎ । ঘটাদি-বিনাশবদবস্ত্বাদদোষ ইতি চেৎ । তথা চ মোক্ষস্য পরমার্থসম্ভাবপ্রতিজ্ঞা-হানিঃ । অসম্বাদেব শশবিষাংসোবাদিমত্বাভাবশ্চ ॥ ৩০ ॥

অন্তথা ভাব, অর্থাৎ জন্ম হইতে পারে না । প্রকৃতির জন্ম স্বীকার করিলে স্বরূপের অন্তথা পত্তি হইয়া পড়ে ॥ ২৯ ॥

যাহারা সংসার মোক্ষকে, পরমার্থ জ্ঞান করে, তাহাদিগের মতে দোষারোপ করিতেছেন ।—অনাদি সংসারের সমাপ্তি যুক্তিসিদ্ধ নহে, লোকে এমন কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না, যাহার আদি নাই, অথচ অন্ত আছে । অনাদি সংসারের কখনও শেষ হইতে পারে না এবং মোক্ষের আদি আছে, তাহারও অনন্তত্ব সম্ভব হয় না । যেমন ঘটাদি পদার্থের আদি দৃষ্ট হয়, তাহার অনন্তত্ব সম্ভব হয় না, সেই-রূপ মোক্ষেরও আদি আছে, তাহার অনন্তত্ব বলিতে পারা যায় না ; সুতরাং সংসার মোক্ষকে পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না ॥ ৩০ ॥

পূর্বোক্তলোকে উক্ত হইয়াছে যে মোক্ষের আদি ও অন্ত আছে, অত-এব যাহা আদিতে এবং অন্তে থাকে না, তাহা বর্তমান কালেও থাকিতে পারে না । যে বস্তুর মিথ্যাবস্তুর সম্বন্ধে তাহা সৎ হইলেও মিথ্যা বলিয়া লক্ষিত হয় । অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মোক্ষ

সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে ।

তস্মাদাদ্যন্তবদ্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ ॥ ৩২ ॥

সর্বৈ ধৰ্ম্মা যুষা স্বপ্নে কায়ন্তান্তনিদর্শনাৎ ।

সংবৃত্তেহস্মিন্ প্রদেশে বৈ ভূতানাং দর্শনং কৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

বৈতথ্যে কৃতব্যাখ্যানৌ শ্লোকাবিহ সংসারমোক্ষাভাবপ্রসঙ্গেন
পঠিতৌ ॥ ৩১-৩২ ॥

নিমিত্তস্যানিমিত্তত্বমিষ্যতে ভূতদর্শনাদিত্যমর্থঃ প্রপঞ্চ্যতে এতৈঃ
শ্লোকৈঃ ॥ ৩৩ ॥

পদার্থ আদিত্যে, অস্তে এবং বর্ত্তমানেও অসৎ । যেমন লোকে মরু-
ভূমিতে জলগ্রহণ করে, মোক্ষকামনাও সেইরূপ দেখিতেছি । (মরু-
ভূমির জল যেমন মিথ্যা, মোক্ষ কামিদিগেব মোক্ষও সেইরূপ মিথ্যা ।
যে বস্তু মরীচিকাজল সদৃশ, তাহাকে কখনও মিথ্যা ভিন্ন সত্য বলিয়া
স্বীকার করা যায় না) ॥ ৩১ ॥

মরীচিকা জলেতে স্নানপানাদি প্রয়োজন সাধিত হয় না বলিয়া তাহা
মিথ্যারূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মোক্ষাদির স্বরূপ প্রয়োজন বিদ্যমান
আছে, অতএব তাহা কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে ? এই আশঙ্কায় বলি-
তেছেন,—মোক্ষাদির যে প্রয়োজন স্বীকার করিলে, তাহা স্বপ্নেতে বিপ্র-
তিপন্ন হয় । অতএব মোক্ষাদির আদ্যন্তবত্তাপ্রযুক্ত তাহা মিথ্যা বলিয়া
প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৩২ ॥

যে কারণে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সকল মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই
কারণে জাগরিত বস্তু সমুদায়ও মিথ্যা বলিয়া জানিবে । নিথ্যাবিষয়ে
স্বপ্নও জাগরিত উভয়ই তুল্য । কেবল বিজ্ঞানই সত্য বলিয়া জানিবে ।
যদি দেহমধ্যে দৃষ্ট হয় বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত বস্তুকেই মিথ্যাজ্ঞান
করিতে ইচ্ছা কর, তাহাহইলে জাগরিতে সর্বপ্রকার অবকাশশূন্য
বৈরাজ শরীরে অর্থাৎ পরমাত্মাতে বিদ্যমান প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ
সকলের যে দর্শনাদি হয়, তাহারও মিথ্যাত্ব অনিবার্য্য হইয়া উঠিল ।

ন যুক্তং দর্শনং গত্বা কালস্তানিয়মাদগতো ।

প্রতিবুদ্ধশ্চ বৈ সর্ববস্তুশ্চিন্ দেশে ন বিদ্যতে ॥ ৩৪ ॥

মিত্রাদৈঃ সহ সম্ভ্রাত্য সম্বুদ্ধো ন প্রপদ্যতে ।

জাগরিতে গত্যাগমনকালো নিয়তো দেশঃ প্রমাণতো যন্তস্যানিয়মাং
নিয়মস্যাভাবাৎ স্বপ্নে ন দেশান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

মিত্রাদৈঃ সহ সম্ভ্রাত্য তদেব মন্ত্রণং প্রতিবুদ্ধো ন প্রপদ্যতে । গৃহী-

কারণ পরমার্থসংব্রদ্ধ যখন সম্পূর্ণ নিরবকাশ, তখন তাহাতে অত্র বস্তুর
অবস্থান কোনমতেও যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। যাহাতে অবস্থিতির
যোগ্যস্থানেব অভাব আছে, তাহাতে অত্র কোন বস্তুর অবস্থিতির
সম্ভাবনা থাকে না। অতএব আত্মায় বিদ্যমান বস্তুর দর্শন কোনরূপেও
সত্য নহে; সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর আয় জাগরিত বস্তুও মিথ্যা বলিয়া
জানিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥

আর দেখ, স্বপ্নেতে দেশান্তরে গমন করিয়া যে দর্শনাদি করে, তাহা
যথার্থ দর্শন বলিয়া কোনরূপেও যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। কারণ যেদেশে
গমন করিতে যত সময়ের প্রয়োজন হয়, স্বপ্নেতে দেশান্তর গমনে সেই
নির্দিষ্ট সময়ের নিয়ম কোথায় থাকে? কেহ যেন স্বপ্নকালে কাশীতে
গমন করিয়া বিষ্ণুধর দর্শন করিয়া আসিল, কিন্তু কাশীতে গমন
করিয়া বিষ্ণুধর দর্শনপূর্বক প্রত্যাগমন করিতে বহুদিবসের প্রয়োজন
হয়, কিন্তু স্বপ্নকালে সেই নির্দিষ্ট বহুদিবস কোথায় পাওয়া যায়? আর
জাগরিত হইয়াও সেই দেশে অবস্থান দৃষ্ট হয় না। অতএব স্বপ্না-
বস্থাতে যে দেশান্তর গমন হয়, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতে হইবে, উহা
কোনরূপেও সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এইরূপে জাগরণ
কালেও দেহস্বরূপ দেশেতে অবস্থান করিয়া সাংসারিক সুখই অমুভব
করা যায় ॥ ৩৪ ॥

আরও দেখ, স্বপ্নকালে মিত্রাদির সহিত যে সকল মন্ত্রণা করায়,
জাগ্রদবস্থায় সেই সকল মন্ত্রণার কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর

গৃহীতঞ্চাপি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥ ৩৫ ॥

অপ্নে চাবস্তকঃ কায়ঃ পৃথগন্যস্ত দর্শনাৎ ।

যথা কায়স্তথা সর্বং চিত্তদৃশ্যমবস্তকম্ ॥ ৩৬ ॥

গ্রহণাজ্জাগরিতবত্তদ্বৈতঃ স্বপ্ন ইষ্যতে ।

তচ্চ যৎকিঞ্চিৎ হিরণ্যাদি ন প্রাপ্নোতি । গতচ্চ ন দেশান্তরং গচ্ছতি
অপ্নে ॥ ৩৫ ॥

অপ্নে চ অটন দৃশ্যতে যঃ কায়ঃ সৌহবস্তকস্ততোহন্যস্ত স্বাপাদেশস্যস্ত
পৃথক্কায়ান্তরস্ত দর্শনাৎ । যথা স্বপ্নদৃশ্যঃ কায়োহসংস্তথা সর্বচিত্তদৃশ্যম-
বস্তকং জাগরিতেহপি চিত্তদৃশ্যাদিত্যর্থঃ । স্বপ্নসমত্বাদসজ্জাগরিতমপীতি
প্রকরণার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতচ্চাসত্ত্বং জাগ্রদবস্তনো জাগরিতবজ্জাগরিতশ্চৈব গ্রহণাদ্ গ্রাহগ্রাহক
রূপেণ স্বপ্নস্ত তজ্জাগরিতং হেতুরস্ত স্বপ্নস্তদ্বৈতুজ্জাগরিতকার্যমিষ্যতে ।
স্বপ্নকালে হুবর্ণরজতাদি বাহ্য কিছু লাভ করা যায়, তাহাও জাগ্রদবস্থায়
দেখিতে পাওয়া যায় না । অতএব স্বপ্নে দেশান্তর গমনাদিও কোনরূপে
সিদ্ধ হইতেছে না । যেমন স্বপ্নকালে মিত্রাদির সহিত পরামর্শ ও সুবর্ণাদি
লাভ প্রভৃতি সকলই মিথ্যা, সেইরূপ স্বপ্নকালে দেশান্তর গমনও নিশ্চয়ই
অলীক ॥ ৩৫ ॥

অপ্নে যে শরীরের সহিত আপনাকে নদ্যাদিতে পর্যটন করিতে দেখা
যায়, উহাও মিথ্যা ভিন্ন সত্য হইতে পারেনা । তখন আপনার নিশ্চল
দেহ হইতে শরীরান্তরকেই দর্শন করিয়া থাকে । অতএব স্বপ্নদৃষ্ট গমন
শীল শরীর কোন রূপ বস্তুই নহে । যেমন স্বপ্নদৃষ্ট শরীর কোন বস্তু নহে,
সেইরূপ চিত্তকর্তৃক পরিদৃশ্যমান এই জড়ময় সংসারও কোন পদার্থ নহে,
উহা চিত্তের আভাস মাত্র । অতএব এই সংসার সমূদায়ই মিথ্যা, এবং
স্বপ্নতুল্য ; সুতরাং বাহ্য সং- বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহাও সং
নহে ॥ ৩৬ ॥

জাগ্রদবস্থায় পদার্থ সকল গ্রহণ করিতে পারা যায় বলিয়া স্বপ্ন কালেও
বস্তু সকল পরিগৃহীত হইয়া থাকে । যদিও স্বপ্নকে জাগরণের কার্য্য বলিয়া

তদ্বৈতত্বজ্জাগরিতকাৰ্য্যত্বাত্তৈব স্বপ্নদৃশ এব সজ্জাগরিতং ॥ ৩৭ ॥

উৎপাদস্তাপ্রসিদ্ধত্বাদজং সৰ্ব্বমুদাহৃতম্ ।

তদ্বৈতত্বজ্জাগরিতকাৰ্য্যত্বাত্তৈব স্বপ্নদৃশ এব সজ্জাগরিতং ন ব্ৰহ্মৈবাম্ ।
যথা স্বপ্ন ইত্যভিপ্রায়ঃ । যথা স্বপ্নঃ স্বপ্নদৃশ এব সন্ সাধারণবিদ্যমান-
বস্তুবদবভাসতে তথা তৎকাৰণত্বাৎ সাধারণবিদ্যমানবস্তুবদবভাসনং ন তু
সাধারণং বিদ্যমানবস্তু স্বপ্নবদেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

নহু স্বপ্নকাৰণত্বে জাগরিতবস্তুনো ন স্বপ্নবদবস্তুত্বম্ । অত্যন্তচলো হি
স্বপ্নো জাগরিতস্ত স্থিরং লক্ষ্যতে । সত্যমেবাবিবেকিনাং ত্বাৎ বিবেকি-
নাস্তু ন কস্তচিৎ বস্তুন উৎপাদঃ প্রসিদ্ধোহতোহপ্রসিদ্ধত্বাৎ উৎপাদস্তাত্তৈব
সৰ্ব্বমিত্যজং সৰ্ব্বমুদাহৃতং বেদান্তেষু সৰ্ব্বাহাভ্যন্তরো হজ ইতি । যদপি

জানা যাইতেছে, তথাপি অসৎ স্বপ্নের কারণ বলিয়া জাগ্রৎ বস্তুকেও
সৎ স্বরূপে স্বীকার করা যায় না এবং স্বপ্ন দৃশ্য পদার্থ সকল কেবল স্বপ্ন
দৃষ্টা পুরুষের নিকটেই সৎ বলিয়া জানা যাইতেছে । তথাপি অসৎ
স্বপ্নের কারণ বলিয়া জাগ্রৎবস্তুকেও সৎ স্বরূপে স্বীকার করা যায় না
এবং স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ সকল কেবল স্বপ্নদৃষ্টা পুরুষের নিকটেই সৎ বলিয়া
বোধ হয়, কিন্তু তাহা সাধারণের গ্রাহ্য হয় না । এইরূপ জাগরিত বস্তুও
সৰ্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য হইতেছে না । যে বস্তু যাহাব নিকটে থাকে, সেই
ব্যক্তিই সেই বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, অন্যে তাহা গ্রহণ করিতে
পারে না ; সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় জাগরিত পদার্থও মিথ্যা বলিয়া
জানা যাইতেছে ॥ ৩৭ ॥

যদি বল, স্বপ্নের কারণ বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ত্রায় জাগরিত বস্তু
যে মিথ্যা হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই । জাগরিত বস্তু সকল
স্বপ্নের কারণ বলিয়াই মিথ্যা হইবে কেন ? স্বপ্ন অতিশয় চঞ্চল, কিন্তু
জাগরিত পদার্থ স্থির দেখিতেছি, তাহা মিথ্যা কোন রূপেও সম্ভ-
বিত্তে পারে না, তাহা সত্য, অবিবেকীরা এই রূপ বলিতে পারেন বটে,
কিন্তু বিবেকীরা কোন বস্তুরও উৎপত্তি স্বীকার করেন না । অবিবে-

ন চ ভূতাদভূতশ্চ সম্ভবোহস্তি কথঞ্চন ॥ ৩৮ ॥

অসজ্জাগরিতে দৃষ্ট্বা স্বপ্নে পশ্যতি তন্ময়ঃ ।

অসৎস্বপ্নেহপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি ॥ ৩৯ ॥

মত্বে জাগরিতাং গতৌহসৎ স্বপ্নো জায়ত ইতি তদসৎ । ন ভূতাদ্বিদ্যমা-
নাদভূতস্তাসতঃ সম্ভবোহস্তি লোকে । ন হসতঃ শশবিষাণাদেঃ সম্ভবো
দৃষ্টঃ কথঞ্চিদপি ॥ ৩৮ ॥

নহু উক্তং যদৈব স্বপ্নো জাগরিতকার্য্যমিতি তৎকথমুৎপাদো প্রসিদ্ধ
ইত্যাচ্যতে । শৃণু তত্র যথা কার্য্যকারণভাবোহস্মাভিরভিপ্রেত ইতি । অসদ-
বিদ্যমানং রজ্জুসৰ্পবদ্বিকল্পিতং বস্তু জাগরিতে দৃষ্ট্বা তদ্ভাবভাবিত্ত-
তন্ময়ঃ স্বপ্নে জাগরিতবদগ্রাহগ্রাহকরূপেণ বিকল্পয়ন্ পশ্যতি তথা সৎ-
স্বপ্নেপি দৃষ্ট্বা চ প্রতিবুদ্ধো ন পশ্যতি অবিকল্পয়ন্ চ শব্দাৎ । তথা
জাগরিতেহপি দৃষ্ট্বা স্বপ্নে ন পশ্যতি কদাচিদিত্যর্থঃ । তন্মাজাগরিতং
স্বপ্নহেতুরূচ্যতে ন তু পরমার্থসদ্বিত্তি কৃত্বা ॥ ৩৯ ॥

কীরা কার্য্য রূপে বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন । বিবেকী
ব্যক্তির সমুদায় বস্তুকে অজ্ঞাতি স্বীকার করিয়া তাহার কারণতাই
অস্বীকার করেন । আর যদিও জাগরিত বস্তু হইতে অসৎ স্বপ্নের উৎ-
পত্তি স্বীকার করিতে চাও, তাহাও নিতান্ত অর্যোক্তিক বলিয়া বোধ
হইতেছে । কখনও সম্ভব হইতে অসতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না । লোকে
কখনও শশশৃঙ্গের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না । যদি অসৎ বস্তুর উৎপত্তি
স্বীকার কর, তাহাইহলে শশশৃঙ্গাদির আয় অসৎ বস্তুরও উৎপত্তি স্বীকার
করিতে হয় ॥ ৩৮ ॥

এইক্ষণ ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যখন স্বপ্নেই কার্য্য কারণ
ভাবের উল্লেখ করিয়াছ, তখন উৎপত্তি অপ্রসিদ্ধ বলিয়া উক্তি করা
অসঙ্গত বোধ হইতেছে । তদন্তরে বলিতেছেন, এখানে আত্মা যেরূপ
কার্য্য কারণ ভাবের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ।—যেমন অজ্ঞান
বশতঃ রজ্জুকে সৰ্পরূপে জ্ঞান হয়, সেইরূপ অবিদ্যা কল্পিত অবিদ্যমান

নাস্ত্যসন্ধেতুকমসৎ সদসন্ধেতুকস্তথা ।

সচ্চ সন্ধেতুকং নাস্তি সন্ধেতুকমসৎকৃতঃ ॥ ৪০ ॥

পরমার্থতস্ত ন কশ্চিৎ কেনচিদপি প্রকারেণ কার্যাকারণভাব উপপ-
দ্যতে কথং নাস্ত্যসন্ধেতুকমসচ্চশবিষাণাদি হেতুঃ কারণং যস্তাসত এব
খপুস্পাদেস্তদসন্ধেতুকমসন্ন বিদ্যাতে । তথা সদপি ঘটাদিবস্ত্ব অসন্ধেতুকং
শশবিষাণাদিকার্য্যং নাস্তি । তথা সচ্চ বিদ্যমানং ঘটাদিবস্ত্বস্তরকার্য্যং
নাস্তি । সংকার্য্যমসৎকৃত এব সম্ভবতি । ন চাত্তঃ কার্য্যাকারণভাবঃ সম্ভ-
বতি শক্যো বা কল্পয়িতুন্ম । অতো বিবেকিনামসিদ্ধ এব কার্য্যাকারণ-
ভাবঃ কশ্চিদিতি অভিপ্রায়ঃ ॥ ৪০ ॥

বস্ত্ত জাগরিতে দর্শন করিয়া তত্ত্বাপন্ন হইয়াই স্বপ্নেও জাগরিতের স্থায়
গ্রাহ্য গ্রাহক ভাবের কল্পনা পূর্ব্বক তাহাই দর্শন করিয়া থাকি । কিন্তু
অসৎ স্বপ্ন দর্শন করিয়া কখনও জাগরিতে তাহা দেখিতে পাই না ।
অতএব জাগরিত বস্ত্তকে স্বপ্নের হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহা
পরমার্থতঃ সৎ নহে ॥ ৩৯ ॥

পরমার্থ সদবস্ত্তর কার্য্যাকারণভাব বাস্তবিক অসম্ভব, ইহাই অল্প
প্রকার উপায়দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন।—যেহেতু অসদবস্ত্ত হইতেও
অসদবস্ত্তর উৎপত্তি হয় না ; কিম্বা অসৎও কখন সতের কারণ হয় না
এবং সংপদার্থ হইতেও সতের উৎপত্তি দেখা যায় না ; সুতরাং কোন্ সৎ
হইতে অসতের উৎপত্তি কোন রূপেও সম্ভব হয় না । যখন লোকে দৃষ্ট
হইতেছে যে, শশশৃঙ্গাদি অসৎ বস্ত্ত হইতে আকাশকুসুমাদি অসৎ পদা-
র্থের উৎপত্তি হয় না এবং ঘটাদি সংপদার্থ হইতে শশশৃঙ্গাদি অসতের
সম্ভব হয় না, অথবা ঘটাদি সদবস্ত্ত হইতেও অল্প কোন সংপদার্থের
সম্ভব দেখা যায় না, তখন ঘটাদি সংপদার্থ হইতে শশশৃঙ্গাদি অসদ-
বস্ত্তর উৎপত্তি যে একান্তই অসম্ভব । তাহার সন্দেহ নাই, এইরূপ
অবস্থায় যে অল্প কোন প্রকারে কার্য্যাকারণভাবকল্পনা, তাহাও দুষ্কর

বিপর্যাসাদ্যথা জাগ্রদচিস্ত্যান্ ভূতবৎ স্পৃশেৎ ।

তথা স্বপ্নে বিপর্যাসাদ্ধৰ্ম্মাস্তত্ৰৈব পশ্চতি ॥ ৪১ ॥

উপলন্তাৎ সমাচারাদস্তি বস্তুত্ববাদিনাম্ ।

পুনরপি জাগ্রৎস্বপ্নয়োরসতোরপি কার্য্যকারণভাবাশঙ্কামপনয়নাহ ।
বিপর্যাসাদিবিবেকতো যথা জাগ্রজাগরিতেহচিস্ত্যান্ ভাবান্ শকাচিস্তনী-
য়ান্ রজ্জুসর্পাদীন্ ভূতত্ববৎপরমার্থবৎ স্পৃশেৎ স্পৃশন্নিব বিকল্পয়েদিত্যর্থঃ ।
কশ্চিদযথা তথা স্বপ্নে বিপর্যাসাদ্ধৰ্ম্মাদীন্ পশ্চন্নিব বিকল্পয়তি তত্ৰৈব পশ্চতি
ন তু জাগরিতাৎপদ্যমানানিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

যাপি বুদ্ধৈরদ্বৈতবাদিভিজ্জাতিদ্দেশিতোপদিষ্টা । উপলন্তনমুপলন্তস্তথা-
ছপলক্কেরিত্যর্থঃ । সমাচারধ্বাশ্রমাদিধৰ্ম্মসমাচারণাচ্চাভ্যাং হেতুভ্যামস্তি
বস্তুত্ববাদিনামস্তি বস্তুভাব ইত্যেবং বদনশীলানাং দৃঢ়গ্রাহবতাং শ্রদ্ধা-

বলিয়া বোধ হইতেছে । অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারণ
ভাবের অপ্রামাণ্যবশতঃ তাহা অগ্রাহ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

পুনর্বার জাগরিত ও স্বপ্ন এই উভয় অসৎ পদার্থের কার্য্যকারণ
ভাবের আশঙ্কা নিরাস করিতেছেন ।—জাগরিত ও স্বপ্ন এই উভয়ের মধ্যে
যে বাস্তবিকই কার্য্যকারণভাব বিদ্যমান নাই, তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন
হইল । তবে বিবেকবিমুখ মূঢ়েরাই সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া জাগ্রদ-
বহ্যতেও রজ্জুসর্পাদির ভ্রাম্য'চিস্তপরিকল্পিত অচিস্তনীয়ভাব সকলকে
বিদ্যমান ও পরমার্থ সঙ্গ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকে । যেমন কল্পনা করি-
য়াই বস্তু সকলকে বিদ্যমান বলিয়া বোধ করে, সেইরূপ অবিবেকবশতই
স্বপ্নেতেও হস্তীপ্রভৃতি জাগরিত বস্তু হইতে সমুৎপন্ন স্বপ্নদৃষ্ট অসদ্বস্তু
সকলকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে ॥ ৪১ ॥

আর অবিবেকী বৌদ্ধগণ যে উপলন্ত অর্থাৎ অশুভব এবং সমা-
চার অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোক্ত ধৰ্ম্মাচারাদিহেতু প্রত্যক্ষ বস্তু সকলের বাস্তবিক
বিদ্যমানতা আছে বলিয়া জাতির উপদেশ করিতেছেন এবং তাঁহারা যে

জাতিস্ত দেশিতা বুদ্ধৈরজ্ঞাতেন্দ্রসতাং সদা ॥ ৪২ ॥

অজ্ঞাতে স্ত্রসতাস্তেষাম্পলমস্তাদ্বিয়ন্তি যে ।

জাতিদোষা ন সৎ স্ত্রস্তি দোষোহপ্যল্লো ভবিষ্যতি ॥৪৩॥

নানাং মন্দবিবেকিনামর্থোপায়স্তেন সা দেশিতা জ্ঞাতিঃ তাং গৃহুস্ত তাবৎ বেদান্তাত্মাসিনাস্ত স্বয়মেবাজ্ঞান্যাস্ত্রবিষয়ো বিবেকো ভবিষ্যতীতি ন তু পরমার্থবুদ্ধ্যা । তেহি শ্রোত্রিয়াঃ । স্থূলবুদ্ধিত্বাদজ্ঞাতেঃ । অজ্ঞাতিবস্তনঃ সদা ব্রহ্মস্ত্যজ্ঞানাশং মন্তমানা অবিবেকিন ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

উপায়ঃ সোহবতারায়ৈতুক্তম্ । যে চৈবম্পলমস্তাং সমাচারাক্ষাজ্ঞাতৈরজ্ঞাতিবস্তনস্ত্রসন্তোহস্তি বস্তিত্যদ্বয়ান্ননো বিয়ন্তি বিরুদ্ধং যন্তি দ্বৈতং প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ । তেষামজ্ঞাতেন্দ্রসতাং শ্রদ্ধধানানাং জ্ঞাতিদোষা জাত্যুপলভকৃত্য দোষা ন সৎ স্ত্রস্তি সিদ্ধিং নোপযাস্তন্তি । বিবেকমার্গপ্রবৃত্তত্বাৎ । যদ্যপি কশ্চিদোষঃ স্ত্রাৎ সোহপ্যল্ল এব ভবিষ্যতি । সমাগ্-দর্শনাপ্রতিপত্তিহেতুক ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহাদিগের একমাত্র অবিবেক ভিন্ন আর কিছুই নহে । অজ্ঞাতি স্বীকারে আত্মনাশসম্ভাবনায় ভীত হইয়াই যেন তাঁহারা উৎপত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, অতএব সেই উপদেশ তাঁহারা ই গ্রহণ করুন । অদ্বৈতভাব স্বীকার করিয়াও যে তাঁহারা দ্বৈতভাব আশ্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, উহাতে তাঁহাদের স্বল্প বুদ্ধিতাই প্রকাশিত হইতেছে । শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, যাহারা পরমব্রহ্মে বিকার আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের ভয়েরই আবির্ভাব হইয়া থাকে, অতএব বৌদ্ধদিগের উক্তরূপ মত দেখিয়াই তাহাদিগকে অবিবেকী বলিতেছি ॥ ৪২ ॥

অজ্ঞাতি স্বীকার করিলে আত্মধ্বংস শঙ্কা করিয়া যে অবিবেকী বৌদ্ধেরা বিরুদ্ধ পথ অনুসরণপূর্বক দ্বৈতশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই জ্ঞাতি গ্রহণ দোষ সিদ্ধ হইবে না । কারণ তাঁহারা বিবেক মার্গই অনুসরণ করিতেছেন । তাহাতে যদি কিঞ্চিৎ দোষ সম্ভাবনা হয়, তাহাও

উপলস্তাং সমাচারান্মায়াহন্তী যথোচ্যতে ।

উপলস্তাং সমাচারাদস্তি বস্ত তথোচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

জাত্যাভাসং চলাভাসং বস্তাভাসং তথৈব চ ।

ননুগলস্তসমাচারয়োঃ প্রমাণস্বাদন্ত্যেব দ্বৈতং বস্তুতি । নোপলস্তসমাচার-
যোৰ্য্যভিচারং । কথং ব্যভিচার ইত্যাচ্যতে । উপলভ্যতে হি মায়া-
হন্তী হন্তীব হস্তিনমিবাত্র সমাচরন্তি বন্ধনারোহণাদিহস্তিসম্বন্ধিভির্ধৈর্ম-
হন্তীতি চোচ্যতে । অসন্নপি যথা তথৈবোপলস্তাং সমাচারাং দ্বৈতং ভেদ-
রূপমন্তি বস্তুত্যাচ্যতে । তন্মাম্নোপলস্তসমাচারৌ দ্বৈতবস্তুসম্ভাবে হেতু ভবত
ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

কিম্পুনঃ পরমার্থসদ্বস্ত যদাম্পদা জাত্যাদ্যসদ্বস্তু ইত্যাহ জাতি

অন্ন দোষ বলিয়া গণ্য হইবে । কারণ সেই দোষ কেবল সম্যক্ বিবে-
চনার ক্রটি হইতেই ঘটয়া থাকে । সম্যক্ প্রকার বিবেচনা করিয়া দেখিলে
উক্ত দোষকে দোষ বলিয়াই গ্রাহ হইতে পারে না ॥ ৪৩ ॥

আর যদি উপলস্ত ও সমাচার এই উভয়কে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করা
যায়, তবে জন্ত সকলের জাতিই কেন না স্বীকার করিব ? এইক্ষণ বলি-
তেছি যে, উপলস্ত ও সমাচার ইহারা প্রমাণস্বরূপে পরিগৃহীত হইতেছে
না, কারণ ইহাতে সম্যক্ ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে । যদি বল, ব্যভিচার
কি ? তাহাও দেখাইতেছি, যদি উপলস্ত ও সমাচার দর্শন করিয়াই বস্তু
স্বীকার করিতে যাও, তবে মায়া হস্তীরও বিদ্যমান হস্তীর ঞ্চায় আরো-
হণাদি উপলব্ধি হইতে পারে, তাহা কেন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না ?
যেমন কেবল অলুভবদ্বারাই মায়া হস্তীর বস্তু স্বীকার করিতে পার না,
সেইরূপ অলুভবমাত্রদ্বারাই বিদ্যমান হস্তীরও বস্তু স্বীকার হইতেছে
না, স্তত্রাঃ তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা । অতএব উপলস্ত ও সমাচার বস্তু
সিদ্ধিগক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হইতে পারিল না ॥ ৪৪ ॥

জাত্যাভাস, অর্থাৎ দেবদত্তের জন্ম হইতেছে, ইত্যাদিরূপে জাতি-
জ্ঞান ; চলাভাস, অর্থাৎ দেবদত্ত গমন করিতেছে, ইত্যাদিরূপ বোধ ;

অজ্ঞাচলমবস্তৃত্বং বিজ্ঞানং শান্তমদ্বয়ম্ ॥ ৪৫ ॥

এবং ন জায়তে চিত্তমেবং ধৰ্ম্মা অজ্ঞাঃ স্মৃতাঃ ।

এবমেব বিজ্ঞানন্তো ন পতন্তি বিপর্য্যয়ে ॥ ৪৬ ॥

ঋজুবক্রাদিকাভাসমলাতস্পন্দিতং যথা ।

সজ্জাতিবদভাসত ইতি । জাত্যাভাসত ইতি জাত্যাভাসম্ । তদযথা দেব-
দন্তো জায়ত ইতি । চলাভাসং চলনমিবাভাসত ইতি । যথা স এব
দেবদন্তো গচ্ছতীতি । বস্তাভাসং বস্ত দ্রব্যং ধৰ্ম্মি তদ্বদভাসত ইতি
বস্তাভাসম্ । যথা স এব দেবদন্তো গৌরো দীৰ্ঘ ইতি । জায়তে দেব-
দন্তঃ স্পন্দতে দীৰ্ঘো গৌর ইত্যেবমবভাসতে । পরমার্থতত্ত্বজমচলম-
বস্তৃত্বমদ্রব্যঞ্চ । কিন্তুদেবস্প্রকারং বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিঃ । জাত্যাতিরহি-
তত্বাচ্ছান্তম্ । অত এবাদ্বয়ঞ্চ তদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

এবং যথোক্তেভ্যো হেতুভ্যো ন জায়তে চিত্তমেবং ধৰ্ম্মা আত্মানোহজ্ঞাঃ
স্মৃতা ব্রহ্মবিদ্বিঃ ধৰ্ম্মা ইতি বহুবচনম্ । দেহে ভেদানুবিধায়িত্বাদদ্বয়ত্বৈবো-
পচারতঃ । এবমেব যথোক্তং বিজ্ঞানং জাত্যাতিরহিতমদ্বয়মাত্মত্বং বিজ্ঞা-
নত স্ত্যক্তবাহৈষণাঃ পুনর্ন পতন্ত্যবিদ্যাধ্বাত্তসাগরে । বিপর্য্যয়ে তত্র
কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্নত ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ৪৬ ॥

যথোক্তং পরমার্থদর্শনং প্রপঞ্চয়িষ্যমাংহ । যথা হি লোকে ঋজুবক্রাদি

বস্তাভাস, অর্থাৎ দেবদন্ত দীৰ্ঘ ও গৌর ইত্যাদিরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান । এই
সমস্তই সম্পূর্ণ অসং বলিয়া জানিবে । কেবলমাত্র সংরূপে আভাসমান
হইয়া থাকে । বাহ্য পরমার্থ সং, তাহার জাতি, ক্রিয়া, গুণ কিম্বা দ্রব্যত্ব
কিছুই নাই ॥ ৪৫ ॥

এই নিমিত্তই ব্রহ্মবিদগণিতেরা বলিতেছেন যে, চিত্তের জন্ম নাই ।
যে পদার্থ অজ্ঞাতি, অর্থাৎ জন্মরহিত, তাহাকে উক্তরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া
জানিতে হইবে । আত্মা উক্তরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে আব
বিপর্য্যয়ে, অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত মোহে পতিত হইতে হয় না ॥ ৪৬ ॥

আত্মসম্বন্ধে ঋজুবক্রাদিরূপ যে সকল ধর্ম্মের আভাসমাত্র আমরা অহ-

গ্রহণগ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানস্পন্দিতস্তথা ॥ ৪৭ ॥

অস্পন্দমানমলাতমনাভাসমজং যথা ।

অস্পন্দমানং বিজ্ঞানমনাভাসমজং তথা ॥ ৪৮ ॥

অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্ততো ভুবঃ ।

প্রকারাভাসমলাতস্পন্দিতমুচ্চালনং তথা গ্রহণগ্রাহকাভাসং বিষয়াভাস-
মিত্যর্থঃ । কিন্তুবিজ্ঞানস্পন্দিতম্ স্পন্দিতমিব স্পন্দিতমবিদ্যায়া । ন
হ্যচলন্ত বিজ্ঞানন্ত স্পন্দনমস্তি । অজাচলমিতি হ্যুক্তম্ ॥ ৪৭ ॥

অস্পন্দমানং স্পন্দনবর্জিতং তদেবালাতমুচ্ছাদ্যাকারেণাজায়মানম্ ।
অনাভাসমজং যথা তথাবিদ্যায়া স্পন্দমানমবিদ্যোপরমে অস্পন্দমানং
জাতাদ্যাকারেণাভাসমজমচলন্তবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

কিঞ্চ তস্মিন্বেবালাতে স্পন্দমানে ঋজুবক্রাদ্যাভাসা অলাতাদন্ততঃ

ভব করিয়া থাকি, উহারা অলাত, অর্থাৎ অঙ্গারের স্থায় নিতান্ত অলীক ;
সুতরাং উহা যথার্থ নহে । আর ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ হয় বলিয়া গ্রাহ গ্রাহক-
ভাবে যে ঘটাদি বিষয়ের বোধ হইয়া থাকে, তাহাও বিজ্ঞানের স্পন্দনমাত্র ।
অবিদ্যাহেতুই বিজ্ঞানের তাদৃশ স্পন্দন হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের
অল্পতাবশতই উক্তরূপ বোধ হয় । বিজ্ঞান স্থির হইলে আর উক্তরূপ
জ্ঞানস্পন্দন হইতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

স্পন্দনরহিত হইলে যেমন অলাতের আর পূর্ববৎ ঋজুবক্রাদি
আকারের অনুভব হয় না । সেইরূপ আভাস, অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত মিথ্যা
জ্ঞানের তিরোভাব হইলেও অজ্ঞ আত্মা আর জাত্যাদিবিশিষ্ট বলিয়া
বোধ হয় না । যখন বিজ্ঞান স্পন্দনরহিত হয়, তখনও আত্মগম্বন্ধে এই-
রূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের চাক্ষু্যবশতই নানারূপ কল্পনা
হইয়া থাকে । স্থিরবিজ্ঞান হইলে সেই সকল কল্পনা বিদূরিত হইয়া
যায় ॥ ৪৮ ॥

অলাত স্পন্দিত হইতে আরম্ভ হইলে ঐ স্পন্দন অলাত ভিন্ন স্থান-
স্তর হইতে আগমন করে না, উহা অলাতেরই স্পন্দন বটে । সেই

নততোহন্যত্র নিস্পন্দান্নালাতপ্রবিশন্তি তে ॥ ৪৯ ॥

ন নির্গতা অলাতান্তে দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ ।

বিজ্ঞানেহপি তথৈব স্যুরাভাসস্বাভিশেষতঃ ॥ ৫০ ॥

বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতো ভুবঃ ।

ন ততোহন্যত্র নিস্পন্দান্ন বিজ্ঞানং বিশন্তিতে ॥ ৫১ ॥

কুতশ্চিদাগত্যালাতেনৈব ভবন্তীতি নাহ্যতো ভুবঃ । ন চ তস্মান্নিস্পন্দাদ-
লাতাদন্যত্র নির্গতাঃ । ন চ নিস্পন্দমলাতমেব প্রবিশন্তি তে ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ ন নির্গতা অলাতান্তে আভাসা গৃহাদিবদ্ দ্রব্যত্বাভাবযোগতঃ ।
দ্রব্যত্ব ভাবো দ্রব্যত্বং তদভাবো দ্রব্যত্বাভাবঃ দ্রব্যত্বাভাবযোগতো দ্রব্যত্বা-
ভাবযুক্তৈরুপস্থিতত্বাভাবাদিত্যর্থঃ । বস্তুনো হি প্রবেশাদি সম্ভবতি নাব-
স্তুনঃ ॥ ৫০ ॥

বিজ্ঞানেহপি জাত্যাভাসাস্তথৈব স্যুরাভাসস্যাবিশেষতস্ত্বলাত্বাৎ ।
কথং ত্বলাত্বমিত্যহ অলাতেন সমানং সৰ্ববিজ্ঞানস্য সদা প্রচলন্তস্ত্ব বিজ্ঞা-
নস্য বিশেষঃ । জাত্যাভাসা বিজ্ঞানেহচলে কিং কুত ইত্যাহ ।

অলাত নিস্পন্দ হইলেও তাহার স্পন্দন অলাত ভিন্ন অন্যত্র গমন
করে না, অলাতেই লীন হইয়া যায় । কারণ উহাকে অন্য কোথা হইতে
আসিতে, কি অন্য কোথাও যাইতে প্রত্যক্ষ করি না ॥ ৪৯ ॥

গৃহ হইতে বহির্গমনের স্থায় ঐ স্পন্দন যে অলাত হইতে নির্গত
হইয়া অন্যত্র গমন করে না, কি করিতে পারে না, তাহার হেতু বলিতে-
ছেন ।—যখন ঐ স্পন্দন দ্রব্য নহে, অর্থাৎ যখন উহাতে বস্তুত্বসংযোগ
নাই, তখন উহার গমনাদিও নাই । বস্তুর গমনাদি সম্ভাবনা হয়, কিন্তু
ধর্মের তাহা সম্ভব হয় না । (বিজ্ঞান সম্বন্ধে জাত্যাতির আভাস বা স্পন্দন
অবিকল এইরূপ বটে) ॥ ৫০ ॥

যখন বিজ্ঞান স্পন্দিত হইতে থাকে, তখনও জাত্যাতির আভাস বিজ্ঞান
ভিন্ন আর অন্য কোথা হইতেও বিজ্ঞানে আগমন করে না । আর নিস্পন্দ
হইলেও বিজ্ঞান ভিন্ন বিষয়াস্তরে প্রবেশ করে না ॥ ৫১ ॥

ন নির্গতা বিজ্ঞানান্তে দ্রব্যত্বাবয়োগতঃ ।

কার্য্যাকারণতাভাবাদ্যতোহচিন্ত্যঃ সদৈব তে ॥ ৫১ ॥

দ্রব্যং দ্রব্যস্ত হেতুঃ সাদৃশ্যদৃশ্যস্ত চৈব হি ।

কার্য্যাকারণতাভাবাৎ অজ্ঞানকল্পানুপপত্তেরভাবরূপত্বাদচিন্ত্যাস্তে যতঃ সদৈব । যথাহসংস্থ ঋজাদ্যাভাসেষু ঋজাদিবুদ্ধিদৃষ্টাংলাতমাত্রে তথা-
হসংস্থেব জাত্যাদিষু বিজ্ঞানমাত্রে জাত্যাদিবুদ্ধিমৃষেবেতি সমুদা-
য়ার্থঃ ॥ ৫১-৫২ ॥

অজমেকমান্বতত্ত্বমিতি স্থিতং তত্র যৈরপি কার্য্যাকারণভাবঃ কল্প্যতে
তেষাং দ্রব্যং দ্রব্যস্যাশ্রয়স্যাত্মদ্বৈতঃ কারণং স্যান্ন তু তস্যৈব ত্বং ।
নাপ্যদ্রব্যং কস্যচিৎকারণং স্বতন্ত্রং দৃষ্টং লোকে । ন চ দ্রব্যত্বং ধর্ম্মাণা-

বিজ্ঞানগত আভাস মাত্রেরও বস্তুত্ব না থাকা হেতু জাত্যাতির
প্রতীতিরূপ বিজ্ঞানাভাসও বিজ্ঞান ভিন্ন অন্তত্ব গমন করে না । অলা-
তের জ্ঞান বিজ্ঞানও সম্পূর্ণ নিশ্চল । এমত অবস্থায় কার্য্যাকারণভাবের
অনুপপত্তি হেতু বিজ্ঞানের আভাসমাত্রই মিথ্যা হইল, অর্থাৎ উহা
একান্তই অচিন্ত্য ও অসং বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৫২ ॥

পূর্ব পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বারা আত্মা অদ্বিতীয় এবং অজ বলিয়াই স্থির
হইল । তাহার সেই আত্মাতে কার্য্যাকারণভাবের কল্পনা করেন, তাহাদের
মতে ঘটাদি দ্রব্যই দ্রব্যাত্ত্বের কারণ হয় এবং তদ্ব্যতিরিক্ত গুরুত্বাদি
ধর্ম্মও ধর্ম্মাত্ত্বের কারণ হইয়া থাকে, বাস্তবিক কখনও দ্রব্যাদি গুরুত্বাদি
ধর্ম্মের কারণ বলিয়া গৃহীত হইতেছে না । আর লোকেও দ্রব্য ভিন্ন
অন্যকিছুই কাহারও কারণরূপে স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইতেছে না । অথবা দ্রব্যের
ধর্ম্ম গুরুত্বাদির প্রকারান্তরও সম্ভবে না । যদি বল, আত্মাও দ্রব্য, তবে
কেন না তাহার কার্য্যত্ব স্বীকার করিবে? তাহা অগ্রাহ্য, আত্মা নিগুণ
বলিয়া তাহার দ্রব্যত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না, অথবা সমশায়ী বলিয়াও
তাহার দ্রব্যত্ব স্বীকার করা যায় না, কারণ তাহাতে অত্মোচ্চাশ্রয় দোষ
ঘটে, অথবা আত্মার প্রকারান্তরভাবও কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে

দ্রব্যত্বমন্ত্যভাবো বা ধৰ্ম্মাণাং নোপপদ্যতে ॥ ৫৩ ॥

এবং ন চিত্তজা ধৰ্ম্মাশ্চিত্তং বাপি ন ধৰ্ম্মজম্ ।

এবং হেতুফলা জাতিং প্রবিশন্তি মনৌষণঃ ॥ ৫৪ ॥

যাবদ্ধেতুফলাবেশস্তাবদ্ধেতুফলোদ্রবঃ ।

মান্বনামুপপদ্যতেহন্তত্বং বা । কুতচ্চিদ্বেনাত্ত্বেনাভ্যুপগম্যং কার্যত্বং বা
প্রতিপদ্যতে । অতোহদ্রব্যত্বাদনন্তত্বাচ্চ ন কস্যচিৎ কার্যং কারণং বাস্মৈ-
ত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

এবং যথোক্তেনো হেতুভ্যাঃ আত্মবিজ্ঞানস্বরূপমেব চিত্তমিতি । ন
চিত্তজা বাহ্যধৰ্ম্মা নাপি বাহ্যধৰ্ম্মজং চিত্তম্ । বিজ্ঞানস্বরূপাত্মসমাভ্যুপ-
সর্গধৰ্ম্মাণাম্ । এবং ন হেতোঃ ফলং জায়তে নাপি ফলাদ্ধেতুরিতি হেতু-
ফলরোরজাতিংহেতু ফলা জাতিং প্রবিশন্তি অধ্যবসান্তি । আত্মনি হেতু-
ফলরোরভাবমেব প্রতিপদ্যন্তে ব্রহ্মবিদ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

যে পুনর্হেতুফলরোরভিনিবিষ্টান্তেষাং কিং শ্রাদিত্যচ্যুতে । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মা-

কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করা যাইতে পারে । কারণ আত্মা সৎ বলিয়া
একরূপেই প্রতিভাত হইতেছেন ; সুতরাং তাঁহার ভাবান্তর সংঘটিত হইতে
পারে না । অতএব আত্মা যে কোন কার্যের কারণ হইতে পারে, ইহা
কোনরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে না ॥ ৫৩ ॥

পূৰ্ণ প্রদর্শিত হেতুদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, চিত্ত আত্মবিজ্ঞান
স্বরূপ, অর্থাৎ আপনাই আপনাকে অনুভব করেন । সেই চিত্ত হইতে
বাহ্যধৰ্ম্ম বস্তুাদির উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ স্বয়ং কোন বাহ্যধৰ্ম্ম হইতে
জাত হয়েন না । গুরুত্বাদি সমস্ত বাহ্যধৰ্ম্মই বিজ্ঞানের আভাসমাত্র ।
এই নিমিত্তই মনৌষাসম্পন্নবিদগণ কার্যাকারণের ও অজাতিত্ব সংস্থা-
পনের যত্ন করিতেছেন, অর্থাৎ হেতু হইতে ফলের এবং ফল হইতেও
হেতুর উৎপত্তি হয় না, ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন । তাঁহারা আত্মাতে
যে কার্যাকারণতাবের অভাব, তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন ॥ ৫৪ ॥

হেতু হইতে ফলের এবং ফল হইতে হেতুর উৎপত্তি এই উভয়ই বাস্ত-

ক্ষীণে হেতুফলাবেশে নাস্তি হেতুফলোদ্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥

যাবদ্বৈতু ফলাবেশঃ সংসারস্তাবদায়তঃ ।

ক্ষীণে হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

হেতোরহংকর্তা মম ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তৎফলং কালান্তরে কচিংপ্রাণিনিকায়ৈ
জাতো মোক্ষ ইতি যাবদ্বৈতুফলয়োরাবেশৌ হেতুফলাগ্রহ আত্মশ্রদ্ধারোপণং
তচ্চিত্ততেত্যর্থঃ । তাবদ্বৈতুফলয়োরুদ্ভবৌ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্তৎফলশ্চ চানুচ্ছে-
দেন প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ । যদা পুনর্মম্ব্রৌষদিবীর্যেণেব গ্রহাবেশৌ যথোক্তা-
দ্বৈতদর্শনেনাবিদ্যোক্ত্বেতদ্বৈতুফলাবেশোপনীতো ভবতি তদা তস্মিন্ ক্ষীণে
নাস্তি হেতুফলোদ্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥

যদি হেতুফলোদ্ভবস্তদা দোষ ইত্যাচ্যতে যাবৎসমাগ্দর্শনেন হেতুফলা-
বেশো ন নিবর্ত্ততেহক্ষীণঃ সংসারস্তাবদায়তো দীর্ঘো ভবতীত্যর্থঃ । ক্ষীণে
পুনর্হেতুফলাবেশে সংসারং ন প্রপদ্যতে কারণাভাবাৎ ॥ ৫৬ ॥

বিক মিথ্যা । তবে মোক্ষার্থিগণ “আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্তা, ধর্ম্মাধর্ম্ম
আমার, উহার ভাবী সুখদুঃখরূপ ফলের হেতু, কালান্তরে সেইফল
ফলিবে, জীব সমুদায় পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অবশ্য একদিন
মুক্ত হইবে” ইত্যাদি হেতু ফলের আগ্রহ দেখাইয়া উহাকে যে আত্মাতে
আরোপ করেন, উহা কেবল আভাসমাত্র । যেপর্য্যন্ত এই কার্য্যকারণ
ভাবের আবেশ থাকে, সেই পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের এবং তাহার ফলেরও
উচ্ছেদ না হইয়া প্রবৃত্তিই হইতে থাকে । মন্ত্রৌষধি প্রয়োগে গ্রহা-
বেশের দ্বারা একদা অদ্বৈত দর্শন বলে অবিদ্যাজনিত হেতু ফলের
আগ্রহ দ্রবীভূত হইলে তদীয় ক্ষীণাবস্থায় আর হেতু ফলের উৎপত্তি
থাকে না ॥ ৫৫ ॥

যতদিন পর্য্যন্ত হেতুফলের আবেশ দূর না হইবে, ততকাল সংসারও
দীর্ঘভাবে থাকিবে । হেতুফলের আগ্রহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সংসারেরও
অসারতা বোধ হইবে, কারণ হেতুর অভাবে কার্য্যেরও লোপ হইয়া
থাকে । হেতু ফলের আগ্রহই সংসারের কারণ, যদি হেতুফলের আগ্রহ
বিনাশ হয়, তবে আর সংসার কিরূপে থাকিবে ? ॥ ৫৬ ॥

সংবৃত্ত্যা জায়তে সৰ্ব্বং শাস্ত্রতং নাস্তি তেন বৈ ।

সম্ভাবেন হৃজং সৰ্ব্বমূচ্ছেদন্তেন নাস্তি বৈ ॥ ৫৭ ॥

ধৰ্ম্মা য ইতি জায়ন্তে জায়ন্তে তে ন তদ্বতঃ ।

জন্মমায়োপমন্তেষাং সা চ মায়া ন বিদ্যতে ॥ ৫৮ ॥

নব্বজাদান্ননোহিহ্নানন্ত্যেব তৎকথং হেতুফলয়োঃ সংসারস্ত চোৎপত্তি-
বিনাশাবুচ্যেতে ত্বয়া । শৃণু সংবৃত্ত্যা সংবরণং সংবৃতিরবিদ্যাবিষয়ো লৌকি-
কব্যবহারস্তয়া সংবৃত্ত্যা জায়তে সৰ্ব্বং তেনাবিদ্যাবিষয়ে শাস্ত্রতং নিত্যং
নাস্তি বৈ । অত উৎপত্তিবিনাশলক্ষণং সংসার আয়ত ইত্যাচ্যেতে । পরমার্থ-
সম্ভাবেন হৃজং সৰ্ব্বমাত্মৈব যস্মাৎ । অতো জাত্যভাবহৃচ্ছেদঃ তেন নাস্তি
বৈ কস্যচিদ্ধেতুফলাদেবিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

যেহপ্যান্ননোহন্ত্রে চ ধৰ্ম্মা জায়ন্তে ইতি কল্যন্তে ত ইত্যেবংপ্রকারা
যথোক্তা সংবৃতির্নির্দিষ্টত ইতি । সংবৃত্ত্যেব ধৰ্ম্মা জায়ন্তে ন তে তদ্বতঃ
পরমার্থতো জায়ন্তে । যংপুনস্তৎসংবৃত্ত্যা জন্ম ধৰ্ম্মাণাং যথোক্তানাম্ । যথা

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন আত্মা ভিন্ন আর কিছুই সং নহে,
তখন আবার সংসারের উৎপত্তি বিনাশ শব্দ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যব-
হার করিতেছ । ইহার উত্তর এই যে, সংবৃতি, অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত
লৌকিক ব্যবহার আশ্রয় করিয়াই এইরূপ উক্তি করিয়াছি, সত্যরূপে
গ্রহণ করিয়া এইরূপ উক্তি করি নাই । জাতির অভাব স্বীকার করিয়াই
হেতু ফলেরও অভাব স্বীকার করিয়া থাকি ॥ ৫৭ ॥

ষট্টিদি ধর্মের বাস্তবিকই জন্ম নাই, তবে যে ষট্টিদির উৎপত্তি হয়
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা কেবল কল্পিত উৎপত্তি মাত্র গ্রহণ করি-
য়াই ব্যবহার করা হইয়াছে । অবিদ্যাকল্পিত ধর্মেরই উৎপত্তি হয়,
নতুবা পরমার্থতঃ কোন ভাবেরও উৎপত্তি নাই । ঐ সকল কল্পিত
ভাবের উৎপত্তিকে মায়ায় অরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে । যেমন
মায়ায়ও বিদ্যমানতা নাই, (উহা অসৎ অথচ অসতেরই নামমাত্র), সেই-
রূপ কল্পিত ধর্ম্মাদির জন্মও অসতের নামান্তর মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥

যথা। মায়াময়াদ্বীজাজ্জায়তে তন্ময়োহঙ্কুরঃ ।

নাহ্মৌ নিত্যো ন চোচ্ছেদী তদ্বন্ধর্মেষু যোজনা ॥ ৫৯ ॥

নাভ্যেযু সর্ববন্ধর্মেষু শাস্বতাশাস্বতাভিধা ।

যত্র বর্ণা ন বর্তন্তে বিবেকস্তত্র নোচ্যতে ॥ ৬০ ॥

মায়ায়া জন্ম তথা তন্মায়োপমং প্রত্যোতব্যম্ । মায়া নাম বস্তু তর্হি নৈবঃ
সা চ মায়া ন বিদ্যতে মায়েতাবিদ্যমানস্যাপ্যোতাভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

কথং মায়েোপমন্তেষাং ধর্ম্যাণাং জন্মেত্যাহ । যথা মায়াময়াদ্বাদ্বীজা-
জ্জায়তে তন্ময়ো মায়াময়োহঙ্কুরো নাসাবঙ্কুরো নিত্যো ন চোচ্ছেদো বিনাশী
বা । অভূতত্বাদেব ধর্মেষু জন্মনাশাদিযোজনাযুক্তিঃ ; ন তু পরমার্থতো
ধর্ম্যাণাং জন্ম নাশো বা যুক্ত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

পরমার্থতত্ত্বাস্বস্বজেযু নৈত্যেকরসবিজ্ঞপ্তিমান্ত্রসত্ত্বাকেষু শাস্বতোহশা-
স্বত ইতি বা নাভিধা নাভিধানং প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ । যত্র যেষু বর্ণ্যন্তে
যৈরর্থান্তে বর্ণাঃ শব্দা ন প্রবর্ত্তন্তেহভিধাতুং প্রকাশিতুং ন প্রবর্ত্তেস্ত

ঐন্দ্রজালিকেরা মায়া অর্থাৎ (ভেঙ্কী) দ্বারা যে আত্মাদির বীজ প্রদ-
র্শন করে, সেই মায়াময় বীজ হইতে যেমন মায়াময় অঙ্কুরাদির উৎপত্তি
দৃষ্ট হয়, অথচ ঐ বীজ বা অঙ্কুরাদি যেমন স্বার্থ নহে এবং বিনাশশীলও
নহে, কারণ মিথ্যা বলিয়াই তাহাদেব উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করা
যায় না, সেইরূপ ষটাদি ধর্মসম্বন্ধেও মিথ্যা বলিয়া তাহার উৎপত্তি, বিদ্য-
মানতা বা বিনাশ কিছুই নাই, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে ॥ ৫৯ ॥

যে আত্মা পরমার্থ, নিত্য, অজ, অদ্বিতীয় এবং আপনাই আপনাকে
জানিতেছেন, তাহার সম্বন্ধে নিত্যানিত্য কোন শব্দই প্রযুক্ত হইতে পারে
না । ইহাকে শব্দ প্রয়োগ পূর্বক নির্দেশ করা দুঃসাধ্য, তাহাকে জানিতে
হইলে কেবল “তিনি এইরূপ” এই প্রকার চিন্তারই আবশ্যক দেখিতেছি,
তাঁহাকে নিত্য বা অনিত্য বলিয়া উক্তি কবা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ শব্দ
তাঁহার অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, একমাত্র বিবেকই তাঁহাকে

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া ।

তথা জাগ্রদ্বয়াভাসং চিত্তং চলতি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং চিত্তং স্বপ্নে ন সংশয়ঃ ।

অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রৎ সংশয়ঃ ॥ ৬২ ॥

স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্ স্বপ্নে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্ ।

অণুজান্ শ্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশুতি যান্ সদা ॥ ৬৩ ॥

ইত্যর্থঃ । ইদমেবমিতি বিবেকো বিবেক্তৃতা তত্র নিত্যোহনিত্য ইতি
নোচ্যতে । যতো বাচো নিবর্তন্ত ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬০ ॥

যৎপুনর্বাগ্গোচরত্বং পৰমার্থতোহদ্বয়স্য বিজ্ঞানমাত্রস্য তন্মনসঃ স্পন্দ-
নমাত্রং ন পরমার্থত ইত্যুক্তার্থো শ্লোকৌ ॥ ৬১-৬২ ॥

ইতশ্চ বাগ্গোচরস্যাভাবো দ্বৈতস্য স্বপ্নান্ পশুতীতি স্বপ্নদৃক্ প্রচরন্
পর্যটন্ স্বপ্নে স্বপ্নস্থানে দিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্ বর্তমানান্ জীবান্ প্রাণি-

প্রকাশ করিতে সমর্থ । শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, সেই ব্রহ্ম হইতে
শব্দ সকল নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ শব্দ সকল প্রযুক্ত হইয়াও তাঁহার স্বরূপ
প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে ॥ ৬০ ॥

যে মায়া বলে অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ চিত্ত স্বপ্নযোগে দ্বৈতবৎ আভাস-
মান হইয়া সঞ্চারিত হয়, জাগ্রিতেও সেই মায়া দ্বারাই দ্বৈতভাব
আভাসমান হইয়া সঞ্চারণ করে । পরমার্থতঃ অদ্বয় আত্মা যে বাক্য
প্রয়োগের বিষয়ীভূত বলিয়া বোধকরিয়া থাকে, তাহা কেবল মায়ার
স্পন্দনমাত্র, উহা প্রকৃত নহে ॥ ৬১ ॥

বস্তুতঃ অদ্বয় চিত্তই যে স্বপ্নে দ্বৈতানুভব করে, তাহার আর সংশয়
নাই এবং জাগ্রৎকালেও সেই অদ্বয় চিত্তই যে দ্বৈত অনুভব করিয়া থাকে
তাহাও নিঃসন্দেহ ॥ ৬২ ॥

স্বপ্ন দর্শনকারী ব্যক্তি স্বপ্ন কালে সঞ্চারণ করিতে করিতে দশদিকে
যে সকল অণুজ, শ্বেদজ ইত্যাদি জীবকে সর্বদা অবস্থিত দেখিতেছে,

স্বপ্নদৃক্ চিত্তদৃশ্যাস্তে ন বিদ্যাস্তে ততঃ পৃথক্ ।

তথা তদৃশ্যমেবেদং স্বপ্নদৃক্ চিত্তমিষ্যতে ॥ ৬৪ ॥

চরন্ জাগরিতে জাগ্রদিক্ষু বৈ দশসু স্থিতান্ ।

অণ্ডজান্ শ্বেদজান্ বাপি জীবান্ পশ্যতি যান্ সদা ॥ ৬৫ ॥

জাগ্রচ্চিত্তেক্ষণীয়াস্তে ন বিদ্যাস্তে ততঃ পৃথক্ ।

তথা তদৃশ্যমেবেদং জাগ্রতশ্চিত্তমিষ্যতে ॥ ৬৬ ॥

নোহণ্ডজান্ শ্বেদজান্ বা যান্ সদা পশ্যতীতি । যদ্যেবং ততঃ কিমু-
চ্যতে ॥ ৬৩ ॥

স্বপ্নদৃশ্চিত্তং স্বপ্নদৃক্চিত্তং তেন দৃশ্যাস্তে জীবাঃ ততস্তস্মাৎ স্বপ্নদৃক্-
চিত্তাৎ পৃথক্ ন বিদ্যাস্তে ন সন্তীত্যর্থঃ । চিত্তমেব তর্হি ন জীবাদিভেদা-
কারণে বিকল্প্যতে । তথা তদপি স্বপ্নদৃক্চিত্তমিদং তদৃশ্যমেব তেন স্বপ্নদৃশা
দৃশ্যস্তদৃশ্যম্ অতঃ স্বপ্নদৃগ্ব্যতিরেকেণ চিত্তং নাম নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

জাগ্রতো দৃশ্য জীবাস্তচিত্তাব্যতিরিক্তাশ্চিত্তেক্ষণীয়ত্বাৎ স্বপ্নদৃক্চিত্তে-
ক্ষণীয়জীববৎ । তচ্চ জীবেক্ষণাত্মকচিত্তং দ্রষ্টুর্ব্যতিরিক্তং দৃষ্টৃদৃশ্যত্বাৎ
স্বপ্নচিত্তবৎ । উক্তার্থমন্তঃ ॥ ৬৫-৬৬ ॥

উহারা স্বপ্ন দর্শনকারীর নিজ চিত্তেরই দৃশ্যমাত্র, বাস্তবিক তত্ত্ব স্বতন্ত্র
কোন বিদ্যমান বস্তুই নহে । সেইরূপ স্বপ্ন দর্শনকারীর চিত্তও চিত্তেরই
দৃশ্যমাত্র, উহা প্রকৃত নহে । স্বপ্ন দর্শনকারী চিত্ত ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র আর
কোন চিত্ত থাকিতে পারে না, তদ্ব্যতিরিক্ত যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা কখনও
সত্য নহে ॥ ৬৩-৬৪ ॥

স্বপ্নাবস্থার ছায় জাগরিতাবস্থায়ও জাগ্রৎ চিত্ত দশদিকে যে সকল
শ্বেদজ অণ্ডজ প্রভৃতি জীবকে সর্বদা অবস্থিত দেখিতে পায়, তাহারাও
জাগরিত চিত্তেরই দর্শনীয় মাত্র । জাগ্রৎ চিত্তের দৃশ্যমাত্র ভিন্ন, তাহাইহঁতে
স্বতন্ত্র বস্তু নহে । পূর্বোক্তরূপে স্বপ্ন দর্শনকারী চিত্তের ছায় জাগরিতে
দর্শনকারী চিত্তও চিত্তেরই দৃশ্যমাত্র, অর্থাৎ জীবদর্শনাশ্রয়চিত্তদ্রষ্টা, চিত্ত

উভে হ্যন্তোহুদৃশ্যেতে কিস্তদন্তীতি চোচ্যতে ।

লক্ষণাশূন্যমুভয়ং তন্মতে নৈব গৃহ্যতে ॥ ৬৭ ॥

যথা স্বপ্নময়ো জীবো জায়তে ত্রিয়তেহপি চ ।

তথা জীবা অমী সর্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ৬৮ ॥

জীবচিত্তে উভে চিত্তচেত্যে তে অন্তোহুদৃশ্যে ইতরতরগম্যে । জীবা-
দিবিষয়াপেক্ষং হি চিত্তং নাম ভবতি । চিত্তাপেক্ষং হি জীবাদিদৃশ্যম্ ।
অতন্তেহ্যন্তোহুদৃশ্যে । তন্মাত্ কিস্তদন্তীতি চোচ্যতে চিত্তং বা চিত্তেক্ষণীয়ং
বা । কিস্তদন্তীতি বিবেকিনোচ্যতে । ন হি স্বপ্নে হন্তী হস্তিচিত্তং বা
বিদ্যুতে তথেষাপি বিবেকিনামিত্যভিপ্রায়ঃ । কথং লক্ষণাশূন্যং লক্ষ্যতে-
হনয়েতি লক্ষণা প্রমাণং প্রমাণশূন্যমুভয়ং চিত্তং চেত্যং দ্বয়ং যতঃ
তন্মতে নৈব তচ্চিত্ততয়ৈব তং গৃহ্যতে । ন হি ঘটমতিং প্রত্যাত্মায় ঘটো
গৃহ্যতে নাপি ঘটং প্রত্যাত্মায় ঘটমতিঃ । ন হি তত্র প্রমাণপ্রামেয়ভেদঃ
শক্যতে কল্পয়িতুমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৭ ॥

মায়াময়ো মায়াবিনা যঃ কৃতঃ নির্মিতকো মল্লৌষধাদিভিনিষ্পাদিতঃ ।

হইতে পৃথক নহে, যেহেতু উহাও স্বপ্নে চিত্তের আয় দর্শনকারী চিত্তের
দৃশ্য হইতেছে ॥ ৬৫-৬৬ ॥

জীব ও জীবদর্শনকারী চিত্ত, ইহারা উভয়েই একে অস্ত্রের বোধক
হইতেছে । জীবাদি বিষয় যেমন চিত্তকে অপেক্ষা করে, জীবাদি-
প্রত্যক্ষে চিত্তও সেইরূপ জীবাদিকে অপেক্ষা করিতেছে । তবে কেমন
করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যমান বলিয়া উক্তি করিতে চাও । অতএব
বলিতেছি, জীবদর্শনকারী চিত্ত, কি চিত্তদৃশ্য জীবাদি, কিছু বিদ্যমান
নহে । তবে বিবেকীরা আছে বলিয়া কেন বলিতেছেন ? তাহা নহে ।
যেমন স্বপ্নে হন্তী বা হস্তিচিত্ত আছে বলিয়া উক্তি করি, এস্থলেও বিবে-
কীরা সেইরূপেই আছে বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

যেমন স্বপ্ন দৃষ্ট জীব সকলের জন্ম কি মৃত্যু কিছুই হয় না, সেইরূপ
বিদ্যমান মনুষ্যাদি জীবগণেরও জন্ম বা মৃত্যু কিছুই সম্ভব নহে । তাহা-

যথা মায়াময়ো জীবো জায়তে ত্রিয়তেহপি চ ।
 তথা জীবা অমী সৰ্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ৬৯ ॥
 যথা নিশ্চিতকো জীবো জায়তে ত্রিয়তেহপি বা ।
 তথা জীবা অমী সৰ্বে ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥ ৭০ ॥
 ন কশ্চিচ্ছায়তে জীবঃ সম্ভবোহস্ম ন বিদ্যতে ।
 এতত্তদুভয়ং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥ ৭১ ॥

স্বপ্নমানিনিশ্চিতকো অণুজাদয়ো জীবা যথা জায়ন্তে ত্রিয়ন্তে চ তথা মনুষ্যা-
 দিলক্ষণা অবিদ্যমানাঃ এব চিত্তবিকল্পনামাত্রা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥ ৬৯ ॥ ৭০ ॥

ব্যবহারসত্যবিষয়জীবানাং জন্মমরণাদিঃ স্বপ্নাদিজীববদিত্যুক্তং উক্ত-
 মন্ত পরমার্থসত্যং ন কশ্চিচ্ছায়তে জীব ইতি । উক্তার্থমন্তঃ ॥ ৭১ ॥

দিগের বিদ্যমানতা কেবল চিত্তেরই বিকল্পনা মাত্র, বস্তুতঃ সর্বৈব
 মিথ্যা ॥ ৬৮ ॥

যেমন ঐন্দ্রজালিকের মায়া (অর্থাৎ ভেকী) দ্বারা প্রদর্শিত জীব,
 বৃক্ষাদি বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় না এবং নাশও পায় না, তজ্জপ বিদ্যমান জীব
 বৃক্ষাদিও যথার্থতঃ জন্মিয়া থাকে না এবং ধ্বংসও প্রাপ্ত হয় না । জগতে
 কোন বস্তুরই বাস্তবিক জন্ম বা নাশ নাই । ঐন্দ্রজালিক জীব ও বৃক্ষাদি
 যেমন উৎপন্ন বা বিনষ্ট না হইয়াও উৎপন্ন ও বিনষ্টবৎ প্রতীয়মান হয় ।
 জগতের বিদ্যমান জীব, বৃক্ষাদিও বাস্তবিক উৎপন্ন বা বিনষ্ট না হইয়াও
 অবিন্দ্যাবশতঃ উৎপন্ন ও বিনষ্ট বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

যেদ্বারা ঐন্দ্রজালিকেরা মন্ত্র ও ঔষধাদিপ্রয়োগ দ্বারা জীবসমূহ
 নিশ্চিত করিয়া তাহাদিগের জন্ম ও মৃত্যু প্রদর্শন করে, সেইরূপ মায়া
 বলেই বিদ্যমান বস্তু সকল কেবল দেখিতেই জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হইতেছে,
 বাস্তবিক জীবাদি বস্তু সকলের জন্ম বা মৃত্যু কিছুই নাই ॥ ৭০ ॥

কোন জীবই জন্মে না এবং জগতে কোন বস্তুই জন্মিয়া বিদ্যমান
 থাকে না, এই মতই শ্রেষ্ঠ কল্প । কেবল লৌকিক ব্যবহারেই জীবাদি বস্তুর
 জন্ম ও মৃত্যু পরিকল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহগ্রাহকবদ্বয়ম্ ।

চিত্তং নির্বিষয়ং নিত্যমসঙ্গং কীর্তিতম্ ॥ ৭২ ॥

যোহস্মি কল্লিতসংবৃত্য পরমার্থেন নাস্ত্যহসৌ ।

পরতন্ত্রাভিসংবৃত্য স্ত্রান্নাস্তি পরমার্থতঃ ॥ ৭৩ ॥

সর্বং গ্রাহগ্রাহকবৎ চিত্তস্পন্দিতমেব দ্বয়ং চিত্তং পরমার্থত আত্মৈ
বোতি নির্বিষয়ত্বেন নির্বিষয়ত্বেন নিত্যমসঙ্গং কীর্তিতম্ । অসঙ্গো হ্যং
পুরুষ ইতি ঞ্জতেঃ । সবিষয়স্য হি বিষয়ে সঙ্গঃ । নির্বিষয়ত্বাচ্চিত্তমসঙ্গ
ইত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

ননু নির্বিষয়ত্বেন চেদসঙ্গত্বং চিত্তস্ত ন নিঃসঙ্গতা ভবতি যস্মাচ্ছান্দ্রা
শাস্ত্রং শিষ্যশ্চেত্যেবমাদিভির্নির্বিষয়স্ত বিদ্যমানত্বাৎ । নৈষ দোষঃ । কস্মাৎ
যঃ পদার্থঃ শাস্ত্রাদির্বিদ্যাতে স কল্লিতসংবৃত্য । কল্লিতা চ যা পরমার্থ
প্রতিপত্ত্যুপায়ত্বেন সংবৃতিশ্চ সা তয়াহস্মি পরমার্থেন নাস্ত্যহসৌ ন
বিদ্যাতে । জ্ঞাতে বৈতং ন বিদ্যত ইত্যুক্তম্ । যশ্চ পরতন্ত্রাভিসংবৃত্য

গ্রাহগ্রাহক ভাবে যে দ্বৈতজ্ঞান হয়, উহা কেবল চিত্তের স্পন্দনমাত্র,
কারণ চিত্ত নিত্য ও বিষয় রহিত । আত্মজ্ঞান ভিন্ন তাহার আর চিস্তনীয়
অন্ত কিছুই নাই । এইজন্যই চিত্ত অসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়রহিত বলিয়া উক্ত
হইয়া থাকে । অবিদ্যা বলে চিত্ত স্পন্দিত হইয়াই গ্রাহগ্রাহক ভাব
কল্পনা করে, কিন্তু তাহা চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ গুণ নহে । আত্মচিস্তনই কেবল
চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম ॥ ৭২ ॥

যদি বল, চিত্ত নির্বিষয় বলিয়াই যে তাহাকে অসঙ্গ বলিয়া স্বীকার
করিতে হইবে, তাহাও সূক্ষ্মত নহে । কারণ শাস্ত্র, অশাস্ত্র এবং শিষ্য
ইত্যাদি সকলই চিত্তের বিষয় হইয়া থাকে ; স্মৃতির তাহাকে নির্বিষয়
বলা যায় না, ইহাও বলিতে পার না । যেহেতু শাস্ত্রাদি যে সকল পদার্থ
বিদ্যমান আছে, তাহা কল্লিতমাত্র, বাস্তবিক উহা কিছুই নহে । কারণ যে
পদার্থ পরতন্ত্রনিষ্পন্ন, তাহা পরমার্থ নহে । অতএব চিত্তই অসঙ্গ বলিয়া
উক্ত হইয়াছে ॥ ৭৩ ॥

অজঃ কল্পিতসংবৃত্ত্যা পরমার্থেন নাপ্যজঃ ।

পরতন্ত্রোহ্ভিনিষ্পত্ত্যা সংবৃত্ত্যা জায়তে তু সঃ ॥ ৭৪ ॥

অভূতাভিনিবেশোহস্তি দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে ।

দ্বয়াভাবং স বুদ্ধৈব নির্নিমিত্তো ন জায়তে ॥ ৭৫ ॥

পরশাস্ত্রব্যবহারেণ স্ত্রাং পদার্থঃ স পরমাংসতো নিকৃপ্যমাণো নান্ত্যেব ।
তেন যুক্তমুক্তমসঙ্গং তেন কীর্তিত মিতি ॥ ৭৩ ॥

নহু শাস্ত্রাদীনাং সংবৃতিষ্বে অজ ইতীয়মপি কল্পনা সংবৃতিঃ স্ত্রাং ।
সত্যমেবং শাস্ত্রাদিকল্পিতসংবৃত্ত্যেবাজ ইত্যাচ্যতে । পরমার্থেন নাপ্যজঃ ।
যস্মাৎ পরতন্ত্রাভিনিষ্পত্ত্যা পরশাস্ত্রসিদ্ধমপেক্ষ্য যোহজ ইত্যুক্তঃ • স
সংবৃত্ত্যা জায়তে । অতোহজ ইতীয়মপি কল্পনা পরমাংসবিষয়েণৈব ক্রমত
ইত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

যস্মাদসদ্বিষয়স্তস্মাদসত্যভূতে দ্বৈতেহ্ভিনিবেশোহস্তি কেবলমভিনি-
বেশ আগ্রহ মাত্রং দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে । মিথ্যাভিনিবেশমাত্রঞ্চ জন্মনঃ
কারণং যস্মাত্তস্মাদ্ভয়াভাবং বুদ্ধা নির্নিমিত্তো নিবৃত্তমিথ্যাদ্বয়াভিনিবেশো যঃ
স ন জায়তে ॥ ৭৫ ॥

এস্থলে ইহাও আপত্তি হইতে পারে, যদি শাস্ত্রবিশেষের কল্পনা দ্বাৰা
অবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে শাস্ত্রান্তরের কল্পিত বলিয়া
“আত্মা অজ” ইহাও অবিদ্যা কল্পিত বলি । পরমার্থতঃ আত্মা অজ নহেন
এবং পরকীয় শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুরোধেই আত্মাকে অজ বলা হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

পূর্বপূর্ব যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা বিষয় যে অসৎ, তাহাই প্রতিপন্ন হই-
য়াছে । যেহেতু বিষয়সকল অসৎ, অতএব অসত্যভূত দ্বৈতজ্ঞান কেবল
অভিনিবেশ মাত্র ; বাস্তবিক দ্বৈতজ্ঞাত মিথ্যা । দ্বৈতেতে মিথ্যা অভিনি-
বেশই জন্মের কারণ, যখন সেই দ্বৈতাভিনিবেশই মিথ্যা হইল, তখন
জগতের উৎপত্তিও মিথ্যা হইল । কারণ নিমিত্ত ভিন্ন কিছুই উৎপন্ন
হইতে পারে না ॥ ৭৫ ॥

যদা ন লভতে হেতুভূতমাধমমধ্যম্যান্ ।

তদা ন জায়তে চিত্তং হেতুভাবে ফলং কুতঃ ॥ ৭৬ ॥

জাত্যাশ্রমবিহিতা আশীর্ষজ্জিতৈরগুণীকৃতানাং ধর্মাদেবত্বাদিপ্রাপ্তিহে-
তবে উত্তমাঃ কেবলাশ্রমঃ । ধর্মাদশ্রমমিশ্রা মনুষ্যত্বাদিপ্রাপ্ত্যর্থমধ্যমাঃ
তির্য্যগাদিপ্রাপ্তিনিমিত্তা অধর্মলক্ষণাঃ প্রবৃত্তিবিশেষাশ্রমাদমাঃ । তানুত্তম-
মধ্যমাধমানবিদ্যাপরিকল্পিতান্ যদা একমেবাদিতীয়মাত্মতত্ত্বং সর্বকল্পনা-
বর্জিতং জ্ঞানম্ লভতে ন পশুতি যথা বাসৈদৃশ্যমানং গগনে মলং বিবেকী
ন পশুতি তদ্বদ্বদা ন জায়তে নোৎপদ্যতে চিত্তং দেবাদ্যাকারৈরকৃতমা-
ধমমধ্যমফলরূপেণ । ন হ্যসতি হেতৌ ফলমুৎপদ্যতে বীজাদ্যভাবে ইব
শস্তাদিঃ ॥ ৭৬ ॥

জাত্যাশ্রমবিহিত অগুণীকৃতমান ধর্ম হইতে দেবত্বাদি প্রাপ্তির যে কারণ,
তাহাকে উত্তম হেতু বলা যায়, ধর্মাদশ্রমমিশ্র মনুষ্যত্বাদি প্রাপ্তির যে
হেতু, তাহাই মধ্যম হেতু এবং তির্য্যগাদি প্রাপ্তির কারণীভূত অধর্ম
লক্ষণ যে প্রবৃত্তি, তাহাই অধমহেতু মধ্যে গণ্য হয়। উক্ত ত্রিবিধ
হেতুই অবিদ্যা পরিকল্পিত। “যখন উক্ত উত্তম, মধ্যম ও অধম এইতিন
প্রকার হেতুই মিথ্যা, কেবল সর্বকল্পনা পরিবর্জিত একমাত্র আত্মতত্ত্বই
সত্য, তখন এইরূপ জ্ঞান হইয়া দ্বৈত বুদ্ধি তিরোহিত হইবে। যেমন বাল-
কেরাই আকাশকে সমল দর্শন করে, কিন্তু বিবেকীর কখনও আকাশকে
সমল জ্ঞান করে না, সেইরূপ অজ্ঞানীরাই ত্রিবিধ হেতুকে সত্যজ্ঞান
করে, জ্ঞানিগণ ঐ ত্রিবিধ হেতুকে অসৎ বলিয়া জানে, তখন আর
চিত্তের উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ দেবত্বাদি প্রাপ্তির কারণীভূত হেতুত্রয়ের
অসত্যতাজ্ঞানে দেবত্বাদি প্রাপ্তি বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কখনও
হেতুর অভাবের কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যেমন বীজের অভাবে শস্তের
উৎপত্তি অসম্ভব, সেইরূপ ত্রিবিধ কারণের অভাবে চিত্তের উৎপত্তিও
হইতে পারে না ॥ ৭৬ ॥

অনিমিত্তস্ত চিত্তস্ত যানুৎপত্তিঃ সমাহৃত্বয়া ।

অজাতশ্চৈব সৰ্ব্বস্ত চিত্তদৃশ্যং হি তদ্বতঃ ॥ ৭৭ ॥

বুদ্ধা নিমিত্ততাং সত্যাং হেতুং পৃথগনাপ্নুবন্ ।

বীতশোকং তথা কামমভয়ং পদমশ্নুতে ॥ ৭৮ ॥

হেতুভাবে চিত্তং নোৎপদ্যত ইতি হ ক্তম্ । সা পুনরনুৎপত্তিচিত্তস্ত কীদৃশীতি । উচ্যতে পরমার্থদর্শনেন নিরন্তরধর্মাদধর্মাত্ম্যোৎপত্তিনিমিত্ত-
স্তানিমিত্তস্ত চিত্তশ্চেতি বা মোক্ষাখ্যানুৎপত্তিঃ সা সৰ্বদা সৰ্বাবস্থায় সমা
নির্কীর্ষেণাহৃত্বয়া চ । পূৰ্ব্বমপ্যজাতশ্চৈবানুৎপন্নস্ত চিত্তস্ত সৰ্বস্তাবস্থায়-
ত্যাং । যস্মাৎ প্রাগপি বিজ্ঞানচিত্তদৃশ্যং ততঃ দ্বয়ং জন্ম চ তস্মাদজাতশ্চ
সৰ্বস্ত সৰ্বদা চিত্তস্য সমাহৃত্বৈবানুৎপত্তির্ন পুনঃ কদাচিত্তবতি কদাচিহ্না
ন ভবতি সৰ্বদৈকরূপৈবেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

যথোক্তেন জ্ঞানেন জন্মনিমিত্তস্য দ্বয়াভাবাদনিমিত্ততাঞ্চ সত্যং পরমা-
র্থরূপাং বুদ্ধা হেতুং ধর্মাদিকারণং দেবাদিষোনিপ্রাপ্তয়ে পৃথগনাপ্নুবনু-

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, ত্রিবিধহেতুর অভাবে চিত্তের উৎপত্তি হয়
না । অতএব সেই চিত্তের অনুৎপত্তি কিরূপ, এই শ্লোকে তাহাই নিরূপণ
করিতেছেন ।—পরমার্থ দর্শনদ্বারা ধর্মাদিষ্মের নিবৃত্তি হইলে মোক্ষস্বরূপ
যে চিত্তের অনুৎপত্তি, অর্থাৎ মোক্ষলাভ হইলে যে সৰ্ববিষয়ে অপ্রবৃত্তি
হয়, এই অপ্রবৃত্তি সৰ্বাবস্থাতেই সমভাবে থাকে । তখন চিত্ত একরূপ
অবস্থাকে আশ্রয় করে, তাহার কোনরূপ ভাবান্তর হয় না । যেহেতু
ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্বে চিত্তই দ্বৈতভাব দর্শন করে । অতএব চিত্তের সেই
অনুৎপত্তি একরূপ হইয়া থাকে । কখন বা উৎপন্ন এবং কখন বা অনুৎ-
পন্ন এইরূপ হয় না ॥ ৭৭ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে জন্মের কারণীভূত দ্বৈতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া
কেবল পরমার্থই সত্য, এইরূপ জানিতে পারিলে দেবতাদি প্রীপ্তির ত্রিবিধ
হেতুর প্রত্যেকের অনিত্যত্বজ্ঞান হইলে কামশোকাদি বর্জিত অবিদ্যা
রহিত অভয়পদ লাভ হইয়া থাকে । পরন্তু পুনর্বার তাহাকে সংসারে

অভূতানিবেশাক্ষি সদৃশে তৎ প্রবর্ততে ।

বস্তুভাবং স বুদ্বৈব নিঃসঙ্গং বিনিবর্ততে ॥ ৭৯ ॥

নিবৃত্তস্তাপ্রবৃত্তস্ত নিশ্চলা হি তদা স্থিতিঃ ।

বিষয়ঃ স হি বুদ্ধানাং তৎসাম্যমজমদ্বয়ম্ ॥ ৮০ ॥

পাদদানন্ত্যুক্তবাহৈষণঃ সন্ কামশোকাদিবর্জিতমবিদ্যাতিরহিমভয়স্পদ-
মগ্নুতে পুনর্ন জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

যস্মাদভূতানিবেশাদসতি দ্বয়েহদ্বয়ান্তিভ্বনিশ্চয়োহভূতানিবেশস্তস্মাদ-
বিদ্যাব্যামোহরূপাদ্বিসদৃশে তদমুরূপে তচ্চিত্তং প্রবর্ততে । তস্য দ্বয়স্য
বদ্যনোহভাবং যদা বুদ্ধবাংস্তদা তস্মাদ্গিঃসঙ্গং নিরপেক্ষং সধ্বিনিবর্ততেহ-
ভূতানিবেশবিষয়াৎ ॥ ৭৯ ॥

নিবৃত্তস্য দ্বৈতবিষয়াদ্বিষয়াস্তরে চাপ্রবৃত্তস্যাভাবদর্শনেন চিত্তস্ত
নিশ্চলা চলনবর্জিতা স্বরূপেব তদা স্থিতির্যেবা ব্রহ্মরূপা স্থিতিশ্চিৎতস্যা

জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না । তখন অব্যয় পদলাভ করিয়া অনন্তকাল
পরমানন্দভোগ হইতে থাকে এবং অবিদ্যার বিনাশ হইয়া তজ্জনিত
ভয়শোকাদি বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭৮ ॥

কখন সেই অভয়পদ প্রাপ্তি হয় ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যখন
পুরুষের দ্বৈততাবের নিবৃত্তি হইয়া অদ্বৈত বুদ্ধি স্থিরীভূত হয়, তখন পুরুষ
এই জগৎকে অসারজ্ঞান করিলে তাহার চিত্ত নিঃসঙ্গরূপে প্রবৃত্ত হইয়া
থাকে । কোনরূপেও আর সেই পুরুষের এই অসৎ জগতের অভিনিবেশে
প্রবৃত্তি হয় না । তখনই নিত্যানন্দপ্রদ অবিদ্যাজনিতশোকমোহ-রহিত
অভয়পদপ্রাপ্তি হয় ॥ ৭৯ ॥

যিনি দ্বৈতবুদ্ধি নিবৃত্তি করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন এবং
বিষয় সকলকে অসার জানিয়া আর বিষয়াস্তরে প্রবৃত্ত হয়েন না,
তাঁহার চিত্ত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে । এইরূপ চিত্তের অবস্থানকে
ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি বলে । তখন চিত্তে কেবল ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ রসেরই
আনন্দ হইতে থাকে । কোনরূপ তাহার চিত্ত অগ্রতঃ সমাশ্রিত হয়

অজমনিদ্রমস্বপ্নং প্রভাতস্তবতি স্বয়ম্ ।

সকৃদ্বিভাতো হোবৈষ ধর্মো ধাতুঃ স্বভাবতঃ ॥ ৮১ ॥

সুখমাত্রিয়তে নিত্যং দুঃখং বিত্রিয়তে সদা ।

যশ্চ কশ্চ চ ধর্মশ্চ গ্রহেণ ভগবানসৌ ॥ ৮২ ॥

দ্বয়বিজ্ঞানৈকরসঘনলক্ষণা । স হি যস্মাদ্বিষয়গোচরঃ পরমার্থদর্শিনাং
বুদ্ধানাং তস্মাত্তৎসাম্যং পরং নির্বিশেষমজমদ্বয়ঞ্চ ॥ ৮০ ॥

পুনরপি কীদৃশচাহসৌ বুদ্ধানাং বিষয় ইত্যাহ । স্বয়মেব তৎপ্রভাতং
ভবতি নাদিত্যাদ্যপেক্ষং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবমিত্যর্থঃ । সदैব বিভাত
ইত্যেতৎ । এষ এবং লক্ষণ আত্মাখ্যো ধর্মো ধাতুঃ স্বভাবতো বস্তু স্বভা-
বত ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

এবমুচ্যমানমপি পরমার্থতত্ত্বং কস্মাৎ লৌকিকৈর্ন গৃহ্যতে ইত্যাচ্যতে ।
যস্মাৎ যশ্চ কস্যচিৎ দ্বয়বস্তুনো ধর্মশ্চ গ্রহেণ গ্রহণাবেশেন মিথ্যাভিনিবিষ্ট-
তয়া সুখমাত্রিয়তেহন্যাসেনাচ্ছাদ্যত ইত্যর্থঃ । অদ্বয়োপলব্ধিনিমিত্তং
হি তত্রাবরণং ন যত্রান্তরমপেক্ষতে । দুঃখশ্চ বিত্রিয়তে প্রকটাক্রিয়তে ।
পরমার্থজ্ঞানশ্চ দুর্লভত্বাৎ । ভগবানসাবাত্মাহুয়ো দেব ইত্যর্থঃ । অতো

না, সর্বপ্রকার কল্পনাই তিরোহিত হইয়া যায় । একমাত্র ব্রহ্মই চিত্তের
বিষয়ীভূত থাকেন, ইহাই চিত্তের সাম্যাবস্থা ॥ ৮০ ॥

যিনি পরমার্থদর্শিদিগের চিত্তের বিষয়, সেই পরমাত্মার জন্ম নাই,
নিত্রা নাই এবং স্বপ্ন নাই । তিনি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, অতএব তিনি
স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রকাশে সূর্য্যাদির প্রকাশের অপেক্ষা
নাই । তিনি সর্বদা আপনজ্যোতিঃপ্রভাবে প্রকাশ পাইতেছেন । এইরূপ
লক্ষণাক্রান্ত আত্মাই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিদিগের চিত্তের একমাত্র বিষয় ॥ ৮১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বরূপ আত্মতত্ত্ব নিরূপিত হইল, তাহা লৌকিকে
পরিগৃহীত হয় না কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—যেহেতু লোক
সকল যে কোন দ্বৈতপদার্থের মিথ্যা অভিনিবেশে নিবিষ্ট থাকিয়া অলীক
স্বর্থে মুগ্ধ থাকে, সেই সুখই পরমাত্মাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে ।

অস্তি নাস্ত্যস্তি নাস্তীতি নাস্তীতি নাস্তি বা পুনঃ ।

চলস্থিরোভয়াভাবৈরাবরণোত্যেব বালিশঃ ॥ ৮৩ ॥

বেদান্তৈরাচার্যৈশ্চ বহুশ উচ্যমানোহপি নৈব জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্ত লক্কেতি শ্রুতেঃ ॥ ৮২ ॥

অস্তি নাস্তীত্যাদি সূক্ষ্মবিষয় অপি পণ্ডিতানাং গ্রহা ভগবতঃ পর-
মাশ্রয়ন আবরণা এব কিমূত মূঢ়জনবুদ্ধিলক্ষণা ইত্যেবমর্থং প্রদর্শয়ন্তাহ ।
অস্তীতি অন্ত্যাস্মেতি বাদী কশিচৎ প্রতিপদ্যতে । নাস্তীত্যপরে বৈনা-
শিকঃ । অস্তি নাস্তীত্যপরেহর্দ্ধবৈনাশিকঃ সদসদ্বাদী দ্বিধাশাঃ । নাস্তি
নাস্তীত্যন্তশূন্যবাদী । তত্রাস্তিত্যবশচলঃ ঘটাদ্যানিত্যবিলক্ষণত্বাৎ ।
নাস্তিভাবে স্থিরঃ সদা বিশেষত্বাৎ । উভয়ঞ্চলস্থিরবিষয়ত্বাৎ সদসম্ভা-
বোহভাবোহত্যস্তাব্যাবঃ । প্রকারচতুষ্টয়স্তাপি তৈরেতৈশ্চলস্থিরোভয়া-
ভাবৈঃ সদসদাদিবাদী সর্বোহপি ভগবন্তমাবরণোত্যেব বালিশোবিবেকী ।
যদ্যপি পণ্ডিতো বালিশ এব পরমার্থতত্ত্বানববোধাৎ কিমু স্বভাবমূঢ়ো
জন ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

অজ্ঞানোপলব্ধি নিমিত্ত আবরণ কোন যত্ন অপেক্ষা করে না এবং সর্বদা
তাহাতে দুঃখ প্রকটীভূত হইতেছে । অতএব পরমার্থজ্ঞান অতিহ্রস্বভবিধায়
বেদান্তশাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা আচার্য্যগণ পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিলেও ভগবান
আত্মাকে সহজে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ৮২ ॥

“আত্মা আছেন, কি নাই” ইত্যাদি অভিনিবেশ পণ্ডিতবর্গের পক্ষেও
ভগবান আত্মার আবরণ হইয়া থাকে । যাহারা অজ্ঞানমূঢ়, তাহাদিগের
পক্ষে অজ্ঞানই আত্মার আবরণস্বরূপ, কোন কোন বাদীরা আত্মার অস্তিত্ব
স্বীকার করে, বৈনাশিক (বিনাশবাদী) আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না ।
আর যাহারা অর্দ্ধবৈনাশিক সদসদ্বাদী, তাহারা কখন আত্মার অস্তিত্বস্বীকার
করেন, কখন বা আত্মার অস্তিত্বই মানেন না । আর যাহারা শূন্যবাদী
তাঁহারা “আত্মা নাই” এই কথা বলিয়া থাকেন । ইহার মধ্যে আত্মার

কোটিশততস্ এতাস্ত্ৰ গ্রহৈর্হ্যমাং সদা বৃতঃ ।

ভগবান্‌ভিরম্পৃষ্টৌ যেন দৃষ্টঃ স সর্বদৃক্ ॥ ৮৪ ॥

প্রাপ্য সর্বজ্ঞতাং কুৎস্নাং ব্রাহ্মণ্যং পদমদ্বয়ম্ ।

অনাপন্নাদিমধ্যান্তং কিমতঃ পরমীহতে ॥ ৮৫ ॥

কীদৃক্ পুনঃ পরমার্থতত্ত্বং যদববোধাদবালিশঃ পণ্ডিতো ভবতীত্যাহ ।
কোটিঃ প্রাবাহুকশাস্ত্রনির্ণয়ান্তা এতা উক্তা অস্তিনাস্তীত্যাধ্যাত্মতত্ত্বো-
যাসাং কোটীনাং গ্রহৈর্গ্রহৈর্গুরুপক্ষিনিশ্চয়ৈঃ সদা সর্বদা আবৃত আচ্ছা-
দিতস্তেষামেব প্রাবাহুকানাং যঃ স ভগবান্‌ আভিরস্তিনাস্তীত্যাদিকোটি-
ভিশ্চতস্র্ভিরম্পৃষ্টৌহন্ত্যাদ্যবিকল্পবর্জিত ইত্যেতৎ । যেন মুনিনা দৃষ্টৌ
জ্ঞাতৌ বেদান্তেষ্টোপনিষদঃ পুরুষঃ স সর্বদৃক্ সর্বজ্ঞঃ পরমার্থপণ্ডিত
ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

প্রাপ্যেতাং যথোক্তাং কুৎস্নাং সমস্তাং সর্বজ্ঞতাং ব্রাহ্মণ্যং পদং স
ব্রাহ্মণ্যঃ । এষ নিত্যো মহিমেতি শ্রুতেঃ । অনাপন্নাদিমধ্যান্তম্ । আদি-

স্থির উভয়াত্মক ইত্যাদি ভাব সকলই ভগবান্‌ আত্মাকে আবরণ করিয়া
রাখে; সুতরাং তাহাতেই আত্মজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ৮৩ ॥

যাহার জ্ঞানচর্চাদ্বারা লোক সকল পণ্ডিত হইতে পারে, সেই আত্মতত্ত্ব
কীদৃশ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পূর্বেও অস্তি নাস্তি ইত্যাদি-
ভাব সকলের উপলব্ধি নিবন্ধন বাবদৃক পণ্ডিতেরা সর্বদা আবৃত রহি-
য়াছে, কিন্তু ভগবান্‌ আত্মাকে উক্ত অস্তি নাস্তি প্রভৃতি ভাব সকল
স্পর্শ করিতে পারে না । যিনি সর্ববিকল্পবর্জিত এবং ভগবান্‌ পরমাত্মাকে
জানিতে পারেন, তিনিই সর্বজ্ঞ পরমার্থ পণ্ডিত ॥ ৮৪ ॥

যাহারা ব্রহ্মপরিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আজীবন কর্তব্য
অগ্নিহোত্রাদিবিষয় কর্তব্য কিনা? এই আশঙ্কায় নিরাস করিতেছেন।—
যাহারা সর্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইয়া উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়বিহীন অবয়ব ব্রহ্মপদ
লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অতঃপর আর কাহার চেষ্টা করিবেন । ব্রহ্মপরি-
জ্ঞান হইতে আর প্রধান পদ কি আছে? যে, তাহাতে চিন্তের শাস্তি হইতে

বিপ্রাণাং বিনয়ো হ্যেব শমঃ প্রাকৃত উচ্যতে ।

দমঃ প্রকৃতিদাস্তদ্বাদেবং বিদ্বাজ্জমং ব্রজেৎ ॥ ৮৬ ॥

সবস্ত সোপলস্তঞ্চ দ্বয়ং লৌকিকমিষ্যতে ।

অবস্ত সোপলস্তঞ্চ শুদ্ধং লৌকিকমিষ্যতে ॥ ৮৭ ॥

মধ্যাস্তা উৎপত্তিস্থিতিলয়া অনাপন্ন্য অপ্রাপ্তা যস্তাষয়পদস্ত ন বিদ্যন্তে তদ-
নাপন্ন্যাদিমধ্যাস্তং ব্রাহ্মণ্যং পদম্ । তদেব প্রাপ্য লব্ধ্বা কিমতঃ পরম্মা-
দাস্থলাভাদুর্জয়ীহতে চেষ্টতে নিম্নয়োজনমিত্যর্থঃ । নৈব তস্ত কৃতেনার্থ
ইত্যাদিগীতাস্মৃতেঃ ॥ ৮৫ ॥

•বিপ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং বিনয়ো বিনীতত্বং স্বাভাবিকং যদেতদাস্থস্বরূপে-
ণাবস্থানম্ । এষ বিনয়ঃ শমোহপোষ এব প্রাকৃতঃ স্বাভাবিকোহকৃতক
উচ্যতে । দমোহপোষ এব প্রকৃতিদাস্তদ্বাং স্বভাবত এব চোপশাস্তরূপ-
ত্বাদব্রহ্মণঃ । এবং যথোক্তং স্বভাবোপশাস্তং ব্রহ্ম বিদ্বাজ্জমং উপশাস্তিঃ
স্বাভাবিকীং ব্রহ্মস্বরূপেণাব্যবহিত্তিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

এবমন্তোহনুবিরুদ্ধত্বাংসংসারকারণানি রাগদ্বेषদোষাষ্পাদানি প্রাবাহু-
কানাং দর্শনানি । অতো মিথ্যাদর্শনানি তানীতি তদ্যুক্তিভিরেব দর্শ-

পারে । যখন ব্রহ্মবিজ্ঞানই সূর্যোত্তম বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখনই
ব্রহ্মবিজ্ঞানিদিগের অগ্নিহোত্রাদিবাগ নিম্নয়োজন বোধ হইতেছে ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানই ব্রহ্মবিজ্ঞানী পণ্ডিতগণের বিনয় এবং ইহাই
প্রাকৃত শম । চিত্ত ব্রহ্মবিষয়ে যে শান্তিলাভ করে, তাহাকেই অকৃত্রিম শম
বলা যায় । উহাতে স্বভাবের দমন হয় বলিয়াই তাহাকে দমও বলিয়া
থাকে । যাহার স্বরূপে অবস্থিত হইলেই শমদমাদি হয়, সেই পরব্রহ্মকে,
জানিতে পারিলেই পণ্ডিতগণ শুভপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৮৬ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে পরম্পর বিরুদ্ধ বাদিদিগের সংসারের কারণ সকল
রাগদ্বेषাদি দ্বায়ে পরিদূষিত আছে, সেই সকলের মিথ্যাস্ব প্রদর্শন
করিয়া অস্তি নাস্তি ভাব বর্জিত রাগদ্বেষাদিশূণ্য স্বভাবশাস্ত অদ্বৈত ব্রহ্ম
দর্শনই সম্যক দর্শন, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । এইক্ষণ স্বকর্তব্য প্রক্রিয়া

অবস্থানুপলব্ধ্য লোকোত্তরমিতি স্মৃতম্ ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বিজ্ঞেয়ং সদা বুধৈঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৮৮ ॥

মিথ্যা, চতুষ্কোটিবৰ্জিতজ্ঞানাদিগোচরানাম্পদং স্বভাবশাস্ত্রমদৈতদর্শনমেব
সমাগদর্শনমিত্যুপসংকৃতম্ । অপেদানীং স্বপ্রক্রিয়াপ্রদর্শনার্থ আরম্ভঃ
সবস্ত সংবৃতিঃ । সত্য বস্তনা সহ বর্তত ইতি সবস্ত । তথা চোপলব্ধিকপ-
লন্তঃ তেন সহ বর্তত ইতি সোপলব্ধঃ । সোপলব্ধঞ্চ শাস্ত্রাদিসর্বব্যবহা-
রাষ্পদং গ্রাহগ্রাহকলক্ষণং দ্বয়ং লৌকিকং জাগরিতমিত্যেতৎ । এবং-
লক্ষণং জাগরিতমিষ্যতে বেদান্তেষু । অবস্ত সংবৃত্তেরপ্যভাবাৎ । সোপ-
লব্ধং বস্তবং উপলব্ধনমুপলব্ধোহস্যতাপি বস্তনি তেন সহ বর্তত ইতি
সোপলব্ধঞ্চ । শুদ্ধং কেবলং প্রতিবিবিক্তং জাগরিতাৎ স্থলাৎ লৌকিকং
সর্বপ্রাণিসাধারণস্থাদিষ্যতে স্বপ্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

অবস্থানুপলব্ধ্য গ্রাহগ্রহণবৰ্জিতমিত্যেতল্লোকোত্তরম্ । অতএব
লোকাভীতম্ । গ্রাহগ্রহণবিষয়ো হি লোকঃ তদভাবাৎ সর্বপ্রবৃত্তিবীজং
স্বযুগ্মমিত্যেতদেবং স্মৃতং সোপায়ম্পরমার্থতত্ত্বং লৌকিকম্ । শুদ্ধং

দ্বারা অবস্থাত্তয়ের উপলব্ধিসম্পূর্ণক সেই অবস্থাবধারণার্থ অবস্থাদ্বয় প্রদ-
র্শন করিতেছেন ।—লৌকিক ব্যবহারে দুইটা অবস্থা প্রসিদ্ধ আছে, সবস্ত
অর্থাৎ সমুদায় বস্তুরই গ্রহণ হইয়া থাকে, ইহাকে জাগ্রদবস্থা বলে ।
এই অবস্থায় সকলই প্রত্যক্ষীভূত হয় । অপর অবস্থা সোপলব্ধ, অর্থাৎ
বস্তুরাত্রেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে, ইহার নাম স্বপ্নাবস্থা । জাগ্রদবস্থায়
সকল বস্তুর গ্রহণ ও উপলব্ধি দুইই হয়, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় বস্তুর গ্রহণ হয়
না, কেবল উপলব্ধি মাত্র হইয়া থাকে ॥ ৮৭ ॥

পূর্বল্লোকে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই অবস্থাদ্বয় কীর্তন করিয়া এইক্ষণ
স্বযুগ্মি অবস্থা প্রদর্শন করিতেছেন ।—স্বযুগ্মি অবস্থাতে বস্তুর গ্রহণ বা
উপলব্ধি কিছুই হয় না এবং গ্রাহগ্রাহকভাবও থাকে না, অতএব এই
অবস্থা লোকাভীত । স্বযুগ্মিকালে গ্রাহগ্রাহকভাব থাকে না, সুতরাং
ইহা সর্বপ্রবৃত্তির বীজস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । এই অবস্থাতে স্থল
কিছা, সূক্ষ্ম কোন বস্তুই বিষয়ীভূত হয় না এবং ইন্দ্রিয় প্রয়োজন কিছা

জ্ঞানে চ ত্রিবিধে জ্ঞেয়ে ক্রমেণ বিদিতে স্বয়ম্ ।

সর্বজ্ঞতা হি সর্বত্র ভবতীহ মহাধিয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

লৌকিকং লোকোত্তরং ক্রমেণ যেন জ্ঞানেন জ্ঞায়তে তজ্জ্ঞানং, জ্ঞেয়-
মেতাশ্চেব ত্রীণি । এতদ্ব্যতিরেকেণ জ্ঞেয়ানুপপত্তেঃ । সর্বপ্রাবাহক-
কল্পিতবস্তুনোহত্রৈবান্তর্ভাবাঙ্কিজ্ঞেয়ং পরমার্থসত্যং তুর্য্যার্থমদ্বয়মজমাস্ব-
তত্ত্বমিত্যর্থঃ । সদা সর্বদৈতলৌকিকাদিবিজ্ঞেয়ান্তং বুধৈঃ পরমাণ্দর্শিত্তি-
ব্রহ্মবিদ্বিঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৮৮ ॥

জ্ঞানে চ লৌকিকাদিবিষয়ে জ্ঞেয়ে চ লৌকিকাদৌ ত্রিবিধে চ পূৰ্ব্বং
লৌকিকং স্থূলম্ তদভাবেন পশ্চাচ্ছূক্ষং লৌকিকম্ । তদভাবেন লোকো-
ত্তরমিত্যেব ক্রমেণ স্থানত্রয়াভাবেন পরমাণস্যে তুর্য্যোহদ্বয়েহজ্জৈভয়ে
বিদিতে স্বয়মেবায়ুস্বরূপমেব সর্বজ্ঞতা । সর্বশাস্ত্রমৌ জ্ঞশ্চ সর্বজ্ঞ-
স্তদ্রাবঃ সর্বজ্ঞতা ইহাশ্মিন্লোকে ভবতি মহাধিয়ো মহাবুদ্ধেঃ । সর্বলো-
কাতিশয়বস্তুবিষয়বুদ্ধিহ্বাদেবংবিদঃ সর্বত্র সর্বদা ভবতি । সৰ্ব্ববিদিতে

বাসনাশ্রয়কোনরূপ উপলব্ধিই হইতে পারে না । তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিৎপণ্ডিত-
গণ সর্বদা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও বিজ্ঞেয় ইহাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । যাহা-
দ্বারা শুদ্ধ, লৌকিক ও লোকোত্তর বিষয় সকল জানা যায়, তাহাই জ্ঞান,
লৌকিক ও লোকোত্তর এইত্রিবিধ বিষয় জ্ঞেয় এবং তুরীয় ব্রহ্ম অদ্বয় অজ
পরমাশ্রয়ই বিজ্ঞেয় ॥ ৮৮ ॥

জ্ঞান ও ত্রিবিধ জ্ঞেয় বিষয় ক্রমতঃ পরিজ্ঞাত হইলেই সেই মহাবুদ্ধি
ব্যক্তির সর্বজ্ঞতা স্বয়ং উৎপস্থিত হইয়া থাকে । প্রথমতঃ লৌকিক
বিষয় পরিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ অগ্রে লৌকিক স্থূল বিষয়ের জ্ঞান হইয়া সেই
লৌকিক স্থূলবিষয়েই অভাব হইলে শুদ্ধলৌকিকের পরিজ্ঞান হইয়া
থাকে । অনন্তর শুদ্ধলৌকিকের অভাবে লোকাতীত বিজ্ঞেয়ের জ্ঞান
হয় । এইরূপে ক্রমতঃ স্থানত্রয়ের অভাব হইয়া পরমার্থ সত্য অজ অদ্বয়
পরমাশ্রয়তত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেই সর্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে । সেই মহাবুদ্ধি
ব্যক্তির ইহ লোকে কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকে না । এই জ্ঞান যে, একবার
মাত্র হয়, তাহা নহে ; সর্বদা সর্ববিষয়ের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে ॥ ৮৯ ॥

হেয়জ্ঞেয়াপ্যপাক্যানি বিজ্ঞেয়ানুগ্রহাণতঃ ।

তেষামনুগ্রহে বিজ্ঞেয়াদুপলব্ধিষু স্মৃতঃ ॥ ৯০ ॥

স্বরূপে ব্যভিচারভাবাদিত্যর্থঃ । মহি পরমার্থবিদো জ্ঞানোত্তরাভিভবৌ
স্তৌ বপাহন্তেষাং প্রাবাহকানাম্ ॥ ৮৯ ॥

লৌকিকাদীনাং ক্রমেণ জ্ঞেয়ত্বেন নির্দেশাদস্তিত্বাশঙ্কা পরমার্থতো
মাভূদিত্যাহ । হেয়ানি চ লৌকিকাদীনি ত্রীণি জাগরিতস্বপ্নস্মৃগুণা-
নুগ্রহস্বেন রজ্জ্বাং সর্পবদ্ধাতব্যানীত্যর্থঃ । জ্ঞেয়মিহ চতুষ্কোটিবর্জিতং
পরমার্থতত্ত্বম্ । আপ্যাত্মাপ্তব্যানি ত্যক্তবাহৈষণাত্রেয়েণ ভিক্ষুণা পাণ্ডিত্য-
বাল্যমোনাথ্যানি সাধনানি । পাক্যানি রাগদ্বेषমোহাদয়ো দোষাঃ কষা-
ঘাথ্যানি পল্লব্যানি । সর্বাণ্যেতানি হেয়জ্ঞেয়াপ্যপাক্যানি বিজ্ঞেয়ানি
ভিক্ষুণা উপায়ত্বেনেত্যর্থঃ । অগ্রহাণতঃ প্রথমতন্তেষাং হেয়াদীনামনুগ্রহ
বিজ্ঞেয়াং পরমার্থসত্যং বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মৈকং বর্জয়িত্বা । উপলব্ধনমুপলব্ধো-
হবিদ্যাকল্পনামাত্রম্ । হেয়াপ্যপাক্যেযু ত্রিষপি স্মৃতো ব্রহ্মবিদ্ভিন্ন পরমার্থ-
সত্যতত্ত্বমাণমিত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্মৃগুণাস্বক ত্রিবিধ লৌকিকভাব পরিত্যাগ করিবে ।
কারণ উক্ত ত্রিবিধ লৌকিকভাব বাস্তবিক আত্মাতে বিদ্যমান নাই, অত-
এব উহা রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের গ্রায় সর্বথা পরিহার্য । অস্তিত্বাদি ভাবচতুষ্টয়
শূন্য পরমার্থতত্ত্বই জ্ঞেয় । বাহ্যব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডিত্যমোনাদি
সাধন সকল অবশ্য আশ্রয় করিবে, অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য
পরিচিহ্ননদ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর বিচারপূর্বক দম্ভ, দূর্প, অহঙ্কারাদি
পরিত্যাগ করিয়া নুস্তিসহকারে ঐশ্বর্যার্থানুসন্ধানদ্বারা নিদিধ্যাসন করিবে
এবং যাহাতে রাগদ্বेषাদি পরিপাক পায়, তাহাই করিতে হইবে । এই
সকল কার্যই প্রথমতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের উপায় বলিয়া নিশ্চয় করিবে ।
ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে উক্ত কার্য সকল কেবল অবিদ্যার কল্পনা মাত্র ।
ব্রহ্মজিজ্ঞাসু না হইয়া তৎসাধনানুসন্ধান নিশ্চয়োজন । অতএব রজ্জুতে
সর্পজ্ঞানের গ্রায় সংসারের অস্তিত্বজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থসত্য
ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য ॥ ৯০ ॥

প্রকৃত্যাকাশবজ্জ্যেয়াঃ সর্বৈ ধর্ম্মা অনাদয়ঃ ।

বিদ্যতে ন হি নানাঙ্ঘং তেষাং কচন কিঞ্চন ॥ ১১ ॥

আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব সর্বৈ ধর্ম্মাঃ স্থনিশ্চিতাঃ ।

যশ্চৈবস্তুবতি ক্ষান্তিঃ সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১২ ॥

পরমার্থতত্ত্ব প্রকৃত্য স্বভাবত আকাশবদাকাশতুল্যঃ সূক্ষ্মনিরঞ্জনসর্ব-
গত্বে সর্বৈ ধর্ম্মা আত্মনো জ্যেয়া মুমুক্শুভিরনাদয়ো নিত্যাঃ । বহুবচন-
কৃতভেদাশঙ্কাং নিরাকুর্ণমাহ । কচন কিঞ্চন কিঞ্চিদণ্ডমাত্রমপি তেষাং
ন বিদ্যতে নানাঙ্ঘমিতি ॥ ১১ ॥

জ্যেয়তাপি ধর্ম্মাণাং সংযুতৈব ন পরমার্থত ইত্যাহ আদীতি । যস্মাদাদৌ
বুদ্ধা আদিবুদ্ধাঃ প্রকৃত্যৈব স্বভাবত এব । যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপাঃ
সবিতৈবং নিত্যবোধস্বরূপা ইত্যর্থঃ । সর্বৈ ধর্ম্মাঃ সর্ব আত্মানঃ । নচ
তেষাং নিশ্চয়ঃ কর্তব্যোহনিত্য নিশ্চিত স্বরূপা ইত্যর্থঃ । ন সন্দিগ্ধমান-
স্বরূপা এবং নৈবক্ষেতি যন্ত দৃষ্টকোরেবং যথোক্তপ্রকারেণ সর্বদা বোধ-
নিশ্চয়নিরপেক্ষতা আত্মার্থং বা । যথা সবিতা নিত্যং প্রকাশাস্তবনিরপেক্ষঃ
স্বার্থঃ পরার্থক্যেত্যেবস্তুবতি । ক্ষান্তিরৌধকর্তব্যতানিরপেক্ষতা সর্বদা
স্বাশ্রয়িনি সোহমৃতত্বায়ামৃতভাবায় কল্পতে । মোক্ষায় সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইতিপূর্বে যে অস্তিত্বাদি ভাববর্জিত পরমাত্মতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে,
সেই সূক্ষ্ম নিরঞ্জন সর্বগত পরমাত্মতত্ত্ব স্বভাবতঃ আকাশবৎ নিত্য ;
মুমুক্শু ব্যক্তিরাই উহা জানিতে পারেন । কখন তাহার নানাঙ্ঘ হয়
না ॥ ১১ ॥

যেমন সূর্য্য স্বভাবতঃ প্রকাশস্বরূপ, সেইরূপ পরমাত্মা নিত্যবোধ
স্বরূপ । বাস্তবিক তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, তিনি স্বয়ংই পরিজ্ঞাত
হইয়া থাকেন । যেমন সূর্য্য স্বয়ংই প্রকাশিত হয়েন, তিনি কিছুই অপেক্ষা
করেন না, সেইরূপ আত্মা স্বয়ং প্রতিভাসিত হইয়া থাকেন । যে ব্যক্তির
এইরূপ বোধেরকর্তব্যতা নিশ্চিত আছে, সেইব্যক্তি মুক্তিপদ পাইতে
পারে ॥ ১২ ॥

আদিশাস্ত্রা অহুংপন্নঃ প্রকৃত্যৈব সুনিবৃত্তাঃ ।

সর্বৈ ধর্ম্মাঃ সমাভিন্না অজং সাম্যং বিশারদম্ ॥ ৯৩ ॥

বৈশারদ্যন্তু বৈ নাস্তি ভেদে বিচরতাং সদা ।

ভেদনিম্নাঃ পৃথগ্ধাদান্তস্মাত্তে কৃপণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯৪ ॥

তন্না নাপি শাস্তিকর্তব্যতান্বনীত্যাহ । যস্মাদাদিশাস্ত্রা নিত্যমেব-
শাস্ত্রা অহুংপন্ন অজাশ্চ প্রকৃত্যৈব সুনিবৃত্তাঃ সূচু পরস্বাভাবা নিতামুক্ত-
স্বভাবা ইত্যর্থঃ । সর্বৈ ধর্ম্মাঃ সমাশ্চাভিন্নাশ্চ সমাভিন্না অজং সাম্যং
বিশারদং বিশুদ্ধমাত্মতত্ত্বং যস্মাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রিয়োক্ষো বা নাস্তি কর্তব্য ইত্যর্থঃ
ন হি নিত্যৈকস্বভাবস্ত কৃতং কিঞ্চিদেব স্মৃতাং ॥ ৯৩ ॥

যে যথোক্তপরমার্থতত্ত্বং প্রতিপন্নাস্তে এবাকৃপণা লোকে কৃপণাস্তে
ঈত্যাহ । যস্মাদ্ভেদনিম্না ভেদানুযায়িনঃ সংসারানুগা ইত্যর্থঃ । কে
পৃথগ্ধাদাং পৃথক্ নানা বস্তুতোবং বদনং যেবাং তে পৃথগ্ধাদাদ্বৈতিন ইত্যর্থঃ ।
তস্মাত্তে কৃপণাঃ ক্ষুদ্রাঃ স্মৃতা যস্মাদ্ভৈশারদ্যং বিশুদ্ধিনিবৃত্তি তেষাং ভেদে
বিচরতাং দ্বৈতমার্গেহবিদ্যাকল্লিতে সর্বদা বর্তমানানামিত্যর্থঃ । অতো
যুক্তমেব তেষাং কার্পণ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯৪ ॥

আত্মাব শাস্তিসাধনও কর্তব্য নহে, যেহেতু আত্মা নিত্যই শাস্তিগুণ
সম্পন্ন, অতএব তাঁহার শাস্তিসাধন নিশ্চয়োজন । সেই আত্মা অহুংপন্ন,
কখনও তাঁহার উৎপত্তি হয় না এবং স্বভাবতই আত্মা নিতামুক্তস্বভাব,
অতএব তাঁহার সকল ধর্ম্মই তুল্যা ও অভিন্ন । যেহেতু আত্মতত্ত্ব অজ, সাম্য
এবং বিশুদ্ধস্বভাব ; স্মৃতরাং তাঁহার শাস্তি বা মোক্ষ কিছুই হইতে পারে
না । যে বস্তু নিত্য মুক্তস্বভাব, তাঁহার কর্তব্য কিছুই নাই ॥ ৯৩ ॥

যাঁহার যথোক্ত পরমার্থতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই অকৃপণ,
তত্ত্বগ্ন সমুদায়ই কৃপণ । যাঁহার ভেদজ্ঞানে সংসারের অহুগমন করিয়া
নানা প্রকার বস্তু স্বীকার করে, সেই সকল দ্বৈতবাদীরা স্মৃতি ক্ষুদ্রাশয় ।
ভেদবাদিদিগের কদাচ অশুঃকরণের বিশুদ্ধি হয় না ; স্মৃতরাং তাঁহাদিগের
কার্পণ্যই যুক্ত ॥ ৯৪ ॥

অজে সাম্যে তু য়ে কেচিদ্ভবিষ্যন্তি স্তুনিশ্চিতাঃ ।

তে হি লোকে মহাজ্ঞানান্তুচ্চ লোকো ন গাহিতে ॥ ৯৫ ॥

অজেপ্যজমসংক্রান্তং ধৰ্ম্মেষু জ্ঞানমিষাতে ।

যতো ন ক্রমতে জ্ঞানমসঙ্গং তেন কীর্তিতম্ ॥ ৯৬ ॥

যদিদং পরমার্থতত্ত্বমহাশ্রয়ভিরপণ্ডিতৈর্কেদান্তবহিষ্ঠৈঃ ক্ষুদ্রৈরন্নজ্ঞৈরন-
বগাহমিত্যাহ । অজে সাম্যে পরমার্থতত্ত্বে এবমেবেতি য়ে কেচিৎ জ্ঞানদ-
য়োহপি স্তুনিশ্চিতা ভবিষ্যন্তি চেত্ত এব হি লোকে মহাজ্ঞানান্নিরতিশয়-
তত্ত্ববিষয়কজ্ঞানান্ন ইত্যর্থঃ । তুচ্চ তেষাং বদ্য তেষাং বিদিতং পৰমার্থতত্ত্বং
সামান্যবুদ্ধিরতো লোকো ন গাহিতে নাবতবতি ন বিষরী করোতীত্যর্থঃ ॥
সৰ্বভূতান্নভূতশ্চ সৰ্বভূতহিতশ্চ চ । দেবা মার্গেহপি মুহুন্তি হৃপদশ্চ পদৈ-
ষিণঃ ॥ শকুনীনামিবাকাশে গতিনৈবোপলভ্যত ইত্যাদি স্মরণং ॥ ৯৫ ॥

কথং মহাজ্ঞানতত্ত্বমিত্যাহ । অজেষুহুংপদেষুচলেষু ধৰ্ম্মেষুশ্রবজমচলঞ্চ
জ্ঞানমিষাতে সবিতরীবৌক্ষ্যং প্রকাশশ্চ যতন্তদ্ভাসংক্রান্তমর্থান্তরে জ্ঞান-
মজমিষাতে । যস্মান্ন ক্রমতেহর্থান্তরে জ্ঞানন্তেন কারণেনাসঙ্গং তৎ কীর্তি-
তমাকাশকল্পমিত্যুক্তম্ ॥ ৯৬ ॥

যাহারা অতিনিচাশয়, বেদান্তপরাঙ্কুথ, পণ্ডিতাভিমাত্রীও অল্পজ্ঞান-
সম্পন্ন, তাহারা কদাচ পরমার্থতত্ত্ব জানিতে পারে না । ইহ লোকে যাহার
অজ্ঞ ও সাম্য পরমার্থতত্ত্ব নিশ্চিত হইয়াছে, তাহারাই মহাজ্ঞান । যদি
জ্ঞীগণও পরমার্থতত্ত্ব নিশ্চিত হইতে পারেন, তাহাই হইলে তাঁহারাও ইহ-
লোকে মহাজ্ঞান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন । যাহারা একমাত্র পরমার্থ-
তত্ত্বস্বরূপ পস্থা আশ্রয় করেন, তাহারাই সেই পরমার্থতত্ত্ব জানিতে
পারেন, সামান্যবুদ্ধি বিষয়াশক্তচিত্ত ব্যক্তি কখন তাহা জানিতে পারে
না । শাস্ত্রান্তর প্রমাণে জানা যায় যে, দেবগণও অগতির গতিস্বরূপ সৰ্ব-
ভূতান্ন সৰ্বপ্রাণিহিতৈষী পরমাত্মার পথে মোহিত হয়েন ॥ ৯৫ ॥

অচঞ্চল আত্মাতে যে জ্ঞান হয়, তাহাও অচঞ্চল, অর্থাৎ একবার আত্ম-
তত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে আর সেই জ্ঞানের অত্থা হয় না । যেমন দিশ-

অণুমাত্রেশপি বৈধর্ম্যো জায়মানৈববিপশ্চিতঃ ।

অসঙ্গতা সদা নাস্তি কিমুতাবরণচ্যুতিঃ ॥ ৯৭ ॥

অলঙ্কাবরণাঃ সর্বৈব ধর্ম্যাঃ প্রকৃতিনির্মলাঃ ।

আদৌ বুদ্ধান্তথাযুক্তা বুদ্ধান্ত ইতি নায়কাঃ ॥ ৯৮ ॥

ইক্তাহং যেযাং বাদিনামণুমাত্রেশহপি বৈধর্ম্যো বস্তুনি বহিরন্তরী
জায়মানে উৎপদ্যমানেববিপশ্চিতোহবিকেকিনোহসঙ্গতাহসঙ্গতং সদা
নাস্তি কিমু বক্তব্যমাবরণচ্যুতির্লক্ষ্যনাশো নাস্তীতি ॥ ৯৭ ॥

তেষামাবরণচ্যুতির্নাস্তীতি ক্রবতাং স্বসিদ্ধান্তেহভ্যুপগতং তর্হি ধর্মী-
ণামাবরণং নেতৃত্ব্যতে । অলঙ্কাবরণাঃ অলঙ্কমপ্রাপ্তমাবরণমবিদ্যাদিবন্ধনং
যেষাং তে ধর্ম্যা অলঙ্কাবরণা বন্ধনরহিতা ইত্যর্থঃ । প্রকৃতিনির্মলাঃ
স্বভাবসুন্দরা আদৌ বুদ্ধান্তথা যুক্তা যন্মান্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবাঃ ।
ষদ্যেবং কথং তর্হি বুদ্ধান্ত ইত্যুচ্যতে । নায়কাঃ স্বামিনঃ সমর্থী বোদ্ধং

করের উচ্ছতা ও প্রকাশ সেই সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রা যায় না,
সেইরূপ আত্মজ্ঞান বিষয়াস্তরে সংক্রান্ত হয় না । যেহেতু আত্মজ্ঞান অস্ত্র
বিষয়ে সংক্রান্ত হয় না, অতএব এইজ্ঞানকে অসঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন
কবেন ॥ ৯৬ ॥

যদি অবিবেকিদিগের জ্ঞান কিঞ্চিন্নাত্রও অস্ত্রবিষয়ে আক্রান্ত হয়,
তাহাহইলে তাহাদিগের সেই জ্ঞানকে অসঙ্গ জ্ঞান বলা যায় না এবং
কখনও তাহাদিগের বন্ধনমুক্তি হইতে পারে না । যাহাদিগের জ্ঞান
ক্ষণকালের জন্তেও যদি আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়েতে ধাবিত হয়,
তাহাহইলে তাহার সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না ॥ ৯৭ ॥

যাহারা বলিয়া থাকেন, অবিবেকিদিগের সংসারের বন্ধন বিচ্যুতি
হয় না । তাঁহারা আপনসিদ্ধান্তদ্বারাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সকল
ধর্ম্মই অবিদ্যাজনিত, সংসারবন্ধনরহিত, স্বভাবতঃ শুদ্ধ এবং নিত্য বুদ্ধ
মুক্তস্বভাব । যাহারা সেই ধর্ম্মের স্বামী, তাঁহারাই জানিতে পারেন যে,
যেমন নিত্য প্রকাশস্বরূপ সূর্য্য সর্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং যেমন

ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্ত জ্ঞানং ধৰ্ম্মেষু তাপিনঃ ।

সৰ্ব্বৈ ধৰ্ম্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্বুদ্ধেন ভাষিতম্ ॥ ১৯ ॥

বোধশক্তিমংসভাবা ইত্যর্থঃ । যথা নিত্যপ্রকাশস্বরূপোহপি সবিভা
প্রকাশত ইত্যাচ্যতে যথা বা নিত্যনিবৃত্তগতয়েহপি নিত্যমেব শৈল্যন্তিষ্ঠ-
ন্তীত্যাচ্যতে তদ্বৎ ॥ ১৮ ॥

যস্মান্ন হি ক্রমতে বুদ্ধস্ত পরমার্থদর্শিনো জ্ঞানং বিষয়াস্তরেষু ধৰ্ম্মেষু
ধৰ্ম্মসংস্থং সবিভবীং প্রভা । তাপিনঃ তাপোহস্তাস্তীতি তাপী তস্ত সন্তা-
পবতো নিবস্তরস্তাকাশকল্পস্তেত্যর্থঃ । পূজাবতো বা সৰ্ব্বৈ ধৰ্ম্মা আত্ম-
নোহপি তথা জ্ঞানবদেবাকাশবল্লভান্ন ক্রমস্তে কচিদপ্যর্থাস্তব ইত্যর্থঃ ।
বদাদ্যবুপগুস্তং জ্ঞানেনাকাশকল্পেনেত্যাদি তদ্বদমাকাশকল্পস্ত তাপিনো
বুদ্ধস্ত তদনন্তত্বাদাকাশকল্পং জ্ঞানং ন ক্রমতে কচিদপ্যর্থাস্তরে । তথা ধৰ্ম্মা
ইতি আকাশমিবাচলমবিক্রিয়ং নিরবয়বং নিত্যমদ্বিতীয় মসঙ্গমদৃশ্যমগ্রা-
হ্যমশনাদ্যাভীতং ব্রহ্মাত্মত্বম্ । ন হি দ্রষ্টৃদৃষ্টৈর্কিপরিলোপো বিদ্যত

স্থিতিশীল ও গমনশক্তি রহিত পৰ্ব্বত সদা অবস্থিতি করে । সেইরূপ
আত্মা স্বয়ংই সৰ্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

পরমার্থদর্শী তত্ত্বজ্ঞানিদিগের জ্ঞান বিষয়াস্তরেতে সংক্রামিত হয় না ।
যেমন সূর্য্যের প্রভা সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া অত্র কোন পদার্থ আশ্রয়
করে না, সৰ্ব্বদা সূর্য্যেতেই থাকে, সেইরূপ পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান বিষয়াস্তর
পরিত্যাগ করিয়া পবমান্বাতেই থাকে । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পর-
মার্থজ্ঞান আকাশকল্প, অতএব সেই আকাশকল্প জ্ঞানের অত্র বিষয়ে অব-
কাশই হইতে পারে না ; সুতরাং পরমার্থদর্শীর বিষয়াস্তরে আশ্রয় হয়
না, ইহাই প্রতিপন্ন হইল । শ্রুতিপ্রমাণেও জানা যায় যে, ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব
আকাশের ন্যায় অচল, অক্রিয়, নিরবয়ব, নিত্য, অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অদৃশ্য,
অগ্রাহ এবং ফুংপিপাসাদির অতীত । যাহারা উক্তরূপ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান
লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই জ্ঞানের কদাচ বৈপরীত্য হয় না ।
পরমার্থতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান ইহাদিগেরও ভেদ থাকে
না । কিন্তু বুদ্ধেরা ইহা স্বীকার করেন না ॥ ১৯ ॥

দুর্দর্শমতিগন্তীরমজং সাম্যং বিশারদম্ ।

বুদ্ধা পদমনানাত্বং নমস্কুশ্মো যথা বলম্ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীগৌড়পাদাচার্যাকৃতা মাণ্ডুক্যো-
পনিষৎকারিকা সম্পূর্ণা ।

ইতিশ্রুতেঃ । জ্ঞানজ্ঞেয়জ্ঞাতৃত্তেদরহিতঃ পরমার্থতত্ত্বমদ্বয়মেতন্ন বুদ্ধেন
ভাষিতম্ । যদাপি বাহার্থনিরাকবণং জ্ঞানমাত্রকল্পনা চাষয়বস্ত্তসামীপ্য-
মুক্তম্ । ইদন্ত পরমার্থতত্ত্বমদ্বৈতং বেদান্তেষ্টেব বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯৯ ॥

শাস্ত্রসমাধৌ পরমার্থতত্ত্বস্ত্ত্যর্থং নমস্কার উচ্যতে । দুর্দর্শং হুঃখেন
দর্শনমশ্বেতি দুর্দর্শম্ । অস্তিনাস্তীতি চতুষ্কোটবজ্জিতাং হুর্কির্জ্ঞেয়-
মিত্যর্থঃ । অত এবাতিগন্তীরং হুঃপ্রবেশং মহাসমুদ্রবদকৃতপ্রৈক্সঃ অজং
সাম্যং বিশারদম্ । ঈদৃক্ পদমনানাত্বং নানাত্ত্ববজ্জিতং বুদ্ধা অবগম্য
তদ্বৃত্তাঃ সন্তো নমস্কুশ্মন্তশ্চৈ পদায় । অব্যবহার্যামপি ব্যবহারগোচর-
মাপাদ্য বলং যথা শক্তীত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

অজমপি জনিরোগং প্রাপদৈশ্বৰ্য্যায়োগা-

দগতি চ গতিমন্তাপ্রাপদেকং হ্যনেকম্ ।

বিবিধবিষয়ধর্মগ্রাহি—মুগ্ধেক্ষণানাং

প্রণতভয়বিহন্তু ব্রহ্ম যত্নন্তোহস্মি ॥ ১ ॥

প্রজ্ঞাতৈবশাখবেধক্ষুভিতজলনিধের্কেদনাম্নোহস্তুরন্তং

ভূতাত্মালোক্য মগ্নাত্ত্বিরতজননগ্রাহধোরে সমুদ্রে ।

কারণাচ্ছদধারামৃতমিদমমরৈর্হুর্লভং ভূতহেতো-

র্ঘন্তংপূজ্যাত্তিপূজ্যং পরমশুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোহস্মি ॥ ২ ॥

শাস্ত্রসমাধিতে পরমার্থতত্ত্বের নমস্কার কর্তব্য বিবেচনাযু নমস্কারপূর্বক
স্তব কবিত্তেছেন ।—পরমার্থতত্ত্বকে দুর্দর্শ, অস্তিনাস্তি ইত্যাদি ভাবচতুষ্টয়-
বার্জিত, অতিহুর্কির্জ্ঞেয়, অতিগন্তীব অর্থাৎ মহাসমুদ্রের তায় অকৃতজ্ঞ-

যং প্রাজ্ঞালোকভাসা প্রতিহৃতিমগমং স্বাস্তমোহাকরকারো
 মজ্জোন্মজ্জচ্চ ঘোরে হৃৎকৃৎপজ্জবোদয়তি ত্রাসনে মে ।
 যং পাদাবশ্রিতানাং শ্রুতিশমবিনয়প্রাপ্তিরগ্রাহ্যমোঘা
 তং পাদৌ পাবনীয়ো ভবত্যবিহুদৌ সৰ্বভাবৈব নমস্যে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজাপাদশিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্চ
 শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতাঙ্গাগমশাস্ত্রবিবরণে অলাত শাস্ত্রাখ্যং
 চতুর্থপ্রকরণং সমাপ্তম্ ॥ ৪ ॥

দিগেব হৃৎপ্রবেশ, অজ, সাম্য, বিশুদ্ধ ও নানাত্ববিহীন জানিয়া যথাশক্তি
 তাহাকে নমস্কার করি ॥ ১০০ ॥

শ্রীগোড়পাদাচার্য্যকৃত মাণ্ডুক্যোপনিষৎকারিকার
 ভাষার্থ সম্পূর্ণ ॥

ইতি অথর্কবেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎ
 সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

